কংগ্রেস।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত।

(পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট বসুমতী ইলেক্‌ট্রিক্ মেসিন যন্ত্রে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

কংগ্রেসের ইতিহাস নব-ভারতের ইতিহাস। আমাদের নূতন জাতীয় জীবন বুঝিতে হইলে, এই কংগ্রেসের ইতিহাস পড়িতে হইবে। বাঙ্গালায় সে ইতিহাস লিখিত হয় নাই। ইংরাজীতে মিসেস বেসাণ্ট ও অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় সে ইতিহাস—দুই ভাবে লিখিয়াছেন। মিসেস বেসাণ্টের পুস্তক ঘটনা-বিবৃতি—তাহাতে অসাধারণ শ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। মজুমদার মহাশয়ের পুস্তক কেবল কংগ্রেসের কথায় পূর্ণ নহে। দুইখানিই অসম্পূর্ণ,—কোন খানিতেই ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের সম্মিলন ও তাহার পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহের বিবরণ নাই।—বাঙ্গালায় এই ইতিহাস লিখিবার জন্য যেরূপ অবসরের প্রয়োজন, সেরূপ অবসর দৈনিক পত্র-পরিচালকের পক্ষে দুর্লভ। তথাপি আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কারণ, এই ইতিহাসের উপকরণ দিন দিন দুষ্প্রাপ্য হইতেছে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে আমার অশেষ শ্রদ্ধাভাজন জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'সাহিত্য'পত্রে কংগ্রেসের যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি যে সকল পুস্তক ও পুস্তিকা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সব দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। এখন সে সব আরও দুষ্প্রাপ্য, কিছু দিন পরে অনেকগুলি হয় ত পাওয়াই যাইবে না। কংগ্রেসের প্রথম কয় বৎসরের কথা যাঁহারা অভিজ্ঞতা হইতে লিপিবদ্ধ করিতে পারিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই লোকান্তরিত। যাঁহারা আজও জীবিত, তাঁহাদের মধ্যে অম্বিকা বাবু তাঁহার কথা লিখিয়াছেন; শুনিয়াছি, সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার স্মৃতি-কথা লিপিবদ্ধ করিতেছেন; বৈকুণ্ঠ

বাবু কিছু লিখেন নাই। আমার দ্বারা যে উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে, সে সব আমি এক স্থানে রাখিয়া গেলাম।

কংগ্রেসে "স্বদেশীর" প্রভাব বুঝাইবার জন্য "স্বদেশী" সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করিতে হইয়াছে। সে সময়ে আমি ডায়েরী রাখিতাম জানিতে পারিয়া, আমার অনেক যুবক বন্ধু আমাকে এ দেশে জাতীয় ভাব বিকাশের ইতিহাস লিখিতে বলিয়াছেন। ইচ্ছা থাকিলেও মানুষের দ্বারা অনেক কায হইয়া উঠে না; আমিও তাহা রচনার অবসর পাইব কি না, বলিতে পারি না। ডায়েরীগুলি পুলিস খানাতল্লাসের সময় লইয়া যাইয়া বহুদিন পরে প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। "স্বদেশী"র বিবরণ ব্যতীত জাতীয় ভাবের ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে না বলিয়া কংগ্রেসের কথায় সে বিবরণও যথাসম্ভব ডায়েরী হইতে ও আমার নিকট যে সব কাগজপত্র আছে সেই সকল হইতে দিলাম। ইহাতে ভুল থাকিতে পারে; থাকিলে, কেহ সে সব দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

আশা করি, এই পুস্তকে লোকের পক্ষে আমাদের জাতীয় ভাবের স্বরূপ বুঝিবার সুবিধা হইবে।

আমার জ্যেষ্ঠ শ্রীযুত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ধৃষ্টতা আমার নাই। শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি রোগশয্যায় থাকিয়াও এই পুস্তক রচনায় আমাকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন এবং 'বসুমতীর' সম্পাদকীয় বিভাগে আমার সহকর্মী শ্রীযুত সত্যেন্দ্রকুমার বসু, পণ্ডিত শ্রীযুত দুর্গাচরণ কাব্যতীর্থ ও শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সর্ব্বদাই এই পুস্তক রচনায় আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন। আমি ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের এই অবসর ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

'বসুমতী'-কার্য্যালয়। }
মহালয়া, সন ১৩২৭। }

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রকাশিত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। তদবধি অনেকে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন এবং উড়িষ্যা হইতে এক জন কংগ্রেস সেবক ইহা উড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি চাহিয়াছেন। এই সকল কারণে উৎসাহিত হইয়া পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। এবার পুস্তকে বহু নূতন উপকরণ সংযুক্ত হইল এবং পঞ্জাবের অনাচারের বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পুস্তকে একটি বিস্তৃত বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র দিবার ইচ্ছা ছিল—অবসরাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না।

রথযাত্রা
সন ১৩২৮। } শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কংগ্রেস

প্রথম পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব-কথা।

"বন্দে মাতরম্" মন্ত্র বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' মেরুদণ্ড। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রচারে ও প্রতীচ্য সভ্যতার বিস্তারে ভারতে নবজীবন-সঞ্চার হইয়াছে—ভারতবাসীর হৃদয়ে নব-ভারত-গঠনের—জাতীয় জীবন-প্রণয়নের যে আকাঙ্ক্ষা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, 'আনন্দমঠে' মাতৃপূজার মন্ত্রে তাহাই সপ্রকাশ। কংগ্রেস সেই আকাঙ্ক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল।

কংগ্রেসের ইতিহাস আমাদের নব-জীবনের ইতিহাস—জাতীয় জীবনের ইতিহাস—রাজনীতিক ভাববিকাশের ইতিহাস। ইহারও স্তর-বিন্যাস আছে—পারম্পর্য্য আছে। ইহাতেই জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তন—রাষ্ট্রীয় আদর্শের ক্রমবিকাশ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কংগ্রেসের ইতিহাসের আলোচনা করিলে এ দেশে দেশাত্মবোধের ক্রমবিকাশ, স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শস্ফুরণ, সর্ব্ববিষয়ে বিদেশী জেতার উপর নির্ভর না করিয়া আত্মশক্তির উদ্বোধন ও অনুশীলন করিয়া

স্বাবলম্বী হইবার জন্য ব্যাকুলতা এবং জাতীয় জীবনের ক্রমোন্নতি বুঝিতে পারা যায়।

যখন মুসলমান-শাসনের দৌর্ব্বল্যহেতু দেশে অনাচার বিস্তার লাভ করিয়াছে, তখনই এ দেশের লোক সাহায্য করিয়া স্বেচ্ছায় বণিক ইংরাজের হাতে রাজদণ্ড তুলিয়া দিয়াছিল। এককালে (৮১৫ খৃষ্টাব্দে বা তাহার সমসময়ে) এই বাঙ্গালার প্রজারা যেমন মাৎস্যন্যায় বা অনাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য আপনাদের প্রতিনিধি গোপালকে রাজসিংহাসনে বসাইয়াছিল, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে তেমনই, তাহারাই সিরাজ-দ্দৌলার অনাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টায় ইংরাজকে এ দেশের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল। এ দেশে ইংরাজ-শাসন প্রজার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ইংরাজ এ দেশে শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া দেশে শৃঙ্খলাস্থাপন করেন। সেই সময় ইংরাজ তাঁহার দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতাবশে আপনার দেশের শিক্ষা ও আচারই সর্ব্বদেশের উপযোগী বিবেচনা করিয়া এ দেশের চিরাগত প্রচলিত শিক্ষা ও আচার সংরক্ষণে মনোযোগী হয়েন নাই। ফলে যে সব প্রথা এ দেশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ও বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় অভিব্যক্ত, তাহার অনেকগুলির উচ্ছেদ সাধিত হয়। এ দেশের পল্লীসমিতি এমন ভাবে গঠিত ছিল যে, প্রতি গ্রাম স্বাবলম্বী হইত—এ দেশের পঞ্চায়েৎ-প্রথা বহু দিনের। এ সবই বৃটিশ-শাসনের প্রথম আমলে উচ্ছিন্ন হয়। তাহাতে যে দেশের ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। তাহার পর আরও ক্ষতি হইয়াছিল—ভাবের দিকে। এ দেশে ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশের আচার-ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেই ক্ষতিই সর্ব্বপ্রধান ক্ষতি এবং সেই ক্ষতির পূরণ করিতে আমাদের বহুকাল লাগিয়াছে। তখন এ দেশে সবই ইংরাজের অনুকরণে হইতে আরম্ভ হয় এবং ইংরাজী-

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের বিচ্ছেদ দিন দিন প্রবল হইয়া উঠে। এ দেশের যে প্রাচীন সভ্যতা, পরিপুষ্ট সাহিত্য ও সম্মোহন শিল্প ছিল, ইংরাজ তাহা মনেও করিতেন না। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মেকলে লিখিয়াছিলেন, যে কোন ভাল য়ুরোপীয়ান পুস্তকাগারের একটা শেল্‌ফে যে পুস্তক থাকে, সমগ্র ভারতের ও আরবের সাহিত্য তাহার সহিত তুলিত হইতে পারে না। তখন ইংরাজের এই বিশ্বাস ছিল এবং ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসীরা সেই বিশ্বাসই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেন। খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকরা তাঁহাদিগের সেই বিশ্বাসই বদ্ধমূল করিতে চেষ্টা করিতেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা এই ভাবেরই ভাবুক হইয়াছিলেন। তখন ইংরাজের অনুকরণ করাই তাঁহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। সুখের বিষয়, দেশের "অশিক্ষিত" জনসাধারণ ও মহিলারা এই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েন নাই এবং স্বজাতিপ্রীতি ও দেশাচারের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহাদের মধ্যেই আশ্রয় পাইয়াছিল বলিয়া লুপ্ত হয় নাই।

এ দেশে ইংরাজ-শাসন সুদৃঢ় হইবার পর যাহাকে রাজনীতি-চর্চ্চা বলা হইত, তাহা প্রধানতঃ প্রাদেশিক বিষয় লইয়া। বিশেষ তখন ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় "বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া" "দেশের কুকুর ধরি" যে স্বদেশ-প্রীতির পরিচায়ক, সে স্বদেশ-প্রীতি হারাইতে বসিয়াছিলেন। রাজনীতি-চর্চ্চা তখন "নিবেদন আর আবেদন থালা" বহায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সেই সময় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাই বাঙ্গালার প্রথম রাজনীতিক সভা। বাঙ্গালাই ইংরাজী-শিক্ষায় অগ্রণী ছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (কলিকাতায়) ডেরাসমাইলখাঁ হইতে আগত প্রতিনিধি মালিক ভগবান দাস বলিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ বাঙ্গালী বাবু বলিলে তিনি তাহাতে গর্ব্বানুভব করিবেন; কেন না, বাঙ্গালীরাই

ভারতে শিক্ষা-বিষয়ে অগ্রণী। এই বাঙ্গালায় কংগ্রেসের পূর্ব্বে রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি রাজনীতি-চর্চ্চা করিতেন। যাহাতে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় সদস্য গৃহীত হয়, লাভজনক পাবলিক ওয়ার্কস যাহাতে বর্দ্ধিত হয়—এ সব বিষয়ে তাঁহারা সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন। কিন্তু প্রধানতঃ প্রাদেশিক বিষয়েই তাঁহাদের মনোযোগ দেখা যাইত। তাহার বিশেষ কারণও ছিল। তখনও দেশে রেলপথ বিস্তৃত হয় নাই—কেবল আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতে রেলপথ প্রতিষ্ঠার ২২ বৎসর পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল তারিখে ভারতে প্রথমে রেলপথে গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়। প্রথমে বোম্বাই হইতে টানা পর্য্যন্ত ২০ মাইল পথে ট্রেন যাতায়াত করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত ট্রেণ চলিয়াছিল। পথ সুগম নহে সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দের পক্ষে পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিয়া একযোগে কাম করিবার সুবিধা হইত না। রামগোপাল নিমতলায় শবদাহের ঘাট রক্ষা করিয়া যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নীলকরের অত্যাচারপীড়িত প্রজার পক্ষাবলম্বন করিয়া হরিশ্চন্দ্র বাঙ্গালীর হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার আসন লাভ করিয়াছিলেন—তাই তাঁহার মৃত্যুতে "নীরাজ" যে গান রচনা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার পল্লীপ্রান্তর মুখরিত করিয়া তাহা শ্রুত হইত—

> "নীল বাঁদরে সোনার বাঙ্গালা করলে এবার ছারেখার।
> অসময়ে হরিশ ম'ল, লঙের হ'ল কারাগার।
> প্রজার এবার প্রাণ বাঁচান ভার।"

বাঙ্গালার জমিদারদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস যশস্বী হইয়াছিলেন। 'আলো ও ছায়া'-রচয়িত্রীর "আশার স্বপন" বোধ হয় তাঁহারা কল্পনা করিতেও পারেন নাই—

"দেখিনু যতেক ভারত সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান্
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্
অতীত সুদিনে আসিত যথা।"

যখন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনও রাজনীতি পূর্ব্বের আকার ত্যাগ করে নাই—নবকলেবরে আবির্ভূত হয় নাই। তখন রাজনীতি-ক্ষেত্রে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রাধান্য। বঙ্কিমচন্দ্র সে রাজনীতিকে উপহাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু "ইংরাজ ঘেঁসা" রাজনীতিকরা সে উপহাসে বিচলিত হয়েন নাই—তাঁহারা পরিচিত পুরাতন পথেই অগ্রসর হইতেছেন এবং সেই পথেই যশ, মান, উপাধি ও পদ লাভ হইতেছে। রাজেন্দ্রলাল বহুদিন সরকারের চাকরিয়া ছিলেন, জয়কৃষ্ণ বড় জমীদার, উমেশচন্দ্র বড় ব্যারিষ্টার—বেশে, বাসে, ব্যবহারে য়ুরোপীয়ের মত।

তবে সে সময়ের কথায় অবশ্যই বলিতে হয়, তখন রাজনীতিক্ষেত্রে পরিবর্ত্তন সূচিত হইতেছে। গোবিন্দচন্দ্রের "কত কাল পরে, বল ভারত রে—দুঃখ-সাগর সাঁতারি' পার হবে" সত্যেন্দ্রনাথের "জয় ভারতের জয়" প্রভৃতি গান তখন জাতির ভাবের উৎস হইতে উদ্গত হইয়াছে। শিশিরকুমারের 'অমৃতবাজার পত্রিকা' তখন প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সিভিল সার্ভিস্ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া সুরেন্দ্রনাথ তখন অধ্যাপনায় উদরান্ন সংস্থানের ও রাজনীতি-চর্চ্চায় যশার্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন; তিনি ম্যাটসিনীর শিষ্য। আনন্দমোহন তখন নূতন দলে প্রবেশ করিয়া সংযমের দ্বারা আবেগ নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। কিন্তু ইঁহারা উত্তরকালে জাতীয় জীবন-গঠনে বিশেষ সাহায্য করিলেও তখন "উচ্চাঙ্গের রাজনীতিক" বলিয়া পরিচিত নহেন। তাঁহাদের প্রভাব প্রধানতঃ ছাত্রদলে আবদ্ধ এবং তাঁহাদের "কথায় হীরার

খায়" থাকিলেও তাঁহারা "চেঙ্গড়া ভুলায়ে খায়" দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বিবেচিত। ইঁহারা কেহ কেহ আবার "সমাজ-সংস্কার" রাজনীতির অবিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া মনে করায় দেশের জনসাধারণ ইঁহাদিগের প্রতি বিরূপ। তখন রাজসম্মান অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতিক নেতৃত্বের সোপান এবং রাজনীতি-চর্চ্চা বিপদের কারণ না হইয়া বরং সম্পদের সহায়। তখন রাজনীতি কার্য্যেই ভিক্ষানীতি। কবিবর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীতে সে কথা ব্যক্ত করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন—

"(মিছে) কথার বাঁধুনী কাঁদুনীর পালা
চোখে নাহি কারো নীর,
আবেদন আর নিবেদনের থালা
ব'হে ব'হে নত শির।
কাঁদিয়ে সোহাগ ছি ছি এ কি লাজ,
জগতের মাঝে ভিখারীর সাজ,
আপনি করিনে আপনার কাজ
(করি) পরের পরে অভিমান।
(ছি ছি) পরের কাছে অভিমান!

* * *

দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না ত কিছু,
(যদি) মান পেতে চাও প্রাণ পেতে চাও
প্রাণ আগে কর দান।"

এই সময় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দেশে যে জাতীয় ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহার প্রধান কর্ম্ম—হিন্দুমেলা। হিন্দু মেলায় মনোমোহন বসু প্রভৃতির

শক্তৃতায় অনাবিল জাতীয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। মনোমোহন দেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন—

দেশে

"তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার।"

আমাদের

"দেশলাই কাটী তাও আসে পোতে!
খেতে শুতে বসতে প্রদীপ জ্বালিতে—
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।"

বিদেশী বাণিজ্যের স্রোতে দেশের সম্পদ বিদেশে যায়—থাকে "দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা-ভূষী শেষে।"

এই স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠালাভের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় প্রথম 'জাতীয় সঙ্গীত' সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

জগতের ইতিহাসে বহু ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের আরম্ভের মত কংগ্রেসের আরম্ভের কথাও সুস্পষ্টরূপে জানিবার উপযুক্ত উপাদান নাই। যাঁহারা সে ইতিহাস লিখিবার উপযুক্ততম পাত্র ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মৃত। হিউম, জানকীনাথ ঘোষাল, দাদাভাই নৌরজী, নরেন্দ্রনাথ সেন সে ইতিহাস লিখেন নাই। ডাক্তার সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখিতে পারেন, কিন্তু লিখেন নাই। লর্ড রিপণ যখন ভারতের বড় লাট, তখন ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয়দিগের আন্দোলন যে ভারতের সকল প্রদেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজনীতিক অধিকারের জন্য কাম করিতে ইচ্ছুক করিয়াছিল, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। সে যাহা হউক উমেশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়—

"অনেকে অবগত নহেন, লর্ড ডাফরিণ যখন ভারতের বড় লাট ছিলেন, তখন তাঁহারই কল্পনায় কংগ্রেস গঠিত হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার হিউমের মনে হয়, যদি বৎসর বৎসর ভারতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সমবেত হইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করেন, তবে তাহাতে সুফল ফলিতে পারে। তিনি সে সভায় রাজনীতিক আলোচনা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সে সভায় রাজনীতিক আলোচনা হইলে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের রাজনীতিক সমিতিসমূহ দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। যে বার যে প্রদেশে সভাধিবেশন হইবে, সেবার সে প্রদেশের শাসককে সভাপতি করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল; কারণ, তাহাতে সরকারী ও বে-সরকারী সম্প্রদায়ে সমধিক সদ্ভাব সংস্থাপিত হইবে।

মিষ্টার হিউম।

"১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বড়লাট লর্ড ডাফরিণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করেন। লর্ড ডাফরিণ সব শুনিয়া এ বিষয়ে বিশেষ বিবেচনার পর মিষ্টার হিউমকে বলেন—তাঁহার কল্পনা

কার্য্যে পরিণত হইলে বিশেষ সুফল ফলিবে না। তিনি বলেন, বিলাতে যেমন একদল মন্ত্রী হইয়া শাসন-কার্য্য পরিচালন করেন, আর এক দল প্রতিপক্ষ (Opposition) থাকেন, এ দেশে তেমন নাই। এ দেশের সংবাদপত্রে দেশের লোকের মত প্রতিফলিত হইলেও, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। আবার তাঁহাদের ও তাঁহাদের অনুসৃত নীতিসম্বন্ধে ভারতবাসীদিগের মনোভাব ইংরাজরা জানিতে পারেন না। এ অবস্থায় ভারতীয় রাজনীতিকরা যদি বৎসর বৎসর সভায় সমবেত হইয়া শাসনপ্রণালীর ত্রুটি দেখাইয়া দেন ও সংশোধনের উপায় নির্দ্দেশ করেন,তবে শাসক ও শাসিত সকলেরই উপকার হয়। এরূপ সভায় প্রাদেশিক শাসকের পক্ষে সভাপতির আসন গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না; কারণ, তাঁহার সম্মুখে সকলে সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেও পারেন। মিষ্টার হিউম লর্ড ডাফরিণের কথার সারবত্তা বুঝেন এবং তিনি যখন তাঁহার প্রস্তাব ও লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাব কলিকাতার, বোম্বাইয়ের, মাদ্রাজের ও অন্যান্য স্থানের রাজনীতিকদিগের গোচর করেন, তখন তাঁহারা সকলেই লর্ড ডাফরিণের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। লর্ড ডাফরিণ তাঁহার এ দেশে অবস্থানকালে এই প্রস্তাবসংস্রবে তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিষ্টার হিউম যাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এ কথা জানিতেন।"

কিরূপে মিষ্টার হিউম ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু মিসেস্ বেসাণ্ট বলিয়াছেন, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে থিয়জফিক্যাল সোসাইটীর যে সভা হয়, তাহাতে যে সব প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কয় জন ও তাঁহাদের কয় জন বন্ধু—মোট ১৭ জন দাওয়ান বাহাদুর রঘুনাথ রাওয়ের গৃহে সমবেত হইয়া এ বিষয়ের

আলোচনা করেন। মিসেস্ বেসাণ্ট বলেন, নরেন্দ্রনাথ সেন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশ করিয়াছিলেন—

মাদ্রাজ হইতে—ডাক্তার সুব্রহ্মণ্য আয়ার, রঙ্গিয়া নাইড়ু, আনন্দ চার্লু।

কলিকাতা হইতে—নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষ।

বোম্বাই হইতে—মাণ্ডলিক মহাশয়, কাশীনাথ তেলাং, দাদাভাই নৌরজী।

পুণা হইতে—বিজয়রঙ্গ মুদেলিয়ার, পাণ্ডুরঙ্গ গোপাল।

কাশী হইতে—সর্দ্দার দয়াল সিং।

এলাহাবাদ হইতে—হরিশ্চন্দ্র।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে—কাশীপ্রসাদ, পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ।

বাঙ্গালা হইতে—চারুচন্দ্র মিত্র।

অযোধ্যা হইতে—শ্রীরাম।

সর্দ্দার দয়াল সিং কাশী হইতে গিয়াছিলেন কেন? চারুচন্দ্র বাঙ্গালার প্রতিনিধি, না এলাহাবাদ হইতে গিয়াছিলেন? প্রথম পরামর্শ-সভায় সুরেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকিলে প্রথম কংগ্রেসে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয় নাই কেন? জানকীনাথ ঘোষাল কি মাদ্রাজে ছিলেন না? এই সব কথার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত রঘুনাথ রাও মহাশয়ের গৃহে সভা হইয়া থাকিলেও তাহাকেই কংগ্রেসের আরম্ভ বলা যায় না। বিশেষ উমেশ-চন্দ্রের পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তির সহিত ইহার সামঞ্জস্যসাধন সম্ভব নহে। কারণ, এ সভা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হয় এবং বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মিষ্টার হিউম লর্ড ডাফরিণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া প্রস্তাব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নেতাদিগের গোচর করেন। দুই ঘটনায় এক বৎসরের ব্যবধান।

সে যাহা হউক, মিষ্টার হিউমের প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হইলে যে

সুফল ফলিত না, তাহা বলা বাহুল্য। সামাজিক ব্যাপারের আলোচনায় মতভেদে সময় সময় কংগ্রেস পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে। কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশনে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—"কেহ কেহ বলেন, সমাজ-সংস্কার না করিলে আমরা রাজনীতিক অধিকার পাইবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিব না। ইহার অর্থ কি? এতদুভয়ে সম্বন্ধ কোথায়? দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরুন, কংগ্রেস বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথক্ করিবার জন্য ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারজন্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই দুইটি প্রস্তাবের সহিত সমাজ-সংস্কারের কি সম্বন্ধ বিদ্যমান? আমাদের বিধবারা পুনরায় বিবাহ করেন না; আমাদের দুহিতারা অন্য দেশের বালিকাদিগের অপেক্ষা অল্পবয়সে বিবাহিতা হয়; আমাদের পত্নী ও দুহিতারা আমাদের সঙ্গে বন্ধু-গৃহে প্রত্যভিবাদন করিতে গমন করেন না; আমাদের কন্যারা বিদ্যাশিক্ষার্থ অক্সফোর্ডে বা কেম্ব্রিজে প্রেরিত হয়েন না—বলিয়া কি আমরা রাজনীতিক অধিকারলাভের অযোগ্য?" মিষ্টার হিউম বহুদিন সরকারের একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পক্ষে ভারতবাসীর আজিকার মনোভাব কল্পনা করিয়া তাহার অনুকূল ব্যবস্থা করা অবশ্যই সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি যে ভারতবাসীকে ভালবাসিতেন তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। তিনি কংগ্রেসের জন্য অকাতরে অর্থ ও উদ্যম ব্যয় করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। বিবরণের ভূমিকায় কংগ্রেসের আরম্ভ ও গঠন বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও পূর্ব্বকথা জানিবার উপায় নাই। তাহাতে কেবল দেখা যায়, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে স্থির হয়, বড়দিনের সময় (২৫শে হইতে ৩১শে ডিসেম্বর) পুণা সহরে ভারতের নানাস্থানের প্রতিনিধিদিগের সম্মিলন হইবে। বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশত্রয়ের

সকল ভাগ হইতে ইংরাজী-ভাবাজ্ঞ প্রতিনিধিরা সমবেত হইবেন। সম্মিলনের প্রধান উদ্দেশ্য—

(১) দেশের জাতীয় উন্নতিকল্পে যাঁহারা পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদিগকে পরস্পরের সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগদান;

(২) পরবৎসর কি রাজনীতিক কায করা হইবে, তাহার আলোচনা ও নির্দ্ধারণ।

পরোক্ষভাবে এই সভায় এ দেশে পার্লামেণ্টের বীজ উপ্ত হইবে এবং ভারতবর্ষ যে প্রতিনিধিমূলক শাসনের অনুপযুক্ত, সে কথার অসারত্ব প্রতিপন্ন হইবে।

তখন আশা ছিল, বোম্বাই, বাঙ্গালা ও মাদ্রাজ হইতে ২০ জন হিসাবে এবং যুক্তপ্রদেশ, অযোধ্যা ও পঞ্জাব হইতে তাহার অর্দ্ধেক প্রতিনিধি সমবেত হইবেন। মিষ্টার চিপলংকার প্রভৃতি সার্ব্বজনিক সভার সদস্যরা অভ্যর্থনা-সমিতি সংগঠিত করিয়া স্থানীয় ব্যবস্থা করিবার ভার গ্রহণ করেন এবং স্থির হয়, পেশোয়ার উদ্যানে সভাধিবেশন হইবে।

সভাধিবেশনের কয়দিন পূর্ব্বে পুণায় বিসূচিকার আবির্ভাবে তথায় অধিবেশনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হয় এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বোম্বাইয়েই অধিবেশন হয়।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এক স্থানে বলিয়াছেন—এ দেশে বৃটিশশাসন স্থায়ী হইবে, এই মতের ভিত্তির উপর কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত—কাযেই যাহাতে এ দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি হয় ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রজারূপে ভারতবাসীরা সুখী ও সমৃদ্ধ হয়, সেই ভাবে দেশশাসনে শাসকদিগকে সাহায্য করাই শিক্ষিত ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

এই কথা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে লিখিত হইয়াছিল।

ইহাতে দেখা যায়, তখনও এ দেশে স্বায়ত্ত শাসন-প্রতিষ্ঠার আদর্শ কংগ্রেসের আদর্শ হয় নাই। যদিও দেশের লোককে কংগ্রেসের কথা বুঝাইবার জন্য মিষ্টার হিউম যে সব পুস্তিকা রচনা ও প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার একখানিতে একটি কবিতায় তিনি বৃটিশের স্বাভাবিক স্বাবলম্বন-প্রিয়তা স্মরণ করিয়া ভারতবাসীকেও স্বাবলম্বী হইতে সদুপদেশ দিয়াছিলেন—"By themselves are nations made" তথাপি দেশের লোক সে কথা বুঝে নাই। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা এইরূপ যে, ভারতভূমি এসিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন। এক দিকে "অম্বর-চুম্বিত-ভাল হিমাচল," আর কয় দিকে "সাগর নীলোর্ম্মিময়" তাহাকে অন্যান্য দেশ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এই অবস্থায় ভারতবর্ষ আপনার স্বতন্ত্র সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, আপনার স্বতন্ত্র সাহিত্য ও শিল্প গঠিত করিয়াছিল। বিপ্লবের বাত্যা ও বিজয়ের বন্যা সে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু বিপ্লবে ও বিজয়ে যাহা হয় নাই, ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবে তাহাই হইয়াছিল। ভারতবাসী—ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতবাসী স্বাবলম্বন ভুলিয়া—স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রথমাবস্থার ইতিহাসের আলোচনা করিলে, তাহাই বুঝা যায়। "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্" সে কথা তখন ভারতবাসী ভুলিয়া গিয়াছিল। তখন দেশের দারিদ্র্যের কথা আলোচিত হইলেও "স্বদেশীর" কল্পনা হয় নাই। স্বায়ত্ত-শাসনের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয় নাই। কংগ্রেসে তখন যে রাজনীতির আলোচনা হইত, তাহা বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত—মেরুদণ্ডহীন। রাজনীতি তখনও ধর্ম্ম হয় নাই—তাহার জন্য সাধনার ও ত্যাগের প্রয়োজন উপলব্ধ হয় নাই—তাহার জন্য লাঞ্ছনাগঞ্জনাভোগের সম্ভাবনাও অনুভূত হয় নাই, নির্য্যাতন ত পরের কথা। ভারতবাসী তখনও মৃণ্ময়ী মাকে চিন্ময়ীরূপে দেখিতে শিখে নাই। তখনও ভারতবাসী মা'র সে রাজরাজেশ্বরীরূপ দেখিতে

পায় নাই—তিনি নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ম্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন—"দশ ভুজ দশ দিকে প্রসারিত—তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্‌ভুজা—নানাপ্রহরণধারিণী—শত্রুবিমর্দ্দিনী—বীরেন্দ্র-পৃষ্ঠবিহারিণী। দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী—বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান-দায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।" বঙ্কিম-চন্দ্রের মত সাধকদিগের কল্পনা তখনও দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত অধিকাংশ লোকের মনে স্থান পায় নাই।

মা'র জন্য যে বাঁচিয়া সুখ, মরিয়াও সুখ, তাহা তখনও ভারতবাসী হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে নাই—মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া বলিতে পারে নাই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।"

বঙ্কিমচন্দ্র তখন ভারতবাসীকে "বন্দে মাতরম্" মন্ত্র দান করিয়াছেন, বটে, কিন্তু সেই মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের শক্তিতে তখনও তাহার জড়ত্ব-শাপমোচন হয় নাই। বাঙ্গালার কবিকুলের কবিতায় তখন জাতীয় জাগরণের সূচনা সূচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হয় নাই। রঙ্গলাল রাজস্থানের ইতিহাসে কাব্যের উপকরণ পাইয়াছিলেন। বহুদিন বাঙ্গালার বিদ্যালয়ে বালকরা তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি করিয়াছে—

"স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল, কে পরিবে পায় রে,
কে পরিবে পায় ?"

নবীনচন্দ্র সরকারী কর্ম্মচারী হইয়াও ভারতে নবভাবের কথা কবিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যুবরাজরূপে ভারতে আসিলে, তিনি যে কবিতা লিখেন, তাহা হইতে আমরা দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"ভারতের তন্তু নীরব সকল,
দুঃখিনীর লজ্জা রক্ষে ম্যাঞ্চেষ্টার !
লবণাম্বুরাশি-বেষ্টিত যে স্থল,
জন্মে লিবরপুলে লবণ তাহার !"

"ছিল অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ যার,
আজি পরহস্তে আত্মরক্ষা তার ;
অক্ষয় আছিল যার অস্ত্রাগার
আজি অশ্রুবারি মহাস্ত্র তাহার !"

ভারতের আর্থিক ও রাজনীতিক পরমুখাপেক্ষিতার কথা এমনভাবে আজ ৫০ বৎসর পরেই বা কে বলিতেছেন? নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধে' লিখিয়াছিলেন—

"চাহি না স্বর্গের সুখ, নন্দন-কানন ;
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।"

আর হেমচন্দ্র ? তিনি জাতির অতীত গৌরবের—

"শিখরে দাঁড়ায়ে গায়ে নামাবলী
নয়ন জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী"

গাহিয়াছিলেন—

"বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে ;
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

অর্দ্ধশতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলিয়াছেন—

"দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী,
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ঐ,—
ভারত তবু কই ?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে,
লউক বিশ্বকর্ম্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জ্জয় আহ্বান হে,—
জাগ্রত ভগবান হে!"

কাজেই বলিতে হইবে, বাঙ্গালা দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মুক্তি-কামনার ভাব আবির্ভূত হইয়াছিল—যে পরিবেষ্টনে সে ভাবের সৃষ্টি ও পুষ্টি হয়, সেই পরিবেষ্টন রচিত হইয়াছিল। তবে তখন কামনা আবির্ভূত হইয়াছে, সাধনার আরম্ভ হয় নাই। সে কামনার আবির্ভাবও যে ইংরাজী শিক্ষার স্রোতঃ দেশের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবার পর এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে বিদেশী সভ্যতার স্বরূপ নির্ণীত হইবার ফলে হইয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সে কামনা তখনও মূর্ত্তিগ্রহণ করে নাই। ইংরাজাধিকারভুক্ত ভারতে যে স্বায়ত্ত-শাসন এখন জাতির কাম্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত রূপ তখনও দেশবাসীর নেত্রে প্রতিভাত হয় নাই। ইংরাজও তখনও এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠা ইংরাজশাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করেন

নাই। বরং এ দেশের ইংরাজ-শাসক-সম্প্রদায় ভারতবাসীর নবজাগ্রত জাতীয় ভাবে শঙ্কিত হইয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসকেও এ দেশে ইংরাজাধিকারের বিরোধী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে, কংগ্রেসের প্রথম কয় অধিবেশনের পর জমীদারদল ও উপাধিলোলুপ ব্যক্তিরা কংগ্রেসের সংস্রব ত্যাগ করেন এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগের নাম পুলিসের "ঠগী লিষ্টে" স্থান পায়।

বাঙ্গালায় জাতীয় ভাবের প্রথম বিকাশ। ভবিষ্যতে যিনি এই জাতীয় জীবন-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লিখিবেন, তিনি যদি নব্যবঙ্গের সাহিত্যের সম্যক্ আলোচনা না করেন, তবে তাঁহার ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে—তিনি ভাবকেন্দ্রের সন্ধান পাইবেন না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় হইতে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্য্যন্ত কবিদিগের কাব্যে সেই ভাব-মন্দাকিনীর ধারা প্রবাহিত হইয়া বাঙ্গালাকে ধন্য করিয়াছে—সেই ধারার স্পর্শে বাঙ্গালীর উদ্ধার হইয়াছে। সে ভাব-প্রবাহিণী যতই পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়াছে, যতই তাহা সাফল্যের সাগরসঙ্গম-সন্নিকটস্থ হইয়াছে, ততই কেহ কেহ ভয় পাইয়া দূরে গিয়াছেন। সাহেবদের সকল দেশেই ঐরূপ দৌর্ব্বল্যের—এমন ভীরুতার দৃষ্টান্ত আছে। বহুকাল পরাধীন দেশে ইহা অধিক মাত্রায় দৃষ্ট হয়। বিদেশী অনেক রাজপুরুষের চেষ্টায় এই দৌর্ব্বল্য সময়ে সময়ে আদৃত হইয়াছে—তাহা পুরস্কৃতও হইয়াছে।

[illegible] পার্লামেন্টে—ইংরাজ-শাসনাধীন কোন দেশ যদি ইংরাজের [illegible] পাইতে চাহে, তবে ইংরাজেরা তাহাতে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন; ইংরাজ স্বায়ত্ত-শাসনের যত আদর করেন, তত আর কেহ না করিলেও আয়র্লণ্ড স্বায়ত্ত-শাসন চাহিলে তাহা ইংরাজের সহ্য হয় না। ইংরাজের এই যে স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য, ইহাই আমলাতন্ত্রে প্রাবল্য লাভ করে। পরিবর্ত্তন আমলাতন্ত্রের কাছে ভাল লাগে না। সেই

জন্যই এ দেশের শাসক-সম্প্রদায় কংগ্রেসে জাতীয় জীবন-গঠনের আরম্ভ দেখিয়া শঙ্কিত হয়েন, অঙ্কুরেই তাহা বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যখন কোন জাতির হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠে, তখন তাহা কেহই নষ্ট করিতে পারে না। ইংলণ্ডের ইতিহাসেই তাহার অনেক প্রমাণ আছে। তাই এ দেশে জাতীয় ভাবের যে বন্যা বহিয়াছে, তাহাতে এই শাসক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ-চেষ্টা গঙ্গাপ্রবাহে ঐরাবতেরই মত ভাসিয়া গিয়াছে। মুসলমানদিগকে সোহাগশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল—সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। জমীদারদলও আর গণতন্ত্রের প্রবাহ হইতে আপনদিগকে দূরে রাখিতে পারিতেছেন না। আজও যে মুষ্টিমেয় ভারতবাসী ভাব-প্রবাহ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন, তাঁহারাও অল্পদিনেই আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

কংগ্রেস জাতীয় মহাসমিতি—সমগ্র জাতির আশার ও আকাঙ্ক্ষার পরিচয় এই কংগ্রেসেই পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবার কথা ছিল। কিন্তু সহরে বিসূচিকার প্রাদুর্ভাবহেতু সে অধিবেশন বোম্বাই সহরে হয়। কলিকাতার ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। প্রতিনিধি-সংখ্যা বোধ হয় ৭২ জন ছিল। বাঙ্গালা হইতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতীত 'ইণ্ডিয়ান মিরার'-সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন, জানকীনাথ ঘোষাল, 'নববিভাকর'-সম্পাদক (গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়) উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি মহাশয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করেন—

(১) সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যাঁহারা দেশের কায করেন, তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব স্থাপন;

(২) পরিচয়ের ফলে জাতিগত, ধর্ম্মগত ও প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার যথাসম্ভব দূরীকরণ এবং লর্ড রিপণের শাসনকালে যে জাতীয় একতার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার পরিপুষ্টিসাধন;

(৩) আবশ্যক সামাজিক ব্যাপারে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মত-নির্দ্ধারণ;

(৪) আগামী দ্বাদশ মাসে ভারতীয় রাজনীতিকদিগের কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ।

অধিবেশনে ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয়—

(১) এ দেশে ও বিলাতে ভারত-শাসন-বিষয়ক অনুসন্ধানের জন্য একটি রয়াল কমিশন নিযুক্ত করা হউক। সে কমিশনে পর্য্যাপ্ত

পরিম [illegible] রতীয় সদস্য গ্রহণ করা হউক এবং কমিশন যাহাতে ভারতে ও বিলাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তাহা করা হউক।

(২) ভারত-সচিবের পরামর্শ-পরিষদের উচ্ছেদসাধন করা হউক।

(৩) নির্ব্বাচিত সদস্য গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সংস্কার করা হউক।

(৪) বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক।

(৫) সামরিক বিভাগের বর্ত্তমান ব্যয় অনাবশ্যক এবং রাজস্বের তুলনায় অতিমাত্রায় অধিক।

(৬) যদি সামরিক বিভাগের ব্যয় কমান না যায়, তবে অতিরিক্ত ব্যয় কাষ্টমস শুল্ক ও পরে লাইসেন্স করের দ্বারা নির্ব্বাহিত হউক।

(৭) কংগ্রেসের মতে ইংরাজের পক্ষে আপার ব্রহ্ম অধিকার অনাবশ্যক। কিন্তু সরকার যদি তাহা অধিকার করাই স্থির করেন, তবে সমগ্র ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সিংহলের মত উপনিবেশ করাই সঙ্গত।

(৮) কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রাদেশিক রাজনীতিক সভা-সমিতির গোচর করা হউক।

(৯) আগামী কংগ্রেস ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতায় হইবে।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের পরই বোম্বাই হইতে কোন সংবাদদাতা বিলাতে 'টাইমস' পত্রে এক পত্র লিখেন। কংগ্রেস যে অবজ্ঞার যোগ্য তাহাই প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অধিবেশনে মুসলমানদিগের অনুপস্থিতির কথা বলেন। তদুত্তরে তেলাং মহাশয় লিখেন, মুসলমানদিগের সংখ্যা অল্প হইলেও একাধিক শিক্ষিত মুসলমান অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মিষ্টার সিয়ানীর (ইনি পরে একবার সভাপতি হইয়াছিলেন) ও মিষ্টার ধরমসীর নাম করেন এবং বলেন, তৎকালে বোম্বাইয়ে উপস্থিত না থাকায় মিষ্টার বদরুদ্দীন তায়াবজী ও কামরুদ্দীন তায়াবজী অধিবেশনে যোগ দিতে পারেন নাই।

এই সম্মিলন 'টাইমসের'ও প্রীতিপ্রদ হয় নাই। 'টাইমসের' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখিত হয়—

"শিক্ষিত-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ রাজনীতিক ক্ষমতা না পাইয়া তাহাতে দোষ দেখিতে পারেন। তাঁহারা যোগ্যতানুসারেই সে ক্ষমতা পাইবেন। কিন্তু ভারতবর্ষ বলে জয় করা হইয়াছিল এবং যাহার হাতেই কেন শাসনভার অর্পিত হউক না, বলেই ভারতবর্ষ শাসিত হইবে। (It was by force that India was won and it is by force that India must be governed, in whatever hands the government of the country may be vested.) আমরা যদি ভারতবর্ষ ত্যাগ করি, তবে বক্তৃতার বা লিখার জন্য ত্যাগ করিব না; ত্যাগ করিব সবল বাহুর ও তীক্ষ্ণধার তরবারির সম্মুখে। কংগ্রেসের সদস্যরা এই সহজ কথাটা ভাবিয়া দেখিলে ভাল করিবেন।"

'টাইমস' এই যে বাহুবলের প্রাধান্যের কথা বলিয়াছেন—এ কথা ইহার পরও অনেকবার অনেক স্থান হইতে শুনা গিয়াছে। কিন্তু বাহুবলে ভারতবর্ষ বিজিত হয় নাই—দেশের লোকের স্বেচ্ছাদত্ত শ্রদ্ধার উপর ভারতে ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহাতেই সে শাসনের গৌরব।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতায় হয়। প্রথম অধিবেশনের সদস্যরা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন না। এবার সকলেই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি। তাঁহাদের সংখ্যাও অল্প নহে—৪৩৬। এক বৎসরে এই উন্নতি অসাধারণই বলিতে হয়। তখনও কংগ্রেস রাজকর্ম্মচারীদিগের বিরাগভাজন হয় নাই। এমন কি, কংগ্রেসে উপস্থিত সদস্যদিগের মধ্যে মাদ্রাজের রঙ্গিয়া নাইডু ও সুব্রহ্মণ্য আয়ার, তাঞ্জোরের সমীনদ আয়ার, বোম্বাইয়ের দাদাভাই নৌরজী, নারায়ণ চন্দাবরকর ও দাজী আবাজী খারে, পুণার চিপলংকার মহাশয়, সুরাটের

হরিলাল ধ্রুব, এলাহাবাদের লালা রামচরণ দাস ও চারুচন্দ্র মিত্র, লক্ষ্ণৌয়ের নবাব রেজা আলী খাঁ বাহাদুর ও হামিদ আলী খাঁ, নাগ-

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

পুরের গঙ্গাধর চিঠনবিশ, কলিকাতার দুর্গাচরণ লাহা ও প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বড় লাট লর্ড ডাফরিণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইয়াছিলেন। বড় লাট দরবারী সদস্যদিগকে উদ্যান-সম্মিলনেও

আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে বাঙ্গালার বহু জমীদার উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজকুমার নীলকৃষ্ণ দেব ও বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সভাপতি-নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সুধী রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা করেন।

তিনি বলেন, "আমার বিক্ষিপ্ত স্বজাতীয়গণ একত্র হইবেন—আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন যাপন না করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইব, ইহাই আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। এই কংগ্রেসে আমি সেই জাতীয় একতার আরম্ভ দেখিতেছি।"

এ কথা কত সত্য, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি।
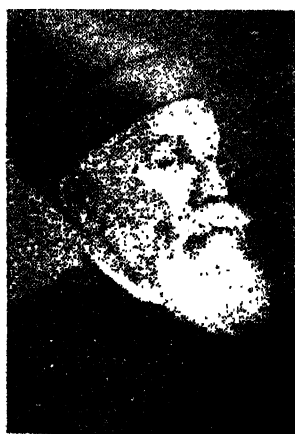
দাদাভাই নৌরজী।

দাদাভাই নৌরজী এই অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন এবং তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, "কংগ্রেস রাজনীতিক সভা।" দাদাভাই এই অভি-

ভাষণে ভারতের দারিদ্র্য প্রতিপন্ন করেন এবং বলেন, ইংলণ্ড ভারতের কল্যাণই করিতে চাহেন; ভারতের লোক যদি তাহাদের কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে বিরত না হয়, তবে ইংলণ্ড যে সে কথা শুনিবেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

এই কংগ্রেসের সময় রবীন্দ্রনাথ যুবক। অধিবেশনের উদ্বোধনে তিনি গাহিয়াছিলেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে!
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে!

প্রাণের মাঝে থেকে থেকে,
আয় বলে ওই ডেকেছে কে!
সেই গভীর স্বরে উদাস করে
আর কে কারে ধরে রাখে!

যেথায় থাকি যে যেখানে,
বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে;
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে—
প্রাণের বেদন জানে না কে!

মান অপমান ঘুচে গেছে,
নয়নের জল গেছে মুছে;
নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে!

কত দিনের সাধন ফলে
মিলেছি আজ দলে দলে ;
ঘরের ছেলে সবাই মিলে
দেখা দিয়ে আয় রে মা'কে।

এই কংগ্রেস উপলক্ষে হেমচন্দ্র তাঁহার 'রাখি-বন্ধন' রচনা করেন-

কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে
ভারত-জননী জাগিল !

আহা! কি মধুর নবীন সুহাসি,
মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,
যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি
উষার কপোলে জ্বলিল !

মরি কি সুষমা ফুটেছে বদনে,
কিবা জ্যোতি জ্বলে উজল নয়নে,
কি আনন্দে দিক্ পূরিল !
ভারত-জননী জাগিল !

পূরব বাঙ্গালা মগধ বিহার
দেরাইস্মাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
মরাটী গুজ্‌রাটী মহারাঠী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল ;

প্রেম-আলিঙ্গনে করে রাখি কর,
খুলে দেছে হৃদি হৃদি পরস্পর ;
একপ্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর—
মুখে জয়ধ্বনি ধরিল।

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে
গাহিল সকলে মধুর কাকলে,
গাহিল—"বন্দে মাতরম্ ;

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং
শস্য-শ্যামলাং মাতরম্

শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত-যামিনীং
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।"

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে
ভারত-জগত মাতিল।

আনন্দ-উচ্ছাস ফুটেছে বদনে
মায়েরে বসায়ে হৃদি-সিংহাসনে
চরণযুগল ধরি জনে জনে
একতার হার পরিল ;—

পূরব বাঙ্গালা অউধ বিহার
দূর-কচ্ছদেশ হিমাদ্রির ধার
তৈলঙ্গ মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাটী গুজরাটী মহারাঠা ভাই
মা ব'লে ভারতে ডাকিল।

যোগনিদ্রা শেষ জননীর তায়,
হাসি মৃদু হাস নয়ন মেলায়,
নবীন কিরীট নব শোভাময়
যেন জ্যোৎস্নারাশি ভাতিল
ভারত-জননী জাগিল।

ও রে যমুনে ভাসায়ে পুলিনে,
গাও ভাগীরথী ডাকি ঘনে ঘনে,
সিন্ধু গোদাবরী গোমতীর সনে
ভুবন জাগায়ে গাও রে—
"যোগনিদ্রা শেষ আজি ভারতের
ভারত-জননী জাগে রে।"
আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত-সন্তান নহে শুষ্ক হাড়;
দ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার
এক ডোরে আজ মিলিল;

ধরে গলে গলে আনন্দ-বিহ্বল
চাহিছে মায়ের বদন-মণ্ডল,
দেখ রে মুহূর্ত্তে ভারত-কঙ্কাল
জীবনের স্রোতে ভরিল।

হবে কি সে দিন হবে কি রে ফিরে
বিশ কোটী প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে—
হয়ে একপ্রাণ ধ'রে একতান
ভারতে আপনা চিনিবে,

বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা,
ভারত-সন্তান চিনিবে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা
আপনার পর জানিবে।

আর কেন ভয়?—হের তেজোময়
ভারত-আকাশে নব-সূর্য্যোদয়
নবীন কিরণ ঢালিল;

ভারতের ঘোর চির-অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল!

গাও রে যমুনে ছড়ায়ে পুলিনে
গাও ভাগীরথী ডাকি স্বনে স্বনে
গাও রে—যামিনী পোহাল

সবে বল, জয় ভারতের জয়
ভারত-জননী জাগিল।

যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর
কে নহে রে আজ রোমাঞ্চ-শরীর,
কার না নয়ন তিতে রে?

সহস্র বৎসর গোলামের হাল,
ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল,
আজি তার ফল ফলে রে।

জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ রাখি-বন্ধন ভারত-মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির-মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।—

যে নীরদ উঠি রিপণ-মিলনে
শুষ্ক তরুডালে সলিল সিঞ্চনে
আশার অঙ্কুর তুলিল পরাণে
সে আশা আজি রে ফুটিল!

জয় ভারতের ভারতের জয়
গাও সবে আজ প্রমত্ত হৃদয়
ভারত-জননী জাগিল।

কংগ্রেসের এই দ্বিতীয় অধিবেশনে বহু বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল। আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) ভারতের ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্য;
(২) ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার ও প্রতিনিধিমূলক ব্যবস্থাপক-সভাগঠন;
(৩) পাবলিক সার্ভিসের বিষয় বিবেচনা;
(৪) জুরীর বিচার-ব্যবস্থার প্রসারসাধন;

(৫) বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথকীকরণ ;

(৬) স্বেচ্ছা-সৈনিকদল গঠন।

সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা হয় এবং স্থির হয়, পরবর্ত্তী অধিবেশন মাদ্রাজে হইবে।

এই স্থানে একটি বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেসের আরম্ভাবধি কংগ্রেস ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। আজ শাসন-সংস্কার আইনের বিধানানুসারে গঠিত বিস্তৃত ব্যবস্থাপক সভা লইয়া দেশে যে আন্দোলন, আলোচনা, আগ্রহ, হতাশা লক্ষিত হইতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভা আমলাতন্ত্রেরই একটা অঙ্গ ছিল ; অথবা দেশের প্রজাসাধারণের মত ব্যক্ত করিবার কোন উপায় ছিল না। প্রজার প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রথমে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে যে আইন হয়, তাহাতে কতকগুলি নির্ব্বাচনকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। সেই সকল নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রধান কর্ম্মচারীদিগের সম্মতিক্রমে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারিতেন। অর্থাৎ [illegible] নির্ব্বাচনের পর সরকারের সম্মতির অপেক্ষা রাখিতে হইত। মর্লি-মিণ্টো সংস্কারে সেই সম্মতির অপেক্ষা রদ হয়—নির্ব্বাচনের গণ্ডীও বাড়ান হয়। তাহার পর মণ্টেগু চেমস্ফোর্ড সংস্কারে সে গণ্ডী আরও বাড়ান হইয়াছে। এ কারণে এই ব্যবস্থার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী—নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা কেবল সমালোচনা করিতে পারিতেন—সরকারের পক্ষে ভোটের সংখ্যা অধিক থাকায় তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিতে পারিতেন না। শাসনের কোন বিভাগের

কোন ভারই নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের উপর ন্যস্ত হইত না। এবার শাসন-সংস্কারে সে সব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের ক্ষমতা কতকটা বাড়িয়াছে। সে ক্ষমতা আমাদের আশানুরূপ কি না, সে কথা বিচারের স্থান এ নহে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা কেবল কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রজার অধিকার-বৃদ্ধির দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি।

প্রথম অধিবেশনের মত এই অধিবেশনেও কোন প্রস্তাবে স্বাবলম্বনের কোন কথা ছিল না।

বিলাতের 'টাইমস' পত্র এবারও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তবে 'টাইমস'ও স্বীকার করেন—কংগ্রেসওয়ালাদিগের প্রভাব অবজ্ঞা করা যায় না এবং ঘটনাচক্রে তাঁহাদের প্রভাব দেশের শান্তির পক্ষে ভয়াবহ হইতেও পারে। ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রেইস অ্যাণ্ড রায়ত' পত্রে 'টাইমসের' উক্তির উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল।

এই সময় হইতেই মিষ্টার হিউম কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া ও ভারতবাসীকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য পুস্তিকাপ্রচার আরম্ভ করেন এবং এই বৎসরই তাঁহার The Rising Tide, The Star in the East, The Old Man's Hope পুস্তিকাত্রয় প্রকাশিত হয়। এই সকল পুস্তিকায় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য অতি সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়। শেষোক্ত পুস্তিকায় দেখান হয়, দেশীয় শাসনে অনাচারী রাজার সময়েও রাজস্বের অধিকাংশ আবার দেশে ছড়াইয়া পড়িত; আর বর্ত্তমান সভ্য সরকারের শাসনকালে বৎসর বৎসর কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যায়! বলা হয়—বিদেশী কর্ম্মচারীদিগের শতকরা ৯০ জনের স্থানে ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা, বিদেশী সৈনিক-সংখ্যা হ্রাস করিয়া দেশীয় স্বেচ্ছা-সৈনিকদল ও মিলিশিয়া গঠন করা, ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভা তুলিয়া দেওয়া এবং শাসনকার্য্যে ও করসংস্থাপনে দেশের লোকের মত গ্রহণের

ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পুস্তিকায় বলা হয়,—এ দেশে বৃটিশ শাসন যত ভালই কেন হউক না, তাহা স্থানীয় অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যসাধন করিতে পারে নাই। প্রথমোক্ত পুস্তিকায় বলা হয়, দেশের জনসাধারণের সহিত লর্ড ডাফরিণের যতই কেন সহানুভূতি থাকুক না, তিনি শিক্ষাহেতু স্বয়ং আমলাতন্ত্রের পক্ষপাতী। এই স্পষ্ট কথা বোধ হয় লর্ড ডাফরিণের ভাল লাগে নাই। তাই নরেন্দ্রনাথ সেনের সহিত লাটপ্রাসাদে তাঁহার কথান্তর হইবার পর কংগ্রেসের কল্পনা তাঁহার হইলেও তিনিই কংগ্রেসকে অজ্ঞাতরাজ্যে লম্ফ ও কংগ্রেসওয়ালাদিগকে মুষ্টিমেয় (a microscopic minority) বলেন। নরেন্দ্রনাথের 'মিরার'

বদরুদ্দীন তায়াবজী।

পত্রের প্রবন্ধে তিনি যে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রমাণ—একটি ডেপুটেশনে নরেন্দ্রনাথকে স্বগৃহে পাইয়া তিনি শিষ্টাচার বিস্মৃত হইয়াছিলেন এবং পরে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে তাহা বুঝাইয়া দিলে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু কেবল সেই কারণেই তিনি যে কংগ্রেসকে অবজ্ঞাভরে নিন্দা করিয়াছিলেন, এমন মনে হয় না।

কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন মাদ্রাজে। সেবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সার তাঞ্জোর মাধব রাও। তৎকালে সমগ্র ভারতে তিনি কুশাগ্রবুদ্ধি রাজনীতিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ৬০৭জন প্রতিনিধি ভারতের নানা স্থান হইতে এই অধিবেশনে সমবেত হয়েন এবং বোম্বাই-য়ের বদরুদ্দীন তায়াবজী সভাপতির আসন গ্রহণ করায় প্রতিপন্ন হয়, মুসলমানরা এই জাতীয় অনুষ্ঠান বর্জ্জন করেন নাই; পরন্তু সাগ্রহে ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন। এই অধিবেশনে পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের আলোচিত ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার, বিচার ও শাসনবিভাগদ্বয়ের পৃথক্‌করণ ও স্বেচ্ছাসৈনিকদল-গঠন প্রস্তাব ব্যতীত নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির আলোচনা হয়—

(১) কংগ্রেসের নিয়ম;

(২) সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রের কথানুসারে কাজ করা ও এ দেশে সামরিক শিক্ষাগার স্থাপন করিয়া তথায় শিক্ষিত ভারত-বাসীকে সামরিক কর্ম্মচারীর পদ প্রদান;

(৩) আয়কর;

(৪) দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধানকল্পে কারীগরী-বিদ্যালয় স্থাপন ও সরকারী প্রয়োজনে দেশীয় পণ্যের ব্যবহারবৃদ্ধি;

(৫) অস্ত্র-আইন।

এই প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইবার ৩০ বৎসর পরে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টেও ভারত সরকারের ব্যবস্থায় বর্ণভেদে অস্ত্র-আইনের বিধান-ভেদের নিন্দা করা হইয়াছে।

মাদ্রাজে মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা মীর হুমায়ুনজা ও য়ুরেসিয়ান দলের নেতা হোয়াইট ও গ্যাঞ্জ কংগ্রেসে যোগ দেন এবং হোয়াইট মাদ্রাজে স্থায়ী কংগ্রেস-কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভাপতি ও গ্যাঞ্জ অন্যতম অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। হোয়াইটকে

সভাপতিপদে বৃত করিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সময় পর্য্যন্ত কংগ্রেস রাজপুরুষদিগের বিরাগভাজন হয় নাই এবং মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড কনেমারা প্রধান প্রধান প্রতিনিধিদিগকে এক উদ্যানসম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে মাদ্রাজ প্রদেশে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য দেশের জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। ফলে ৮ হাজার লোকের নিকট হইতে ৫ হাজার ৫ শত টাকা সংগৃহীত হয়। দাতাদিগের মধ্যে কেহ বা ১ আনা কেহ বা ১ টাকা ৮ আনা পর্যন্ত দিয়াছিলেন। যাঁহারা ১ টাকা ৮ আনা হইতে ৩০টাকার অনধিক প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত মোট টাকার পরিমান ৮ হাজার। এক দিকে মহীশূরের ত্রিবাঙ্কুরের কোচিনের মহারাজ প্রভৃতি—আর এক দিকে দীন দরিদ্র, সকলে মাতৃ-পূজার জন্য যথাসাধ্য প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন। এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই রাজপুরুষরা কংগ্রেসের প্রতি বিরূপ হইয়াছেন। লর্ড ডাফরিণ কলিকাতায় একটা ভোজে কংগ্রেসকে মুষ্টিমেয় লোকের সভা প্রভৃতি বলিয়াছেন এবং মিষ্টার নর্টন তাহার উপযুক্ত উত্তর দিয়াছেন। উভয়েই ইংরাজ, উভয়েই সুপণ্ডিত, উভয়েই গালিবিদ্যাবিশারদ। কাজেই এই বিতর্ক বিশেষ মনোযোগসহকারে পাঠ করিবার উপযুক্ত। কেবল তাহাই নহে। তখন সার অকল্যাণ্ড কলভিন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের (বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ) ছোটলাট, তিনি ঝুনা সিভিলিয়ান। তাঁহার সঙ্গে হিউমের কংগ্রেস লইয়া তর্ক হইয়াছে এবং "বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ" সে সব পত্র 'Aude Alteram Partem নামক পুস্তিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই লীগ যে পত্র প্রচার করেন, তাহাতে ভারতে প্রতি-

নিধিমূলক প্রতিষ্ঠান-প্রাপ্তিই সভার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবৃত হইয়াছিল এবং সে পত্রে মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরেরও সহি ছিল। স্যার অকল্যাণ্ড ভিন্সার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহের নাম দিয়া কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া আর একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহার নাম Democracy not suited to India রাজপুরুষরা মুসলমানদিগকে ও ধনীদিগকে কংগ্রেস হইতে সরাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন এবং সে চেষ্টা একেবারে নিষ্ফলও হয় নাই। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচালিত 'প্রচারে' লিখিত হয়,—

"এই অসময়ে রসময় খাঁ সাহেবেরা কংগ্রেস লইয়া রঙ্গরস বাধাইতেছেন। ভারতবর্ষের নগরে নগরে কংগ্রেসের দোষোদ্ঘোষণ উপলক্ষে শ্বেত, কৃষ্ণ, হরিৎ, কপিশ প্রভৃতি নানাবর্ণের দাড়ি একত্র হইয়া বহুধা আন্দোলিত ও নিষ্ঠীবনকণানিচয়ে ভূষিত হইয়াছিল। সেই সকল ছিন্ন অচ্ছিন্ন এবং বিচ্ছিন্ন শ্মশ্রুরাজির গতি, প্রক্রিয়া, বেগ, আবেগ, সম্বেগ ও উদ্বেগ সন্দর্শনে ভারতবর্ষে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মুসলমান কংগ্রেসে আসিতে চাহে না। আমরা এ মতের সম্পূর্ণই অনুমোদন করি। আসিলে উপাধিলোলুপের উপাধিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই—অযোগ্যের পদবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আজিকার দিনে, যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক নাই, অন্ততঃ তাহাদের রাজানুগ্রহটা চাই। এ পাদুকাবৃষ্টির দিনে নেড়া মাথার পক্ষে অনুগ্রাহকের চরণাশ্রয়ই ভাল। সৌভাগ্যক্রমে সকল মুসলমান এইরূপ দুরবস্থাপন্ন নহেন। যাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধির ধার ধারেন তাঁহারা কংগ্রেসের পক্ষে। এক্ষণে শুনিতেছি, চাচাদিগের কোন দোষ নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন নহেন। বালকে কলের পুতুল লইয়া খেলা করে দেখিয়াছি; সেগুলির কল টিপিলেই দাড়ি নাড়ে। শুনিতেছি, পাহাড়ে বসিয়া বড় বড় লোকে নাকি কল টিপিতেছে, তাই ইঁহারা দাড়ি নাড়িতেছেন। কলের পুতুল কলে দাড়ি নাড়িবে, তাহাতে আর

আপত্তি কি? * * * * * * রসের কথা এই যে, গোটা কতক হিন্দু টীকি মুসলমানের দাড়ির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কাশীর রাজা, ভিঙ্গার রাজা, রাজা শিবপ্রসাদ কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত। ফলে শুধু দাড়ি নয়, টীকিও নড়ে। যে তিনটি নাম করিলাম, তিনটিই রাজা। লোকের মনে থাকে যেন, রাজা হইলে মধ্যে মধ্যে সং দিতে হয়।"

'প্রচারে' এই কংগ্রেস উপলক্ষে রচিত শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের "অমর সঙ্গীত" প্রকাশিত হয়—

"এখোনো কে আছ অবসন্ন প্রাণ,
উঠ, জাগ—শোন ভারত-সন্তান,
মর্ত্তভূমে আজি কি অমর গান
অনন্ত উচ্ছ্বাসে বাহিয়া যায়;

দেখহ চাহিয়া কিবা অনুরাগে,
কি সিদ্ধি লভিতে—কোন্ মহাযাগে,
শত শত প্রাণী মিলিয়া প্রয়াগে
প্রমত্ত আজি এ মহাপূজায়।

ভেদিয়া নিবিড় অভেদ্য আঁধার
অনন্ত আকাশে যেন পূর্ব্বাশার
ভাতিবে কি রবি তেজঃপুঞ্জাকার—
সমগ্র ভারতে কাঁপিছে গান;

শত শত প্রাণী বৈষম্য ভুলিয়া,
অপূর্ব্ব বিস্ময়-পুলকে পূরিয়া,
প্রতীক্ষায় তাই আছে দাঁড়াইয়া
সে পদে কি অর্ঘ্য করিবে দান।"

সার অকল্যাণ্ড কেবল লিখিয়া কংগ্রেসের অহিতসাধন করেন নাই—যাহাতে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে না পারে, সে জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি অযোধ্যানাথ তেজস্বী পুরুষ ছিলেন; তিনি ভীত হয়েন নাই। প্রথমে কংগ্রেসকে খসরুবাগ ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া সে অনুমতি

পণ্ডিত অযোধ্যানাথ।

প্রত্যাহার করা হয়। তাহার পর যে জমীর জন্য অগ্রিম ভাড়া পর্য্যন্ত দেওয়া হয়, ৪ মাস পরে সে জমী দিতেও কর্ত্তারা অস্বীকার করেন। আরও একবার এইরূপ ব্যবহারের পর লক্ষ্ণৌয়ের কোন নবাবের সম্পত্তি

লাউদার কাসল ভাড়া লইয়া তথায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ১২৪৮ জন প্রতিনিধি সমবেত হয়েন।

এবার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—পণ্ডিত অযোধ্যানাথ ; সভাপতি জর্জ্জ ইউল। উভয়ের অভিভাষণে কংগ্রেসের প্রতি সরকারী কর্ম্মচারিগণের অযথা আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ ছিল।

জর্জ্জ ইউল।

এই কংগ্রেসের পর "আপকে ওয়াস্তের" দল কংগ্রেস ত্যাগ করেন। যাঁহারা রাজপুরুষদিগের বিরক্তিতে ভয় পাইয়া থাকেন, তাঁহারা এই বারের পর কংগ্রেস ত্যাগ করেন। তাহাতে যে কংগ্রেসের বলক্ষয় হইয়াছিল, এমন নহে ; বরং কংগ্রেসে যাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগ ছিল, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলে কংগ্রেস ত্যাগ করায় কংগ্রেস অনাবশ্যক ভারমুক্ত হইয়া সতেজ হইয়া উঠিয়াছিল। এলাহাবাদের এই অধিবেশনেই তাহা বিশেষরূপ প্রতিপন্ন হয়।

এই অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনসমূহে আলোচিত বিষয়

ব্যতীত যে কয়টি বিষয়ের আলোচনা হয়, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) পুলিস

(২) আবকারী

(৩) বেশ্যাবৃত্তি-বিষয়ক আইন

(৪) লবণের শুল্ক

এই অধিবেশনে আর একটি কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহের জন্যই কংগ্রেস দায়ী, বক্তৃবিশেষের বক্তৃতার বা পত্রাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের দায়িত্ব কংগ্রেসের নহে। এ কথা অবশ্যই সর্ব্বজনবোধ্য—কিন্তু তখন কংগ্রেসের বিরোধীরা ব্যক্তিবিশেষের উক্তি কংগ্রেসের উক্তি বলিতেছিলেন বলিয়াই এ কথা বলিতে হইয়াছিল।

বাস্তবিক রাজপুরুষগণ দূরদর্শী হইলে—আপনাদের অতিরিক্ত ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে ভারতবাসীর ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষার বিরোধী না হইলে তাঁহারা কখনই কংগ্রেসের আশা ও আকাঙ্ক্ষা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বোম্বাই, কলিকাতা, নাগপুর, এলাহাবাদ, লাহোর।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেবার ফিরোজশা মেটা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ কংগ্রেসের সভাপতি। এই অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা ১৮৮৯ হয়।

সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ।

কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণেই উক্ত হইয়াছে যে, এবার ব্রাডল কংগ্রেসে যোগ দিতে আসায় ভারতে সকল প্রদেশ হইতে বহু প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল। প্রকাশ, অনেক সরকারী কর্ম্মচারীও মিষ্টার ব্রাডলকে দেখিবার জন্য গোপনে সভায় উপস্থিত ছিলেন। মিষ্টার ব্রাডল তখন বিলাতের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন

এবং ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ সাহানুভূতিও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারবর্ষের সম্বন্ধে বিলাতের পার্লামেণ্টের সদস্যদিগের মধ্যে তিনি তখন হেনরী ফসেটের স্থান অধিকার করিয়াছেন। 'প্রচার' লিখিয়াছিলেন—"আমাদিগের কি দুঃখ,আমরা কি চাই তাহা পার্লিমেণ্টে দাঁড়াইয়া কেহ বলা চাই. কেন না, পার্লিমেণ্টে ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা কিছু উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। পার্লিমেণ্টই প্রকৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন-কর্ত্তা। ফসেট সাহেব দয়া করিয়া ভারতবর্ষের এই উপকার করিতেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর প্রকৃত পক্ষে এ ভার আর কেহ গ্রহণ করেন নাই। এক্ষণে মিষ্টার বানরজি ও দাদাভাই ব্রাড়ল সাহেবকে এই কার্য্যে ব্রতী করিয়াছেন।" মিষ্টার ব্রাডল ভারত-শাসনের সংস্কার-সাধনের জন্য পার্লামেণ্টে এক আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। তাহার খসড়া প্রচার করিয়া তিনি তাহার সম্বন্ধে ভারতের শিক্ষিত লোকের মত জানিবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন। কংগ্রেস সে বিষয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া যে মত প্রকাশ করেন, তাহাতে দেখা যায়, তৎকালে কংগ্রেস চাহিয়াছিলেন—

(১) বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে সদস্যদিগের অর্দ্ধেক প্রজাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন, এক-চতুর্থাংশ সরকারী কর্ম্মচারী হিসাবে থাকিবেন. আর এক-চতুর্থাংশ সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন;

(২) রাজস্বের জন্য যেরূপে জিলা ভাগ করা হইয়াছে, সেই ভাবেই নির্ব্বাচনকেন্দ্র গঠিত হইবে।

মিষ্টার ব্রাডলকে যে সব অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়, সে সকলের উত্তরে তিনি বক্তৃতা করিয়া বলেন—প্রকৃত রাজভক্তির স্বরূপ এই যে, তাহার ফলে শাসিতরা শাসকদিগকে যেরূপ সাহায্য করেন, তাহাতে

শাসকদিগের আর বিশেষ করণীয় কিছুই থাকে না। তিনি বলেন, "আমি যে জনসাধারণের জন্য কায করিয়াছি, তাহার জন্য আপনারা আমাকে ধন্যবাদ দিয়াছেন বলিয়া আমি দুঃখিত। জনসাধারণের জন্য কায না করিয়া আমি আর কাহার জন্য কায করিব ? আমি জনসাধারণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহারাই আমাকে বিশ্বাস করে—আমি তাহাদের জন্য প্রাণপাত করিতে প্রস্তুত।" তিনি বলেন, কংগ্রেস তখন উষালোকবিকাশ—তিনি দেখিতে পাইতেছিলেন, তখনই দিবালোকে রাজনীতিক গগনের মেঘমালা স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। তিনি পার্লামেণ্টে ভারতের শাসন-সংস্কারকল্পে আইন পেশ করিবেন বলিয়া যায়েন। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন কিন্তু সরকারের পক্ষে লর্ড ক্রশ এক আইন আনিয়া তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ করেন। লর্ড ক্রশের আইন ভারতবাসীর আশানুরূপ হয় নাই। মিষ্টার ব্রাড্‌ল বাঁচিয়া থাকিলে, বোধ হয় অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার চেষ্টায় শাসন-সংস্কার আরও অগ্রসর হইত। দুঃখের বিষয় ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে বিলাতে কংগ্রেসের কাযের প্রশংসা শুনা গিয়াছিল এবং তথায় কংগ্রেসের কাযের কেন্দ্রস্থানীয় মিষ্টার ডিগবীর কথা উক্ত হইয়াছিল।

এই অধিবেশনে বিলাতে যাইয়া ভারতের কথা ব্যক্ত করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের প্রতি অর্পিত হয়—

(১) মিষ্টার জর্জ্জ ইউল, (২) মিষ্টার হিউম, (৩) মিষ্টার এডাম, (৪) মিষ্টার নর্টন, (৫) মিষ্টার হাউয়ার্ড, (৬) মিষ্টার ফিরোজশা মেটা, (৭) মিষ্টার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৮) মিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, (৯) মিষ্টার সরফুদ্দীন, (১০) মিষ্টার মুধলকার, (১১) মিষ্টার ডবলিউ, সি, বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিলাতে কংগ্রেসের কায চালাইবার জন্য ৪৫,০০০ টাকা বরাদ্দ

করা হয় এবং সার উইলিয়ম্ ওয়েডারবার্ণ, মিষ্টার কেন, মিষ্টার এলিস, মিষ্টার ম্যাক্লারেন, দাদাভাই নৌরজী ও মিষ্টার ইউলকে লইয়া বিলাতে এক সমিতি গঠিত হয়। ইহাই কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটী। মিষ্টার ডিগবী ইহার সম্পাদক হয়েন।

এই কংগ্রেসেই প্রথম কয় জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। সংস্কার-প্রস্তাবের আলোচনাপ্রসঙ্গে অযোধ্যার মুন্সি হিদায়ৎ রসুল সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে, সকল ব্যবস্থাপক সভাতেই মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হিন্দু সদস্য-সংখ্যার সহিত সমান হইবে। বোম্বাইয়ের আলী মহম্মদ ভীমজীও এই সংশোধক প্রস্তাবের সমর্থন করেন। ভীমজী কংগ্রেসের এক জন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার হামিদ আলী খাঁ কিন্তু ইহাতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন, ইহাতে অনৈক্য ঘটিবে এবং অবিশ্বাস সঞ্জাত হইবে। বহু আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর সংশোধক প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। ইহার পর কংগ্রেস ও মসলেম লীগ মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচকমণ্ডলী-গঠন সমর্থন করিয়াছেন এবং শাসন-সংস্কার আইনে তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে বহু মুসলমান প্রতিনিধিও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়া স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ৩০ বৎসরে আমাদের উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু এ বিষয়ে আমরা অগ্রসর হইয়াছি কি?

বোম্বাইয়ের অধিবেশনে স্থির হয়, পরবৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। কলিকাতায় সে বার "টিভলি গার্ডেনে" মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। সে বার প্রতিনিধিসংখ্যা—৬৭৭; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মনোমোহন ঘোষ; সভাপতি—ফিরোজশা মেটা। মনোমোহন দীনবন্ধু—বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই লোক জানিত, পুলিস-চালানী মোকর্দ্দমা

তিনি বিনা পারিশ্রমিকে আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন। তাঁহার চেষ্টায় আদালতে পুলিসের অনেক অত্যাচারের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তাই তিনি কনিষ্ঠ লালমোহনের মত বাগ্মী না হইলেও বাঙ্গালার সর্ব্বত্র পরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে

মনোমোহন ঘোষ।

কৃষ্ণনগরে যেবার প্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়, সেবার তিনিই সমিতির অধিবেশনে বাঙ্গালায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। তাহাতে দেশের জনসাধারণকে আমাদের কাজে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়। তিনি বলিতেন, যত দিন জনসাধারণ—দেশের অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সম্প্রদায় আমাদের কার্য্যে যোগ না দিবে, তত দিন আমরা রাজনীতিক অধিকার লাভ করিতে পারিব না।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে সহবাস সম্মতি আইন লইয়া দেশে বিশেষ চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের উদ্যোগীদিগের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তাই কংগ্রেসের বিরোধীরা বড় আশা করিয়াছিলেন, এই সামাজিক মতভেদের অগ্নিতে কংগ্রেস দগ্ধ হইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই—সে অগ্নিতাপ কংগ্রেসকে স্পর্শও করে নাই। শুনিতে পাওয়া যায়, তখন বড় লাট লর্ড ল্যান্সডাউন না কি এমন আভাসও দিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসে যদি সহবাস-সম্মতি আইন সমর্থিত হয়, তবে সরকার কংগ্রেসকে দেশের প্রতিনিধি-সভা বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের কর্ত্তারা রাজনীতিক মণ্ডলীতে সে সামাজিক কথার আলোচনা করিতে অস্বীকার করিয়া সুবুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব ও তাহার প্রত্যাখানের সঙ্গে বাঙ্গালা সরকারের বিজ্ঞাপনের কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, বলিতে পারি না।

কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

"যে সব সরকারী কর্ম্মচারী কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকের কাছে কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশের জন্য প্রবেশপত্র প্রেরিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া বাঙ্গালা সরকার সকল সেক্রেটারীর নিকট ও তাঁহাদের অধীন বিভাগসমূহের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন যে, ভারত সরকারের প্রচারিত আদেশ অনুসারে সরকারী কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে দর্শকরূপেও কংগ্রেসে উপস্থিত থাকা সঙ্গত নহে—কংগ্রেসের মত কোন সভায় যোগদান একেবারেই নিষিদ্ধ।"

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির পক্ষ হইতে জানকীনাথ ঘোষাল ছোট লাট (সার চার্লস ইলিয়ট) মহাশয়কে কংগ্রেসের জন্য নিমন্ত্রণ-

পত্র পাঠাইয়াছিলেন। ২৬শে ডিসেম্বর ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিষ্টার লায়ন সেগুলি ফিরাইয়া দেন এবং লিখেন—

"আপনি অনুগ্রহ করিয়া গত কল্য অপরাহ্নে কংগ্রেসের দর্শকদিগের স্থানের যে কয়েকখানি টিকিট পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতেছি; কারণ, ভারত সরকারের আদেশ এই যে, কোন সরকারী কর্ম্মচারী এরূপ সভায় উপস্থিত থাকিতে পারেন না (definitely prohibit the presence of Government officials) কাযেই ছোট লাট ও তাঁহার গৃহস্থ কেহ এই সব টিকিট ব্যবহার করিতে পারেন না।"

ইহাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। কংগ্রেস ইহাতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে এ বিষয় বড় লাটের গোচর করা হইলে শেষে বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বীকার করেন—বাঙ্গালা সরকার ভারত সরকারের আদেশের সম্যক্ অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলেন। ভারত সরকার কেবল সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কংগ্রেসের কার্য্যে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। কংগ্রেসের সমর্থকদিগের কাহারও কাহারও প্রকাশিত পুস্তিকাদি সরকার আপত্তিজনক মনে করিলেও কংগ্রেস সরকারের মতে আইনসঙ্গত। য়ুরোপে যাহাকে অগ্রবর্ত্তী উদারনীতিকদল বলে, ভারতবর্ষে কংগ্রেস তাহাই।

বড় লাটের এই মত প্রকাশের পর এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এই অধিবেশনে সার রমেশচন্দ্র মিত্রের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবার কথা হইয়াছিল। শারীরিক অস্বস্থতানিবন্ধন তিনি সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনিই ফিরোজশা মেটাকে সভাপতি বরণ করিবার প্রস্তাব করেন।

মেটা মহাশয় পার্শী বলিয়া যাঁহারা তাঁহাকে ভারতসন্তান বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি অভিভাষণে প্রথমেই তাঁহাদিগের কথার উত্তর দেন—যদি দ্বাদশ শতাব্দীকাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া অ্যাঙ্গলস,

ফিরোজশা মেটা।

স্যাক্সনস, নর্ম্মানস ও ডেনস ইংরাজ হইতে পারেন, যদি তদপেক্ষা অল্পদিন ভারতে বাস করিয়া ভারতীয় মুসলমানরা ভারত-সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীরও অধিক কাল ভারতে থাকিয়া পার্শীরা ভারত-সন্তান বলিয়া বিবেচিত হইবেন না কেন? যে দাদাভাই নৌরজী সমস্ত জীবন সন্তানেরই ভক্তিসহকারে ভারতের সেবা করিয়াছেন, তিনি কি ভারত-সন্তান নহেন?

অভিভাষণের শেষে তিনি বলেন, বিনীত ও সংযত—কিন্তু দৃঢ় ও নির্ভীকভাবে কার্য্যে অগ্রসর হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য।

এই অধিবেশনে প্রথম এক জন মহিলা বক্তৃতা করেন। কংগ্রেসের উৎসাহী সদস্য দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী—ডাক্তার কাদ-

স্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়া সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

এই অধিবেশনের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ব্যতীত যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে সকলের মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য— "অন্ততঃ এক শত প্রতিনিধি লইয়া ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিলাতে কংগ্রেসের এক অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হউক।" পরবৎসর কংগ্রেসে এই কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং বিলাতে পার্লামেণ্টে নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হইবার সময় সমাগত বলিয়া প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। তদবধি এ প্রস্তাব আর বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। আমাদের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থায় জগতের সকল দেশে ও বিলাতে আন্দোলনের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করেন না। বরং অনেকেই বলেন, বিলাতে আন্দোলনে আমরা যথোপযুক্ত মনোযোগ দান করি না। লর্ড মর্লির স্মৃতিকথায় দেখা যায়, মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে গোখলে লর্ড মর্লিকে বলিয়াছিলেন,—তিনি আর কখন বিলাতে যাইবেন না—বিলাতে আর ভারতের কোন কায করিবার নাই—দেশেই কায করিতে হইবে। গোখলে কি ভাবিয়া—কি ভাবে এ কথা বলিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। দেশে আমাদের কাযের অন্ত নাই—দেশের লোককে রাজনীতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা সহজসাধ্য নহে। কেবল তাহাই নহে—দেশে আমাদের আরও অনেক কায করিবার আছে। কিন্তু যত দিন আমরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন লাভ না করিব, তত দিন বিলাতে আমাদের রাজনীতিক আন্দোলন করিতেই হইবে। যত দিন বিলাতে কংগ্রেস কমিটী এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তত দিন অনেক কাযও হইয়াছিল। তবে বিলাতে কংগ্রেস করা কেবল অর্থের অপব্যয়।

কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণে দেখা যায়, পূর্ব্ববৎসরের প্রস্তাব অনুসারে

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মুধলকার, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নর্টন ও হিউম বিলাতে যাইয়া অনেক সভায় ভারতকথা বিবৃত করিয়াছিলেন। এই বৎসর ইউল, মেটা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এডাম, মনোমোহন ঘোষ, হিউম, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দাদাভাই নৌরজী ও খারের প্রতি সেই ভার অর্পিত হয়। কিন্তু প্রস্তাব অনুসারে কায করা সম্ভব হয় নাই।

এই বৎসর কংগ্রেসের কার্য্যসম্বন্ধে আর একটি কথা বলিতে হয়। ইতঃপূর্ব্বে বিলাতে কংগ্রেসের কোন মুখপত্র ছিল না। এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাতে 'ইণ্ডিয়া' পত্র প্রকাশিত হয়। এই পত্রের উদ্দেশ্য-বিবৃতিতে লিখিত ছিল,—বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্য বিলাতে অজ্ঞাত থাকাতেই বিলাতে ভারতবন্ধুর অভাব হইতেছে। বিলাতের লোক ভারতবর্ষের অবস্থাবিষয়ে অজ্ঞ। এই অজ্ঞতার জন্য এবং এই অজ্ঞতা দূর হইলে কংগ্রেসের প্রার্থনা সহজবোধ্য হইবে ও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া এই পত্র প্রবর্ত্তিত হইল। কিছু কাল পরে 'ইণ্ডিয়া' একটি স্বতন্ত্র কারবারের সম্পত্তি হয়; কিন্তু কংগ্রেসের অর্থেই তাহা পরিচালিত হইত। যে পত্র লোকশিক্ষার জন্যই পরিচালিত হয়—propaganda work যাহার উদ্দেশ্য—সে পত্র আর্থিক হিসাবে লাভজনক হয় না। বিশেষ যে পত্রে কেবল ভারতকথাই আলোচিত হয়, বিলাতে তাহার প্রচার অধিক হইতে পারে না। বিলাতের অধিকাশ লোক যে যাহার কায লইয়া ব্যস্ত, ভারতবর্ষের কথায় মন দিবার সময় তাহাদের নাই। কাযেই 'ইণ্ডিয়া' লোকশান দিয়া চালাইতে হইত এবং সে লোকশান ভারত হইতে যোগান হইত। এই অর্থে অন্যরূপে আন্দোলনের কায চালাইবার কথাও অনেকবার হইয়াছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে স্থির হয়, বার্ষিক ৮৲ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া বাঙ্গালা

হইতে ১৫০০ খানি, মাদ্রাজ হইতে ৭০০ খানি, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে ২০০ খানি, অযোধ্যা হইতে ৫০ খানি, পঞ্জাব হইতে ১০০ খানি, বেরার ও মধ্যপ্রদেশ হইতে ৪৫০ খানি এবং বোম্বাই হইতে ১০০০ খানি, 'ইণ্ডিয়া' লওয়া হইবে এবং মূল্য দুই কিস্তিতে অগ্রিম পাঠান হইবে। তখন 'ইণ্ডিয়া' মাসিক পত্র হইতে সাপ্তাহিকে পরিণত হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি এই প্রস্তাবে আপত্তি করেন। পাছে কংগ্রেসের অধিবেশনে ইহাতে কোন আপত্তি হয়, সেই ভয়ে বাছিয়া বাছিয়া কংগ্রেসের নেতৃগণকে—তিন জন পূর্ব্বসভাপতিকে এই প্রস্তাব করিতে দেওয়া হয়। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরোজশা মেটা, আনন্দ চালু, মদনমোহন মালব্য ও ক্রিষ্টী এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। উমেশচন্দ্র বলেন, "আমাদের কাযের জন্য এই পত্র পরিচালন করা নিতান্ত প্রয়োজন।" সুরাটে কংগ্রেসভঙ্গের পর কলিকাতায় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যে কংগ্রেস হয়, তদবধি কংগ্রেসে জাতীয় দলেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিলাতে 'ইণ্ডিয়া' মধ্যপন্থীদিগের মতেই পরিচালিত হইতেছিল। এমন কি, কেহ কেহ বলেন, মিষ্টার পোলাকের সম্পাদকত্বে এই পত্রে ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগুর মতই প্রতিফলিত হইত। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বালগঙ্গাধর তিলক বিলাতে গমন করেন। সেই সময় বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেসের অর্থে পরিচালিত কংগ্রেসের মুখপত্রেই কংগ্রেসের মত লইয়া বিদ্রূপ করা হয়। তখন মধ্যপন্থীরা এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে, 'ইণ্ডিয়া' স্বতন্ত্র একটি কোম্পানীর সম্পত্তি—না হয় মডারেটরাই লোকশান দিয়া সে পত্র চালাইবেন। দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থাপিত করিবার জন্য সেই বৎসর বিলাত হইতে বালগঙ্গাধর তিলক, করণ্ডীকার, ব্যাপটিষ্টা, কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে 'ইণ্ডিয়ার'

সম্বন্ধে এই সব কথাও ছিল। যাহা হউক, তিলকের চেষ্টায় বৃটিশ কমিটীর পুনর্গঠন হয় এবং 'ইণ্ডিয়া' আবার কংগ্রেসের মুখপত্রে পরিণত করা হয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে সরকারের সহিত সহযোগিতা-বর্জ্জন ভারতবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়। ঐ বৎসর নাগপুরে সাধারণ অধিবেশনে স্থির হয়, বিলাতে কংগ্রেসের মুখপত্র রাখা অনাবশ্যক। তদনুসারে 'ইণ্ডিয়া' বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

ইহার পর-বৎসর নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সে বার প্রতিনিধি-সংখ্যা—৮১২ ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—নারায়ণ স্বামী

আনন্দ চার্লু।

নাইডু ; সভাপতি—আনন্দ চার্লু। সভাপতির অভিভাষণে ব্রাডল, সার তাঞ্জোর মাধব রাও ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র কংগ্রেসের এই তিন জন নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হইয়াছিল।

এইবার পণ্ডিত অযোধ্যানাথকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব হইলে তিনিই মাদ্রাজের কাহাকেও সভাপতি করিতে বলেন। মাদ্রাজের

সুব্রহ্মণ্য আয়ারকে সভাপতি করিবার কথা হয়; কিন্তু তিনি হাই কোর্টের জজ নিযুক্ত হওয়ায় সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই অধিবেশনে স্থির হয়, বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশনের যে প্রস্তাব ছিল, তাহা পরিত্যক্ত হউক। কথা ছিল, বিলাতে অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত ভারতে অধিবেশন স্থগিদ থাকিবে। সেই জন্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন—"সব আবশ্যক সংস্কার সাধিত না হওয়া পর্য্যন্ত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন চলিতে থাকুক।" পণ্ডিত অযোধ্যানাথ এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে বনবিভাগ-সম্বন্ধীয় আইনের কঠোরতা ও তাহাতে লোকের অসুবিধা আলোচিত হয়। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পরবৎসরের জন্য এলাহাবাদে কংগ্রেস আহ্বান করেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা "জেনারল" বুথ এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। তিনি ভারতের লক্ষ লক্ষ নিরন্ন লোকের অন্ন-সংস্থানের চেষ্টায় দেশের পতিত জমীতে তাহাদের চাষবাসের ব্যবস্থার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য কংগ্রেসকে অনুরোধ করেন। কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে তাঁহার এই সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ জানান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বলা হয়—এ দেশে যে ৫ বা ৬ কোটি লোক নিরন্ন, দেশের মধ্যে এক স্থান হইতে তাহাদিগকে অন্য স্থানে আনিলে তাহাদের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না। যে প্রতিকূল অবস্থার ফলে এই দারিদ্র্য উদ্ভূত হইয়াছে, তাহার কারণ উৎপাটিত করিতে এবং দেশের লোকের নৈতিক আদর্শের উন্নতিসাধন করিতে না পারিলে এই শোচনীয় অবস্থার সম্যক্ প্রতীকার সম্ভব হইবে না। কংগ্রেস বরাবরই এই মত ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন হয়। পণ্ডিত অযোধ্যানাথ নাগপুরের অধিবেশনে কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছিলেন।

তখনই তাঁহার শরীর অসুস্থ। তাঁহাকে পুনরায় জয়েণ্ট জেনারল সেক্রেটারী নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব উপস্থাপন-প্রসঙ্গে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, তাঁহার শরীর যেরূপ অসুস্থ, তাহাতে তাঁহার পক্ষে সেক্রেটারী কায কষ্টসাধ্য, কিন্তু বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সম্মত হয়েন। অসুস্থ শরীরে গুরুশ্রমে কাতর অবস্থায় নাগপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি পীড়িত হয়েন। গৃহে ফিরিয়া কর্ম্মবীর শয্যা লইলেন—সেই শয্যাই তাঁহার মৃত্যুশয্যা হইল। অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের কাযে প্রাণপাত করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের এই অধিবেশনে সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন—"এই মঞ্চে দাঁড়াইয়া এই নগরে বক্তৃতা করিবার সময় যখন অযোধ্যানাথের অভাব লক্ষ্য করা যায়, তখন শোকে বিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারা যায় না।" তিনি বলেন, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এলাহাবাদে আসিয়া তিনি অযোধ্যানাথের সঙ্গে কংগ্রেসের কথার আলোচনা করেন। অযোধ্যানাথ কংগ্রেসের কতকগুলি ত্রুটি দেখান, এবং বলেন, তিনি কংগ্রেসের বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাহার পর ডিসেম্বর মাসে তিনি পত্র লিখেন, তিনি কংগ্রেসে যোগ দিবেন এবং পরবৎসর কংগ্রেসকে এলাহাবাদে আহ্বান করেন।

এলাহাবাদের এই অধিবেশনে প্রতিনিধির সংখ্যা ৬২৫; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত বিশ্বম্ভরনাথ। এই অধিবেশনের পূর্ব্বে লর্ড ক্রশের আইন বিধিবদ্ধ হয়। কংগ্রেস কয় বৎসর ধরিয়া ব্যবস্থাপক সভায় যে সংস্কার প্রার্থনা করিয়া আসিতেছিলেন, এই আইনে সেই সংস্কারের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়। এই আইন অনুসারে দেশের লোকের প্রতিনিধিরা প্রথম ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিতে পারেন। তখনও নির্ব্বাচনের পর সরকারের মঞ্জুরী প্রয়োজন হইত বটে, কিন্তু নির্ব্বাচনের তাহাই আরম্ভ।

অধিবেশনের পূর্ব্বেই দাদাভাই নৌরজী বিলাতে পার্লামেন্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনিই পার্লামেন্টে প্রথম ভারতবাসী সদস্য—বৃটিশ নির্ব্বাচকদিগের প্রতিনিধি।

পূর্ব্ববারে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনের স্থান লইয়া বড়ই অসুবিধা হইয়াছিল। এবারও সে অসুবিধা ছিল। তাই দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর "লাউদার কাসল" ক্রয় করিয়া কংগ্রেসের ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। তিনি টেলিগ্রাফ করেন—"লাউদার কাসলের অধিকারিরূপে আমি কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। আমি এই সম্পত্তি ক্রয় করিবার পর প্রথমেই যে ইহা কংগ্রেস কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইল, ইহাতে আমি পরম পরিতোষলাভ করিয়াছি।"

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে বাঙ্গালার ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট জুরীর বিচার-প্রথা সঙ্কুচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কংগ্রেসে ইহার বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল এবং গুরুপ্রসাদ সেন ও বৈকুণ্ঠনাথ সেন এই বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। চাকরী কমিশনের নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে ভারত সরকার যে মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে কমিশনের নির্দ্ধারণেরও সঙ্কোচচেষ্টা সপ্রকাশ ছিল। কংগ্রেস তাহার প্রতিবাদ করেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

এই অধিবেশনে বাট্টা বিভ্রাটেরও (Currency) আলোচনা হয়।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত এবারও ভারতে সামরিক ব্যয়বাহুল্যের প্রতিবাদ করা হয়। এ সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্ব-বৎসর নাগপুরে আলী মহম্মদ ভীমজী বলেন, যদিও লোকের গড় বার্ষিক আয় বিলাতে ৬৩০ টাকা, ফ্রান্সে ৩৪৫ টাকা, জার্ম্মানীতে ২৭০ টাকা ও ভারতবর্ষে ২২ টাকা মাত্র, তথাপি বিলাতে প্রত্যেক সৈনিকের

বাবদে ব্যয় হয়---২৮৫ টাকা, ফ্রান্সে ১৮৫ টাকা, জার্ম্মানীতে ১৪৫ টাকা আর ভারতের ১১৫ টাকা! আমাদের আয় সর্ব্বাপেক্ষা কম আর ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! এই অস্বাভবিক অবস্থার প্রতীকারকল্পে কংগ্রেসের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অমৃতসরের কানাইয়ালাল পরবৎসর অমৃতসরে কংগ্রেস আহ্বান করেন। তিনি বলেন, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনের পরই পঞ্জাববাসীরা লাহোরে কংগ্রেস আহ্বান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদের সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। এবার তাঁহারা আবার পঞ্জাবে কংগ্রেস আহ্বান করিতেছেন—তবে এবার লাহোরে নহে, অমৃতসরে। শেষে কিন্তু লাহোরেই অধিবেশন হইয়াছিল।

পঞ্জাবে প্রথম কংগ্রেস অমৃতসরে না হইয়া কি জন্য লাহোরে হইয়াছিল, কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণে তাহার উল্লেখ নাই। তবে লাহোর প্রাদেশিক রাজধানী, কাজেই পঞ্জাবে প্রথম অধিবেশন লাহোরে হওয়াই সঙ্গত হইয়াছিল—বলিতে হয়। এবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—সর্দ্দার দয়াল সিংহ। ইনিই পাঞ্জাবে 'ট্রিবিউন' পত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহারই অর্থে 'ট্রিবিউন' ও একটি কলেজ পরিচালিত হইতেছে।

দাদাভাই নৌরজী পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার পর এই কংগ্রেসে সভাপতি হইয়া আইসেন। সেই জন্যও এবার অধিবেশনে প্রতিনিধি-সমাগম অধিক হইবার কথা। এবার প্রতিনিধিসংখ্যা—৮৬৭। দর্শকের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, ৫০৲ টাকা মূল্যের টিকিটও শেষে আর পাওয়া যায় নাই। সর্দ্দার সাহেব অসুস্থতানিবন্ধন আপনার অভিভাষণ পাঠ করিতে পারেন নাই, লালা হরকিষণলাল সে কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আজ এই জাতীয় জাগরণের দিনে পঞ্জাব কি নিদ্রিত থাকিতে পারে? পূর্ব্বকালে

প্রাচী হইতে আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল—আজ সেই আলোক আবার প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারী পর্য্যন্ত তাহার সঞ্জীবনীশক্তি অনুভূত হইতেছে।

সভাপতির অভিভাষণ সুদীর্ঘ। তাহাতে বোম্বাইয়ের তেলাং মহাশয়ের ও মাদ্রাজের হুমায়ুনজার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। তেলাং কংগ্রেসের প্রথমাবধি ইহার সহায় ছিলেন এবং বোম্বাইয়ে সেক্রেটারীর কায করিয়াছিলেন।

রাণাড়ে মহাশয়ের হাইকোর্টের জজ-নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার যেটুকু সংস্কার হইয়াছে, তাহাতেই যে লোকের প্রতিনিধিরা সভায় প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া সভাপতি মহাশয় তাঁহাদের নাম করেন—

(১) বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায়—ফিরোজশা মেটা, দ্বারবঙ্গের মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ও গঙ্গাধর চিঠনবিশ।

(২) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়।

(৩) মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায়—রঙ্গিয়া নাইডু, কল্যাণসুন্দরম্ আয়ার ও বৈশ্যম আয়াঙ্গার।

(৪) বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায়—ফিরোজশা মেটা ও চিমনলাল শীতলবাদ।

(৫) এলাহাবাদের ব্যবস্থাপক সভায়—রাজা রামপাল সিংহ, চারুচন্দ্র মিত্র।

সভাপতি মহাশয় বলেন, তাঁহার বিলাতত্যাগের অব্যবহিত পূর্ব্বে মাইকেল ডেভিড তাঁহাকে বলিয়াছেন,—আইরিশ হোমরুল মেম্বাররা ভারতবাসীর পক্ষসমর্থন করিবেন।

এই অধিবেশনে এ দেশে সিভিল মেডিক্যাল সার্ভিস গঠনের প্রস্তাব হয়।

ইহার পূর্ব্বে বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হইয়াছিল। শেষে সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু পার্লামেণ্টে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ইহা যে ন্যায়সঙ্গত, তাহা স্বীকৃত হয়। এই প্রস্তাবের জন্য কংগ্রেস বিলাতের হাউস অব কমন্সকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। সভাপতি মহাশয় ঘোষণা করেন, তিনি পঞ্জাব হইতে ৮ বা ৯ হাজার লোকের স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন পাইয়াছেন। তাহা বিলাতের হাউস অব কমন্সে প্রদেয় এবং বিলাতে ও এ দেশে একই সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-গ্রহণ বিষয়ক। পঞ্জাবের চীফ কোর্টকে হাইকোর্ট করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই স্থানে বলা যাইতে পারে, কংগ্রেসের এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে ভারত সরকারের ২৭ বৎসর কাল গিয়াছে। ২৭ বৎসর পরে পঞ্জাব হাইকোর্ট পাইয়াছে।

এবার বৃটিশ কমিটীর ও 'ইণ্ডিয়া' পত্রের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য ৬০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। কংগ্রেস ভূমিরাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য এবং প্রজাস্বত্বের অধিকার দৃঢ় করিবার জন্য প্রতি অধিবেশনেই আন্দোলন ও প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান করিয়া বহু লোককে অনাহারে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার প্রস্তাবও করা হয়। কিন্তু কি উপায়ে সে কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে, কংগ্রেস তখনও সে সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই। এমন কি—বিদেশীবর্জ্জনের কল্পনা বা কিছু ক্ষতিস্বীকার করিয়াও স্বদেশী পণ্যের ব্যবহারের প্রস্তাব তখনও কংগ্রেসের উদ্যোগীদিগের মনে হয় নাই। তখনও কেবল নিবেদন চলিতেছিল, পরমুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বী হইবার কথা তখনও উঠে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মাদ্রাজ, পুণা, কলিকাতা, অমরাবতী, মাদ্রাজ।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ইহা দশম অধিবেশন। তখন কংগ্রেস দেশে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছে এবং দেশের শিক্ষিত-সম্প্রদায় সাগ্রহে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন। এবার

মিষ্টার ওয়েব।

রঙ্গিয়া নাইডু অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হয়েন এবং মোট ১১৬৩ জন প্রতিনিধি সমবেত হয়েন। বিলাতের পার্লামেন্টের আইরিশ সদস্য আলফ্রেড ওয়েব আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব্ব-বৎসর লাহোরে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী বলিয়াছিলেন, পার্লামেন্টের আইরিশ হোমরুলার সদস্যরা রাজনীতিক অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় ভারতবাসীর পক্ষাবলম্বী। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে;

আয়ার্লণ্ড ভারতবর্ষেরই মত পরাজিত এবং আইরিশরা ভারতবাসীরই মত রাজনীতিক অধিকার লাভের চেষ্টায় চেষ্টিত। এ অবস্থায় আইরিশ হোমরুলারদিগের পক্ষে ভারতবাসীর চেষ্টায় সহানুভূতি দেখান স্বাভাবিক। দ্বিতীয় কারণ—আইরিশদিগের ইংরাজ-বিদ্বেষ। সে যাহাই হউক, আয়ার্লণ্ডের ও ভারতবর্ষের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থার সাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইংরাজ আইন করিয়া এ দেশের শিল্প নষ্ট করিয়াছেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বিলাতে আইন করিয়া ভারতের তন্তুজাত বস্ত্রাদির আমদানী বন্ধ করা হয় এবং বিলাতের শিল্প সবল হইবার পর রাজা ইংরাজ এ দেশে অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্ত্তন করেন। আয়ার্লণ্ডের শিল্পও বিলাতের ব্যবস্থায় নষ্ট হয়। তাহার পর এ দেশের রেলপথের ব্যবস্থায় বিদেশী পণ্যেরই সুবিধা হইয়াছে এবং ভারত সরকার এ দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্যই করেন নাই। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের প্রথম প্রস্তাবেই ভারত সরকারের অর্থনীতি-বিষয়ক অনাচারের প্রতিবাদ করা হয়। ভারতে প্রস্তুত কার্পাস-পণ্যের উপর শুল্ক-প্রতিষ্ঠা কেবল ম্যাঞ্চেষ্টারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগের সুবিধার জন্য এ দেশের শিশু-শিল্পের সর্ব্বনাশসাধন। কংগ্রেস বহুবার এইরূপ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও একবার এই কথায় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—আর কোন্ দেশ বিদেশের শিল্পের সুবিধার জন্য আপনার শিল্পের উপর শুল্ক বসাইতে বাধ্য হয়? এই অনাচার বহুদিন স্থায়ী হয়। এই কংগ্রেসে প্রথম তাহার প্রতিবাদ হয়।

বহুদিন পরে জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার দেশীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক শতকরা সাড়ে ৩ টাকা রাখিয়া বিদেশের আমদানী বস্ত্রের উপর সাড়ে ৭ টাকা ধার্য্য করেন এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিদেশী আমদানী শুল্কের পরিমাণ শত করা ১১টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে।

কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইলেই রামনাদের রাজা কংগ্রেসের জন্ত ১০ হাজার টাকা পাঠাইয়া দেন।

এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় অতি অল্প কথায় আমাদের দুর্দ্দশা বিবৃত করেন। তিনি বলেন, যে সকল ইংরাজ কেবল অর্থার্জ্জনের জন্ত এ দেশে আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের এ দেশের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি থাকে না—কিন্তু তাঁহারা (বিলাতের) লোকের মতগঠনে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন; তাঁহাদের দ্বারা এ দেশের বিশেষ অনিষ্ট সংসাধিত হয়।—"সরকার বিদেশী হওয়ায় এ দেশের বিশেষ আর্থিক ক্ষতি হয়; অতিপুষ্ট সামরিক বিভাগের ব্যয়ে দেশের রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয়িত হইয়া যায়; বলপূর্ব্বক এ দেশে অবাধ-বাণিজ্যনীতির প্রবর্ত্তনে দেশের পুরাতন শিল্পসমূহ বিলুপ্ত হইয়াছে; খাদ্যদ্রব্য যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, দেশের জনসংখ্যা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে; বৎসর বৎসর দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হইতেছে।" এই সকল কথার যাথার্থ্য বোধ হয়, আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

সভাপতি দেখান, বিদেশের জন্ত ভারতের রাজস্বের যে অংশ ব্যয়িত হয়, তাহা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৭ কোটি ৩৬ লক্ষ ৯০ হাজার ছিল, ১০ বৎসরে বাড়িয়া ২২ কোটি ৯১ লক্ষ ১০ হাজারে দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে রাজস্বের শতকরা ২৩ টাকা বিদেশে ব্যয়িত হইত, ১০ বৎসর পরে শতকরা ২৫ টাকা ব্যয়িত হইতেছে। তিনি বলেন, কোন দেশই চিরকাল এত টাকা বিদেশে পাঠাইয়া রক্ষা পাইতে পারে না।

এই অধিবেশনেও বিলাতে কংগ্রেস কমিটীর ব্যয় বাবদে ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়।

ঔপনিবেশিক সরকার দক্ষিণ-আফ্রিকায় বাসন্দা ভারতবাসীদিগকে ভোটদানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত যে আইন করেন,

কংগ্রেস তাহার প্রতিবাদ করেন। ইহার পর এই ব্যাপার কিরূপ বিষম হইয়া উঠিয়াছিল এবং আজও রহিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই ব্যাপারে মহাত্মা গন্ধীর মনুষ্যত্বের পরিচয় ভারতবাসী পাইয়াছে।

কংগ্রেসের বয়স দশ বৎসর হইলে এইবার তাহার নিয়ম-রচনার কথা উঠে। পুণার স্থায়ী কংগ্রেস কমিটীর উপর কংগ্রেসের পদ্ধতি স্থির করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক কমিটীর কাছে পাঠাইবার ভার অর্পিত হয়। স্থির হয়, সব কমিটীর মত পরবৎসর পুণায় অধিবেশনে আলোচিত হইবে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পুণা সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন। সেবার প্রতিনিধির সংখ্যা ১৫৮৪; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রাও বাহাদুর ভীড়ে; সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কংগ্রেস-স্থাপনের প্রস্তাব প্রথমে পুণা সহরেই আলোচিত হইয়াছিল এবং পুণাতেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইবার কথা ছিল; ঘটনাক্রমে তাহা হয় নাই। অভিভাষণে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সে কথার উল্লেখ করেন। তিনি বার্দ্ধক্য-হেতু স্বয়ং তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে না পারায় গোখলেকে পাঠ করিতে দেন। তিনি বলেন, "কেহ এই সব প্রতিনিধিকে বহু ক্ষতি করিয়া ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে একত্র হইতে বাধ্য করে না; দেশবাসীরা জাতি গঠনের কার্য্যে সোৎসাহে সকল ক্ষতি সহ্য করেন। এই জাতিগঠনই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত—ইহাই তাঁহাদের স্বপ্ন। এ স্বপ্ন তাঁহারা যদি বা সফল দেখিয়া না যাইতে পারেন—অদূর-ভবিষ্যতে ইহার সাফল্যবিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যে সব উপাদানে জাতি গঠিত হয়, আমাদের এখন সে সব উপাদানই আছে। আমরা একই রাজার রাজভক্ত প্রজা, একই রাজনীতিক অধিকার সম্ভোগ করি, আমাদের স্বার্থ অভিন্ন, একই কারণে সকলের লাভ বা ক্ষতি,

আমরা একই ভাষায় কথোপকথন করি এবং সেই ভাষাতেই অন্যান্য দেশের সহিত আমাদের কার্য্য পরিচালিত হয়। সত্য বটে, আমাদের মধ্যে আজও জাতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদ্যমান; কিন্তু এখন আমরা পর-

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়।

স্পরের প্রতি সহিষ্ণুতাশীল; কংগ্রেসের বৈদ্যুতিক শক্তিতে এ। আরও দৃঢ় হইবে—ইহাতেই কংগ্রেসের গৌরব। কংগ্রেসের মূলমন্ত্র এই —আমরা প্রথমে ভারতবাসী, পরে—হিন্দু, মুসলমান, পার্শি, খৃষ্টান, পঞ্জাবী, মারহাট্টি, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী।" তিনি এমন আশাও ব্যক্ত করে

যে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ সকল প্রকারে এশিয়ার সকল জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। তাঁহার অভিভাষণে দেখা যায়, পুণা সহরের মুসলমানরা কংগ্রেসে যোগ দেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ অভিভাষণে দেখা যায়, সে বার সামাজিক সমিতি লইয়া পুণায় আয়োজনকারীদিগের মধ্যে মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল এবং তাহাতে বিপদের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। তিলক-প্রমুখ জাতীয় দল কংগ্রেসমণ্ডপে সমাজ-সংস্কার-বিষয়ক সমিতির অধিবেশনের বিরোধী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় সহবাস-সম্মতি আইনের আন্দোলনের উল্লেখ করিয়া বলেন—সামাজিক বিষয়ে মতভেদে আমাদের রাজনীতিক ঐক্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। সেবার কংগ্রেসের সেক্রেটারী হিউম সে আইনের সমর্থক ও সার রমেশচন্দ্র মিত্র বিরোধী ছিলেন। এ দেশের সামরিক ব্যয়ের আতিশয্য-প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব-সচিব বলিয়াছিলেন, বার্ষিক ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ই স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু গত ২০ বৎসরে ৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হইয়াছে—

আফগান-যুদ্ধে	১১,৫০,০০,০০০ টাকা।
আপার ব্রহ্মের জয়ে	৪,০০,০০,০০০ "
৯ বৎসরের সৈনিকবৃদ্ধিতে	১৩,৫০,০০,০০০ "
অভিযান প্রভৃতিতে	২২,৮০,০০,০০০ "
মোট	৫১,৮০,০০,০০০ টাকা।

ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যরা যে নানা বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অভিভাষণে তাহার আলোচনা হইয়াছিল এবং সভাপতি বলেন, সে অধিকারের সম্বন্ধে অপব্যবহারই করা হইয়াছে। এ বিষয়ে কংগ্রেসেও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে প্রস্তাবে বলা হয়, যাহাতে প্রশ্নকর্ত্তা জিজ্ঞাসার সময় কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কিছু বলিতে পারেন,

তাহা করা হউক। বলা বাহুল্য, তখনকার ব্যবস্থাপক সভার পক্ষে এ ব্যবস্থা উপযোগী হইলেও হইতে পারিত; কিন্তু ব্যবস্থাপক সভার সদস্যসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে অসুবিধা অনুভূত হইবে। ব্যবস্থাপক সভায় বহু সদস্য থাকিলে এইরূপে সময় ব্যয় আর সম্ভব হয় না। অভিভাষণে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। যে স্থলে ভারত-বাসীতে ও য়ুরোপীয়ে ফৌজদারি মামলা হয়, সে স্থলে ভারতবাসী অনেক সময় ন্যায়বিচার লাভ করে না। পাঠকদিগের অবগতির জন্য এ স্থলে বলা যাইতে পারে, এইরূপ বহু মামলার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রামগোপাল সান্ন্যাল মহাশয় এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পরও সেইরূপ বহু ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় সান্ন্যাল মহাশয়ের পুস্তকখানির নূতন সংস্করণ-প্রকাশ প্রয়োজন। য়ুরোপীয়ের পদাঘাতে ভারতবাসীর প্লীহা বিদীর্ণ হওয়া, আদালতে অনেক ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইত এবং তাহাতে বিস্মিত হইয়া লর্ড লিটন তাঁহার প্রসিদ্ধ "ফুলার মিনিট" লিপিবদ্ধ করিয়া য়ুরোপীয়দিগকে সাবধান করিয়া দেন।

লবণের শুল্ক কমাইবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার ভার গোখলে মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত-সচিব সম্পত্তিপন্ন ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের প্রতি মনোযোগী—যাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক ও সচেষ্ট, আর যত উপেক্ষা—অন্নহীন, শীর্ণকায়, অতিশ্রমশ্রান্ত, ধৈর্য্যশীল, উদয়াস্ত শ্রমেও উদরান্নের সংস্থানে অক্ষম ভারতীয় কৃষকের বেলায়!

পরমেশ্বরম্ পিলাই দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের অসুবিধা আলোচনা করেন।

এই কংগ্রেসে গৃহীত আর একটি প্রস্তাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহাত্মা গন্ধী তৃতীয় শ্রেণীর রেল-যাত্রীদিগের অসুবিধার কথা রেলের ও

সরকারের গোচর করিয়া দেশের লোকের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। এই কংগ্রেসে সে কথা আলোচিত হইয়াছিল। সকল দেশেই, বিশেষ এই দরিদ্র দেশে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা অধিক। তাহারা এ

রমেশচন্দ্র মিত্র

দেশে যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হয়, আর কোন দেশে সেরূপ হয় না। রেল-কর্ম্মচারীরা ইহাদিগকে যেন পশুরও অধম বলিয়া বিবেচনা করে। যে

গাড়ীতে যত লোকের স্থান হইবার কথা, সে গাড়ীতে তদপেক্ষা অনেক অধিক যাত্রী বোঝাই করা হয়—গাড়ীগুলি অপরিষ্কার, সময় সময় খোলা মাল গাড়ীতেও যাত্রী চালান দেওয়া হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের অধিবেশনস্থান—কলিকাতা (বিডন বাগান); প্রতিনিধিসংখ্যা ৭৮৪; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সার রমেশচন্দ্র মিত্র; সভাপতি রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী। এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি এ দেশে বিচার ও শাসনবিভাগের পৃথকীকরণবিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কোন য়ুরোপীয় তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন; প্রতিবাদ পাঠ করিয়া ঘোষ মহাশয় বিচলিত হইয়া উঠেন; তিনি বলেন, "আমি (যুক্তিতে) এ প্রতিবাদ চূর্ণ করিব।" বলিতে বলিতে স্নানাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি সর্দ্দি-গর্ম্মিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন এবং অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন কংগ্রেস হয়, তখন অসুস্থতানিবন্ধন সার রমেশচন্দ্র অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে না পারায় তাঁহারই ইচ্ছানুসারে মনোমোহন সে পদে বৃত হয়েন। এবার রমেশচন্দ্রই মনোমোহনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। অসুস্থতাবশতঃ রমেশচন্দ্র অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারায় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। রমেশচন্দ্র বলেন, কংগ্রেস সরকারকে সাহায্যদান করিতে চাহে—ইহাতে সরকারের ভয়ের কোন কারণ নাই! তিনি বলেন, কোন কোন বিদেশী রাজকর্ম্ম-চারীর বিশ্বাস, ভারতবাসীর মনের কথা তাঁহারা শিক্ষিত ভারতবাসী-দিগের অপেক্ষা অধিক জানেন! তখন ভারতবর্ষ দুর্ভিক্ষপীড়িত; অভিভাষণে সেই দুর্ভিক্ষের কথায় বলা হয়, অনেকের বিশ্বাস—করের আতিশয্য দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ।

সভাপতির অভিভাষণ সুদীর্ঘ। তাহার এক স্থানে কংগ্রেসের নেতৃ-

বৃন্দের উদ্দেশ্য বিবৃত আছে। প্রথম উদ্দেশ্য—"মনে রাখিতে হইবে, আমরা এক মাতৃভূমির সন্তান; কাযেই আমরা পরস্পরের সহিত ভালবাসার ও শ্রদ্ধার বন্ধনে বদ্ধ এবং আমরা পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করিব।" শেষ উদ্দেশ্য—"আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ, আমাদের রাজনীতিক অসুবিধা ও আকাঙ্ক্ষা সরকারের গোচর করাই আমাদের কায।" তখনও স্বাবলম্বনের কথা উঠে নাই—সকল বিষয়েই আমরা সরকারের

রহিমতুল্লা সিয়ানী।

মুখাপেক্ষী হইয়া ছিলাম। তখনও জাতীয়ভাবের বন্যা বহে নাই। কিন্তু তাহার পরেই বোম্বাইয়ে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের তুষার বিগলিত হইয়া দেশে ভাবের বন্যা বহাইয়াছিল। সে কথার আলোচনা আমরা পরে করিব। মুসলমানরা অনেকে তখনও কংগ্রেস পরিহার করিতেন। সিয়ানী তাঁহার অভিভাষণে সে কথার বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি মুসলমানদিগের আপত্তি ১৭ দফায় বিভক্ত করিয়া তাহার উত্তর দেন এবং দেখাইয়া দেন, সে সকল আপত্তি অসার—যুক্তিসহ নহে। আজ আর মুসলমানদিগকে সে সব কথা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই।

এই বৎসর সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় কংগ্রেস আনন্দ প্রকাশ করেন।

এই সময়ে শিক্ষাবিভাগের যে নূতন বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে ভারতবাসীর পক্ষে উচ্চস্তরের চাকরীপ্রাপ্তি দুষ্কর হইবে বলিয়া আনন্দমোহন বসু তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

পরমেশ্বরম্ পিলাই দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের দুর্দশার কথায় বলেন—"এ দেশে আমরা বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পারি। বিলাতে আমাদের পক্ষে পার্লামেণ্টের দ্বারও রুদ্ধ নহে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আমরা ছাড় না লইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারি না—রাত্রিতে বাহির হইতে পারি না, নির্দ্দিষ্ট স্থানের বাহিরে বাস করিতে পারি না, রেলে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাইতে পারি না, ট্রাম হইতে বিতাড়িত হই, ফুটপাথে যাইতে পাই না, হোটেলে প্রবেশ করিতে পারি না, লোক আমাদের গায় থুথু দেয়—আমরা পদে পদে নানারূপে অপমানিত হই।" কথায় কথায় বলা হয়, ভারতবাসীরা বিদেশে যাইয়া কায করুক। ইহাই তাহার ফল! বিদেশে যাইয়া এইরূপ লাঞ্ছনাভোগ অপেক্ষা দেশে থাকিয়া প্লেগে বা দুর্ভিক্ষে মরাও ভাল। এই কংগ্রেসে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ) বিনা বিচারে কোন দেশীয় রাজার রাজ্যচ্যুতির প্রতিবাদ করেন। ঝালাওয়ারের মহারাজা রাণার ব্যাপার লইয়া এই আলোচনা হয়। সিংহ মহাশয়ের প্রস্তাব উপস্থাপনের কারণ বুঝা যায় না। দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ সঙ্গত কি না সন্দেহ।

স্থির হয়, পর-বৎসর আমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার প্রতিনিধিদিগকে এক সম্মিলনে আপ্যায়িত করেন। সেই উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ গীত রচিত হয়!—

"অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি!
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্যোকরোজ্জ্বল ধরণি!
জনক-জননী-জননি!

নীল সিন্ধুজল ধৌত-চরণ-তল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত-ভাল-হিমাচল
শুভ্র-তুষার-কিরীটিনি!

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান, ধর্ম্ম কত কাব্য, কাহিনী।

চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন;
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা,
পুণ্য পীযুষ স্তন্য বাহিনী।"

নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে অমরাবতীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। তখন রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা—অবিশ্বাসের প্রলয়মূর্ত্ত বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছে—রাজরোষের বজ্রনাদ শ্রুত হইতেছে। ও দিকে দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ একযোগে ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত। অমরাবতীতে যাহাতে অধিবেশন না হয়, সে জন্য রাজপুরুষরাও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সব বিপদ্ ঘটিলেও ৬৯২জন সদস্য সে অধিবেশনে উপস্থিত হয়েন। সে বার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দে, সভাপতি শঙ্করণ নায়ার। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ সংক্ষিপ্ত। কত ব্যথা বুকে লইয়া

খপর্দে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধুবর্গই জানেন। যে বন্ধু তাঁহার সহোদরাধিক—তিনি যাঁহার "ভাই" বলিয়া গর্ব্বানুভব করিতেন—যাঁহার মোকর্দ্দমার পরই তিনি লাভজনক ব্যবসা ত্যাগ করিয়া রাজনীতিসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, সেই তিলক রাজ-দ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত। তিলকের আদর্শে জাতির মেরুদণ্ড দৃঢ় হইয়াছে, কিন্তু বন্ধুর জন্য খপর্দের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় তিনি অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কর্ত্তব্য পালন করিলেন। তিনি বলেন, অমরাবতীর সহিত হিন্দুর পৌরাণিক ঘটনা বিজড়িত—এই অমরাবতীর অম্বা-মন্দিরে নারীশ্রেষ্ঠা—লক্ষ্মীরূপিণী রুক্মিণী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছিল। এই স্থানেই রথে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণ সমবেত প্রতিপক্ষকে পরাভূত করিয়া রুক্মিণীকে লইয়া যায়েন। আজ এই মন্দিরে আসিয়া কংগ্রেস সাফল্যের জন্য সাধনা করিতেছে। তাহার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিবে না। যে জননী অম্বা শ্রীকৃষ্ণের ও রুক্মিণীর প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনিই কংগ্রেসের প্রার্থনাও পূর্ণ করিবেন।

এই কংগ্রেসের পূর্ব্বে বোম্বাইয়ে প্লেগের জন্য সরকার যে ব্যবস্থা করেন, তাহার প্রয়োগ-কঠোরতায় জনগণের মনে বিষম অসন্তোষের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার ফলে র‍্যাণ্ড ও আয়ার্ষ্ট নামক দুই জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী নিহত হইয়াছে। বিলাতে গোখলে সেই সব অত্যাচারের কথা বিবৃত করিয়া কোন বিশেষ কারণে বোম্বাইবন্দরে আসিয়াই সে সব অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়াছেন। কিন্তু ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ২৫ নং বোম্বাই রেগুলেশনের বলে সরকার নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের এই রেগুলেশন, বাঙ্গালার ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন ও মাদ্রাজের ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২নং রেগুলেশন যে সরকারকে এইরূপ অমিত ক্ষমতা প্রদান করে এবং

সরকার যে বহু পুরাতন সেই সব আইনের বলে প্রজার স্বাধীনতা হরণ করিতে পারেন, দেশের লোক তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিল। ইহার বহুদিন পরে লর্ড মিণ্টোকে লিখিত পত্রে লর্ড মর্লি এই আইন ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের মরিচাপড়া তরবার Rusty Sword বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এই পুরাতন আইন সহজে ব্যবহৃত হইতে পারে না। তিনি যাহাই কেন বলুন না, বৃটিশ রাজনীতির এমনই মহিমা—অধীনস্থ কর্ম্মচারীর কার্য্যের সমর্থনের এমনই বলবতী বাসনা যে, তিনিও পার্লামেণ্টে এই আইনের বলে বিনাবিচারে লোকের স্বাধীনতা হরণের সমর্থন করিয়াছিলেন। তখন দেশের লোক স্তম্ভিত হইয়াছে। আবার তিলক রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় 'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা রুজু হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে এমন ভারতব্যাপী আন্দোলন হয় নাই। বাঙ্গালার লোক তিলকের বিপদে আপনাদিগকে বিপন্ন মনে করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে ব্যবহারাজীব পাঠাইয়াছিল—রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সে কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের এক পত্রের উত্তরে তিলক যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা যেন আমরা কখন বিস্মৃত না হই—লোকের কাছে আমার প্রভাব ও সম্ভ্রম আমার চরিত্রের উপর নির্ভর করে। আমি যদি অভিযোগে ভয় পাই, তবে আমার পক্ষে (দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়া) মহারাষ্ট্রে বাসে ও আন্দামানে বাসে প্রভেদ থাকিতে পারে না। আমরা বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে কু-অভিসন্ধি হৃদয়ে পোষণ করিতে পারি না। তবে যাহারা রাজনীতি চর্চ্চা করে, তাহাদের বিপদের সম্ভাবনা অনিবার্য্য। সরকার পুণার নেতৃগণকে অপমানিত করিতে চাহেন। আমি (ক্ষমাপ্রার্থনাকারী) গোখলের বা 'জ্ঞান-প্রকাশ' সম্পাদকের মত কাঁচা কায করিব না। আমরা দেশের লোকের সেবক; সঙ্কট-সময়ে শোচনীয় ভীরুতা দেখাইয়া তাহাদিগের অনিষ্ট

সাধন করিতে পারি না। তাহাতে তাহাদের অনিষ্ট করা হইবে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে এ সব কথার আলোচনা ছিল না বটে, কিন্তু সভাপতি এ সকলের আলোচনা করিয়াছিলেন। সভাপতির স্থূল কথা এইরূপ—

দেশে দুরবস্থার অন্ত ছিল না। দারিদ্র্য দেশের লোকের স্বাভাবিক অবস্থা; তাহা দুর্ভিক্ষে পরিণত হইয়াছিল। তাহার উপর বোম্বাইয়ে প্লেগ মহামারীর আবির্ভাব হয়। প্লেগদমনের জন্য সরকার যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা নাকি লোকের পারিবারিক প্রথার বিরোধী। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোক মনে করে—যে সব সৈনিক প্লেগদমন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা মহিলাদিগকে অপমানিত ও দেবস্থান কলুষিত করিয়াছিল। লোক নিরাশ হইয়া পড়ে। প্রতীচীতে এরূপ ব্যাপারে আইনভঙ্গ হইত—দাঙ্গাহাঙ্গামা হইত। যাঁহারা এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন, সর্দ্দার নাটু তাঁহাদিগের অন্যতম। বিলাতে তাঁহার যে অভিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্য হইলে বড় ভীষণ ব্যাপার। সৈনিকরা নাকি গৃহের লোকের অনুপস্থিতিকালে অকারণে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিত। ধনসম্পত্তি নিরাপদ্ ছিল না। অভিযোগ করিলে ফলোদয় হইত না। এক জন সৈনিক এক জন হিন্দু মহিলাকে প্রহার করে। নাটু সাক্ষী লইয়া সে কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই। বরং অভিযোগ করিলে অভি-যোক্তা কাযে বাধা দিতেছে মনে করা হইত। লোককে বলপূর্ব্বক সরাইয়া লওয়া হইত—তাহাদের সম্পত্তি নষ্ট হইত। নাটু অভিযোগ উপস্থাপিত করাতেই বোধ হয়, তাঁহার মন্দির কলুষিত করা হয়। নাটু মুসলমান-দিগের গৃহ সন্ধান জন্য মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত করিতে বলিলে তাঁহার কার্য্য অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। নাটু এ সব কথা কর্ত্তাদের জানান। দেশীয় সংবাদপত্রে এই সব কথা আলোচিত হয় এবং

'মাহ্রাট্টা' লিখেন, "যাহারা সহরে রাজত্ব করিতেছে, তাহাদের তুলনায় প্লেগ ভাল।" এই সময় প্লেগ-কমিটীর সভাপতি নিহত হয়েন। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে—তিলক প্রবলভাবে সরকারের নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাই তাহারা তাঁহাকে দণ্ড দিতে বলে। তিলকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয় এবং নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে বিনাবিচারে নির্ব্বাসিত করিয়া লোকের স্বাধীনতার অসারত্ব প্রতিপন্ন করা হয়। তিলকের বিচার হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি য়ুরোপীয়ান হইলে সে ইংরাজের প্রজা হউক বা না হউক, চাহিলেই তাহার বিচারকালে জুরীর অর্দ্ধাংশ য়ুরোপীয় হয়। ভারতবাসীর পক্ষে সে নিয়ম নাই। সরকারপক্ষ জুরারদিগের নামে আপত্তি করিয়া ৬ জন য়ুরোপীয় জুরার পায়েন। ফলে ৬জন তিলককে দোষী ও দেশীয় ৩জন থাকায়, ৩ জন তাঁহাকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক এই কথা বলিয়া কাগজ বন্ধ করেন—"এখন আর সংবাদপত্র-পরিচালন নিরাপদ্ নহে। সেই জন্য আমাদের জীবিকার্জ্জনের অন্য উপায় থাকায় আমরা বিদায় লইলাম। লেখার জন্য কৈফিয়ৎ দিতে ডেপুটী কমিশনারের বাড়ী যাইবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে ভাবি না।"

কংগ্রেসে এই অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রদ আইনের প্রতিবাদ হয় এবং সেই প্রতিবাদ-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার ভার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি অর্পিত হয়। মহারাষ্ট্রদেশ বাদ দিলে বাঙ্গালা তিলকের বিপদে যত ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিল, তত আর কোন প্রদেশ করে নাই। বোধ হয়, তাহা বিবেচনা করিয়াই বাঙ্গালার অন্যতম প্রতিনিধি সুরেন্দ্রনাথের প্রতি এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার ভার অর্পিত হয়। এই স্থলে একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। বাঙ্গালার অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক প্রতিনিধিদিগের কথায় স্থির হয়, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে তিলকের নামোল্লেখ করিবেন এবং সকলে উঠিয়া দাঁড়াইয়া তিলকের

জয়ধ্বনি করিবেন। তাহাই হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বলেন, "আমাদের মতে তিলকের ও পুনার সংবাদপত্র-সম্পাদকদিগের কারাদণ্ডবিধান করিয়া সরকার ভুল করিয়াছেন। আমার হৃদয় তিলকের প্রতি সহানু-

শঙ্করণ নায়ার।
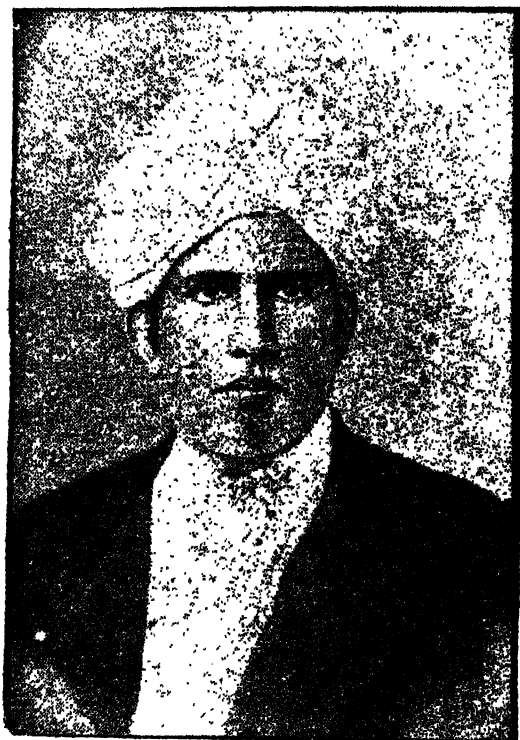
ভূতিতে পরিপূর্ণ। তাঁহার জন্য সমগ্র জাতি আজ অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। আমি স্বয়ং এবং এ দেশের সংবাদপত্রসেবক সকলেই তিলককে নিরপরাধ মনে করেন।" ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এই কথায় আর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কার্য্যে এত প্রভেদ! প্রথমে দলাদলি ছিল না—রাজনীতিচর্চ্চা তখনও বিষ ... বলিয়া অনুভূত হয় নাই। শেষে স্বদেশী—বিলাতী-

বর্জ্জনের দিনে দলাদলির সৃষ্টি হইলে তিলককে সভাপতির আসন হইতে দূরে রাখিবার জন্যই বিলাত হইতে দাদাভাই নৌরজীকে আনান হয়। কংগ্রেসের সভাপতির আসনে বসিলে তিলকের গৌরব বর্দ্ধিত হইত

বালগঙ্গাধর তিলক।

না; সে আসনেরই তাহাতে গৌরব বাড়িত। তিলক ত্যাগী—কর্ম্ম-যোগী। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে তাঁহাকে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি করিবার অবসরও না দিয়া মহাযাত্রা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তিনি গীতার সেই কথা বলিয়া গিয়াছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"
যখন যখন ঘটে ভারত, ধর্ম্মের গ্লানি;
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান আপনারে সৃজি আমি।
সাধুদের পরিত্রাণ বিনাশ দুষ্কৃতদের করিতে সাধন,
স্থাপন করিতে ধর্ম্ম করি আমি যুগে যুগে জনম গ্রহণ।

তাহাই হউক। এখনও আমাদের সাধনা অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে—এখনও সম্মুখে পথ বিপদাকীর্ণ। এ সময় আমরা তাঁহারই মত স্বদেশ-প্রাণ নেতা চাহি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সে বার প্রতিনিধির সংখ্যা—৬১৪; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুব্বারাও পান্তুলু; সভাপতি আনন্দমোহন বসু। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সার উইলিয়ম হাণ্টারের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, কংগ্রেস বৃটিশ শাসনের ও ইংরাজী শিক্ষার ফল। তখনও যে শাসকদল সকল কার্য্যে ষড়যন্ত্র দেখিতেছিলেন, তিনি তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

সভাপতি আনন্দমোহন বসু সরকারের অনুসৃত নীতির নিন্দা করিয়া বিনাবিচারে নাটু ভ্রাতৃদ্বয়কে নির্ব্বাসিত ও আবদ্ধ করিয়া রাখার প্রতিবাদ করেন। শিক্ষাবিভাগে যেরূপ ব্যবস্থায় ভারতবাসীর বিশেষ অসুবিধা হইয়াছে, তিনি সে সকল বিবৃত করেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনে দেশের লোকের স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টার যে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি সেই প্রমাণ কংগ্রেসের সমক্ষে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, জার্ম্মানরা "ভগবান্ ও পিতৃভূমি" বলিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইত; আমাদের কায যুদ্ধের নহে—শান্তির, প্রেমের; আমরা "ভগবানের ও মাতৃভূমি" নাম লইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইব।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর অসুবিধার কথার বিশেষ আলোচনা

হয়। তখন দক্ষিণ-আফ্রিকায় গন্ধী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু সে আন্দোলন তখনও তীব্র হইয়া উঠে নাই।

আনন্দমোহন বসু।

এই সময় লর্ড কার্জ্জন ভারতের বড় লাট হইয়া ভারতে আইসেন। কংগ্রেস তাঁহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা করেন। আমরা এ কথার উল্লেখ করিয়া দেখাইতে চাহি—তখনও কংগ্রেস পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করিতে পারেন নাই। সে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অতি দীর্ঘ বক্তৃতায়—অবান্তর আলোচনা প্রসঙ্গে,

ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসের নানা কথার আলোচনা করেন। স্বরেন্দ্র বাবু বেদের সময়ের ঋষিদিগের কথা হইতে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" পর্য্যন্ত যত কথা সেই বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে হাসি পায়। তখনকার আশা আর তাহার পর বঙ্গভঙ্গের সময়ের হতাশা—এতদুভয়ে কি প্রভেদ! লর্ড কার্জ্জন কংগ্রেসের টেলিগ্রাম পাইয়া তাহার উত্তর দেন,—তিনি এই জন্য কংগ্রেসকে ধন্যবাদ দিতেছেন।

সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করেন—গত ২ বৎসরে বৃটিশ ন্যায়পরতায় ভারতবাসীর বিশ্বাস যত বিচলিত হইয়াছে, তত আর কখন হয় নাই।

তখন বোম্বাইয়ে সরকার এক গুপ্ত প্রেস-কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন। সে কমিটী সংবাদপত্রের উপর খর দৃষ্টি রাখিতেন। সে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়া, সে প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় চামার বলেন, লণ্ডনে অবস্থানকালে তিনি বোম্বাইয়ের একখানি সংবাদপত্র পাইয়াছিলেন—তাহাতে একটি প্রবন্ধে ভারতবাসীতে ও য়ুরোপীয়ে মোকর্দ্দমায় সুবিচার দুর্ল্লভ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছিল। তাহাতেই সে পত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরাগভাজন হয়। কিন্তু তিনি বিলাতের কোন প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রসেবককে তাহা দেখাইলে তিনি বলেন—প্রবন্ধটিতে কোন দোষ নাই। অথচ ভারতবর্ষে সেই নির্দ্দোষ প্রবন্ধই সরকারী কর্ম্মচারীদিগের দৃষ্টিতে দোষের। তাহার পর এ দেশে ছাপাখানা-আইনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নষ্ট করা হইয়াছে এবং যিনি ব্যুরোক্রেসীর পরম আদরের পাত্র, সেই লর্ড সিংহ সেই বিষম ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন।

এই অধিবেশনে দ্বারবঙ্গের মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ও সর্দ্দার দয়াল সিংহ—উভয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্ণৌ, লাহোর, কলিকাতা, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সে বার প্রতিনিধির সংখ্যা—৭৩৯; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বংশীলাল সিংহ; সভাপতি—রমেশচন্দ্র দত্ত।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি বলেন, এ দেশের শাসকরা বিদেশী—তাঁহারা যেমন দেশের লোকের মনের কথা জানেন না, দেশের লোক তেমনই তাঁহাদের মনের কথা জানেন না।

সভাপতি দত্ত মহাশয় এ দেশের দুর্ভিক্ষের কারণ বিশেষরূপে সন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "এ দেশের কৃষকদিগের অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে হইবে। তাহাদের দারিদ্র্য, দুঃখ ও ঋণের জন্য তাহারা দায়ী নহে। কেহ কেহ বলেন, এ দেশে জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি-হেতু দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়। তাহা নহে। বিলাতের ও জার্ম্মানীর তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যা অধিক বর্দ্ধিত হয় না। আবার কেহ কেহ বলেন, ভারতের কৃষক অমিতব্যয়ী, নির্ব্বোধ—তাই সে দরিদ্র। তাহাও নহে। জগতে আর কোথাও এমন মিতব্যয়ী, সঞ্চয়শীল কৃষক-সম্প্রদায় নাই। সে যে চড়া সুদে টাকা ধার করে, সে কেবল কম সুদে পায় না বলিয়া। বাঙ্গালা প্রভৃতি কয়েকটি স্থান বাদ দিলে আর সব প্রদেশে ভূমি-রাজস্ব এত অধিক যে, প্রজার দারিদ্র্য অবশ্যম্ভাবী। বিলাতের সহিত

প্রতিযোগিতায় আমাদের সব শিল্প নষ্ট হইয়াছে। কাযেই কৃষি ভারতবাসীর একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে। ভূমিরাজস্ব এত অধিক যে, কৃষক সঞ্চয় করিতে পারে না।"

রমেশচন্দ্র দত্ত।

সভাপতি নাটুভ্রাতৃদ্বয়ের মুক্তিবার্ত্তা প্রকাশ করেন। পঞ্জাবে জমী হস্তান্তর করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্ত যে আইন হইতেছিল, কংগ্রেস তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, ভূমিতে প্রজার

অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইতেছে। ইহার ফলে প্রজা চাষের জন্য আবশ্যক অর্থও সংগ্রহ করিতে পারিবে না।

এই অধিবেশনে কংগ্রেসের কতকগুলি নিয়ম গৃহীত হয়—

(১) ন্যায়সঙ্গত ও আইনসঙ্গত উপায়ে ভারতবর্ষের লোকের উন্নতি-সাধনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হইবে।

(২) পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের নির্দ্ধারণ অনুসারে সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট স্থানে বৎসরে একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। তবে প্রয়োজন বুঝিলে কংগ্রেস-কমিটী অধিবেশনের স্থান ও সময় পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন এবং সময় ও স্থান স্থির করিয়া কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বানও করিতে পারিবেন।

(৩) রাজনীতিক বা অন্যবিধ সভাসমিতির দ্বারা সাধারণ সভায় নির্ব্বাচিত সদস্যরা কংগ্রেস গঠিত করিবেন।

(৪) ৪৫ জন সদস্যে গঠিত সমিতির দ্বারা কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালিত হইবে। এই ৪৫ জনের ৪০ জন ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর বা তদভাবে প্রাদেশিক প্রতিনিধিদিগের দ্বারা নিম্নলিখিত সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হইবেন—

বাঙ্গালা (আসাম সহ)	৮
বোম্বাই (সিন্ধু সহ)	৮
মাদ্রাজ (সিকন্দ্রাবাদ সহ)	৮
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা	৬
পঞ্জাব	৪
বেরার	৩
মধ্যপ্রদেশ	৩

এক অধিবেশন হইতে অপর অধিবেশনের মধ্যবর্ত্তী কাল এই কমিটী বহাল থাকিবে।

(৫) এই কংগ্রেস-কমিটী বৎসরে অন্ততঃ ৩ বার সমবেত হইবেন—একবার কংগ্রেসের অব্যবহিত পরে, একবার জুন মাস হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে, একবার কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে। সভার স্থান ও সময় কমিটী নির্দ্ধারিত করিবেন।

(৬) সমিতির এক জন অবৈতনিক সম্পাদক, এক জন বেতনভুক্ সহকারী সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারী থাকিবেন। ইহার বার্ষিক ব্যয় বাবদে ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ হইবে। এই টাকার অর্দ্ধেক পূর্ব্ববর্ত্তী ও অর্দ্ধেক পরবর্ত্তী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি দিবেন। কংগ্রেসের সম্পাদক কমিটীর অবৈতনিক সম্পাদক থাকিবেন।

(৭) প্রাদেশিক রাজধানীসমূহে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটী গঠিত হইবে এবং বৎসর ব্যাপিয়া তথায় রাজনীতিক শিক্ষাবিস্তারে অবহিত হইবে। কমিটীকে ইণ্ডিয়ান কমিটীর নিকট কার্য্যবিবরণ দাখিল করিতে হইবে। কমিটী লোককে বৃটিশ-শাসনের উপকার বুঝাইবেন এবং তাহার ত্রুটী-সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিবেন।

(৮) ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস কমিটী সভাপতি-মনোনয়ন, প্রস্তাব-নির্দ্ধারণ প্রভৃতি কার্য্য করিবেন। কংগ্রেসের আদেশমত ইহার দ্বারাই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন, বক্তৃনির্দ্ধারণ প্রভৃতি হইবে।

(৯) প্রাদেশিক সমিতিসমূহ আপনাদের কাযের জন্য নিয়ম করিবেন—তবে ইণ্ডিয়ান কমিটী সে সকল রদবদল করিতে পারিবেন।

(১০) বৃটিশ-কংগ্রেস কমিটী নামক সমিতি বিলাতে রাখা হইবে—সে কমিটী বিলাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধির কায করিবেন। কংগ্রেসের ভোটে সে কমিটীর ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস-কমিটী যে উপায় ভাল বুঝিবেন, সেই উপায়ে সে টাকা সংগ্রহ করিবেন।

(১১) কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালন জন্য স্থায়ী ভাণ্ডার গঠনের আয়োজন হইবে এবং সংগৃহীত টাকা ৭ জন ট্রাষ্টীর নামে জমা থাকিবে।

কংগ্রেসের পরবর্ত্তী অধিবেশনে চতুর্থ নিয়ম পরিবর্ত্তিত করিয়া ভিন্নভিন্ন প্রদেশ হইতে কমিটীর সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ নির্দ্দিষ্ট হয়—

বাঙ্গালা (আসাম সহ)	৭
বোম্বাই (সিন্ধ সহ)	৭
মাদ্রাজ	৭
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা	৭
পঞ্জাব	৬
বেরার	৩
মধ্যপ্রদেশ	৩

এই ৪০ জন ব্যতীত নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সদস্য থাকিবেনই—

(১) কংগ্রেসের সভাপতি

(২) পরবর্ত্তী কংগ্রেসের সভাপতি (নির্ব্বাচনের দিন হইতে)

(৩) কংগ্রেসের পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতিরা

(৪) সম্পাদক

(৫) সহকারী সম্পাদক

(৬) অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি

(৭) অভ্যর্থনা-সমিতির সম্পাদক।

এই পরবর্ত্তী অধিবেশনের (১৯০০) স্থান—লাহোর ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি কালীপ্রসন্ন রায় ; সভাপতি নারায়ণ চন্দ্রাবরকর। তখনই চন্দ্রাবরকর মহাশয়ের হাইকোর্টের জজ হইবার সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। তিনি কংগ্রেসের সভাপতির আসন হইতে সরাসরি "ধূলা-পায়ে" যাইয়া হাইকোর্টের জজের আসনে উপবেশন করেন। এবার প্রতিনিধি-সংখ্যা—৫৬৭।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মহাশয় পঞ্জাবে কংগ্রেসের কাযে অক্লান্ত-

কর্ম্মী যশীরামের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেন এবং বলেন, শাসকদিগকে শাসিতের এবং শাসিতদিগকে শাসকদিগের মনোভাব বুঝাইবার কার্য্যে কংগ্রেসই উপযুক্ত পাত্র।

সভাপতির অভিভাষণে মামুলী কথার আলোচনা ছিল; কিন্তু কোন কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয় নাই। একে অধিবেশনের অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়, তাহাতে আবার তিনি

নারায়ণ চন্দ্রাবরকর।

সভাপতি হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশ পাইয়াছে, তিনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়াছেন। কাযেই তাঁহার অভিভাষণে যতটা সতর্কতা ও সংযম ছিল, ততটা তেজ ছিল না।

এই অধিবেশনে ভারতীয় খনি-বিষয়ক আইনের আলোচনাপ্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন—"আমরা অহল্যার মত শাপে পাষাণ হইয়া আছি। কবে আমাদের মুক্তি হইবে?" তিনি বলেন, যখন নাটালে ভারতবাসী লাঞ্ছিত হয়, তখন বৃটিশজাতি তাহাতে বিচলিত হয়েন না। কেহ কেহ বলেন, রাজনীতিক আলোচনা বন্ধ করিয়া—সংবাদপত্র বন্ধ

করিয়া, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স বন্ধ করিয়া, কেবল শিল্পোন্নতিসাধনে মনোযোগদান করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইতে ও আন্দোলন্ করিতে না পারি, তবে আমাদের শিল্পও নষ্ট হইবে। —"আমি সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শকদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কোন্ দেশ, বিদেশী পণ্যের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয়, সেই জন্ত আপনার শিল্পের উপর শুল্কস্থাপন করিতে বাধ্য হয়? যাহাতে বিদেশী ব্যবসায়ীর লাভবান্ হয়, তাহার জন্ত কোন্ দেশ চিনির মত নিত্যাবশ্যক দ্রব্যের উপর শুল্ক বসায়? কোন্ দেশ স্বদেশে কারখানার কাযে অসুবিধা ঘটাইবার জন্ত ও কারখানার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য কারখানাসম্বন্ধীয় আইন করে?"

এই কংগ্রেসের কয়টি প্রস্তাব বড় লাটের কাছে উপস্থাপিত করিবার ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্পিত হয়—

(১) ফিরোজশা মেটা, (২) উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, (৩) আনন্দ চার্লু, (৪) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৫) মুন্সী মাধোলাল, (৬) আর, এন, মুধলকার, (৭) রহিমতুল্লা মহম্মদ সিয়ানী, (৮) লালা হরকিষণ লাল।

কলিকাতায় (বিডন বাগানে) ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এবার প্রতিনিধি-সংখ্যা—৮৯৬, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, সভাপতি—দীনশা ওয়াচা। ওয়াচা সর্ব্বতোভাবে ফিরোজশা মেটার কথায় চালিত হইয়াছিলেন। তাই কংগ্রেসের পর মান্দ্রাজে ফিরিয়া যাইয়া জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখিয়াছিলেন—কুম্ভকারের হাতে মৃত্তিকার মত ফিরোজশার হাতে দীনশা—মেটা যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। এমন কি, বিষয়-নির্ব্বাচন-সমিতির অধিবেশনে সভাপতিকে বাসায় পাঠাইয়া মেটাই তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন।

প্রথমেই সরলা দেবীর রচিত একটি গান হয়—

অতীত গৌরববাহিনি মম বাণি! গাহ আজি
"হিন্দুস্থান"!

মহাসভা-উন্মাদিনি মম বাণি! গাহ আজি
"হিন্দুস্থান"!

কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-সৌরভ-পূরিত
সেই নাম গান।

বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল,
মান্দ্রাজ, মারাট, গুর্জ্জর, নেপাল,
পঞ্জাব, রাজপুতান্!

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকল ভাষে
"নমো হিন্দুস্থান!"

ভেদরিপুনাশিনি মম বাণি! গাহ আজি
ঐক্য গান!

মহাবলবিধায়িনি মম বাণি! গাহ আজি
ঐক্য গান!

মিলাও দুঃখে, সৌখ্যে, লজ্জে, লক্ষ্যে
কায়-মনঃ-প্রাণ।

বঙ্গ, বিহার—ইত্যাদি

সকলজন-উৎসাহিনি মম বাণি! গাহ আজি
নূতন তান!

মহাজাতিসংগঠনি মম বাণি! গাহ আজি

নূতন তান!

উঠাও কর্ম্ম-নিশান! ধর্ম্মবিষাণ

বাজাও চেতারে প্রাণ!

বঙ্গ, বিহার—ইত্যাদি

মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে।

৫৮ জন গায়ক কর্তৃক এই গান গীত হয় এবং মণ্ডপের নানাস্থান হইতে প্রতিনিধি ও দর্শকরা ইহাতে যোগ দেন।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি রমেশচন্দ্র মিত্রের ও রাণাড়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রাচীর সহিত প্রতীচীর মিলনের ফল কি হইবে, তাহার বিচারে এবং আমাদের জাতীয় উন্নতিকল্পে কিরূপে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করা যায়, তাহার নির্দ্ধারণে রাণাড়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের পর আর কোন ভারতবাসী এ বিষয় এমনভাবে বুঝিতে পারেন নাই। এই বৎসর কংগ্রেসে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করা হয়।

দীনশা ওয়াচা।

সভাপতি ভারতের আর্থনীতিক অবস্থার বিশেষ আলোচনা করিয়া বলেন, গত দুর্ভিক্ষের সময় যে কৃষকদিগকে সাহায্যদান করিতে হইয়াছে, তাহারাই বৎসরে প্রায় ৫০ কোটি টাকা রাজস্ব প্রদান করে। এই রাজস্বের ভার লঘু করা প্রয়োজন। তিনি বলেন, একবার ভারত সরকারের দোষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সাড়ে ১২ লক্ষ ও মাদ্রাজে ২০ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তিনি ডিউক অব আর্গাইলের

উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, "ভারতে লোকের দারিদ্র্য যেরূপ প্রবল ও বিস্তৃত, সেরূপ আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের কমিশন বলিয়াছিলেন, এ দেশে দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিতে হইলে—সেচের খাল করিতে হইবে। এ দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য সেচের খালের বিশেষ প্রয়োজন হইলেও সরকার রেলপথবিস্তারেই অধিক মনোযোগ দান করিয়াছেন। অথচ রেলে বৎসরে প্রায় কোটি টাকা লোকসান! সভাপতি মিশরের মত এ দেশেও কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব করেন। কৃষিব্যাঙ্কের উপযোগিতা কেহই অস্বীকার করে না। কিন্তু মিশরের কৃষিব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ওয়াচা মহাশয়ের ধারণা ভ্রান্ত। সে ব্যাঙ্ক বিদেশী মহাজনদিগের লাভের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—কৃষকের (ফেলা) উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সভাপতি, দাদাভাই নৌরজীর কথা উদ্ধৃত করিয়া বলেন, ভারতবাসীর গড় বার্ষিক আয় ২৭ টাকা মাত্র। আর এ দেশে প্রদেশভাগ করিলে প্রত্যেক অধিবাসীর কৃষিজ সম্পদ নিম্নলিখিতরূপ হয়—

প্রদেশ	টাকা
বোম্বাই	প্রায় ২২ টাকা
মধ্যপ্রদেশ	" ২১ টাকা
মাদ্রাজ	প্রায় ১৯ টাকা
পঞ্জাব	" ১৮ টাকা
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা	" ১৬ টাকা
বাঙ্গালা	" ১৬ টাকা
ব্রহ্ম	" ২৭ টাকা

এই অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া গন্ধী মহাশয় দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের দুরবস্থার কথা বিবৃত করেন এবং ভারতবাসীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এই অধিবেশনে যে কংগ্রেসের বৃটিশ-কমিটীর ও 'ইণ্ডিয়া' পত্রের ব্যয়ের ব্যবস্থা করা হয়, সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এই ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য প্রতিনিধিদিগের প্রাবেশিক ১০ টাকার স্থলে ২০ টাকা নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ইহাতে অনেকের পক্ষে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হওয়া অসুবিধাজনক হয় এবং শেষে বাঁকিপুরের অধিবেশনে প্রাবেশিক কমাইয়া আবার ১০ টাকা করা হয়।

ভারতের দারিদ্র্যের কথায় জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার বলেন—"বর্ত্তমান স্থায়ী দারিদ্র্যহেতু ভারতের লোক পশুবৎ জীবনযাপন করে, আর তাহাদের জীবনযাপনের এই আদর্শেই সরকার সম্পূর্ণরূপ সন্তুষ্ট থাকেন! সভ্য-জগতে কেবল বৃটিশ সরকারই যে ২০ কোটি লোকের উপর শাসনদণ্ড পরিচালন করেন, তাহারা চিরদিন অপূর্ণ আহারে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হয়, তাহারা অজ্ঞতার অন্ধকারে বাস করে, তাহাদের দুর্দ্দশার ও কষ্টের সীমা নাই; জীবনধারণে তাহাদের আগ্রহ নাই; তাহাদের সুখ নাই—কোনরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার অবকাশ নাই। তাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই বাঁচিয়া থাকে; দেহে আর প্রাণ রাখা যায় না বলিয়াই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।"

এ কথা কত সত্য; কিন্তু এ অবস্থা কিরূপ মর্ম্মপীড়াদায়ক?

অন্য দেশে পণ্য উৎপাদনের ও চালানের প্রথা না জানায় এ দেশে আর্থনীতিক অবস্থা শোচনীয় হয়—সুতরাং সেই সব বিষয়ে দেশের লোককে প্রকৃত সংবাদ দেওয়া দেশের লোকের কর্ত্তব্য এবং যাহাতে লোক ব্যবসার জন্য টাকার সুবিধা পায়, তাহাও করা দেশের লোকের কর্ত্তব্য—এই মর্ম্মে প্রস্তাব গ্রহণ করা সঙ্গত কি না, পরবর্ত্তী অধিবেশনে তাহা জানাইবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক সমিতি গঠিত হয়—

(১) বাল গঙ্গাধর তিলক

(২) মদনমোহন মালব্য

(৩) ভূপেন্দ্রনাথ বসু
(৪) যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
(৫) বি, পাঠক
(৬) রাণাড়ে
(৭) গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা
(৮) উমর বক্স
(৯) হরকিষণলাল

কংগ্রেসের এই প্রস্তাবেই কেবল নিবেদন ও আবেদন ত্যাগ করিয়া দেশের লোককে কায করিতে আহ্বান করা হইয়াছিল। একান্ত পরিতাপের বিষয়, ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠে এই সমিতির নির্দ্ধারণের বিষয় কিছুই জানিতে পারা যায় না। তবে আমরা অবগত আছি, এই পরবর্ত্তী অধিবেশনে বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় কংগ্রেসে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে চাহিলে ফিরোজশা মেটা তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন,— "তাহা হইলে আমি আমার কোটের কাপড়—বনাত পাইব কোথায়?" ইহার পরে কলিকাতার অধিবেশনে মেটা যখন বিদেশীবর্জ্জনের প্রস্তাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া বলেন, "আজ যাঁহারা স্বদেশী পণ্যের ব্যবহারের প্রস্তাব করিতেছেন, তাঁহারা অনেকে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতে আমি স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিয়া আসিতেছি "তখন বিপিনচন্দ্র পাল ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহাকে আমেদাবাদে বনাতের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। কিন্তু বিষয় নির্ব্বাচন সমিতির সে আলোচনার বিস্তৃত বিবরণ এই স্থানে প্রদান করা সঙ্গত বিবেচনা করি না।

বোম্বাইয়ের পক্ষ হইতে ফিরোজশা মেটা পরবর্ত্তী অধিবেশনের জন্য কংগ্রেস বোম্বাইয়ে আহ্বান করেন ; তবে বোম্বাই প্রদেশে কোন্ স্থানে অধিবেশন হইবে তাহা তখনও স্থির করিয়া বলা হয় নাই।

শেষে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ নগরে কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৪৭১ জন প্রতিনিধি লইয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আমেদাবাদে যে অধিবেশন হয়, তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তাহা উল্লেখযোগ্য। দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাকেরলাল বলেন, গুজরাটের লোক শ্রমশীল ও ধীর—তাহারা শিল্পব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতেই ভালবাসে। বহুকাল ধরিয়া গুজরাটের লোক কৃষিকার্য্যে, শিল্পে ও ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল, অর্থার্জ্জনই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং লোক বলিত, গুজরাট রাজনীতিক আন্দোলনে মন দেয় না। কিন্তু গত দুই পুরুষের সময় দেশে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে, তাহাতে গুজরাটের লোকও মন না দিয়া থাকিতে পারে নাই। ব্যবসায়ী গুজরাটীরা দেখিয়াছেন, বিদেশীরা ব্যবসায়ে স্বার্থরক্ষার জন্য রাজনীতিক শক্তি প্রযুক্ত করিতেছেন, শিল্পরক্ষার জন্য রক্ষাশুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। বাট্টা-বিষয়ক আইনে বুঝা গিয়াছে, সরকারের একটি আইনের ফলে আর্থিক উন্নতির উপায় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বৃটিশ শাসনের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বৎসরে ৩০ কোটি টাকা বিদেশে যায়, তাহা যোগাইতে দেশের শিল্পের ও বাণিজ্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। বিদেশী পণ্যের বন্যায় দেশের শিল্প নষ্ট হইয়াছে—ব্যবসা যে রাজনীতির উপর নির্ভর করে, তাহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। গুজরাট হইতে বহু ভারতবাসী শ্রমজীবী, শিল্পী ও মহাজনরূপে কেপকলোনী, নাটাল, ট্রান্সভাল প্রভৃতি স্থানে গমন করে। তথায় তাহাদের লাঞ্ছনা ও দুর্গতি দেখিয়া বুঝা যায়, রাজনীতিক আন্দোলন ব্যতীত আমাদের হীন অবস্থার প্রতীকার হইবে না। গুজরাটে অনেক সূতার ও কাপড়ের কল আছে;

আমাদিগকে সেই সব কলে প্রস্তুত পণ্যের উপর শুল্ক দিতে হয়। এই শুল্কের অনাচারবিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। রাজনীতিক আন্দোলন ব্যতীত সে অনাচারের প্রতীকার-সম্ভাবনা নাই। গুজরাটে দারুণ দুর্ভিক্ষে ১ কোটিরও কম অধিবাসীর মধ্যে প্রায় ২৫লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। প্রতিদিন ট্রেণভরা শস্য আমদানী হইয়াছে, অথচ লোক মক্ষিকার মত মরিয়াছে—শস্য ছিল, কিন্তু শস্য কিনিবার টাকা তাহাদের ছিল না। ইহারা প্রায় সকলেই পল্লীবাসী—আজ তাহাদের জনহীন জীর্ণ কুটীর ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই শোচনীয় দৃশ্যে আমাদের মনে হয়—আমাদের দেশের লোক এত দরিদ্র কেন? কৃষকরা বলে, প্রত্যেক বন্দোবস্তের সময় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। গুজরাটে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। পরলোকগত জাভেরীলাল যাজ্ঞিক মহাশয় এই কথা বহুবার লোককে জানাইয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফললাভ হয় নাই। তাহার পর সার এণ্টনী ম্যাকডনেলের দুর্ভিক্ষ কমিশনও সে কথা স্বীকার করেন। এই দুর্ভিক্ষে গুজরাটের লোকের চক্ষু ফুটিয়াছে। রাজস্ব আদায় ব্যাপারেও লোকের কষ্টের অন্ত নাই। এই সব কারণে গুজরাটের লোক এবার কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছে।

সভাপতি তাঁহার বক্তৃতায় বিশ্ববিদ্যালয়-আইনের আলোচনা করিয়া নানা বিষয়ের মধ্যে ভারতের দারিদ্র্যের ও দুর্ভিক্ষের বিষয় আলোচনা করিয়া বলেন,—দুর্ভিক্ষ-নিবারণের জন্য সরকারের চারিটি উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য—

(১) এ দেশের পুরাতন শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা;

(২) ভূমিরাজস্বের পরিমাণ কম করা;

(৩) যে স্থলে কর দরিদ্রের পক্ষে অতিরিক্ত সে স্থলে কমাইয়া দেওয়া;

(৪) বিদেশে টাকা যাওয়া বন্ধ করা এবং তজ্জন্য শাসনপদ্ধতির আবশ্যক সংস্কারসাধন।

এই চতুর্থ উপায় সম্বন্ধে আমরা দুই একটি কথা বলিব। এ দেশ হইতে নানা কারণে বিদেশে টাকা যায়। শাসন-পদ্ধতির সম্পূর্ণ—আমূল পরিবর্তন ব্যতীত সে অবস্থার প্রতীকার-সম্ভাবনা নাই। যত দিন এ দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তত দিন এ দেশ হইতে বিদেশে টাকা যাওয়া নিবারিত হইতে পারে না। কিন্তু এই আমেদাবাদের অধিবেশনেও সে কথা সভাপতি স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারেন নাই। তখনও কংগ্রেসে ভারতবাসীর প্রকৃত লক্ষ্য দেশের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করা হয় নাই—ভারতের মুক্তির উপায় ব্যক্ত করা হয় নাই। নেতারা তখনও কথার তাজমহল রচনা করিয়া করতালি লাভ করিতেই ব্যস্ত, তাঁহারা তখনও বিদেশীর দিকেই চাহিয়া আছেন—দেশের জীবন-কেন্দ্রের ও শক্তিকেন্দ্রের সন্ধান করেন নাই।

সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুটাভিষেকের জন্য তাঁহার নিকট রাজ-ভক্তিজ্ঞাপন এবং সিয়ানী ও নাইডুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

মাদ্রাজের জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার ভারতের দারিদ্র্যবিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া দেখান, ভারতবর্ষ পূর্ব্বে কৃষিপ্রধান দেশ ছিল না। ভারতে সমৃদ্ধ শিল্প ছিল এবং "শতমুখে বাণিজ্যের স্রোত" তাহার ভাণ্ডারে বিদেশ হইতে অর্থ আনিত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশে আসিয়া যে নীতির প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে ভারতবর্ষ কৃষিসর্ব্বস্ব করা হয়। কোম্পানী বণিক্—বর্ত্তমান বৃটিশ সরকার শাসক। বৃটিশ সরকারের পক্ষে সে নীতির পরিহার করিয়া দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগ-দান করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইতেছে না। প্রমাণ—কোলারের স্বর্ণ-খনি। বিদেশীরা সে খনি হইতে স্বর্ণ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার পর মহী-শূরের লোকের জন্য প্রস্তরমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। এই প্রস্তাবের সমর্থনে

বোম্বাইয়ের এম,কে, পাটেল বলেন,ভারতের রেলপথে ও অবাধ বাণিজ্যে ভারতের শিল্প নির্ব্বাসিত হইয়াছে। সার হেনরী কটনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন, এ দেশের বিস্তৃত রেলপথে ও সেচের খালে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়, তাহা দরিদ্র দেশের পক্ষে দুর্ব্বহ ভার। এই ভার সহ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষকে বিদেশে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়,—ঋণও বাড়িতেছে, সুদের পরিমাণও বাড়িতেছে। ভারতে অবাধ বাণিজ্য বলিলে বুঝিতে হয়—বিদেশী কর্তৃক ভারতে অর্থার্জ্জন। যে কোন ফরাসী, ইটালীয়ান, জার্ম্মান্ ভারতে আসিয়া অর্থার্জ্জন করিতে পারে, আর বৃটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতবাসী ইংরাজের প্রজার সাধারণ অধিকার সম্ভোগ করিতে পায় না। তিনি বলেন, ভারতের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ—

(১) বৃটিশ শাসনের ব্যয়বাহুল্য ;

(২) পেন্সন প্রভৃতিতে বৎসর বৎসর য়ুরোপে অনেক অর্থ-প্রেরণ ;

(৩) ভারতীয় শিল্পশিল্পজ পণ্যের স্থলে বিদেশী কলের পণ্যের প্লাবন ;

(৪) ম্যাঞ্চেষ্টারের ব্যবসায়ীদিগকে তুষ্ট রাখিবার জন্য ভারতের লোকের স্বার্থকে পরিত্যাগসাধন ;

(৫) শিল্পনাশহেতু কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে জমীর উপর দুর্ব্বহ কর-স্থাপন ;

(৬) য়ুরোপে কলের উন্নতি ও ভারতবাসীর পক্ষে প্রতিযোগিতায় পরাভব ;

(৭) রেলওয়ের বিস্তারে সর্ব্বত্র কলের পণ্যের বিস্তার ;

(৮) রক্ষাশুল্কের অভাব ;

(৯) দেশে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থার অভাব।

তিনি তারকেশ্বর-মগরা রেলপথের উল্লেখ করিয়া বলেন, ভারতবাসীর চেষ্টায় ও অর্থে ঐ একটিমাত্র রেলপথ (৩১ মাইল) হইয়াছে।

পুলিস কমিশনে ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধির অভাব দেখান হয়।

সচ্চিদানন্দ সিংহ বলেন, কমিশনে ২ জন মাত্র ভারতবাসী আছেন—(১) দাওয়ান বাহাদুর শ্রীনিবাস রাঘব আয়াঙ্গার সি. আই. ই—(২) দ্বারবঙ্গের মহারাজা রমেশ্বর সিংহ। দাওয়ান বাহাদুর সর্ব্বদাই গৌরাঙ্গদিগকে তুষ্ট করিতে প্রয়াসী; মহারাজা রমেশ্বর "মহারাজ!" কেহই দেশের লোকের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

এই স্থলে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। পূর্ব্ববর্ত্তী কলিকাতা-কংগ্রেসের সঙ্গে এক শিল্পবাণিজ্য-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা কংগ্রেসের কর্ত্তারা তাহাকে কংগ্রেসের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার না করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। আমেদাবাদেও সে সভার অধিবেশন হয় এবং বরোদার মহারাজ তাহার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আমেদাবাদ কংগ্রেসের কর্ত্তারা তাহা কংগ্রেসেরই অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের কার্য্যবিবরণে তাহারও কার্য্যবিবরণ সংযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সে সভায় উপস্থিত যে সকল লোককে সে বিবরণে উল্লেখযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক জনও বাঙ্গালী নহেন। পরে কলিকাতায় এই সভার উদ্দেশ্যসাধনে সভায় প্রদর্শনী লইয়া দলাদলি হয়। কারণ লর্ড মিণ্টোকে ডাকিয়া সে প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করান হয় এবং তখনই তিনি স্বদেশীকে "সাধু" ও "অসাধু" দুই ভাগে বিভক্ত করেন।

ইহার পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন মান্দ্রাজে। এবার প্রতিনিধিসংখ্যা ৫৩৮; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—নবাব সৈয়দ মহম্মদ; কংগ্রেসের সভাপতি—বাঙ্গালার ব্যারিষ্টার লালমোহন ঘোষ।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নবাব সাহেব প্রথমেই হিন্দু মুসলমানের স্বার্থের ঐক্য প্রতিপন্ন করেন; বলেন, যে সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এই সভায় সমবেত, সে সকলের কোন সম্প্রদায়ই মনে করেন

না, তাঁহাদের পরস্পরের স্বার্থ স্বতন্ত্র। রাজনীতি সামাজিক সুখের জন্যই উদ্দিষ্ট—সুতরাং রাজনীতিতে জাতিভেদ থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, পুলিস কমিশনের সদস্যদিগের মধ্যে দাওয়ান বাহাদুর শ্রীনিবাস রাঘব আয়াঙ্গার অন্যতম ছিলেন। তাঁহার কথায় বাঙ্গালার ছোট লাট সার এনড্রু ফ্রেজার বলিয়াছেন, "তাঁহার সাহায্য আমাদের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইয়াছে। তিনি যে কথা বলিয়াছেন বা যে কায করিয়াছেন, সবই তাঁহার মত সজ্জনের ও রাজনীতিকের উপযুক্ত। তিনি তাঁহার দেশবাসীকে ভালবাসেন এবং যাহাতে তাহাদের উপকার হইবে মনে করিয়াছেন, তাহাই দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়াছেন।" বৃটিশ সরকার বলেন, জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে উপযুক্ত লোককেই দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হইবে। কিন্তু এই আয়াঙ্গার মহাশয় বৃটিশ সরকারের চাকরীতে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের উচ্চতম পদ ব্যতীত আর কোন উচ্চতর পদ পায়েন নাই; অথচ তিনি বরোদার দাওয়ানী পাইয়া বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং কালগ্রাসে পতিত না হইলে আর একটি দরবারের কর্ণধার হইতেন।

লালমোহন ঘোষ মহাশয়কে সভাপতি-বরণের প্রস্তাব করিতে যাইয়া ফিরোজশা মেটা তাঁহার স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। লালমোহন বিলাতে ভারতবর্ষের কথা লোকের গোচর করিয়াছিলেন। তিনি দাদাভাই নৌরজীর পূর্ব্বে পার্লামেন্টে সদস্য হইবার চেষ্টা করেন এবং নির্ব্বাচনের সময় উদারনৈতিক দলে দলাদলি না হইলে সদস্য নির্ব্বাচিত হইতেন। ইংরাজীতে তাঁহার মত বক্তার উদ্ভব এ দেশে অধিক হয় নাই। তিনি বিলাত হইতে যশ অর্জ্জন করিয়া আসিয়া রাজনীতিক্ষেত্র হইতে কতকটা অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলেই দেশের কায করিতেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতা টাউন হলে যে বক্তৃতা করেন, তাহা সুরেন্দ্র-

নাথ প্রভৃতির প্রীতিপ্রদ হয় নাই। শেষে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে জ্যেষ্ঠ মনোমোহনের চেষ্টায় সে মনান্তর দূর হয়। লালমোহন কিছুদিন হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিয়া রাজনীতির প্রবাহ লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেসের দলে মত-

লালমোহন ঘোষ।

ভেদের কথা বলেন এবং এমন কথাও ইঙ্গিত করেন যে, কংগ্রেসের কোন কোন নেতা ভারতসরকারের যথেচ্ছাচারিতার নিন্দা করিলেও তাঁহাদের কায লোক যথেচ্ছ চারিতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করে।

অভিভাষণ পঠিত হইবার পূর্ব্বেই—লালমোহনকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিতে উঠিয়া মেটা সেই কথার প্রতিবাদ করেন। এরূপ ব্যবহার সাধারণ শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, সন্দেহ নাই।

লালমোহন ফিরোজশা মেটার কথার উপযুক্ত উত্তর দেন—তিনি রাজনীতিক যোগী নহেন। উত্তর দিয়া তিনি অভিভাষণ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি এক বৎসর পূর্ব্বের দিল্লীদরবারে দুর্ভিক্ষপীড়িত ভারতে—নিরন্ন কঙ্কালসার প্রজার দৃষ্টির উপর তামাসায় অর্থের অপ-ব্যয়ের কথা বলেন। তাহার পর তিনি অবাধ বাণিজ্যের বিষয় বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করিয়া এ দেশের শিল্পের জন্য রক্ষাশুল্ক-প্রতিষ্ঠা-প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি শাসনক্ষ বাহনের যোগ তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় ও ভারতবাসীতে মামলা হইলে অনেক স্থলে বিচারবিভ্রাট ঘটে। তিনি সার হেনরী কটনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন, যেরূপ স্থলে ভারতবাসী ক্ষেত্রেই সুবিচার—ন্যায় বিচার হয় না। ইংরেজ প্রজাকে নরহত্যার অপরাধেও সামান্য অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি পায়!

তাহার পর তিনি কঠোর বিধানের উল্লেখ করেন,—(১) বিনা বিচারে নির্বাসন, (২) সরকারী গোপনীয় সংবাদ-বিষয়ক বিধি, (৩) বিশ্ববিদ্যালয় বিধি—এ সব অনাচারী রুশিয়ার সরকারেরই উপযুক্ত। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে বলেন।

এই বৎসর প্রথম ব্রহ্ম হইতে এক জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগদান করেন। এইবার লর্ড ষ্টানলী অব অলডারলী, রামনাদের রাজা সাহেব ও মিষ্টার কেন—এই ৩ জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

শাসনবিভাগে উচ্চপদে ভারতবাসীর নিয়োগ হয় না বলিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া দীনশা ওয়াচা বলেন, ভারতসরকার "প্রতিজ্ঞায় কল্প-তরু" হইলেও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন না। এই প্রস্তাবের আলোচনাপ্রসঙ্গে

মাদ্রাজের জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার বলিয়াছিলেন, আমাদের চর্ম্মে দাসত্ব নিবদ্ধ। যদি স্বদেশে আমরা উচ্চপদের দায়িত্বলাভের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হই, তবে তাহা দাসত্ব ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

মিষ্টার সিভরাইট অষ্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস হইতে প্রেরিত প্রবাসী ভারত-সন্তানদিগের আবেদন পাঠ করেন। তাঁহারা ১৯০১ খৃষ্টাব্দের Immigration Restriction Act আইনের প্রতিবাদ করিয়া ভারতের কংগ্রেসের ও প্রত্যেক ভারতবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করেন। তথায় অপরাধী ব্যক্তির মত ভারতবাসীর প্রতিকৃতি ছাপ ও মাপ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাই ভারতবাসীরাও অষ্ট্রেলিয়ান দ্রব্য বর্জ্জন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বালাল দেশাই, আর, এন, মুধোলকার; জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়-বিধির আলোচনা করেন। যে সুরেন্দ্রনাথ এই অধিবেশনের বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উদ্দাম কল্পনার লীলা দেখাইয়াছেন, তাহা চিরকাল—লর্ড কার্জ্জনের নানা অনাচারের সঙ্গে সংযুক্ত রহিবে।

এই অধিবেশনে বাঙ্গালার ও মাদ্রাজের বিভাগপ্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হয়।

বঙ্গভঙ্গ ও তৎকালীন আন্দোলনের ইতিহাস আজও লিখিত হয় নাই; এই ইতিহাসাবলম্ব—পরাধীন দেশে সে ইতিহাস কখন লিখিত হইবে কি না, জানি না। সে ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক অন্তরায়ও আছে—সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিবার পথ সর্ব্বত্র শঙ্কাশূন্য নহে। কিন্তু সে ইতিহাস লিখিত না হইলে জগতের লোক কখন সে আন্দোলনের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে না। সে আন্দোলন কেবল কার্জ্জন-শাসিত আমলা-তন্ত্রের জিদের বিরুদ্ধে প্রদেশের লোকের প্রবল প্রতিবাদ নহে—আপনাদের উদ্দেশ্যসাধনে প্রাণান্তপণ নহে; তাহা জাতীয় জীবনে মুক্তি-

কামনার প্রথম বিকাশ। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষমাত্র। সেই উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভারতবর্ষে নূতন—পবিত্র—জাতীয় ভাবের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। নহিলে—বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে জাতি অত স্বার্থত্যাগ করিতে পারিত না। বয়কট কেবল লবণ-চিনির বয়কট নহে—তাহা স্বাবলম্বনের আয়োজন। কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ভারত সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী হার্বার্ট রিজলীর স্বাক্ষরিত বঙ্গভঙ্গ-প্রস্তাব প্রকাশিত হয়—সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাদ্বয় বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আসামের অন্তর্ভূত করা হইবে। এই প্রস্তাব প্রকাশের পর কংগ্রেসে ইহার প্রতিবাদ হয়।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সার ফেরোজশা মেটা, সভাপতি সার হেনরী কটন প্রতিনিধির সংখ্যা—১০১০। তখন লর্ড কার্জ্জনের জবরদস্ত শাসনে দেশের লোক বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত হইয়াছে। বোধ হয়, লর্ড কর্জ্জনের বিরাগভাজন হইয়াই সার হেনরী সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন। সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ এবার অধিবেশনে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন।

সার ফিরোজশা কংগ্রেসের কৃত কার্য্যের তালিকা প্রদান করেন। কংগ্রেসের চেষ্টায়—

(১) ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার হয়;

(২) ভারতের ব্যয়বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য কমিশন নিযুক্ত হয়;

(৩) বিলাতের মত এ দেশেও সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা-গ্রহণ-প্রস্তাব পার্লামেন্টে গৃহীত হয়;

(৪) কোমন ইণ্ডিয়ান দেশের দারিদ্র্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছেন;

(৫) বিচার ও শাসন বিভাগের স্বাতন্ত্র্যসাধন প্রয়োজন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে ;

(৬) পুলিস কমিশনে পুলিসের সংস্কারসাধনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সার হেনরী কটন বাঙ্গালায় সিভিল সার্ভিসে কাজ করিয়াছিলেন ; এবং এ দেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। লর্ড রিপণের শাসনকালে—ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে—তিনি য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং সেই সময় 'নব ভারত' গ্রন্থ রচনা করিয়া এ দেশের লোকের সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আসামের চীফ কমিশনররূপে তিনি য়ুরোপীয় চা-করদিগের অনাচার হইতে অসহায় কুলীদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া চা-করদিগের দ্বারা নিন্দিত হয়েন। লর্ড কার্জ্জন প্রথমে তাঁহাকে সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে চা-করদিগের দিকেই গিয়াছিলেন। চাকরী হইতে অবসর লইয়া বিলাতে যাইয়া সার হেনরী তাঁহার স্মৃতি-কথায় সে সব বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। সার হেনরী বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া ভারতে আসিয়া তিনি যখন আবার বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, তখন বাঙ্গালার লোক তাঁহাকে যেরূপে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিল, তাহাতে বুঝা গিয়াছিল—দেশের লোক তাহাদের হিতকামীর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে দ্বিধা বোধ করে না।

সার হেনরী তাঁহার অভিভাষণে কংগ্রেসের ও ভারতবাসীর রাজনীতিক উদ্দেশ্য বিবৃত করেন—

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের মত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রদেশ-প্রতিষ্ঠা। সমগ্র দেশ স্বায়ত্ত-শাসনশীল উপনিবেশের মত বৃটেনের অধীন থাকিবে।

তবে তিনি বলেন, এই আদর্শ পূর্ণ হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে লর্ড কার্জ্জন বলিয়াছেন, ভারতবাসীরা বৃটিশ-শাসনের উচ্চপদের দায়িত্ব পাইবার উপযুক্ত নহে। সুরেন্দ্রনাথ তীব্র-ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করেন।

সার হেনরী কটন।

এই অধিবেশনে জামশেদজী নাসিরবানজী টাটার ও উইলিয়মডিগ-বীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ প্রস্তাব করেন, ৩০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠাইয়া বিলাতের পার্লামেণ্টে সদস্য-নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে বিলাতের লোককে ভারত-কথা জানাইবার ব্যবস্থা করা হউক। বাল গঙ্গাধর তিলক এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। এই প্রসঙ্গে সার উইলিয়ম জানান, লর্ড রিপণ

বলিয়াছেন—তিনি মনোযোগ সহকারে ভারতে সংঘটিত ঘটনা লক্ষ্য করিয়া থাকেন, এবং ভারতবাসীরা তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়া থাকেন, সে জন্য তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

কংগ্রেসের পদ্ধতি স্থির করিবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে লইয়া এক সমিতি গঠিত হয়——

(১) বোম্বাই—ফিরোজশা মেটা, দীনশা ওয়াচা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে ;

(২) মাদ্রাজ—শঙ্করণ নায়ার, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, বীররাঘবাচারী ;

(৩) বাঙ্গালা—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, সচ্চিদানন্দ সিংহ ;

(৪) পঞ্জাব—লালা লজপৎ রায়, মিষ্টার রামদাস, লালা হরকিষণলাল ;

(৫) যুক্ত-প্রদেশ—গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ;

(৬) বেরার ও মধ্যপ্রদেশ—মিষ্টার মুধলকার, মিষ্টার যোশী, মিষ্টার পাধ্যায়।

এবারও কংগ্রেসের সঙ্গে এক শিল্প-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাদ্রাজে মহীশূরের মহারাজা প্রদর্শনীর সভাপতিত্ব করেন—বোম্বাইয়ে প্রাদেশিক গবর্ণর লর্ড লেমিংটন সস্ত্রীক আসিয়াছিলেন।

এক হিসাবে বোম্বায়ের এই অধিবেশনকে কংগ্রেসের ইতিহাসে এক অধ্যায়ের শেষ বলা যাইতে পারে। এই কংগ্রেসের পরই বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে বাঙ্গালা প্লাবিত হয় এবং সেই ভাবের বন্যা বাঙ্গালা ছাপাইয়া ভারতের অন্যান্য প্রদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই অধিবেশনের পর হইতেই কংগ্রেসে বিদেশী বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং দাদাভাই নৌরজী ভারতবাসীর রাজনীতিক আদর্শ অকুণ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করিবার পর সেই আদর্শলাভের জন্য পথবিচারের

চাঞ্চল্যে সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়। কংগ্রেসে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার ফলে পুরাতন নায়করা অনেকে শঙ্কানুভব করিয়া কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং কয় বৎসর পরে মিলনের উপায় হইলেও সে মিলন স্থায়ী হয় নাই। কারণ, এক পক্ষ বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর সঙ্গে সহযোগিতা করিতে সম্মত হইলেও অপর পক্ষ তাহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সে সকল বিষয় ইহার পর—যথাস্থানে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বারাণসী ও কলিকাতা।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রতিনিধিসংখ্যা ৭৫৮ ; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মুন্সী মাধোলাল ; সভাপতি গোপালকৃষ্ণ গোখলে। তখন গোখলে ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি রাজনীতিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন—বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার কৃত কার্য্য সর্ব্বত্র প্রশংসিত এবং সরকারী কর্ম্মচারীরাও তাঁহার রাজনীতি-সেবার জন্য তাঁহার অনুরক্ত। তিনি বলেন, ভারতে বড়লাটরূপে লর্ড কার্জ্জন যে এ দেশের শত্রু ছিলেন, কেবল আওরঙ্গজেবের শাসনকালের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। লর্ড কার্জ্জন মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেবের মত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন, তেমনই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সরকারের কার্য্য করিয়াছিলেন, তেমনই তাঁহার প্রজাকে সন্দেহের ও অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন—ফলে দেশে তেমনই অসন্তোষের উদ্ভব হইয়াছিল। তাঁহার মতে—ভারতে ইংরাজ চিরদিন সব ক্ষমতা অধিকার করিয়া থাকিবে। ভারতবর্ষ কেবল ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইবে—ভারতবাসীর পক্ষে অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করা পাপ। তাঁহার মতে এ দেশে শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই—প্রয়োজনও নাই!

গোখলের অভিভাষণে বঙ্গভঙ্গের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার

পর ৫ শতেরও অধিক সভায় সমবেত হইয়া বাঙ্গালীরা জানাইয়াছিলেন, তাঁহারা সে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিবেন। লর্ড কার্জ্জন বলেন, এই প্রতিবাদের আন্দোলন অসার, জনকতক লোকের কৃত। অথচ মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। যদি এই

গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

সব লোকের মতও অনায়াসে অবহেলা করা হয়, তবে আমলাতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করিবার আশা কোথায়—Goodbye to all hope of co-operation in any way with the bureaucracy in the interests of the people. এই যে বঙ্গব্যাপী বিষম আন্দোলন, ইহা কেবল অমঙ্গলজনক নহে—ইহার অন্ধকারমধ্যে ভবিষ্যতে আলোকের দীপ্তি বিদ্যমান। ভারতের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে এই তুমুল আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৃটিশ-শাসিত ভারতে এই প্রথম দেশের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একযোগে অন্যায়ের

প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সমগ্র প্রদেশের উপর দিয়া দেশাত্ম-বোধের বন্যা বহিয়া গিয়াছে—তাহার প্রবাহে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ প্রভৃতি ভাসিয়া গিয়াছে—আর সব আন্দোলনের নিবৃত্তি হইয়াছে। বাঙ্গালার এই প্রবল প্রতিবাদে ভারতবর্ষ বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছে—তাহার স্বার্থত্যাগ নিষ্ফল হয় নাই। যখন এমন প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়, তখন স্থানে স্থানে কূলে প্লাবন অবশ্যম্ভাবী। স্থানে স্থানে যদি অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিকাশ হইয়া থাকে, তাহাতে দুঃখিত বা শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। যখন বিপুল জনতা বন্ধন হইতে মুক্তির দিকে অগ্রসর হয়, তখন এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকে। বাঙ্গালার এই আন্দোলনে আমাদের জাতীয় জীবনে শক্তিসঞ্চয় হইয়াছে। সে জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার নিকট কৃতজ্ঞ। বাঙ্গালার নেতৃগণকে এখন বড় কঠিন কায করিতে হইবে। তবে আমি জানি, তাঁহারা প্রয়োজন হইলে স্বার্থত্যাগে কুণ্ঠিত হইবেন না। সমগ্র ভারতবর্ষ আজ বাঙ্গালার পশ্চাতে দণ্ডায়মান—ভারতের মানরক্ষার ভার আজ বাঙ্গালার। গোখলে অন্য ক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর প্রশংসা করিতে ত্রুটী করেন নাই। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রাজদ্রোহ আইনের আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালীরা ভাবপ্রবণ জাতি। সরকার দমননীতির দ্বারা এই ভাবান্তর প্রহত করিতে চাহিতেছেন। আমি বাঙ্গালীদিগকে জানি—আমার বিশ্বাস দমননীতিতে ফললাভ হইবে না। অনেক বিষয়ে বাঙ্গালীরা সমগ্র ভারতে বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। তাহাদের ত্রুটীর কথা বলা সহজ—ত্রুটী সহজেই লক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাদের অসাধারণ গুণ প্রায়ই লক্ষ্য করা হয় না। ভারতবাসীর পক্ষে যে সব কর্ম্মক্ষেত্রের দ্বার মুক্ত, তাহার অধিকাংশে বাঙ্গালীরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। সম্প্রতি যে সব সমাজসংস্কারকের ও ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইয়াছে—তাঁহা-

দের কয়জন বাঙ্গালী। বাঙ্গালায় বহু প্রসিদ্ধ বক্তার, সংবাদপত্রসেবকের ও রাজনীতিকের আবির্ভাব হইয়াছে। * * * আবার বিজ্ঞান, আইন ও সাহিত্য—এ সকলের কথাই ধরা যাউক। সমগ্র ভারতে আর কোথায় ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর ও ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সমতুল্য বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের মত আইনজ্ঞ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত কবি মিলিবে? ইঁহারা জাতির স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম নহেন; পরন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে কিরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তির আবির্ভাব সম্ভব তাহারই নিদর্শন। যে জাতির মধ্যে এরূপ লোকের আবির্ভাব সম্ভব, সে জাতিকে দমননীতির দ্বারা দমন করা যায় না।

বাঙ্গালা তখন জাগিয়াছে। তাহার নূতন মূর্ত্তি—সেই তেজে দীপ্ত—সঙ্কল্পে দৃঢ় মূর্ত্তি দেখিয়া বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালার কবি রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

আজি বাঙ্গালা দেশের হৃদয় হ'তে কখন্ আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননি।"
ওগো মা—তোমায় দেখি দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোণার মন্দিরে!
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাতে করে শঙ্কা হরণ;
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাটনেত্র আগুন-বরণ!
ইত্যাদি

বাঙ্গালীরা যখন বাঙ্গালা বিভাগের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিল, সেই সময় লর্ড কার্জ্জন বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নীতির তুলনা করিয়া প্রাচীকে অসত্যপ্রবণ বলিয়াছিলেন। সে সভায় ভগিনী নিবেদিতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাহির হইয়া সার্ গুরুদাসের সঙ্গে

যাইয়া লর্ড কার্জ্জনের Problems of the Far East পুস্তক আনিলেন। পরদিন 'অমৃতবাজার' সেই পুস্তক হইতে একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—লর্ড কার্জ্জন আপনি যে মিথ্যা বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, তাহাই প্রতিপন্ন হইল। সে ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। ১১ই মার্চ্চ তারিখে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউন হলে এক সভা হইল। তাহাতে লর্ড কার্জ্জনের শাসননীতির নিন্দা করা হইল। লর্ড কার্জ্জনের মত প্রতিবাদাসহিষ্ণু শাসকের পক্ষে ইহা বিশেষ বিক্ষোভের কারণ হইল। তিনি স্বয়ং পূর্ব্ববঙ্গে গমন করিয়া মুসলমানদিগকে স্বপক্ষভুক্ত করিবার জন্য বলিলেন, পূর্ব্ববঙ্গ নূতন প্রদেশে পরিণত হইলে তথায় মুসলমানের প্রাধান্য হইবে। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা প্রভৃতি এই কথায় ভুলিলেন। এইরূপে লর্ড কার্জ্জন যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের ছোট লাট সার ব্যামফাইল্ড ফুলার তাহাতে সলিলদান করেন। তাহার বিষফলে পূর্ব্ববঙ্গ কিছুদিন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল। ফুলার বলেন, মুসলমানরা তাঁহার "সুয়োরাণী।" এইরূপে প্রশ্রয় পাইয়া কতিপয় মুসলমান "লাল ইস্তাহার" জারী করে, বলে, হিন্দু-বিধবাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিলে দোষ নাই। ইহার পর জামালপুরে হিন্দু-প্রতিমা ভগ্ন করা হয় এবং হিন্দু মহিলারা অতি কষ্টে আত্মরক্ষা করেন। বাস্তবিক কিছুদিন পূর্ব্ববঙ্গে এক দিকে ফুলারি শাসন, আর এক দিকে বাঙ্গালীর দৃঢ় সঙ্কল্প যেন "গজ্জো থজ্জো" হইয়াছিল। শেষে মুসলমানরা আপনাদের ভ্রম বুঝিতে পারেন। সেই সময় ময়মনসিংহ-সুহৃৎ-সমিতির "মোমিন" গান করেন—

"কিবা হইল ওগো মামি!
বড় আশা দিছিল লাট বাহাদুর কৈরা মেহেরবানী।
দারগগীরি চাকরী দিবে, সাথে বৈসা খানা খাইবে,
ওরে বিলাতী মেম সাদি দিবে, মুই দেখামু কেরদানী।"

কিন্তু শেষে এ কি হইল ?—

হুজুরেতে আর্জ্জি দিলাম দারগগীরি না পাইলাম ;
ওরে এত আশা কৈরা শেষে নছিবে সান্‌কী-ধোয়া পানি।"

জুলাই মাসে সংবাদ পাওয়া গেল—ভারত-সচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গালী আহত সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিল। কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনীতে' বিদেশী-বর্জ্জনের প্রস্তাব করিলেন, বাঙ্গালার নেতৃবৃন্দ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। ৭ই আগষ্ট বিরাট্‌ সভায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হইল। এই নূতন অস্ত্র লইয়া বাঙ্গালী রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল।

বাঙ্গালার নিহিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করিল। কবি, বক্তা, চিত্রকর, সংবাদপত্রসেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা—যিনি যেরূপে পারিলেন, মাতৃসেবায়—মহাযজ্ঞে যোগ দিলেন।

'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গান করিলেন—

"দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি! যুগান্তরে,
পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে।"

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য নবভাবের স্বরূপ বুঝিয়া সঙ্গীতে তাহা বুঝাইলেন—

"অবনত ভারত চাহে তোমারে,
এস সুদর্শনধারী—মুরারি!
নবীন তন্ত্রে নবীন মন্ত্রে
কর দীক্ষিত ভারত-নর-নারী।
মঙ্গল-ভৈরব-শঙ্খ-নিনাদে
বিচূর্ণ কর সব ভেদ—বিবাদে ;
সম্মান-শৌর্য্যে পৌরুষ-বীর্য্যে
কর পূরিত নিপীড়িত ভারত তোমারি।"

বিদেশী বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইতে না হইতে লোক স্বদেশী কাপড় পরিতে লাগিল। রজনীকান্ত সেন গাহিলেন—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই!"
দীন দুখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

"সেই মোটা সূতার সঙ্গে
মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ওই
পরের দোরে ভিক্ষা চাই।"

ভাবের বন্যা বাঙ্গালীর বৈঠকখানা অতিক্রম করিয়া আমাদের শক্তি-কেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিলাতী বস্ত্র ও কাচের চুড়ী তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইল।

কলিকাতায় "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" রবিবারে মাতৃনাম গান করিয়া সহস্র সহস্র টাকা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—তাহাতে বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হইল। সে দিন সমগ্র বাঙ্গালায় অরন্ধন—হরতাল হইল। কলিকাতার বাজারে সে দিন খাদ্যদ্রব্য বিক্রীত হইল না—গৃহস্থের রন্ধনশালায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। লোক স্নান করিয়া মাতৃনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এ উহার মণিবন্ধে রাখী বাঁধিয়া ছিল। রবীন্দ্রনাথ রাখী স্নানের "মন্ত্র" লিখিলেন—

রাখী সঙ্গীত।

বাংলার মাটী, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক, হে ভগবান!

বাংলার ঘর, বাংলার হাট,
বাংলার বন, বাংলার মাঠ,
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক,
পূর্ণ হউক, হে ভগবান!

বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক, সত্য হউক,
সত্য হউক, হে ভগবান!

বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন,
বাঙালীর ঘরে, যত ভাই বোন,
এক হউক, এক হউক,
এক হউক, হে ভগবান!

সে দিন লোকের উৎসাহ ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া রাজপুরুষরা লোকের সঙ্কল্প চূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। লোকও সে চেষ্টা প্রহত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। মৃত্যুশয্যা হইতে আসিয়া পূতচরিত্র আনন্দমোহন বসু মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত করিলেন। সে কল্পনা শেষে কার্য্যে পরিণত হয় নাই; কেন না, মডারেটরা শেষে আন্দোলন হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া মর্লির পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে কলঙ্ক কি কখন অপনীত হইবে? আনন্দমোহন বলেন—"সেকালে কোন দেবানুগ্রহধন্য ঋষি বলিয়া ছিলেন, তিনি যে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব

দেখিয়াছেন, তাহাতেই তিনি কৃতার্থ হইয়াছেন। আমি তাঁহার পদধুলি গ্রহণের যোগ্যও নহি। কিন্তু আমি যে এই নূতন জাতীয় জীবনের আবির্ভাব দেখিলাম,ইহাতেই আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি।” তিনি আশা প্রকাশ করেন, যাহাতে জাতীয় জীবনের পুষ্টি ও উন্নতি হয় এই মিলন-মন্দিরে তাহারই ব্যবস্থা থাকিবে; প্রত্যেক বাঙ্গালী এই মন্দিরে মাতৃপূজা করিতে আসিবে।” বক্তৃতার শেষ অংশে তিনি বলেন, “বিদায়, জীবনের এই পারে আপনাদের সঙ্গে আমার বোধ হয় এই শেষ সাক্ষাৎ।”

১৬ই অক্টোবর নানা স্থানে ছাত্রেরা উপবাস করিয়া নগ্নপদে বিদ্যালয়ে গমন করিয়াছিল। ঢাকা কলেজের স্কুলে ও রঙ্গপুরে স্কুলে অধ্যক্ষরা সে সকল বালকের দণ্ডবিধান করেন; তাহাতে আরও কতকগুলি ছাত্র প্রতিবাদকল্পে বিদ্যালয়ে যাইতে অস্বীকার করে। ২০শে তারিখেই জানা যায়, সরকার এ বিষয়ে এক ইস্তাহার জারি করিয়া ছাত্রদিগকে রাজনীতিক অনুষ্ঠানে—সভা-সমিতিতে যোগ দিতে নিবারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ২২শে তারিখে এই ইস্তাহার প্রচারিত হয়। ইহাই কার্‌লাইল সারকুলার নামে পরিচিত। ইস্তাহারের ভাষা দেখিলেই বুঝা যায় যে, ক্রোধবশে তাহা লিখিত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর তাহাতে লিখেন, “স্কুলের ছেলে ও ছাত্রদিগকে যেরূপে রাজনীতিক ব্যাপারে প্রবৃত্ত করা হইয়াছে (the use which has been recently made of school-boys and students), তাহা শৃঙ্খলার বিরোধী ও ছাত্রদিগেরও স্বার্থের পরিপন্থী।” প্রয়োজন হইলে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্ত্তাদিগকে “স্পেশাল কনষ্টেবল” করা হইবে, ইস্তাহারে এমন ভয়ও দেখান হইয়াছিল। এই ইস্তাহার ২২শে তারিখে জারি করা হইবে জানা থাকিলেও সে দিন সুরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ছিলেন না, ভূপেন্দ্রনাথ বসু তখন শৈলশিরে, ডাক্তার

রাসবিহারী সহরে নাই। ২৫শে তারিখে সংবাদপত্রে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হইল। তাহাতে লিখিত ছিল,আমরা যদি আমাদের অর্থনীতিক মুক্তির উপায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারি, তবে শিক্ষা সম্বন্ধীয় মুক্তির উপায়ই বা করিব না কেন? আমরা কি আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি না? প্রস্তাবিত মিলন-মন্দির অপেক্ষা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন যে অধিক, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

নেতারা অনুপস্থিত থাকিলেও ছেলেরা সঙ্কল্প স্থির করিল, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিবে। এ বিষয়ে আশুতোষ চৌধুরী ও আবদল রসুল তাহাদিগের আগ্রহের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। 'সন্ধ্যা' বিশ্ববিদ্যালয়কে "গোলদীঘীর গোলামখানা" বলিলেন,—ছেলেরা ইস্তাহারের প্রতিবাদকল্পে "অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটী" প্রতিষ্ঠিত করিল।

এই 'সন্ধ্যার' কথা এই স্থানে কিছু বলিব। 'সন্ধ্যার' প্রবর্ত্তক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব অসাধারণ পুরুষ। তিনি যৌবনে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসীর মত বাস করিতেন। কবে তিনি সংবাদপত্রসেবায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি ক্ষেমচাঁদ নামক এক জন সিন্ধীর সহিত Sophia নামক একখানি পত্র পরিচালিত করিতেছিলেন; সেই সূত্রে তাঁহার সহিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর পরিচয়। শ্যামসুন্দর তখন 'প্রতিবাসী' পরিচালন করিতেছিলেন—সেই প্রতিবাসীর ছাপাখানায় উপাধ্যায়ের পত্র মুদ্রিত হইত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বহুদিন বাঙ্গালার বাহিরে সংবাদপত্রসেবা করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলে উপাধ্যায় তাঁহার সহিত একখানি পত্র প্রচার করেন। তিনি বিলাতে যাইয়া 'বঙ্গবাসীতে' অনেক পত্র লিখিয়াছিলেন। সে সব পত্রেই বুঝা যায়, তিনি আবার হিন্দুধর্ম্মের দিকে ও জাতীয় ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিলেন। তাহার পর

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনের মধ্যে তিনি 'সন্ধ্যা' দৈনিক পত্র প্রচার করেন। তাহার পূর্ব্বে 'বঙ্গবাসী'র যোগেন্দ্রচন্দ্রও বাঙ্গালা দৈনিকপত্র-প্রচারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছেন। উপাধ্যায় বেদান্তে ও ইংরাজীতে সুপণ্ডিত। তিনি চলিত ভাষায় সোজা কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য—তিনি দেশের জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় ভাবের প্রচার করিবেন; লোককে 'সন্ধ্যা' পড়াইবেন। হইলও তাহাই।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।

ট্রামের কণ্ডাক্টর, দোকানী, পশারী,—সন্ধ্যার সময় সকলকেই 'স পড়িতে হইত। উপাধ্যায় য়ুরোপীদিগকে "ফিরিঙ্গী" বলিতেন। সময় সময় তাঁহার কথা সাধারণ শিষ্টাচারসীমা লঙ্ঘন করিত। শ্যামসুন্দর এক দিন তাহাতে আপত্তি করিলে তিনি উত্তর দেন, "তাহাতে দোষ কি?

লোক না হয় বলিবে, 'উপাধ্যায়টা ইতর।' কিন্তু লোকের যে ভয় ভাঙ্গিবে—ফিরিঙ্গীকে যাহা ইচ্ছা বলিতে পারিবে—ইহা যে পরম লাভ।" পরদিন তিনি 'সন্ধ্যায়' প্রবন্ধ লিখিলেন—"গোদা পা'র লাথি।" বাপের পায় গোদ ছিল, তিনি প্রতি দিন ছেলেকে ভয় দেখাইতেন,"এই গোদা পা'য় লাথি মারিব।" ছেলে গোদের বহর দেখিয়া ভয় পাইত। রোষে বাপ এক দিন সত্য সত্যই ছেলেকে লাথি মারিলেন—ছেলে দেখিল যেন তূলার বস্তা! তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। তেমনই বহুদিন হইতে ফিরিঙ্গীকে ভয় করা যে ভারতবাসীর প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, সেই ভয় কাটাইতে হইবে। পূর্ব্বে বটতলা হইতে ছড়ার পুস্তক প্রচারিত হইত—এখনও হয়—

"মাতাল বাপের এমনি গুণ,
তিন ছেলেকে কল্লে খুন।"

"সন্ধ্যায়' সেইরূপ হেডিং থাকিত। লালা লজপৎ রায়কে ও সর্দ্দার অজিৎ সিংহকে নির্ব্বাসিত করিয়া পঞ্জাবের ছোট লাট পীড়িত হয়েন। 'সন্ধ্যায়' বাহির হইল—

"হাতে হাতে শোধ—
লাটের পায়ে গোদ।"

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'সন্ধ্যায়' উপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ শেঠ প্রভৃতি 'সন্ধ্যার' বৈঠকে উপস্থিত হইতেন। উপাধ্যায় শেষে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দুই হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হয়, তখন তিনি সদর্পে বলিয়াছিলেন, "ফিরিঙ্গীর সাধ্য নাই—আমাকে জেলে পূরে। আমি সন্ন্যাসী।" হইয়াছিলও তাহাই। মামলার মধ্যেই হাঁসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হয়। সে মৃত্যু যেমন অতর্কিত, তেমনই অপ্রত্যাশিত। তখন তাঁহার মৃত্যু লইয়া বিশেষ আলোচনা

হইয়াছিল। তিনি যেন আদালতের বিচারকে উপহাস করিয়া মুক্তির রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। উপাধ্যায়ের কৃত কার্য্য আমাদের রাজনীতির বেলায় সাগরোর্ম্মির আঘাতমাত্র নহে। আজ যে বাঙ্গালা দৈনিকপত্র হাজারে হাজারে দশ হাজারে দশ হাজারে বিকাইতেছে, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহার মূল। ব্রহ্মবান্ধব এ দেশে জনসাধারণের মনে জাতীয় ভাব-প্রচারের পথ প্রস্তুত করেন। তিনি বয়কটের প্রধান পুরোহিত। সেই নির্ভীক—নিঃস্বার্থ ত্যাগীর আদর্শ এক দিন দেশের জাতীয় অনুষ্ঠানে অসীম শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। তিনি যুগ-সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথের কথায় দেশের লোককে বলিয়াছিলেন—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হ'বে,
তততই বাঁধন টুট্‌বে—
মোদের ততই বাঁধন টুট্‌বে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হ'বে—
মোদের আঁখি ফুট্‌বে—
ততই মোদের আঁখি ফুট্‌বে।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে গমন করেন। ২৬শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৮টার সময় তাঁহার বন্ধুবান্ধবরা যখন হাঁসপাতাল হইতে আইসেন, তখন তিনি ভাল ছিলেন—পরদিন বেলা ১০টায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। মনে পড়ে, সে সংবাদ শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়কে জানাইতে গেলে তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছিলেন—উপাধ্যায় খুব দেখাইয়া গিয়াছেন! তাহার পর উপাধ্যায়ের শব বেলা ৪টার সময় 'সন্ধ্যা' আফিসে আনা হয়। তথা হইতে প্রায় তিন সহস্র লোক শোভাযাত্রা করিয়া "বন্দে মাতরম সম্প্রদায়ের" সুরে সুর মিলাইয়া মাতৃনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শব নিমতলা শ্মশানে লইয়া দাহ করেন।

বঙ্গভঙ্গের পরই নূতন "জাতীয় ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাতে অনেক টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহা এখন স্বতন্ত্র ভাণ্ডাররূপে ভারত সভার কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। ২৭শে অক্টোবর সেই ভাণ্ডারে অর্থসংগ্রহের জন্য চোরবাগানে রাজেন্দ্র মল্লিকের ভবনে এক সভা হয়।
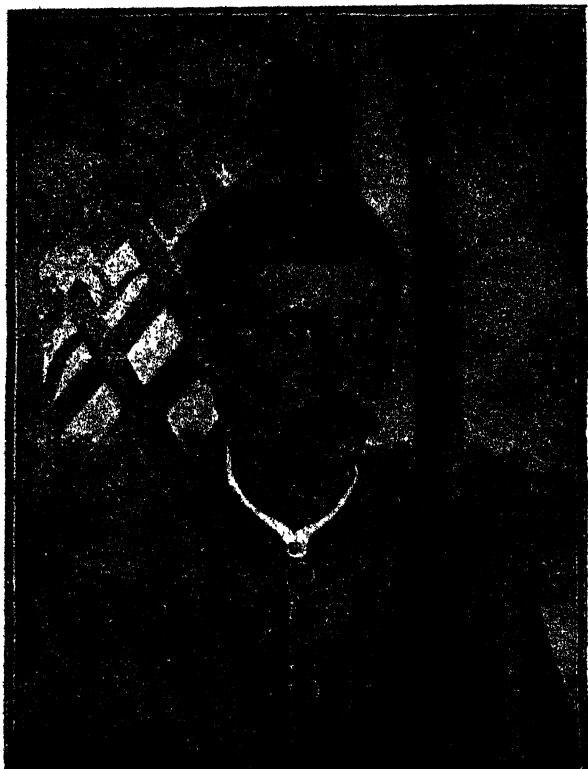
শিশিরকুমার ঘোষ।

(১লা নভেম্বর কল্পিত মিলন-মন্দিরের নির্দ্দিষ্ট স্থানে সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় ইস্তাহার পাঠ করেন—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengali nation, we hereby pledge and proclaim that as a people we shall do everything in our power to counteract the evil effects of the dismemberment of our Province and to maintain the integrity of our race. So help us God."

গবর্ণমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন বঙ্গ ভঙ্গ করা সঙ্গত মনে করিয়াছেন, তখন আমরাও প্রতিজ্ঞা করিতেছি ও ঘোষণা করিতেছি, আমরা আমাদের প্রদেশ-বিভাগের কুফল নষ্ট করিতে ও আমাদের জাতির একতা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের সহায় হউন।

তাহার পর হইতে ঘটনাস্রোত প্রবলবেগেই প্রবাহিত হইতে লাগিল।

৪ঠা নভেম্বর গোলদীঘীতে ছাত্রেরা সভা করিয়া কার্লাইল সার্কুলারের ও রঙ্গপুরে ছাত্রদিগের দণ্ডের প্রতিবাদ করিল। ৫ই শ্যামপুকুর-ময়দানে বগুড়ার নবাব আবদুস সোভান চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বিরাট স্বদেশী সভা হইল। তখনও দেশের জনসাধারণের নিকট সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের ও সুরেন্দ্রনাথের নিন্দা করায় শ্রোতৃবৃন্দ বক্তা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে বসাইয়া দিল। ৯ই নভেম্বর ছাত্রেরা গোলদীঘীতে আর এক সভা করিল। তাহার পর সেই দিনই "ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবের" মাঠে এক সভা হইল। এখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে যে স্থানে মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রাবাস নির্ম্মিত হইয়াছে, সে স্থানে তখন বাড়ী ছিল না। তাহারই পশ্চাতে মহেন্দ্র দাসের বাড়ীতে "ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাব" প্রতিষ্ঠিত হয়; আর ঐ পতিত জমীই ক্লাবের মাঠ বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই মাঠে যে সভা হইল, তাহাতে

সুবোধচন্দ্র মল্লিক সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তিনি এক লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত।—ছাত্ররা তাঁহার জয়ধ্বনি করিল এবং তাঁহাকে "রাজা সুবোধ মল্লিক" বলিয়া সম্বোধন করিল। ১১ই তারিখে আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে

সুবোধচন্দ্র মল্লিক।

গোলদীঘীতে আর এক সভা হইল। তাহাতে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জনগুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি ছাত্রদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। কতকগুলি ছেলে একখানি কাগজে মোটা মোটা করিয়া "এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে" লিখিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে টাঙ্গাইয়া দিয়া আসিল।

দেখিতে দেখিতে দেশে দুইটি দল হইল—এক দেশের, আর এক সরকারের। দেশের দল সরকারের সহযোগিতা বর্জ্জন করিয়া—আত্মশক্তিতে নির্ভর করিয়া জাতীয় উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে যে সব স্থানে ভেদনীতির প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ-সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হইল, সেই সব স্থানে এই জাতীয় দলের শক্তি দেখিয়া সরকারী কর্ম্মচারীরা বিস্মিত হইলেন। 'ইংলিশম্যান' বলিলেন, এই যে নূতন অনুষ্ঠান, ইহাতে দেশের পরিচিত পুরাতন জননায়কদিগের স্থান নাই—দেশে নূতন জননায়কদিগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাঁহারা অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইতেছেন। বাস্তবিক অনেক স্থানে দেশের পুরাতন জননায়করা সংস্কারবশে ও স্বার্থত্যাগে অসম্মতিহেতু দেশের জনসাধারণের সঙ্গে অগ্রগামী হইতে পারিলেন না। তাই তাঁহাদের হাত হইতে নেতার প্রভাবদণ্ড স্খলিত হইয়া গেল। যে স্থানে তাহা হইল না, সে স্থানে সাফল্য অক্ষুণ্ণ রহিল। বরিশালে তাহাই হইল। তথায় অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে দেশের লোক এমন ভাবে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিল—এমন ভাবে স্বাবলম্বী হইল যে, গভর্ণমেণ্ট বলিলেন, সরকারের শক্তি স্তম্ভিত হইয়াছে। বাজারে বিলাতী কাপড়—বিলাতী লবণ—বিদেশী চুড়ী আর বিক্রয় হয় না দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বুলার নূতন বাজার বসাইলেন। সে বাজারে নহবৎখানা নির্ম্মিত হইল, কিন্তু নহবৎ বাজাইবার বাজন্দার পাওয়া গেল না; একজনমাত্র দোকানী—হৃদয়—পুরাতন কাপড়ের একখানা দোকান খুলিয়া বাজারে বসিয়া বুলারকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিতে লাগিল—"এ বাজারে আমি একা দোকানদার ভাই।" শুনিয়াছি, কোন লোক এক বোতল বিলাতী মদ লইয়া বারাঙ্গনা-গৃহে গমন করিলে বারাঙ্গনারা সেই মদের বোতল সহ তাহাকে ধরিয়া অশ্বিনী বাবুর কাছে হাজির করিয়াছিল। জিলার কর্ত্তারা প্রমাদ গণিয়া অশ্বিনী বাবুকে নির্ব্বাসিত করিবার প্রস্তাব

করিলেন। বড়লাট লর্ড মিণ্টো গোখলেকে অশ্বিনী বাবুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার বিষয় জানিয়া বলিলেন, এমন লোককে নির্ব্বাসিত করা সঙ্গত নহে—তুষ্ট করাই কর্ত্তব্য। অশ্বিনী বাবু সে যাত্রায় নিস্তার

অশ্বিনীকুমার দত্ত।

পাইলেন বটে, কিন্তু শেষে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অশ্বিনীকুমার ও আর ৮ জন বাঙ্গালীকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। সুবোধচন্দ্র মল্লিক,

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র সেই ৮ জনের মধ্যে ছিলেন।

আজ সে সময়ের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দেশের লোক—জাতীয় দল কুত্রাপি উত্তেজনাবশে আইন ভঙ্গ করেন নাই; স্থানে স্থানে অত্যাচারে ও অনাচারেই তাহাদের ধৈর্য্যসীমা লঙ্ঘিত হইয়াছিল। বিদেশী পণ্যবর্জ্জন যে সব রাজকর্ম্মচারী রাজদ্রোহ-পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভুল করিয়াছিলেন।

আর ভয় পাইয়া ভুল করিয়াছিলেন—দেশের এক দল লোক—দেশের অধিকাংশ পুরাতন নেতা। তাঁহারা এই নব শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রচেষ্ট না হইয়া তাহাতে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়াছিলেন। তাঁহারা "রাজ-বাড়ীতে যাওয়া আসা" ত্যাগ করিতে পারেন নাই; স্বার্থত্যাগ করিতে সম্মত হয়েন নাই। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যাপারেই সে ভাব ফুটিয়া উঠে।

১৭ই নভেম্বর "ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবের" মাঠে সভা হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাহাতে সভাপতি থাকেন। তিনি দেশের লোকের মতের বিরুদ্ধে যাইতে সাহস করিলেন না—বলিলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করা ভাল; কিন্তু ছাত্ররা যেন এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ না করে। রিপণ কলেজের মালিক সুরেন্দ্রনাথ জাতির এই সঙ্কটের সময় দুকুল বজায় রাখিয়া ছাত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। ছাত্ররা তাঁহার এই ভাবে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আর অবিচলিত রাখিতে পারিল না। ১২ দিন পূর্ব্বে যাহারা শ্যামপুকুরে তাঁহার নিন্দা সহিতে পারে নাই আজ তাহারাই তাঁহার নিন্দা করিল।

২৪শে তারিখে ক্লাবের মাঠে আর এক সভা হইল—তাহাতেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হইল। তখন বরিশালে গুর্খা বসানর সংবাদ আসিয়াছে। ২৫শে তারিখে ঐ মাঠেই রঙ্গপুরের

সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইল, নেতারা বরিশালে গমন করুন। তদনুসারে ছেলেরা বলিল, যত দিন বরিশালে গুর্খা থাকিবে, তত দিন তাহারা কলেজে যাইবে না। সুরেন্দ্রনাথকে ছাত্ররা সেই কথা জানাইলে তিনি বলিলেন,—যাহারা তোমাদিগকে কলেজে যাইতে বারণ করিতেছে, তাহারা 'taitors' ২৭শে এই ঘটনা ঘটিল। ২৮শে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের গৃহে এক পরামর্শ সভা হইল। বুঝা গেল, পুরাতন নেতারা দেশের নূতন ভাবের প্রবাহ দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। সকল দেশের ইতিহাসেই এমন দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ আয়র্লণ্ডের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, বহুকাল ধরিয়া যাঁহারা জননায়ক বলিয়া পরিচিত ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা সরকারেরই বন্ধু—কোথাও বা সরকারের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। সে অবস্থায় দেশকে বড় করিতে হইলে পুরাতন নেতৃগণকে পরিহার করা ব্যতীত উপায় থাকে না। উন্নতির পক্ষে যিনি অন্তরায়, তিনিই দেশের ও জাতির শত্রু। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

আমি ভয় করব না—ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে
মরব না ভাই মরব না।
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে
কান্নাকাটি ধরব না।
শক্ত যা তাই সাধতে হবে,
মাথা তুলে রইব ভবে,
সহজ পথে চলব ভেবে,
পাঁকের পরে পড়ব না।

ধর্ম্ম আমার মাথায় রেখে,
চল্‌ব সিধে রাস্তা দেখে ;
বিপদ যদি এসে পড়ে
ঘরের কোণে সর্‌ব না।"

বিপিনচন্দ্র পালও গান লিখিলেন—

"আর সহে না, সহে না, সহে না, জননী, এ যাতনা আর সহে না,
আর নিশি-দিন হয়ে শক্তিহীন প'ড়ে থাকি প্রাণে চাহে না।
তুমি, মা, অভয়া জননী যাহার, কি ভয় কি ভয় এ ভবে তাহার ?
দানব-দলনী ত্রিদিব-পালিনী, করাল-কৃপাণী তুমি মা,
উর, মা, আজিকে সে রূপে পরাণে, ডাকি মা কালিকে !
ডাকি, মা, সঘনে
নয়নে অশনি জাগাও জননী, নহিলে এ ভয় যাবে না।"

৩রা ডিসেম্বর "ফিল্‌ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবে" "আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল। সভাপতি—জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় ; বক্তা—বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সেই সভায় পুরাতন নেতাদের দৌর্ব্বল্যের আলোচনা হইল। ৯ই তারিখে মোহিতচন্দ্র সেনের সভাপতিত্বে গোলদীঘীতে আর এক সভা হইল। ১৭ই ক্লাবে সভা হইল ;—আলোচ্য বিষয়—"স্বদেশী আন্দোলন ও ভবিষ্যৎ।"

ইহার পর দেশের কায করিবার জন্য একটি সমিতি-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হইল। ১৮ই, ২১শে, ২২শে, ও ২৩শে তারিখে ক্লাবে এই বিষয়ে আলোচনার পর ২৪শে তারিখে চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহে "স্বদেশী-মণ্ডলীর" নিয়মাদি লিপিবদ্ধ হইল।

ইহার পর ২৭শে ডিসেম্বর বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। বাঙ্গালায় পুরাতন নেতারা যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, সভাপতি

গোখলে সেই ভাবেরই সমর্থন করিলেন। তিনি "স্বদেশীর" সমর্থন করিলেও "বয়কটের" সম্পূর্ণ সমর্থন করিলেন না। তিনি বলিলেন, বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে আপনাদের মতে সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার অন্য উপায় ব্যর্থ হইলে বাঙ্গালার লোক "বিদেশী বর্জ্জন" করিয়াছে। ইহা রাজনীতিক অস্ত্র—বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। ইহাতে ক্রোধজনিত চাঞ্চল্যের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। কাজেই বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ইহার ব্যবহার সঙ্গত নহে। বিশেষ "বয়কট" কথাটায় যে প্রতিহিংসার স্মৃতি জড়িত, বিলাতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ বিবেচনা করিলে আমাদের পক্ষে তাহার ব্যবহার কর্ত্তব্য কি না সন্দেহ। এইরূপে "বয়কটের" পক্ষসমর্থন না করিয়া তিনি "স্বদেশীর" প্রশংসা করিলেন।

ইহাতে কতিপয় বাঙ্গালী প্রতিনিধি বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা বলিলেন, কংগ্রেসে বয়কট ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক আন্দোলন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; নহিলে তাঁহারা সস্ত্রীক যুবরাজের অভিনন্দন-প্রস্তাবে আপত্তি করিবেন। শোকের ও দুঃখের সময় আমরা অভিনন্দনের আনন্দে যোগ দিতে পারি না। বাঙ্গালায় অভ্যর্থনা ব্যাপারে এমন বিভ্রাট ঘটিতেও পারে, এ আশঙ্কা যে গোখলের ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার অভিভাষণেই পাওয়া যায়। সস্ত্রীক যুবরাজের আগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ প্রদেশকে বিক্ষুব্ধ আন্দোলনে ও দুঃখে নিমগ্ন করা লর্ড কার্জ্জনের উচিত হয় নাই—"He owed it to the Rayal visitors not to plunge the largest province of India into violent agitation and grief on the eve of their visit to it."

বাঙ্গালার যে সব প্রতিনিধি "বয়কট" ন্যায়সঙ্গত না বলিলে অভিনন্দনপ্রস্তাবে অসম্মতি জানাইবেন বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত একটা "বন্দোবস্ত" হইল। অভিনন্দন-প্রস্তাবের সময় তাঁহারা বাহিরে

গেলেন; এ দিকে ত্রয়োদশ প্রস্তাবে বলা হইল, বয়কট বোধ হয়, বাঙ্গালার লোকের শেষ ন্যায়সঙ্গত অস্ত্র—perhaps the only constitutional and effective means left.

বঙ্গভঙ্গ-বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনাকালে ময়মনসিংহের আবদুল হালিম গাজনভী বলেন, সরকারী কর্ম্মচারীরা সভায় সভাপতি হইয়া কৃষিজীবী মুসলমানদিগকে বলিয়াছেন, "হিন্দুরা তোমাদের শত্রু। কোরাণে আছে, তোমরা হিন্দুর সঙ্গে মিশিও না।" বরিশালের জননায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের সহিত ছোট লাট ফুলারের ব্যবহার বুঝাইবার জন্য তিনি উভয়ে সাক্ষাতের সময় যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করেন—

"অশ্বিনীকুমার দত্ত, বার লাইব্রেরী ও পিপলস এসোসিয়েশনের সভাপতি দীনবন্ধু সেন, মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও জিলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান রজনীকান্ত দাস, জমীদার কালীপ্রসন্ন সেন ও উপেন্দ্রনাথ সেন—এই ৫জন স্বাক্ষর করিয়া বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী সম্বন্ধে অনুরোধপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। ফুলারের আদেশে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে আসিতে বলেন। তাঁহারা (ছোট লাটের) জাহাজে যাইলে মিষ্টার ফুলার তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন। ফুলার যাহা বলেন, তাহার স্থূল কথা এই,—লোকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে বাঙ্গালা ভঙ্গ করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি দুঃখিত। বঙ্গভঙ্গে লোকের মনে ব্যথা লাগিয়াছে বলিয়া তিনি বঙ্গভঙ্গের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করেন নাই—কাযেই তাঁহার প্রতি এরূপ ব্যবহারের সঙ্গত কারণ নাই। তিনি বাঙ্গালীদিগের প্রতি বিরূপ নহেন; তিনি তাহাদিগকে পসন্দ করেন এবং তাঁহার অনেকগুলি বাঙ্গালী কেরাণী আছে—তাহারা ভাল কাযই করিয়া থাকে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, তিনি বাঙ্গালীদিগকে ঘৃণা

করেন, সেটা মিথ্যা কথা। ঢাকার লোকের ব্যবহার এত রূঢ় যে, তাহাতে দেবতারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তিনি মানুষ, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারেন না—কোন মানুষই পারে না। লোক বিদ্রোহী হইয়াছে—তাহারা সহৃদয় কালেক্টরকেও পাতর ছুড়িয়া মারিয়াছে। লোকের এই ব্যবহারের জন্য, তাহাদিগকে উত্তেজিত করার জন্য তাঁহারা দায়ী। ফলে এই হইবে,—দেশের উন্নতি ৫ শত বৎসর পিছাইয়া যাইবে—৩,৪ পুরুষ কেহ চাকরী পাইবে না। যেমন করিয়াই হউক, সরকার এ অবস্থার প্রতীকার করিবেন। সেজন্য গুর্খা সৈনিক আনা হইয়াছে এবং তাঁহারাই রক্তপাতের জন্য দায়ী হইবেন। তাঁহাদের সহকারীরা লোককে এই কথা বলিয়া উত্তেজিত করিতেছে যে, হাড় দিয়া লবণ পরিষ্কার করা হয়, মেলিন্স ফুডে থুথু থাকে। বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইবে না। পার্লামেণ্টে দুই চারিটা গরম বক্তৃতা হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইবে না। যাহা হইয়াছে, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই সঙ্গত। হিন্দুরা যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, সেরূপ ব্যবহার করিতে থাকিলে তিনি সেকালের শাসক সায়েস্তা খাঁর পথ অবলম্বন করিবেন। নেতারা যে 'অনুরোধ-পত্র' প্রচার করিয়াছেন, তাহা ইস্তাহার। তাঁহারা ইস্তাহার জারি করিতে পারেন না। সে অধিকার রাজার বা রাজপ্রতিনিধির—তিনি ইস্তাহার জারি করিতে পারেন। 'অনুরোধ-পত্রের' শেষভাগে দেখা যায়—ফরাসীবিপ্লবের সময় ফরাসীরা যেরূপ সাধারণের জন্য Committee of Public Safety গঠিত করিয়াছিল—নেতারা সেইরূপ সমিতি-গঠনের ব্যবস্থা করিতেছেন। তাঁহারা যে বলিয়াছেন, যেন বিদেশী পণ্যের আমদানী করা না হয়, তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে। তাঁহারা যদি তাঁহাদের অনুরোধ-পত্রের প্রত্যাহার না করেন তবে তিনি তাঁহাদিগকে শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন। তাঁহার আদেশ শাসন-

বিষয়ক—হাইকোর্ট তাহা রদ করিতে পারিবেন না। এই সময় অশ্বিনী বাবু কয়টা কথা বুঝাইয়া দিতে উঠিলে ছোট লাট তাঁহাকে বসিতে বলেন। অশ্বিনী বাবু অনুরোধ-পত্রের শেষভাগে জনসাধারণের সভা-স্থাপনের কথা বলিলে ছোট লাট বলেন,—'আপনি যাহাকে সভা বলেন আমি তাহাকেই Committee of Public Safety বলি।' অশ্বিনী বাবু বলিতে যাইতেছিলেন, ছোটলাট ভুল বুঝিয়াছেন। কারণ, কয় ছত্র পূর্ব্বেই নেতারা বলিয়াছেন—লোক যেন বল-প্রকাশ না করে। কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই ফুলার বলেন, 'চুপ করুন! আমি যুক্তি বা উত্তর শুনিতে চাহি না। এ আদালত নহে।' ফুলার রজনী বাবুকে বলেন, তিনি যে ছোট লাটের অভ্যর্থনার জন্য ষ্টীমার-ঘাটে হাজির হয়েন নাই—তাহা রূঢ়তার পরিচায়ক। রজনী বাবু বলেন, 'ব্যবহার রূঢ় হইয়াছে বটে; কিন্তু তিনি লোকমতের বিরুদ্ধে কায করিতে পারেন না।' ফুলার বলেন, সেটা রজনী বাবুর দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। তিনি প্রথমে বলেন, বেলা ৯টার মধ্যে অনুরোধ-পত্র প্রত্যাহার করিতে হইবে; পরে বলেন, 'আপনারা পত্র প্রত্যাহার করিবেন কি না?' উপায়ান্তরবিহীন হইয়া নেতারা সম্মত হইলে, তিনি বলেন, বেলা ৯টার মধ্যে তাহা লিখিয়া দিতে হইবে। এই কথা বলিয়া তিনি সহসা আসন ত্যাগ করেন। কাগজ গুছাইয়া উঠিতে অশ্বিনী বাবুর আধ মিনিট বিলম্ব হওয়ায় ফুলার বলেন—'উঠিয়া দাঁড়ান। আপনি আবার অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন।"

যে স্থলে ছোট লাট—প্রাদেশিক শাসক মান যাচিয়া দেশের জন-নায়কদিগের প্রতি এমন ব্যবহার করিতে পারেন, সে স্থলে শাসকে ও শাসিতে সম্বন্ধ কেমন হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাযেই ব্যাপার দিন দিন বিষম হইয়া উঠিল। ছোট লাট ফুলার সফরে যাইলে ষ্টেশনে তাঁহার মাল বহিবার কুলী মিলিল না; তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য লোক হইল না,

আর বিপিনচন্দ্র পালের অভ্যর্থনায় সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইল। এই স্থানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সরকার বঙ্গভঙ্গ করায় নেতারা প্রতিবাদ করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জনের ব্যবস্থা হইলেও পশ্চিমবঙ্গে সে ব্যবস্থা হইল না।

বারাণসী কংগ্রেসে আর উল্লেখযোগ্য—লালা লজপৎ রায়ের বক্তৃতা। তিনি বঙ্গভঙ্গ-ব্যাপারে বাঙ্গালাকে অভিনন্দিত করেন—কেন না, এই উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালা নূতন রাজনীতিক যুগ প্রবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছে। এ কাযের সম্মান বাঙ্গালার জন্যই ছিল—কেন না, বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজী শিক্ষার স্বাদ পাইয়াছে। বাঙ্গালার সিংহ এত দিন শৃগালের দশায় ছিল—লর্ড কার্জ্জন তাহাকে তাড়না করিয়া তাহাকে বুঝিতে দিয়াছেন—সে শৃগাল নহে, সিংহ। কাযেই লর্ড কার্জ্জন আমাদের উপকার করিয়াছেন। আজ উন্নতির যাত্রায় বাঙ্গালা যে অগ্রণী হইয়াছে, সে জন্য তিনি বাঙ্গালার সৌভাগ্যে ঈর্ষানুভব করিতেছেন। বাঙ্গালা ভীরুতার অপবাদ প্রক্ষালিত করিয়া যে সাহস দেখাইতেছে, তাহা অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণযোগ্য। বিলাতে লোক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বিলাতের লোক ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণা করে—ভিক্ষুক ঘৃণার পাত্র। ইহাতেই বুঝা যায়, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়, লালা লজপৎ রায় তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাহা নূতন জাতীয়ভাবের অভিব্যক্তি।

এই কংগ্রেসে বক্তৃতায় সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তৎকালে বাঙ্গালায় শাসনের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছিলেন। সিরাজগঞ্জে মহকুমা-হাকিম পুলিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করেন নাই, রাজসাহীতে বন্দুকের মুখে সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় লোক উত্তেজিত না হইয়া পারে না। তাই লোক নেতাদিগকে সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিতে বলিল। ভূপেন্দ্রনাথ বসু যখন বলিলেন, প্রয়োজনমত সহযো-

গিতা ও প্রয়োজনমত বিরোধ করিতে হইবে (Co-operation with and opposition to), তখন লোক তাহা ভাল বলিল না। কংগ্রেসের মধ্যে সস্ত্রীক যুবরাজ কলিকাতায় উপনীত হইলেন। ২৯শে ডিসেম্বর কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ষ্টীমারঘাটে যুবরাজের অভ্যর্থনায় যোগ দিয়া গোলদীঘীতে আসিলেন; তথায় এক স্বদেশী সভা হইতেছিল। লোক তাঁহাকে দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তাঁহাকে ধিক্কার দিল।

দুই দলে মতান্তর যত স্পষ্ট হইতে লাগিল, ততই ছাড়াছাড়ি হইতে লাগিল।

১লা জানুয়ারী তারিখে ছোট লাটের ভবনে যুবরাজ-পত্নীর জন্য এক "পর্দ্দা পার্টি" হইল। 'সন্ধ্যা' পর্দ্দা-পার্টির প্রতি বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিলেন। 'টেলিগ্রাফ' লিখিলেন, এ দেশের পর্দ্দানশীন মহিলারা যখন ইংরাজী জানেন না, তখন সম্মিলনে তাঁহারা ত নির্ব্বাক্ থাকিবেন—তবে সম্মিলন মুকবধিরবিদ্যালয়ে হইলেই শোভন হয়।

যুবরাজ বাঙ্গালার লোকের ভাব দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন,—এমন করিয়া বাঙ্গালীকে অপমানিত করা সুবুদ্ধির কাম নহে। সে কথা তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের লেখককে বলিয়াছিলেন।

জানুয়ারী মাসের ৬ই ও ১০ই তারিখে বিডন বাগানে স্বদেশী সভা হইল। বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি বক্তৃতা করিলেন। "ওদিকে স্বদেশি মণ্ডলীর" কায চলিতে লাগিল। ১৪ই তারিখে বিডন বাগানে ও ১৫ই তারিখে কল্পিত ফেডারেশন হলের মাঠে সভা হইল। শেষোক্ত সভায় পরে প্রসিদ্ধ মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তখন মিষ্টার (পরে লর্ড) মর্লি ভারত-সচিব হইয়াছেন। সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া সভাপতির অভিভাষণে গোখলে বলিয়াছিলেন—"ভারতের বহু শিক্ষিত লোক তাঁহাকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করেন।

আজ আমাদের হৃদয় আশায় ও আশঙ্কায় যেমন বিচঞ্চল, তেমন আর কখন হয় নাই। তিনি বার্কের রচনা মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি মিলের শিষ্য, তিনি গ্লাডষ্টোনের বন্ধু ও চরিতকার; তিনি কি ভারত-শাসন-কার্য্যে তাঁহাদের ও তাঁহার মত সাহসী হইয়া প্রযুক্ত করিবেন, না তিনিও ইণ্ডিয়া আফিসের প্রভাবে—তাঁহার রচনাপাঠে আমাদের মনে যে আশার অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, তাহার বিনাশসাধন করিবেন?"

মডারেটরা মর্লির নিয়োগে আবার ভিক্ষা করিবার অবসর পাইলেন। তাঁহারা আবার কলিকাতা টাউনহলে সভা করিয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আবেদন করিবার ব্যবস্থা করিলেন; যে স্বাবলম্বনের কথা মুখে প্রচার করিতেছিলেন, তাহা আবার পদদলিত করিয়া পুরাতন পথের পথিক হইলেন। সে সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহার আলোচনাকালে যুবকদের মধ্যে বিষম উত্তেজনার সৃষ্টি হইল, এবং হাঙ্গামায় এক জন যুবক আহত হইল। কথা হইল, টাউনহলের সভায় আবার আবেদনের বিরুদ্ধে সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে হইবে। ৩০শে জানুয়ারী "স্বদেশি মণ্ডলীর" উদ্যোগে ক্লাবেরমাঠে (পান্তির মাঠে) এক সভা আহূত হইল। তখন এক জন মাড়োয়ারী সে জমীর অধিকারী। পূর্ব্বদিনের ব্যাপারে ভয় পাইয়া তিনি মাঠে সভা হইতে দিলেন না। সভায় হাঙ্গামার সম্ভাবনা যে সত্য সত্যই ছিল না—এমন বলা যায় না। শেষে 'সন্ধ্যা'-কার্য্যালয়ে ও চোরবাগানে কোন বন্ধুগৃহে পরামর্শ-সভা হইল। বিপিনচন্দ্র পাল সংশোধক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মত দিলেন। সে দিন কিন্তু স্থির হইল, পরদিন—৩১শে সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হইবে। শেষে ৩১শে প্রাতে সে সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধে ভারত সভার সহকারী সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ আসিয়া হেমেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে সে সংবাদ লইয়া যায়েন এবং সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে হেমেন্দ্র বাবুর এ

বিষয়ে কথা হয়। টাউনহলে বিরাট সভা হয়—সভায় এত লোক-সমাগম হয় যে, আরও দুইটি সভা করিতে হইয়াছিল। সহরের রাস্তায় প্ল্যাকার্ড দেখা গিয়াছিল—

স্বদেশী প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া
আজ আবার
ফিরিঙ্গীর দরবারে ভিক্ষার জন্য
টাউনহলে যাওয়া
কর্ত্তব্য নহে।

শুনিয়াছি হরিদাস হালদার মহাশয় এই প্ল্যাকার্ড প্রচারে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

বাঙ্গালায় যখন এইরূপ রাজনীতিক চাঞ্চল্য, সেই সময় বাঙ্গালায় আর এক বিপদ ঘটিল। বাঙ্গালার স্বর্ণক্ষেত্র বরিশালে ধানে অজন্মা হইল—আবার অকাল-বর্ষণে রবি-শস্য নষ্ট হইয়া গেল। এই অবস্থা ক্রমে সঙ্কটজনক হইয়া উঠে। তখন কলিকাতায় যুবক ও বালকরা ভিক্ষা করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বহু লোকের জীবন রক্ষা করিয়াছিল। তাহার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের দরিদ্র লোকরা ফুলার-সলিমুল্লা কোম্পানীর কথায় দেশের রাজনীতিক নেতাদিগের বিরোধী হইতে দ্বিধা বোধ করিয়াছিল। নবাব সলিমুল্লার নাম লইয়া কোন চর এক গ্রামে "বন্দে মাতরম্" কীর্ত্তন-কারীদিগের নিন্দা করিলে এক বৃদ্ধা সম্মার্জ্জনী লইয়া তাহাকে তাড়না করিতে আসিয়াছিল—বলিয়াছিল,—"ঐ 'বন্দে মাতরম্' ছেলেরা—ঐ সোনার চাঁদরা আমাদের প্রাণ বাঁচাইয়াছে। তখন তোর নবাব কোথায় ছিল?" হতভাগ্য নবাব সলিমুল্লা ফুলারের কথায় ভুলিয়া পিতামহ নবাব আবদুল গণির হিন্দুপ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের লোকের বিরাগ-ভাজন হয়েন। যখন বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়, তখন তিনি পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া দারিদ্র্যের সোপানে উপনীত হইয়াছেন। দিল্লীতে

পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাকে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সংবাদ ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নূতন খেতাব প্রাপ্তির সংবাদ দিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমার গলায় ফাঁস দেওয়া হইল।" আবদুল গণির হিন্দুপ্রীতির পরিচায়ক অনেক গল্প আছে। একবার হোলীর সময় হিন্দু দ্বারবানদিগের গান-বাজনা শুনিতে না পাইয়া তিনি তাহাদিগকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তাহারা বলে "মৌলবী সাহেবরা বারণ করিয়াছেন।" নবাব উত্তর করেন "তোমাদের ধর্ম্ম তোমরা পালন করিবে—মৌলবীদের তাহাতে কি? যাও, আবির আনিয়া মৌলবীদের দাড়ী রাঙ্গা করিয়া দাও।" তিনি যখন বিষয়ের ভার ত্যাগ করিয়া তাহা পুত্রের উপর অর্পণ করেন, তখন পুত্র হিসাব-নিকাশ করিতে যাইয়া দেখেন, পিতার এক জন হিন্দু কর্ম্মচারীর হিসাবে বহু সহস্র টাকা গরমিল। তিনি তাঁহাকে কার্য্যচ্যুত করেন ও তাঁহার নবাব-বাড়ীতে আসা বন্ধ করিবার আদেশ দেন। এক দিন রাস্তায় কর্ম্মচারীকে দেখিয়া নবাব বলেন, "কি বাবা, বুড়া বিষয় ছাড়িয়াছে বলিয়া কি আর বুড়ার সঙ্গে দেখাও করিতে নাই?" কর্ম্ম-চারী বলেন, "হুজুর মনিব—পিতৃতুল্য, কিন্তু আমার এমনই ভাগ্য যে, আপনার দর্শনও পাইতে পারি না। আমার দেউড়ী বন্ধ।" নবাব বলেন, "কেন?" কর্ম্মচারী উত্তর দেন, "আমার হিসাবে প্রায় ৪০ হাজার টাকা গরমিল।" প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কি অর্থের বিশেষ অভাব হইয়াছিল?" কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন, "না।" নবাব তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রাসাদে গেলেন, এবং পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ আমার নূতন জমীদারী বন্দোবস্তের সময় এ ইচ্ছা করিলে ৪ লক্ষ টাকা ঘুস লইতে পারিত; কিন্তু লয় নাই—মনিবের কায ধর্ম্ম রাখিয়া করিয়াছে। সুতরাং এ যে চুরী করিয়াছে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। আর এ যদি চুরী করিয়া থাকে, তবে সে দোষ আমার—আমি ইহার অভাব পূর্ণ করি নাই। যে টাকা হিসাবে গরমিল হইতেছে, তাহা

আমার নামে খরচ লিখিয়া ইহাকে চাকরীতে আবার বহাল কর।" এই গণি মিঞার পৌত্র সলিমুল্লা ফুলারের কথায় দেশের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন—আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন।

এ দিকে জাতীয় শিক্ষাপরিষদ-সংস্থাপনের কায অগ্রসর হইতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র মল্লিকের মত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তারকনাথ পালিত বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বহু অর্থ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ১১ই মার্চ্চ বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন গৃহে এক পরামর্শ-সভা হইল। পালিত মহাশয় তাঁহার টাকা শিক্ষা-পরিষদের হাতে তুলিয়া দিতে সম্মত হইলেন না। শেষে মল্লিক মহাশয়ের ও ব্রজেন্দ্র বাবুর স্বীকৃত সর্ত্তেই পরিষদ গঠিত হইল। ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বিনা সর্ত্তে আড়াই লক্ষ টাকা দিলেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সোৎসাহে এই কার্য্যে যোগ দিলেন। অধুনা 'বসুমতী' কার্য্যালয় যে গৃহে অবস্থিত (১৬৬নং বৌবাজার ষ্ট্রীট), সেই গৃহে পূর্ব্বে সরকারী শিল্পস্কুলের চিত্রশালা ছিল। সেই গৃহে শিক্ষা-পরিষদ স্থাপিত হইল। ওদিকে যে স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই "পার্শী বাগান" গৃহে পালিত মহাশয়ের অর্থে বিজ্ঞান-শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হইল। পালিত মহাশয়ের অর্থ শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত হইয়াছিল। শিক্ষা পরিষদের কারীগরী বিভাগ চলিয়াছে। কেন শিক্ষা-পরিষদের কায ভাল চলে নাই, তাহা বুঝিয়া—অতীতের অভিজ্ঞতায় আমরা যদি ভবিষ্যতে কার্য্যসাধনপথ নির্ণয় করিয়া লই, তবে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা যেমন ব্যর্থ হইবে না, ভবিষ্যতে সাফল্যলাভ-সম্ভাবনাও যে তেমনই অধিক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতে লাগিল। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাঙ্গালায় স্বদেশী অনুষ্ঠানের এক তালিকা প্রকাশিত হয়—

অনুষ্ঠান	মূলধন
বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট	অজ্ঞাত
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ	১০,০০,০০০ টাকা।
এসমল ইণ্ডাস্ট্রিজ কোং (লিমিটেড)	২,০০,০০০ ”
বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল (ঐ)	১২,০০,০০০ ”
ত্রিপুরা কোং (ঐ)	১৫,০০,০০০ ”
ইণ্ডিয়ান স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং (ঐ)	১২,০০,০০০ ”
দেশী ক্লথ মিল্‌স (ঐ)	৬,০০,০০০ ”
ভারতহিতৈষী স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিল্‌স (ঐ)	১০,০০,০০০ ”
কলিকাতা উইভিং কোং (ঐ)	৩০,০০০ ”
গোয়াবান স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং (ঐ)	৫০,০০০ ”
কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস (ঐ)	২,০০,০০০ ”
ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ফ্যাক্টরী (ঐ)	১,০০,০০০ ”
ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী	৩০,০০০ ”
ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরী	অজ্ঞাত
লোটাস সোপ ফ্যাক্টরী	”
বুল বুল সোপ ফ্যাক্টরী	”
বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসুটীক্যাল ওয়ার্কস (লিমিটেড)—নূতন কারখানা	২,০০,০০০ টাকা।
বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন কোং (লিমিটেড)	অজ্ঞাত
ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টীমার সার্ভিস (লিমিটেড)	৪,০০,০০০ টাকা।
গ্লোব সিগারেট কোং	অজ্ঞাত
বেঙ্গল পেন্সিল ফ্যাক্টরী	”
তারপুর সুগার ওয়ার্কস	”

এই সব কোম্পানী ব্যতীত দেশে তাঁতের কাপড় বহু পরিমাণে

উৎপন্ন করা হইতে থাকে এবং ষ্টীল ট্রাঙ্ক, চিরুনী, হাতীর দাঁতের খেলনা জুতার কালী, ব্রাস প্রভৃতি বহুবিধ পণ্য উৎপন্ন করা হয়।

যাঁহারা বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনের বিরোধী, তাঁহারা কি মনে করেন জানি না, কিন্তু তখন স্বদেশী শিল্পের যে উন্নতি হয়, সে দ্রুত উন্নতি দেশবাসীর বিদেশী পণ্য বর্জ্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যতীত সম্ভব হইত না। বিদেশী বণিকরা শঙ্কিত হইলেন—এমন কি,পূজার পরে "লাকি ডের" সময় কেহ বিলাতী কাপড়ের চুক্তি করিল না! বণিকদিগের প্রভাবে রাজপুরুষদিগের বিক্ষোভ বর্দ্ধিত হইল। তাঁহারা বিদেশী পণ্য-বর্জ্জন ও রাজদ্রোহ এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সুস্পষ্ট সীমারেখা অবজ্ঞা করিয়া উভয়কে একদলভুক্ত করিতে লাগিলেন। যে সব নেতা প্রথমে বিদেশী বর্জ্জনের মন্ত্র পড়াইয়া লোকের করতালি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজরোষের ভয়ে বয়কটের আন্দোলন হইতে সরিয়া যাইতে লাগিলেন; রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহ ত্যাগ করিয়া দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিলেন না। ফলে স্বদেশী আন্দোলনের শক্তিও ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। নহিলে, সেই সময়ে স্বদেশীশিল্পের যে উন্নতি আরব্ধ হইয়াছিল, তাহার গতি প্রহত না হইলে এতদিনে নিত্য-ব্যবহার্য্য বহু দ্রব্যে ভারতের পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিয়া যাইত। এক দিকে রাজরোষ, আর এক দিকে দেশের এই সব অযোগ্য নেতার আন্তরিকতার অভাব—উভয়ের মধ্যে পড়িয়া শিশু স্বদেশী বিপন্ন হইয়া পড়ে। নহিলে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মত বিরাট আন্দোলনের ফলে বাঙ্গালায় কেবল গোটা দুই কাপড়ের কল, একটা জাহাজ কোম্পানী, গোটা কতক সাবানের কল ও কতকগুলা লোহার বাক্সের কারখানা মাত্র স্থাপিত হইত না—দেশের শিল্পে দেশের দারিদ্র্য সমস্যার-সমাধানের উপায় হইত।

এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে—১৪ই তারিখে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। স্বদেশীর অন্যতম কেন্দ্র বরিশালে অধিবেশন হইবে।

দলাদলি তখন স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিলেও এই অধিবেশনে উৎসাহের অভাব হইল না। আবদুল রসুল সভাপতি-পদে বৃত হইলেন। বরিশালের লোক "বন্দে মাতরম্"ধ্বনিতে গগন-পবন পূর্ণ করিয়া প্রতিনিধিদিগের অভ্যর্থনা করিল। রাজপুরুষরা অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে অধিবেশনের সময় পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লোক লইয়া যাইয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইয়া জরিমানা করা হইল—বিচার করিলেন, মিষ্টার এমার্শন। মধ্যাহ্নের রৌদ্রে মহিলাদিগকেও পদব্রজে সভাস্থল হইতে ফিরিয়া আসিতে হইল। কয় জন যুবক পুলিস কর্তৃক প্রহৃত হইল—বালকের রক্তে ও পুলিসের কলঙ্কে বরিশালের অসমাপ্ত অধিবেশন বাঙ্গালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। পুলিসের সব বন্দোবস্ত পূর্ব্বেই স্থির ছিল—এক জন "নেতাকে" মারিবার জন্য একজন পাহারাওয়ালা লাঠি তুলিলে আর এক জন বলিল, "ই শালাকো মাৎ মারো; মানা হ্যায়।" এই অনাচারের পর বরিশালেই ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, "আজ ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইল।"

বরিশালের সংবাদ কলিকাতায় আসিলে লোক ক্রোধে বিচলিত হইল। ১৫ই তারিখের 'সন্ধ্যার' অতিরিক্ত পত্রে সহরের সব লোক সংবাদ জানিতে পারিল। সেই দিন গোলদীঘীতে ও পরদিন বিডন বাগানে বিরাট সভায় লোক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল। বরিশাল হইতে প্রত্যাগত প্রতিনিধিরা সংবর্দ্ধিত হইলেন। তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইলে ১৮ই তারিখে গোলদীঘীতে আবার সভা হইল।

২০শে এপ্রিল কলিকাতায় মিলন-মন্দিরের মাঠে ছাত্ররা এক সভা করিয়া এক সঙ্ঘ গঠিত করিল। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।

২৮শে তারিখে বরিশালের ব্যাপারের প্রতিবাদ করিতে বাগবাজারের বসুদিগের গৃহে এক সভা হইল।

বরিশালের ব্যাপারে পুরাতন নেতাদিগের ক্ষুণ্ণ প্রভাব কতকটা পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইল—দুই দলে মিলনের একটু সম্ভাবনা হইল। কিন্তু 'হিতবাদী'র সম্পাদক—সুরেন্দ্রনাথের ভক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই সুযোগে নূতন দলকে লোকের কাছে ঘৃণিত করিবার চেষ্টা করিয়া ভুল করিলেন। তিনি 'হিতবাদী'তে ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশ করিলেন, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি কনষ্টেবল দেখিয়া পলাইতেছেন : ছড়া লিখিলেন—

"আত্ম-শক্তির পরিণাম!
আপনি বাঁচলে বাপের নাম—
চম্পটে চটপটে হয়
গঙ্গার পারে চল্লে।
ঐ গো ডিঙি, ধল্লে।"

কালীপ্রসন্ন সময় সময় কার্য্যসিদ্ধির উৎসাহে বিচার-বিবেচনা হারাইতেন। এই হাঙ্গামার সময় শান্তিপুরে ছেলেরা এক জন খৃষ্টান মিশনারীকে প্রহার করিলে তিনি অনায়াসে এমন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, বিপিনচন্দ্র পাল ছেলেদের উত্তেজিত করিয়াছেন, তাই এ ঘটনা ঘটিয়াছে! ১৮৯৬খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের পর তিনি একবার বিপন্ন হইয়াছিলেন। অধিবেশনের সম্পাদকের ব্যক্তিগত চরিত্রের কথায় কতিপয় ব্রাহ্ম অধিবেশনে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়া টেলিগ্রাফ করেন। তাহার পর হিতবাদীতে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়; নাম—"রুচিবিকার।" সেই কবিতায় হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পত্নীর সম্বন্ধে অযথা ইঙ্গিত ছিল মনে করিয়া হেরম্ব বাবু কালীপ্রসন্নের নামে কলিকাতা হাইকোর্টে নালিশ করেন, বিচারে আসামীর কারাদণ্ড

হয়। অসুস্থ হইয়া তিনি জাপানে গমন করেন—প্রত্যাবর্ত্তনপথে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় শিবাজী-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। পাঠকদিগকে বোধ হয়, বলিয়া দিতে হইবে না, বোম্বাইয়ে বাল গঙ্গাধর তিলক শিবাজী-উৎসবের সৃষ্টি করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার উদ্যোগে দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে শিবাজীর জন্মদিনে এই উৎসব হয় এবং তদবধি প্রতিবর্ষে উৎসবানুষ্ঠান হইতে থাকে। বঙ্গদেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সখারাম গণেশ দেউস্কর বাঙ্গালায় এই উৎসবের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এ বার স্বদেশি-মণ্ডলী শিবাজী-উৎসব করিবেন স্থির করিলেন—স্থির হইল,উৎসবের অঙ্গরূপে একটি স্বদেশী মেলা প্রতিষ্ঠিত হইবে —মেলায় স্বদেশী পণ্যের প্রদর্শনী হইবে। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের উপর মেলার ভার অর্পিত হইল। "ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবের" গৃহে ও পার্শ্বের মাঠে উৎসব ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইল। মণ্ডলীর ইচ্ছা ছিল, কলিকাতায় একটি শিবাজী-উৎসব হয়। সখারামের তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি থাকিলেও তিনি সে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারিলেন না। কারণ, তিনি তখন 'হিতবাদী'র সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদক কালীপ্রসন্ন মণ্ডলীর প্রতি বিরূপ। সে বার সখারাম যেরূপ সংযত ভাব দেখাইয়াছিলেন, সুরাট কংগ্রেসের পর তাহা পারেন নাই। সুরাট হইতে ফিরিয়া সুরেন্দ্রনাথ যখন 'হিতবাদী'তে তিলকের নিন্দাকীর্ত্তন করিতে বলেন, তখন তিলক-শিষ্য সখারাম তাহাতে অসম্মত হইয়া কার্য্য ত্যাগ করেন। তখন 'বেঙ্গলী' ও 'হিতবাদী' কলুটোলার কবিরাজদিগের আংশিক সম্পত্তি। সুরেন্দ্রনাথ 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক।

স্বদেশি-মণ্ডলী শিবাজী উৎসবের আয়োজন করিতে লাগিলেন—উপাধ্যায় সে ব্যাপারে অগ্রণী হইলেন। তাঁহার সাহস অসাধারণ ছিল—কোন কাযে হাত দিলে তিনি যেমন করিয়াই হউক, তাহা সুসম্পন্ন করিয়া

তুলিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আবার আবেদন করিবার জন্য টাউন হলে যে সভা হয়, তাহাতে আপত্তি না করায় জাতীয় দলের উৎসাহী যুবকরা

সখারাম গণেশ দেউস্কর।

সে দলের নেতৃগণের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "তবে আর দুই দলে প্রভেদ কি? সকলেই ত ভিক্ষানীতির অনুসরণ

করিলেন!" ইহাতে জাতীয় দলের যে বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহার প্রতীকারকল্পে শিবাজী-উৎসবে বাল গঙ্গাধর তিলক, গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খপর্দ্দে, ডাক্তার মুঞ্জে ও লালা লজপৎ রায়কে নিমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া টেলিগ্রাম পাঠান হইল। এ দিকে মেলার কায দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল—দুই তিন দিনেই প্রদর্শকদিগের আবেদন বাহুল্যে বুঝা গেল, মেলায় অনেক দোকান বসিবে। "স্বদেশী" আন্দোলনের ফলে দেশে যে সব নূতন পণ্য প্রস্তুত হইতেছে, প্রধানতঃ সেই সকল মেলায় দেখাইবার ব্যবস্থা হইল। স্থির হইল, পূজা হইবে এবং লাঠি-খেলা ও তরবার-খেলা দেখান হইবে। বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন।

৪ঠা জুন সোমবার প্রাতে তিলক প্রভৃতি কলিকাতায় আসিলেন। পূর্ব্বদিন হাওড়া রেলষ্টেসনে তাঁহাদের অভ্যর্থনার আয়োজন করা হইয়াছিল। সোমবার হাওড়ায় ১২ হইতে ১৫ হাজার লোক সমবেত হইয়া অতিথিদিগকে সংবর্দ্ধিত করিল। অপরাহ্ণে মতিলাল ঘোষ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিলক মেলার উদ্বোধন করিলেন। তিনি এই মেলাকে Political festival বলিলেন। কলিকাতায় উৎসাহের স্রোতঃ বহিতে লাগিল। সোমবার, মঙ্গলবার বুধবার,—তিন দিনে মেলায় প্রায় ৩শত ৫০ টাকা ভিক্ষা সংগ্রহ হইল। উৎসবে পূজার ব্যবস্থা থাকায় ব্রাহ্মরা উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করিলেন। কিন্তু তিলক বলিলেন, পূজা না থাকিলে দেশের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করা সহজসাধ্য হইবে না। মঙ্গলবারে অশ্বিনী বাবু সভাপতি হইলেন। বুধবারে তিলক, খপর্দ্দে ও ডাক্তার মুঞ্জে হিন্দীতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতা 'বেঙ্গলীতে' প্রকাশিত না হওয়ায় ডাক্তার মুঞ্জে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "সুরেন্দ্রনাথের এই ব্যবহার কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।" জাতীয় দলের নেতারা সুরেন্দ্রনাথকেও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণে তিনি

শিমুলতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। বৃহস্পতিবারে তাঁহার সভাপতিত্বে এক সভা হইল। শুক্রবারে মেলা বন্ধ করা হইল। সেই দিন অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটীর যুবকরা এক সভার আয়োজন করিয়া তিলক প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা দুইবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার পর সুরেন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গেলেন। কিন্তু সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইল, তাহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা কোন প্রস্তাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন, সভা প্রাণহীন—লোক দেখান ব্যাপার। ১০ই জুন রবিবার প্রাতে তিলককে লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া জাতীয় দলের নেতারা গঙ্গাস্নানে গমন করিলেন। পূর্ব্বদিন প্ল্যাকার্ডে তাহা জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সঙ্গে প্রায় ৩০ হাজার লোক গেল—চিৎপুর রোড ও হ্যারিসন রোডের চৌমাথা হইতে হাওড়ার পুল পর্য্যন্ত কেবল নরমুণ্ড। লোক তিলকের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্রতায় ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। সেই দিন মধ্যাহ্নের পর বন্ধুসহ তিলক, খপর্দ্দে ও ডাক্তার মুঞ্জে ভোজন করিলেন। তিন টাকা করিয়া চাঁদা ধরিয়া এই ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। শিবাজী-উৎসবে যাহারা স্বেচ্ছাসেবকের কায করিয়াছিল, ১১ই জুন সুবোধচন্দ্র মল্লিক তাহাদিগকে তাঁহার গৃহে এক সম্মিলনে নিমন্ত্রণ করিলেন। সার্ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় যুবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তিলক ও খপর্দ্দে তাহাদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিলেন। খপর্দ্দে বলিলেন, "আজ তোমরা খেলার সৈনিক; আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে এ দেশের যুবকরা সত্য সত্য সৈনিক হইতে পারিবে।" ডাক্তার মুঞ্জে আশা প্রকাশ করিলেন, বাঙ্গালায় স্বেচ্ছাসেবকদিগের কাযে বরিশালের অনাচারের পুনরভিনয় অসম্ভব হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে অতিথিরা কলিকাতা ত্যাগ করিলেন।

ইহার পরই বাঙ্গালার জাতীয় দলের নেতারা কলিকাতায় কংগ্রেসে

গাল গঙ্গাধর তিলককে সভাপতি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মডারেটরা মুখে যাহাই কেন বলুন না, তিলক যে রাজদ্রোহের অভিযোগে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়া তাঁহারা তিলককে কংগ্রেসে প্রাধান্য প্রদানে অসম্মত ছিলেন। তাঁহাদের এই ভাব কখন দূর হয় নাই। পাছে তিলককে সভাপতি করা হয়, সেই ভয়ে তাঁহারা নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ 'রিভিউ অব রিভিউস' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার ষ্টেডকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করেন। শেষে তাঁহারা দাদাভাই নৌরজীকে বিলাত হইতে আনাইয়া জাতীয় দলের চেষ্টা ব্যর্থ করেন। নৌরজীকে তাঁহারা পত্র লিখিয়াছেন জানিয়া জাতীয় দলের কোন বন্ধু তাঁহাকে সব কথা জানাইয়া এক পত্র লিখেন। সেই পত্রের উত্তরে তিনি লিখেন, তিনি সকল দলের মতই বিশেষভাবে বিচার করিবেন—দেশের কল্যাণই সকলের উদ্দিষ্ট "The object of all of us is the good of our country" বারানসী কংগ্রেসে তিনি সভাপতি গোখলেকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে গত ৫২ বৎসরের ভারতীয় রাজনীতিক আন্দোলনের কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলেন—স্বায়ত্ত-শাসনই ভারতবাসীর কাম্য। স্বায়ত্ত-শাসন ব্যতীত ভারতে ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্য, অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী নৈতিক ও মানসিক অবনতি—এ সকলের প্রতীকার হইবে না। সেই পত্রের শেষাংশে তিনি লিখিয়াছিলেন—"আজ স্রোতঃ আমাদের অনুকূল। ভারতের প্রতি যে অন্যায় করা হইতেছে, বিলাতের লোক ও বিলাতের সংবাদপত্রসমূহ তাহা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমগ্র এসিয়া জাগিতেছে। জাপান অগ্রণী হইতেছে। প্রতীচ্যের প্রবল যথেচ্ছাচারী সরকার (রুসিয়া) ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। আমার বিশ্বাস, বিলাতের লোকের প্রকৃতিসিদ্ধ স্বাধীনতা-প্রিয়তা আছে। তাহাদের ন্যায় ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তি

প্রবল হইলে আমাদের মুক্তিলাভে আর বিলম্ব হইবে না। আমার কথা—নিরাশ হইও না; ভাল মন্দ যাহাই আসুক, একযোগে অগ্রসর হও; বিরত হইও না। যতদিন স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে না পার, ততদিন স্বার্থত্যাগে কুণ্ঠিত না হইয়া কায কর।"

জুন মাসের শেষ ভাগ হইতে বাঙ্গালায় অন্নকষ্ট তীব্রভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। 'স্বদেশিমণ্ডলী' লোককে সাহায্যদানের আয়োজন করিতে লাগিলেন। মাহেশে রথের মেলায় যাইয়া ২৪শে জুন ও ১লা জুলাই বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি চাঁদা তুলিলেন।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। তখন "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে বাঙ্গালী দীক্ষিত হইয়াছে। ২৯শে জুন "বন্দে মাতরম্" সম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মভূমি কাঁটালপাড়ায় গমন করিলেন।

৬ই জুলাই বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-গৃহে কংগ্রেসে কমিটীর এক সভা হইল। সুরেন্দ্রনাথ সভাপতি হইলেন। সভার নির্দ্দিষ্ট কায ছিল—

(১) ষ্ট্যাণ্ডিং কংগ্রেসকমিটী গঠন;

(২) অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন।

সুরেন্দ্রনাথ প্রথম কায বাদ দিয়া দ্বিতীয় দফায় অগ্রসর হইলে, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ আপত্তি করিলেন। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, কমিটী মৃত—যখন জীবিত ছিল তখন কেহ চাঁদা দিতেন না। ইহাতে আপত্তি হইলে ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলিলেন, কমিটী প্রতি বৎসর গঠিত হওয়াই নিয়ম; যখন দুই বৎসর নূতন নিয়োগ হয় নাই, তখন কমিটী আর নাই। শেষে এ কথা টিকিল না। জানা গিয়াছিল,—পূর্ব্বদিন জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহাদের দলের লোক লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত করিবেন, স্থির করিয়াছেন। তাই হেমেন্দ্র-

প্রসাদ প্রস্তাব করিলেন, সাধারণ সভা ডাকিয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করাই সঙ্গত। বাদানুবাদের পর সুরেন্দ্রনাথ ও ভূপেন্দ্রনাথ তাহাতে সম্মতি দিলেন। ১০ই জুলাই মঙ্গলবারে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভাগৃহে সেই সভা হইল। তাহার পূর্ব্বে ৮ই ও ৯ই দুই দিন 'অমৃতবাজার পত্রিকা' কার্য্যালয়ে মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে জাতীয় দলের কোন কোন কর্ম্মীর পরামর্শ হইলে স্থির হয়, মতি বাবু সভায় উপস্থিত হইবেন এবং তাঁহাকে সভাপতি করা হইবে।

১১ই তারিখের এই সভায় দুই দলে শক্তি-পরীক্ষা হয়। তখনও যেমন তাহার পরেও তেমনই ভূপেন্দ্রনাথ বসু মডারেটদিগের চালক। তিনি নাকি জাতীয় দলের—চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, বিপিনচন্দ্র পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রজতনাথ রায় প্রভৃতির সহিত কংগ্রেসে একযোগে কায করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় মডারেটরা ইঁহাদিগকে কোন দায়িত্বপূর্ণ কায দিতে অস্বীকার করেন। ইহা জানিতে পারিয়া জাতীয় দল স্থির করেন, তাঁহারা হেমেন্দ্রপ্রসাদকে অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সম্পাদক করিবেন। তাহা লইয়া দুই দলে জিদাজিদি হয়। ১২ই তারিখের 'সন্ধ্যা'য় সভার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল—

"গত কল্য মঙ্গলবার অপরাহ্ণে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান জমীদার-সভাগৃহে কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতিনিয়োগের জন্য সাধারণ সভা হইয়াছিল। কংগ্রেসের আবর্জ্জনা দূর করিবার ইচ্ছা যে দেশের প্রবল হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা গেল। সভায় বেশ জনসমাগম হইয়াছিল। সুরেন্দ্র বাবু আসিলে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলিলেন, আমি অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য প্রস্তাব করিব বলিয়া নামের তালিকা আনিয়াছি। সুরেন্দ্র বাবু উত্তরে তাঁহাকে একখানি ছাপা ফর্দ্দ দিয়া বলিলেন যে, নূতন নামগুলি ইহাতে বসাইয়া দিলেই তিনি গ্রহণ করিবেন, আপত্তি করিবেন না।

হেমেন্দ্র বাবু তদনুরূপ কার্য্য করিলেন। ফর্দ্দখানি পৃথ্বীশ বাবু ছাপাইয়া আনিয়াছিলেন। রাম না হইতে বাল্মীকী রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের কাজ না আরম্ভ হইতে পৃথ্বীশ বাবুর প্রেসে ছাপার কাজ আরম্ভ হইয়াছে! সুরেন্দ্র বাবু মতি বাবুকে সভাপতি প্রস্তাব করিলেন। মতি বাবু সভাপতি হইয়া ধীরভাবে বলিলেন, এ অতি গুরুতর ব্যাপার, আসুন ব্যক্তিগত সব কথা ত্যাগ করিয়া সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করি। ইহার পর ভূপেন্দ্র বাবু উঠিয়া অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্যদিগের নামের সুদীর্ঘ তালিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্র বাবুর প্রদত্ত নূতন তালিকা পাঠকালে তিনি একাধিকবার বলিলেন, অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হইলে পঁচিশ টাকা চাঁদা দিতে হয়—এবার হয় ত চাঁদা আরও বাড়াইতে হইবে। এক জন সভ্য ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন,—এ কথা পুনঃ পুনঃ বলা কেন? এ কি ভয় দেখান? আর এক জন বলিলেন, আকালের বৎসর চাঁদা বাড়ান আবশ্যক বটে! ভূপেন্দ্র বাবু আর সে কথা তুলিলেন না।

"ইহার পর ডাক্তার রাসবেহারী ঘোষ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ও নিম্নলিখিত কয় জন উহার সম্পাদক প্রস্তাবিত হইলেন।—

শ্রীযুত জানকীনাথ ঘোষাল,
" ভূপেন্দ্রনাথ বসু
" আশুতোষ চৌধুরী
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন
" অম্বিকাচরণ মজুমদার
" অশ্বিনীকুমার দত্ত
" এ, রসুল

"শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রস্তাব করিলেন, ঘোষাল মহাশয় আফিসের ভার লইবেন। সুরেন্দ্র বাবুর এ প্রস্তাব ভাল লাগিল না।

তিনি বলিলেন, সম্পাদকদিগের মধ্যে কর্ম্মবিভাগ করিয়া কাজ নাই। ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে। হেমেন্দ্র বাবুকে তিনি অনুরোধ করিতেছেন, উপদেশ দিতেছেন,—তিনি প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন। হেমেন্দ্র বাবু তাহা না করিয়া প্রস্তাব ভোটে দিবার জন্য জিদ করিলেন। তখন স্থির হইল, শ্রীযুত জানকী ঘোষাল আফিসের ভার লইবেন এবং সভা ডাকিবেন। ইহা স্থির হইবার পর শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কি বলিতে যাইতেছিলেন। তাহা বিধিবিগর্হিত বলিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইল।

"এই সময় শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ শেঠ প্রস্তাব করিলেন, শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হউক। যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, আমরা সম্পাদক নিযুক্ত করিব, সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিব না। শ্রীযুত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন, অনেক স্থানে সহকারী সম্পাদক সম্পাদকের কার্য্য করেন, তাঁহার পদ সাধারণ পদ নহে। উত্তরে 'হিতবাদীর' কালীপ্রসন্ন বাবু বলেন, শ্যাম বাবুর কংগ্রেস ব্যাপারে অভিজ্ঞতা নাই। কালীপ্রসন্ন বাবুকে অনেকে টিটকারী দিলেন 'হিস্' দিলেন। তিনি অগত্যা বসিতে বাধ্য হইলেন। শ্যাম বাবু বলিলেন, কংগ্রেসে অভিজ্ঞতার কথা নহে, সাধারণ বিবেচনার কথা বুঝিতে হইবে। ভূপেন্দ্র বাবু বলিলেন, কংগ্রেসের এ প্রথা নহে। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় সহকারী সম্পাদক নিয়োগের সমর্থন করিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত প্রমথনাথ চৌধুরী তাহার প্রতিবাদ করিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুত রজতনাথ রায় প্রতিবাদের প্রতিবাদ করিলেন। ইহার মধ্যে সুরেন্দ্র বাবু হেমেন্দ্র বাবুকে বলিলেন, আপনি বলুন, আমি সহকারী সম্পাদক হইব না। হেমেন্দ্র বাবু বলিলেন, এখন এত গোলের পর সরিয়া দাঁড়ান কাপুরুষতা-প্রকাশ। শ্রীযুত

এ, চৌধুরী বলিলেন, হেমেন্দ্র বাবুকে সহকারী সম্পাদক করিব, কিন্তু আজ নহে। হেমেন্দ্র বাবুর সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ও শ্রীযুত গজনভিকেও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব হইল। শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য প্রস্তাব করিলেন, সহকারী সম্পাদক নিয়োগের প্রস্তাব আজ স্থগিত থাক। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে মত গ্রহণ করা হইল। আজ স্থির হইবে না, এই পক্ষে ৫৩ জন ও বিপক্ষে ৬৭জন মত দিলেন। সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন, ভাল করিয়া গণিতে হইবে। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বলিলেন, এত অধিক অনৈক্যে পুনরায় গণনা সভাপতির অপমান; ইহা উচিত নহে। এরূপ করিলে কংগ্রেসের প্রতি প্রস্তাবে এই ব্যাপার হইবে। তাহাতে 'হিতবাদী'র সম্পাদক বিপিন বাবুর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কথা বলিলে, শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ আপত্তি করেন। তখন কালীপ্রসন্ন বাবু বসিতে বাধ্য হন। সুরেন্দ্র বাবু তথাপি শুনিলেন না। তখন যাঁহারা সহকারী সম্পাদক নিয়োগ আজই হউক বলিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বাহিরে যাইতে বলিয়া ভিতরে গণনা হইল। তাঁহারা ফিরিয়া আসিলে, যাঁহারা ভিতরে ছিলেন, তাঁহাদিগের বাহিরে যাইবার কথা। তাহা না করিয়া সুরেন্দ্র বাবু বলেন, ভোট লওয়া ঠিক হইল না। তখন এত গোলমাল উঠিল যে, সুরেন্দ্র বাবু সভাপতিকে বলিলেন, 'আমাকে রক্ষা করুন।' শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাহিরে বড় গোল হইয়াছে, আজ বিচার স্থগিত থাকুক। বিপিন বাবু তাঁহাকে সে কথা প্রত্যাহার করিতে বলিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আর এক প্রস্তাব করিলেন, আজ সভা ভঙ্গ হউক। সভাপতি বলিলেন, আজ সভা ভাঙ্গিয়া কি হইবে? যে দিন সভা ডাকিব, সেই দিনই ত গোল হইবে। শ্রীযুত প্রমথনাথ চৌধুরী বলিলেন, দলাদলি যখন হইল, তখন ভবিষ্যতে দল আনিয়া দেখা যাইবে, কার দল বড়। কনিষ্ঠের কথায় বিরক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ

শ্রীযুত আশুতোষ চৌধুরী বলিলেন, এ সব বাজে কথা। তখন সুরেন্দ্র-নাথ বলিলেন,কংগ্রেসে প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় (বলা ভাল, গত কংগ্রেসে বিলাতী-বর্জ্জন সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় নাই) আজ এ কি? আজ এত বিরোধ কেন? ইত্যাদি। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় ফল হইল না।

"তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সহকারী সম্পাদক হউন।

শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ,
" সত্যানন্দ বসু,
" প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য,
" জে, এন, রায়,
" রজতনাথ রায়,
" আবুল কাসিম,
" পৃথ্বীশচন্দ্র রায়,

"এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। যাঁহারা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, এ প্রস্তাব আজ বিচার করা যাইতে পারে না, তাঁহারা এখন এক জন নয়, সাত জনের নিয়োগ সমর্থন করিলেন।

"সভাভঙ্গ হইল।"

একান্ত পরিতাপের বিষয়, এই রাজনীতিক মতভেদে অনেক ব্যক্তি-গত বন্ধুত্ব নষ্ট হয়—মডারেটদিগের কেহ কেহ জাতীয় দলের লোকের বা তাঁহাদিগের সমর্থকদিগের নানারূপ অনিষ্ট-চেষ্টাও করেন। দ্বিজেন্দ্র-নাথ বসু ভারত সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডি-য়ান সভাগৃহে হেমেন্দ্রপ্রসাদের পক্ষে ভোট দেওয়ায় সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নির্দ্ধারণে তাঁহার চাকরী যায়। শেষে সুরেন্দ্রনাথ সে কাযের সমর্থন করিয়া হেমেন্দ্রপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন অধীনস্থ কর্ম্মচারীর পক্ষে

উপরস্থিতের নির্দ্ধারণে কায করাই সঙ্গত—দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহা করেন নাই—"want of loyalty to his chief" যেন চাকরী করিতে আসিলে লোককে আফিসের বাহিরের কাযেও আত্মমত বিসর্জ্জন দিয়া দাসখত লিখিয়া দিয়া আসিতে হইবে! যাঁহারা এইরূপ মতের সমর্থক, তাঁহাদের পক্ষে গণতন্ত্রের চালক হওয়া কতটা সম্ভব পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভাগৃহে সভার পর সুরেন্দ্রনাথ মিট-মাটের জন্য একটু চেষ্টা করিলেন। সুধীরকুমার লাহিড়ী ও প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে প্রস্তাব লইয়া হেমেন্দ্রপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ওদিকে মতিলাল ঘোষ মহাশয় দ্বিধায় একটু বিচলিত হইলেন—পাছে কংগ্রেসের অনিষ্ট হয়। ২০শে জুলাই অপরাহ্ণে রিপণ কলেজে সুরেন্দ্রনাথের সহিত হেমেন্দ্রপ্রসাদের সাক্ষাৎ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, জাতীয় দল কংগ্রেস নষ্ট করিতে চাহেন; হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাহা অস্বীকার করিয়া বলিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসে জনমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন, আর কিছু নহে। সুরেন্দ্রনাথের দলের কেহ কেহ যে বলিয়াছেন, তাঁহারা কংগ্রেসে জাতীয় দলের লোকের সঙ্গে কায করিবেন না—তেমন কথা বলিবার অধিকার কাহারও নাই—এই কথায় সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাহা সত্য।" তিনি স্বীকার করিলেন, সেই সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় দুই দলে দলাদলি বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ 'প্রতিজ্ঞা'-নামক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার সম্বন্ধীয় এক পত্র দেখাইয়া বলিলেন, 'সন্ধ্যায়' তাঁহাকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করা হয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদ উত্তরে বলিলেন, এ বিষয়ে তিনি ভুল বুঝিয়াছেন; প্রকৃতপক্ষে উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন। সুরেন্দ্রনাথ উপাধ্যায়ের সহিত বর্ত্তমান গোলমালের আলোচনা করিতে সম্মত হইলেন; কিন্তু বলিলেন, তিনি চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে আলোচনা

করিবেন না—He is so queer !" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তিনি ভূপেন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ না করিয়া অন্যান্য কথার উত্তর দিতে চাহেন না। তিনি বহুবার বলিলেন, 'সন্ধ্যায়' যেন তাঁহাকে আক্রমণ করা না হয়।

এই সময় 'সন্ধ্যা' ব্যতীত বাঙ্গালায় জাতীয় দলের আর কোন সংবাদ পত্র ছিল না। 'সন্ধ্যায়' পুরাতন নেতাদের স্বরূপ প্রদর্শিত হইতে লাগিল। ওদিকে 'টেলিগ্রাফে ও 'বঙ্গবাসীতে' হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহাদিগের ত্রুটী দেখাইয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এই সময় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল। তিনি বহুদিন কংগ্রেসের শাসক ও চালক ছিলেন। বোম্বাইয়ের ফিরোজশা মেটাকেও তাঁহার কাছে মস্তক নত করিতে হইত।

যাহাতে বাঙ্গালার জাতীয় দলের মত সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইতে পারে, সেই জন্য একখানি ইংরাজী পত্র প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হইল এবং উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'বন্দে মাতরমে'র কথা বলিবার পূর্ব্বে এই স্থানে আর কয়টি কথা বলা প্রয়োজন। শেষে অরবিন্দ ঘোষ 'বন্দে মাতরমের' সম্পাদক-সঙ্ঘে প্রধান হইয়াছিলেন। অরবিন্দের সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার সময় এখনও হয় নাই। তাঁহার সাধনা, তাঁহার আন্তরিকতা, তাঁহার দূরদর্শিতা, তাঁহার ত্যাগস্বীকার, তাঁহার স্বদেশভক্তি, তাঁহার পাণ্ডিত্য—অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি জাতীয় ভাবের পুরাতন প্রচারক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের দৌহিত্র। যাঁহারা দেওঘরে ঋষিকল্প রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার জাতীয় ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার 'হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' বক্তৃতায় তিনি স্বজাতির উন্নতি সম্বন্ধে ইংরাজ কবি মিল্টনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"আমিও সেইরূপ হিন্দু জাতি সম্বন্ধে বলিতে পারি আমি দেখিতেছি,

আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দু-জাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুণ্ডল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নব-যৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে; হিন্দু-জাতির কীর্ত্তি—হিন্দু-জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে। এই আশাপূর্ণ হৃদয়ে ভারতের জয়োচ্চারণ করিয়া আমি অদ্য বক্তৃতা সমাপন করিতেছি—

মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ;
গাও ভারতের যশোগান।

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?

ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি—রত্নের নিদান;

হোক্ ভারতের জয়;
জয় ভারতের জয়;
গাও ভারতের জয়
কি ভয়, কি ভয় ?
গাও ভারতের জয়।

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারত-ললনা।
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী পতিরতা
অতুলনা ভারত-ললনা

হোক ভারতের জয়—ইত্যাদি

বশিষ্ঠ, গৌতম, অত্রি মহামুনিগণ ;
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোধন।
বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত ভূষণ।
হোক ভারতের জয় ইত্যাদি—

কেন ডর ভীরু ? কর সাহস আশ্রয়,
যতোধর্ম্মস্ততো জয়।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল ;
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয় ?
হোক ভারতের জয়—ইত্যাদি ”

এই রচনা পাঠ করিয়া সমালোচনাপ্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' বলিয়াছিলেন —“রাজনারায়ণ বাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্ব্বত্র গীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক। গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্ম্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্ম্মরিত হউক। পূর্ব্ব-পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জ্জনে মন্ত্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটী ভারতবাসীর হৃদয়-যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।”

মাতামহের জাতীয়ভাব দৌহিত্রে আরও প্রবল হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। অরবিন্দ শৈশবে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মাতৃভাষা জানিতেন না। তিনি অশ্বারোহণে অপটুতাহেতু সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিতে না পাইয়া বরোদায় শিক্ষকের কায লইয়া আইসেন। তথায় তিনি বাঙ্গালা শিক্ষা করেন এবং 'বন্দে মাতরম্' পরিচালনা কালেই 'আনন্দমঠের' অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন ও অল্পদিন পরে বাঙ্গালায় 'ধর্ম্ম' নামক পত্র সম্পাদন করেন। তিনি যে কখন্ আসিয়া বাঙ্গালার জাতীয় জীবনে তাঁহার জন্য রক্ষিত

নেতার আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, তাহা কেহ বুঝিতেও পারে নাই। কিন্তু সে আসনে তাঁহার অধিকারে কেহ কোন দিন সন্দেহ প্রকাশও করিতে পারে নাই। তাঁহার সহিত বন্ধুভাবে—ভ্রাতৃ-ভাবে বাস করিবার সৌভাগ্য যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কাহাকেও তাঁহার একাগ্র সাধনার স্বরূপ বুঝাইতে পারিব কি না,

বলিতে পারি না। ঘরে অন্ন নাই—রন্ধনের আয়োজন নাই—তিনি তন্ময়চিত্তে 'বন্দে মাতরমে' দেশের লোককে জাতীয় ভাবের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য 'The New Spirit' প্রবন্ধ লিখিতেছেন—এমন ব্যাপার সচরাচর লক্ষিত হয় না। যোগাভ্যাসে তাঁহার অসাধারণ মানসিক শক্তি ও একাগ্রতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অতিপ্রাকৃতের আলোচনায় তাঁহার আনন্দ ছিল। কিন্তু সে সব ব্যক্তিগত কথার আলোচনা আজ

আর করিব না। আজ কেবল আশা করি, তাঁহার সাধনাশুদ্ধ দেশ-সেবায় তাঁহার দেশবাসী ধন্য হউক। বরোদার মহারাজ তাঁহাকে আবার বরোদায় লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহার বাঙ্গালায় তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের সন্ধান পাইয়াছিলেন—সে কর্ম্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হয়েন নাই। শেষে পুলিসের বিষদৃষ্টি তাঁহাকে বাঙ্গালা ত্যাগ করিতে বাধ্য করে, তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবরা—তাঁহার অনুরক্ত ভক্তদল মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় অন্নকষ্টের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অন্নকষ্ট দিন দিন প্রবল ভাব ধারণ করিতে লাগিল। আগষ্টের শেষভাগে চাউলের মূল্য এক দিনে ১ টাকা বাড়িয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ—পশ্চিমবঙ্গে অন্নকষ্ট। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেও অন্নকষ্ট এমন তীব্র—এমন প্রবল হয় নাই। তাহার উপর আগষ্ট মাসে মালদহ প্রভৃতি স্থানে জলপ্লাবন হইল। লোকের কষ্টের অবধি রহিল না।

কলিকাতার ছেলেরা রাস্তায় রাস্তায় গান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে লাগিল। পথে পথে "বন্দে মাতরম্‌" ও রবীন্দ্রনাথের গানের মত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অমর সঙ্গীতও শ্রুত হইতে লাগিল—

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ;
কেন গো মা, তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা, তোর রুক্ষ কেশ!
কেন গো মা, তোর ধূলায় আসন, কেন গো মা, তোর মলিন বেশ!
সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে আমার দেশ!
কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ।'

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিল মোক্ষ-দ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর।

অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল গান্ধার হ'তে জলধি শেষ ;
তুইত না মা গো তাঁদের জননী,তুই ত না মা গো তাদের দেশ।
কিসের দুঃখ—ইত্যাদি

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ—
তার কি সাজে গো ধূলায় আসন, তার কি সাজে গো ছিন্ন বেশ ?
কিসের দুঃখ —ইত্যাদি

উঠিল যেখানে মুরজমন্দ্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান।
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডিদাস গাহিল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য ; তুই ত না মা, সেই ধন্য দেশ,
ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ।
কিসের দুঃখ—ইত্যাদি

যদিও মা তোর দিব্য আলোকে ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর।
আমরা ঘুচাব মা, তোর কালিমা, মানুষ আমরা নহিত মেষ!
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ !
কিসের দুঃখ—ইত্যাদি।

এই দুর্দ্দশার শিক্ষায় যাহাতে লোক স্বদেশী পণ্য ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সেই জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল। ময়মনসিংহ সুহৃদ-সমিতির "মোমিন" গান গাহিলেন —

"পেটের খিদায় জ্বইলে গো মইলাম, উপায় কি করি ?
ওরে কি দারুণ আকাল পইড়াছে রে, ধান টাকায়
হইল দুই পুষুরী !

আড়াই কুড়ি টাকা গো দেনা,
কর্জ্জ হাওলাত পাওয়া যায় না;
মহাজনে কুরুক দিছে জমী আর বাড়ী;
আবার চৌকীদারী টেক্স গো নিল, থালি লোটা নীলাম করি।
পাটের টাকায় দিলাম কিনা,
বিবিরে জার্ম্মানীর গয়না,
বিলাতী ঝুকা মোতির দানা
আর হাওয়ার চুড়ী,

ওরে, জার্ম্মানীর গয়না কেউ বন্দক নেয় না রে—
ভাই রে! ভাইঙ্গা গেছে ঠুইনকা চুড়ী।
মনের দুক্কু কইবো রে কারে,
ছাইলা মাইয়া কাইন্দা গো মরে:
পারবার হায় ভাতবেপারে
হইছে পাটপড়ি।

হায় রে ছাতি ফাইটা যায় রে দেইখ্যা,
ওরে আমি কেন না মরি?
মোমিন বলে, করি গো মানা,
ভাতের দুক্কু আর রবে না;
বিলাতী চিজ আর কিনবো না,——
কও কশম করি।

তবে দেশের টাকা রইবো রে দেশে
লক্ষ্মী আসবে রে ফিরি

এই গান তখন পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে গীত হইত—লোককে বুঝাইবার উপায় হইয়াছিল।

মনোমোহন চক্রবর্ত্তী গান লিখিলেন—

"ছেড়ে দাও কাচের চুড়ী, বঙ্গ নারী,
কভু হাতে আর পরো না।
জাগ গো ও ভগিনি! ও জননী!
মোহের ঘোরে আর থেকো না।

কাচের মায়াতে ভুলে শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে মেখো না;
তোমরা যে গৃহলক্ষী ধর্ম্ম সাক্ষী,
জগৎ ভ'রে আছে জানা।

চটকদার কাচের বালা কুকের মালা,
তোমাদের অঙ্গে সাজে না!

নাই বা থাক মনের মতন—স্বর্ণভূষণ,
তা'তে ত দুঃখ দেখি না।
সিঁথিতে সিন্দূর ধরি, বঙ্গনারী,
জগতে সতী-শোভনা!

বলিতে লজ্জা করে—প্রাণ বিদরে
বার লাখের কম হ'বে না—
পুঁতি কাচ ঝুঠা মুক্তায় এই বাঙ্গালায়
দেয় বিদেশে, কেউ জানে না।

ঐ শোন বঙ্গমাতা শুধান কথা—
"উঠ আমার যত কন্যা!
তোরা সব করিলে পণ মায়ের এ ধন
বিদেশে উড়ে যা'বে না।

আমি যে অভাগিনী—কাঙ্গালিনী,
দুই বেলা অন্ন জোটে না;
কি ছিলাম, কি হইলাম, কোথায় এলাম—
মা যে তোরা ভাবিলি না!"

এক দিকে এই সব গানে ও মুকুন্দ দাসের যাত্রায়—আর এক দিকে সংবাদপত্রে ও বক্তৃতায় দেশে জাতীয় ভাব ও "স্বদেশী" ভাব প্রচারিত হইতে লাগিল।

গ্রামে গ্রামে যেমন সভা-সমিতি হইতে লাগিল—তেমনই দেশের কায দেশের লোকের করিবার—স্বাবলম্বনের আয়োজন হইতে লাগিল। সে দিন এই চেষ্টা সহযোগিতা-বর্জ্জন নামে অভিহিত হয় নাই—স্বাবলম্বনের সোপানরূপে কল্পিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'পল্লীসমাজ' প্রবন্ধে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন এবং পল্লী-সমাজ সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত পত্র প্রচারিত হইয়াছিল—

পল্লী-সমাজ।

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লী-সমাজ সংস্থাপন করিতে হইবে। সহর, গ্রাম কি পল্লী-নিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লীসমাজভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায়মত অন্যূন পাঁচ জনের উপর প্রতি পল্লী-সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লী-সমাজের কার্য্য করিবেন। পল্লী-সমাজের প্রধান প্রধান

উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লী-সমাজ সাধ্যমতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

উদ্দেশ্য।

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য ও সদ্ভাব সংবর্দ্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা।

২। সর্ব্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ সালিসের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশশিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজ-প্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্ব্বাচন করিয়া পল্লী-সমাজের অধীনে বিদ্যালয়, ও আবশ্যকমত নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষা প্রদান ও সর্ব্বধর্ম্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্ব্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি, ধর্ম্মভাব, একতা, স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬। প্রতি পল্লীতে একটি চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ, অনাথ ও অসহায় ব্যক্তিগণের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭। পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকারস্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্য্য বা গোমহিষাদিপালন দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনোপযোগী শিক্ষাপ্রদান ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্ম্মগোলা স্থাপন।

১০। গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয়বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১। সুরাপান বা অন্যরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার হইতে লোককে নিরস্ত করা।

১২। মিলন-মন্দির (Club) স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর এবং স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩। পল্লীর তত্ত্ব সংগ্রহ ঃ—অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, গৃহসংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসিগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি, বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসার উন্নতি, অবনতি, বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর), ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐ সব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীর পুরাবৃত্ত ও বর্ত্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাবসংস্থাপন ও ঐক্য-সংবর্দ্ধন।

১৫। জেলাসমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যের ও কার্য্যের সহায়তা করা।

অর্থের ব্যবস্থা।

পল্লী-সমাজের কার্য্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বরবৃত্তি দ্বারা চলিবে। যাঁহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ সালিসিতে মেটান হইবে, তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থ-সাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্য্যে

সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসীমাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে কি মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া সমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্ম যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লী-সমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে বারোয়ারী পূজার নাচ-তামাসায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়, ঐ সমস্ত অপব্যয় সঙ্কোচ করিলে সেই অর্থ দ্বারা পল্লীসমাজের কার্য্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লীসমাজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।

স্থানে স্থানে এইরূপ পল্লী-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গ্রামে নৈশবিদ্যালয়ে কৃষকরা শিক্ষালাভ করিত; উপদেশের ফলে মাদক-দ্রব্যের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছিল—সরকারী রিপোর্টে তাহার প্রমাণ আছে; কোন কোন স্থানে যুবকরা রাস্তাগঠন ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারও করিয়াছিল। পল্লীতে যে সব ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সকলের প্রতি পুলিসের বিষদৃষ্টি পতিত হয় এবং ক্রমে পুলিসের ব্যবহারে এই সব অনুষ্ঠান নষ্ট হইয়া যায়।

সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পর বিষম দলাদলিতে এই সব আরব্ধ কার্য্য যদি নষ্ট হইয়া না যাইত—আমাদের জননায়করা যদি নিষ্ঠা সহকারে দেশের হিতকর এই সব কার্য্যে পূর্ব্ববৎ আত্মনিয়োগ করিতেন, তবে যে শাসন-সংস্কার বহুদিন পূর্ব্বেই ভারতবাসীর হস্তগত হইত এবং এত দিনে আমরা স্বরাজের পথে বহুদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য যে, তাহা হয় নাই। সরকারের রোষ জাতীয় দলকে লাঞ্ছিত করিয়া চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং মডারেটরা—প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে—সে কাযে সরকারেরই পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন।

এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের বহু ভারতীয় কর্ম্মচারী ধর্ম্মঘট করেন। ইহার পূর্ব্বে এ অঞ্চলে তত বড় ধর্ম্মঘট কখন হয় নাই—ভারতবর্ষে কুত্রাপি কখন হইয়াছে কি না সন্দেহ। ভারতবর্ষে শিল্প প্রায়ই উটজ—তাই, এ দেশে বড় বড় কল-কারখানা ব্যবসা না থাকায় ধর্ম্মঘটের উৎপাত ছিল না। য়ুরোপে ধর্ম্মঘট প্রায়ই ঘটিয়া থাকে—শত বর্ষাধিক-কাল হইতে ঘটিয়া আসিতেছে। বিলাতে প্রথম ধর্ম্মঘট ১৮১০ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। সে বার ল্যাঙ্কাসায়ারে স্থতার কলের লোকরা ধর্ম্মঘট করে। তাহার পর ১৮১২ খৃষ্টাব্দে নটিংহামে শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করিয়া সূতার ও কাপড়ের কল ভাঙ্গিয়া দেয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ম্যাঞ্চেষ্টারে ও নিকটবর্ত্তী স্থানে যে ধর্ম্মঘট হয়, তাহাতে লক্ষাধিক লোক যোগ দেয়, পুলিসের সহিত তাহাদের সঙ্ঘর্ষে ৫ শত লোকের মৃত্যু হয়। তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মঘটে কখন এমন রক্তপাত হয় নাই। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে পশমী কাপড়ের কলের শ্রমজীবীরা ও ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সূত্রধররা ধর্ম্মঘট করে। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে টেমসের বন্দরে ও ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ক্লাইডের কূলে (গ্লাসগোয়) জাহাজের শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘট করে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কাপড়ের ছাপাকারীরা ধর্ম্মঘট করায় ব্যবসায়ীদিগের সর্ব্বনাশ হয় এবং ২ হাজার পরিবার দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করে। ১৮৩১, ১৮৪৪ ও ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কয়লার খনিতে এবং ১৮২৯, ১৮৩০ ও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তুলার কলে ধর্ম্মঘট হয়। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় দেশ যখন বিপন্ন, তখনও বিলাতের শ্রমজীবীরা ও পুলিস ধর্ম্মঘট করিয়া সরকারকে বিব্রত করিয়াছে। ১৮৩০ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বেলজিয়মে ১ হাজার ৬ শত ১১ জন লোক ষড়্যন্ত্রের অভিযোগে অভিযুক্ত এবং তাহাদের মধ্যে ১ হাজার ৯০ জন দণ্ডিত হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিষম ধর্ম্মঘট হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বিলাতে ৩ শত ২৭টি ধর্ম্মঘট হয়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে ১শত ৮টি ধর্ম্মঘটে ১০ হাজার ১শত ১৭জন

লোক যোগ দেয়। আমাদের দেশেও আজকাল ধর্ম্মঘট য়ুরোপেরই মত সাধারণ ঘটনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাহা এমন সাধারণ ঘটনা ছিল না। এই ধর্ম্মঘটে ধর্ম্মঘটকারীদিগের নেতা হইয়াছিলেন—প্রেমতোষ বসু। তিনি অদম্য উৎসাহে, উদ্যমে ও অধ্যবসায়ে তাঁহাদিগের পক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন। প্রেমতোষ আত্মীয়-স্বজনগণের নিকট হইতে দূরে বিলাতে—বহু কষ্ট ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু যাঁহারা সেই ধর্ম্মঘটের সময়ের কথা জানেন—যাঁহারা হিন্দুস্থান সমবায় বীমা মণ্ডলীর সংস্থাপনকালে অম্বিকাচরণ উকীলের সঙ্গে প্রেমতোষের পরিশ্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা কখন প্রেমতোষকে ভুলিতে পারিবেন না।

এই সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—পূর্ব্ববঙ্গের সাবেস্তা খাঁ স্যর ব্যামফাইল্ড ফুলারের পদত্যাগ। ফুলার "বনগাঁর শেয়াল রাজার মত" পূর্ব্ববঙ্গে যাহা ইচ্ছা করিতেছিলেন। পাছে সরকারের সম্ভ্রম ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে ভারত সরকার তাঁহার অবলিত ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার ব্যবহারে ঢাকায় হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধিয়াছিল এবং পুলিন দাস প্রভৃতি হিন্দুদিগের জাতি ও মান রক্ষা করিবার জন্য সমিতি গঠিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের সহ্য করিবার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে। ফুলারের ব্যবহার সে সীমা লঙ্ঘন করিল। সিরাজগঞ্জের কয়টি স্কুলের ছেলেরা সহরে অনাচারের অপরাধে অপরাধী হইলে ছোট লাট ফুলার বিশ্ববিদ্যালয়কে সেই সব স্কুল হইতে ছেলেদের পরীক্ষা দিবার অধিকার বন্ধ করিবার জন্য আবেদন করিলেন। ভারত সরকারের ইহাতে সম্মতি ছিল না। তাঁহারা বলিলেন, ছোট লাট এমন আবেদন করিলে বঙ্গভঙ্গ লইয়া আবার বিশেষ আলোচনা হইবে এবং ফলে পূর্ব্ববঙ্গের শাসন-ব্যাপারের প্রতি আক্রমণ অনিবার্য্য হইবে। তাই তাঁহারা সে সম্ভাবনা পরিহার করিয়া বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের নূতন নিয়মে স্কুলে রাজনীতিচর্চার ব্যবস্থার জন্য অপেক্ষা করিতে উপদেশ দিলেন। ফুলার বলিলেন, ভারত সরকার এই উপদেশ (বা আদেশ) প্রত্যাহার না করিলে তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিবেন। আন্দোলনের সময় ছোট লাট বদলের অসুবিধা বড় লাট মিণ্টোর অজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু তিনি দেখিতেছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গের সরকারের উপর নির্ভর করা যায় না। তিনি যদি ফুলারকে চাকরীতে থাকিতে স্বীকার করান, তবে তাঁহাকে বিরুদ্ধ সমালোচনার সময়ও ফুলারের পক্ষসমর্থন করিতে হইবে। তিনি ফুলারের ইস্তফা গ্রহণ করিলেন এবং ভারত-সচিবও সেই কাযের সমর্থন করিলেন। ফুলার বিলাতে যাইয়া ভারত-সচিব লর্ড মর্লির কাছে স্বীকার করিয়াছিলেন, তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহার ইস্তফা গ্রহণ করা হইবে—such a thing never happened before—লর্ড মিণ্টোর টেলিগ্রাম পাইয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। ফুলারের সহিত আলাপ করিয়া ৫ই অক্টোবর লর্ড মর্লি বড় লাট মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন—"আমি যেমন এঞ্জিন চালাইবার কাযের অযোগ্য, ফুলার তেমনই প্রদেশ শাসন করিবার কাযের অযোগ্য।"

আগষ্ট মাসের শেষভাগে কলিকাতায় "ছেলে ধরার ভয়" হইল; গুজব রটিতে লাগিল—সহরে ছেলেধরা আসিয়াছে। 'সন্ধ্যা'য় ছেলে ধরার কতকগুলি গুজব প্রকাশিত হইল। লোক ভীত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। পুলিসের উপর লোকের অশ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। অথচ গুজবের মূলে সত্য ছিল কি না সন্দেহ! স্থানে স্থানে হাঙ্গামায় নিরপরাধ লোক অকারণ সন্দেহে প্রহৃত হইল। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' এ সম্বন্ধে কতকগুলি গুজব প্রকাশ করিলেন। তাহার একটি হইতে তৎকালে সরকারের প্রতি লোকের মনের ভাব জানা যাইবে—য়ুরোপীয় বণিকসভার (Chamber of Commerce) সহিত যোগে সরকার এই গুজব

রটাইয়াছেন; কারণ, এই সংবাদে সহরে হাঙ্গামা হইবে এবং তখন সেই ছুতায় অধিকসংখ্যক পুলিস আনিয়া সরকার পূজার সময় ছেলেদের বিলাতী পণ্য-বিক্রয়ে বাধা-প্রদান রুদ্ধ করিতে পারিবেন। বাস্তবিক তখন বালকরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া লোককে বিলাতী পণ্য-ক্রয় হইতে বিরত করিতেছিল।

কংগ্রেস সম্বন্ধে কি করা কর্তব্য, সে বিষয়ে জাতীয় দলের নেতারা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। উপাধ্যায় ১লা আগষ্ট হইতেই জাতীয় দলের ইংরাজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ১লা 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশিত হইল না বটে, কিন্তু ৭ই আগষ্টের পূর্ব্বেই উপাধ্যায় তাহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই ৪ জনে সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত হইল এবং বিপিনচন্দ্রের নামই প্রধান সম্পাদক বলিয়া লিখিত হইল। কিছু দিন পরে মতান্তরহেতু বিপিনচন্দ্র 'বন্দে মাতরম্' ত্যাগ করেন এবং অরবিন্দ অসুস্থ হইয়া পড়িলে অবশিষ্ট দুই জনই বহুদিন সংবাদপত্রখানির পরিচালনা করেন। বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে বিপিনচন্দ্র আবার সাগ্রহে 'বন্দে মাতরমের' সেবায় যোগ দিয়াছিলেন এবং ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে এলাহাবাদের 'ডিমক্রাট' পত্রে বিপিন বাবু 'বন্দে মাতরমের' সহিত তাঁহার প্রথম সম্বন্ধচ্ছেদের বিষয়ে একটি কথা বলিয়াছেন। এত দিন পরে সে সম্বন্ধে কোন কৈফিয়ৎ দিবার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি যখন সে কথা লিখিয়াছেন, তখন সে সম্বন্ধে আমাদের যাহা জানা আছে, তাহাও প্রকাশ করা আমরা প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করি। কারণ, বিপিন বাবুর কথায় তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের সম্বন্ধে লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিতেও পারে। বিপিন বাবু লিখিয়াছেন—

"আমি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'বন্দে মাতরম' পত্রের প্রধান সম্পাদক ছিলাম। 'পাইওনীয়ার' তখন 'সোনার বাঙ্গালা' নামক একখানি গোপনে প্রচারিত পুস্তিকার সন্ধান পায়েন। পুস্তিকায় কি ছিল, সে কথা আজ আর আমার মনে নাই; তবে মনে আছে, তাহাতে রাজনীতিক উদ্দেশ্যে কোনরূপ গুপ্তহত্যা সমর্থিত হইয়াছিল। আমি এই গুপ্ত অনুষ্ঠানের বিশেষ নিন্দা করি এবং বলি, ইহা কাপুরুষোচিত—ইহাতে জাতীয় দলের অনুষ্ঠানের মেরুদণ্ড ভগ্ন হইতে পারে। আমাদের 'বন্দে মাতরমের' লোকদের মধ্যে (some members of our staff) ইহাতে অসন্তোষের উদ্ভব হয়। পরিচালকদিগের মধ্যে আমাকে সরাইবার জন্য ষড়যন্ত্রও হয়। এক জন লোক আমাকে বলেন, আমাদের দলের কেহ কেহ যখন এইরূপ মতের সমর্থন করেন, তখন গুপ্ত অনুষ্ঠান সম্বন্ধে 'বন্দে মাতরমে' ঐরূপ মত প্রকাশ করা আমার কর্ত্তব্য হয় নাই। উত্তরে আমি বলি, যত দিন সম্পাদকের দায়িত্ব আমার থাকিবে, তত দিন আমি যাহা ভাল ও ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিব, তাহা ব্যতীত আর কোন কাযের জন্য আমি কাহাকেও 'বন্দে মাতরম' ব্যবহার করিতে দিব না। আমি আমার মতেই অবিচলিত ছিলাম, কিন্তু আজ এ কথা বলিলে দোষ হইবে না যে, 'বন্দে মাতরমের' সহিত আমার সম্বন্ধচ্ছেদের তাহাই কারণ। কয় মাস পরে ঘটনার চক্র আবর্ত্তিত হয়—সম্পাদকের নামে রাজদ্রোহের মামলায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া আমি জেলে যাই। আমি খালাস পাইলে পরিচালকরা আমাকে কাগজের সম্পূর্ণ ভার দিতে চাহেন। আমি কাগজে লিখিতে সম্মত হইলেও সম্পাদকীয় দায়িত্ব লইতে সম্মত হই নাই। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে 'বন্দে মাতরমে'র সহিত আমার সম্বন্ধবিচ্ছেদের এই গুপ্ত ইতিহাস কলিকাতায় আমার কতিপয় বন্ধু জানিতেন।"

বিপিন বাবু যে গুপ্ত অনুষ্ঠানের—রাজনীতিক উদ্দেশ্যে নরহত্যার নিন্দা করিতেছেন, 'বন্দে মাতরমে' কোন দিন তাহা সমর্থিত হয় নাই।

মজঃফরপুরে বোমায় দুই জন নারীর জীবনান্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেও 'বন্দে মাতরমে' অরবিন্দ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, (The New Conditions) তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, প্রজার ন্যায়সঙ্গত রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার অধিকার না দিলে তাহা গুপ্ত অনুষ্ঠানে —অনাচারে পরিণতি লাভ করিয়া সমাজের অনিষ্ট-সাধন করে। 'বন্দে মাতরম' যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রধান সম্পাদক বলিয়া বিপিন বাবুর

বিপিনচন্দ্র পাল।

নাম ছিল, সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। 'বন্দে মাতরমের' ইতিহাস জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস। অরবিন্দ একবার লিখিয়াছিলেন,—রাজপুরুষরা বলেন, লাভের জন্য আমরা কাগজ চালাই; কিন্তু যে পত্রে বিদেশী পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না—তাহা চালাইতে কত টানাটানি হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। 'বন্দে মাতরমের' প্রচার অত্যন্ত অধিক ছিল

—কিন্তু টাকার অভাব কোন দিন ঘুচে নাই। উপাধ্যায় যখন সে অভাবে বিব্রত হইলেন, তখন যৌথ-কারবার করা হইল। ১৮ই অক্টোবর নূতন ব্যবস্থায় ২।১ ক্রীক রোয় কার্য্যালয় স্থানান্তরিত হইল—কাগজের আকার বাড়ানও স্থির হইল। সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইল, সম্পাদক বলিয়া কাহারও নাম প্রকাশিত হইবে না। এক 'বেঙ্গলী' ব্যতীত আর কোন সংবাদপত্রে সম্পাদকের নাম প্রকাশিত হইত না। বিপিন বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া আফিসে আসা বন্ধ করেন—কিন্তু লিখা পাঠাইতে থাকেন। এই সময় বিজ্ঞাপন-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এক জন আমেরিকানকে পত্রের বিজ্ঞাপন সাজাইবার ভার দেওয়া হয় এবং তিনি প্রবন্ধাদির সঙ্গে একই পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দিবার ব্যবস্থা করেন। ৩১শে অক্টোবর বিপিন বাবু, কুমারকৃষ্ণ দত্ত, রজতনাথ রায় ও বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া আফিসে আসিয়া বলেন, এই ব্যবস্থায় পত্রের সম্ভ্রমহানি হইবে। কিন্তু ইহাতে অধিক অর্থাগম হইবে বলিয়া অন্য সকল পরিচালক এই ব্যবস্থাই বহাল রাখিতে চাহেন। বিপিন বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া 'বন্দে মাতরমের' সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। ইহার কিছুদিন পরে, কংগ্রেসের সময় এক দিন কোন বন্ধুর উপদেশে প্রিণ্টার কাগজে সম্পাদক বলিয়া অরবিন্দের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। অরবিন্দ তাহাতে আপত্তি করায় পরদিন তাহা তুলিয়া দেওয়া হয়।

বিপিন বাবুর কোন বন্ধু যদি তাঁহাকে বলিয়া থাকেন, 'বন্দে মাতরমে' গুপ্তহত্যাদির নিন্দা করা সঙ্গত নহে, তবে তিনি যে 'বন্দে মাতরমে' বিপিন বাবুর সহকর্ম্মীদিগের মতের বিরুদ্ধ কথাই বলিয়াছিলেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। সম্ভবতঃ তাঁহার কথা সহকর্ম্মীদিগের কথা মনে করিয়া বিপিন বাবু ভুল বুঝিয়াছিলেন।

'বন্দে মাতরম্' ভাব-প্রচারের পত্র—তাহার ব্যবসার দিক কখনই সুশৃঙ্খল হয় নাই। কাজেই 'বন্দে মাতরমের' সেবা যাঁহারাই করিয়া-

ছেন, তাঁহারাই স্বার্থ-হানি ভোগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহার নাম করিব? তবে সুবোধচন্দ্র মল্লিকের স্বার্থত্যাগের বিশেষ উল্লেখ করিতে হয়। তিনি এই পত্রের জন্য অর্থে, সামাজিক সম্মানে, সময়ে—যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত ধনী ও বিলাসলালিত যুবকের পক্ষে অসাধারণ। তিনি জাতীয় ভাবের প্রচারজন্য অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগে সে অনুষ্ঠান পবিত্র হইয়াছে। জাতীয় অনুষ্ঠানের সহিত সহানুভূতিহেতু বহুলোক 'বন্দে মাতরমে' অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনও আপনাদের নাম প্রকাশ করেন নাই—আজ আমরাও তাঁহাদের নাম প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করি না।

১১ই সেপ্টেম্বর সংবাদ পাওয়া গেল, মডারেট নেতারা বিলাতে দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পত্র লিখিয়াছেন। এ কায অবশ্যই নিয়ম-বিরুদ্ধ। এই সময় তাঁহারা "স্বদেশী" সভা করিতে লাগিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর পার্শি বাগানের মাঠে ভূপেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ও ১৪ই সঙ্গীত সমাজে সুরেন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে সভা হইল। তাহার পরই তাঁহারা গুপ্ত পরামর্শ-সভার জন্য ঢাকায় গমন করিলেন; উদ্দেশ্য—বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য আবার ভারত-সচিবের কাছে আবেদন করিবেন।

এবারও পূর্ব্ববৎ ৩০শে আশ্বিন অরন্ধনাদির ব্যবস্থা করিবার আয়োজন হইল। ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য, নরেন্দ্রনাথ সেন ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ৩ জনের স্বাক্ষরিত এক পত্রে সে দিনের কার্য্য-প্রণালী স্থির করিবার জন্য ভারত সভাগৃহে এক সভা আহূত হইল। এই ৩ জন কোন্ অধিকারে সভা আহ্বান করিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় মহারাজ সূর্য্যকান্ত সভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। সে দিন ভূত-চতুর্দ্দশী বলিয়া কেবল দিবাভাগের জন্য অরন্ধনের ব্যবস্থা হইল। সে বারও কলিকাতায়

রাখীবন্ধনের দিন পূর্ব্ববৎ সভা, অরন্ধন প্রভৃতি চলিয়াছিল। প্রভাতে গঙ্গাস্নানান্তে বিডন বাগানে সভা ও অপরাহ্নে কল্পিত মিলন-মন্দিরের মাঠে মহম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে সভা হইল। মফঃস্বলেও নানাস্থানে সভাদি হইল।

১৮ই নভেম্বর অভ্যর্থনা-সমিতির সভা হইবার কথা ছিল। সে দিন বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন হইবে বলি ডা-রেক্ট নেতারা ৭ই তারিখে প্রকাশ করিলেন, ১১ই সভা হইবে। মফঃস্বলের প্রতিনিধিদিগের অনেকের পক্ষে সভায় যোগদান অসম্ভব হইল। ১১ই সেই কথা বলিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ রায় সভা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিলে সে প্রস্তাব গৃহীত হইল না।

কংগ্রেসের আয়োজন হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রদর্শনী-স্থাপনের কাজ চলিতে লাগিল। প্রদর্শনীতে প্রচারে বিজ্ঞাপন দিবার ভার রয়টারকে দেওয়া হইল। রয়টার "সুন্দরী যুবতীর" জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে লাগিলেন—দ্রব্য-তালিকায় স্বদেশী বিদেশী বিবিধ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ছাপিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্বদেশী মেলায় এই বিদেশীর প্রাবল্যের প্রতিবাদকল্পে ৪ঠা ডিসেম্বর গোলদীঘীতে এক সভা হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করি-লেন। আবুল হোসেন ও শশাঙ্কজীবন রায় প্রদর্শনী কমিটীর কার্য্যের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিলেন—লোক গোলমাল করিয়া তাঁহাদিগকে বক্তৃতা করিতে দিল না। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ বলিলেন, এই স্বদেশী-বিদেশী মেলায় যদি এমন ব্যাপার হয়, তবে বালকরা দর্শকদিগকে ইহাতে যাইতে নিষেধ করিবে—মেলা বর্জ্জন করিতে হইবে। ৬ই তারিখে যুবকরা এই বিষয়ের আলোচনা করিবার জন্য নরেন্দ্রনাথ সেন স্কোয়ারে এক সভা করিলেন। বিপিন-চন্দ্র তাহাতে সভাপতি হইলেন। মেলা-বর্জ্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সহরে ও মফঃস্বলে এই বিদেশী ব্যবস্থার প্রতিবাদকল্পে সভা হইতে লাগিল এবং ১৩ই তারিখে সুরেন্দ্রনাথ যুবকদিগকে বুঝাইয়া শান্ত

কৃষ্ণকুমার মিত্র

করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল-প্রযত্ন হইলেন। রয়টারের লোক আসিয়া "বন্দে মাতরমের" পরিচালকবর্গকে প্রতিবাদ বন্ধ করিতে অনুরোধ

করিলেন। প্রতিবাদ ঘনীভূত হইতে লাগিল। মেলার কর্ত্তারা মেলার দ্বারোদ্ঘাটন করিবার জন্য বড় লাট লর্ড মিণ্টোকে অনুরোধ করিলেন।

লর্ড মিণ্টো আমাদের রাজনীতিক আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষপাত করিবার এই অবসর ত্যাগ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, মেলাটি রাজনীতির সম্পর্কশূন্য করিয়া ভালই করা হইয়াছে। তাঁহার উপস্থিতি যদি সৎ (honest) "স্বদেশীকে" রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহায্য করে, তবে তিনি আনন্দিত হইবেন। এইরূপে লাটের মতে স্বদেশী দুই ভাগে বিভক্ত হইল—যাহার সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ আছে, তাহা অসাধু; যাহার সহিত সে সম্বন্ধ নাই, তাহা সাধু। লর্ড মিণ্টোকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, বর্ত্তমান কালে শিল্প-ব্যবসাই কি রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত করে না—তবে তিনি কি উত্তর দিতেন, জানি না; কিন্তু আজকাল অর্থনীতির অধ্যয়নকারী সকলেই জানেন, শিল্প-ব্যবসার সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সে কথা ইতঃপূর্ব্বে কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে আমেদাবাদে অম্বালাল সাকেরলালও বুঝাইয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টোর এই কথায় লোক মেলার কর্ত্তাদের উপর বিশেষ বিরক্ত হইল।

এই সময় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি 'বসুমতীর' সম্পাদক হইলেন এবং 'বসুমতী' জাতীয় দলের ভাব প্রচার করিতে লাগিলেন। 'বসুমতী'র অধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের "গুরু ভাই" ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ এ দেশে জাতীয় ভাব প্রচারে যে কাব করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরস্মরণীয়। এমন কি কোন কোন য়ুরোপীয় তাঁহার রচনায় ও বক্তৃতায় বর্ত্তমান রাজনীতিক আন্দোলনের উৎস সন্ধান করিয়াছেন। সিকাগোর ধর্ম্মসম্মিলন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি মাদ্রাজে বলিয়াছিলেন, বিদেশীরা যদি ভারতে আসিয়া

সৈনিকে দেশ প্লাবিত করে, তাহাতে ভয় নাই। ভারতবাসী উঠ! আধ্যাত্মিকতার দ্বারা জগৎ জয় কর। প্রেমের দ্বারা ঘৃণা জয় করিতে হইবে। জড়বাদের দ্বারা জড়বাদ জয় করা যায় না। সৈন্যের দ্বারা জয় করিতে চাহিলে, কেবল সৈনিকসংখ্যা বৰ্দ্ধিত হয়—মানুষ পশু হয়। আধ্যাত্মিকতার দ্বারা প্রতীচিকে জয় করিতে হইবে। এখন মহাত্মা

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

গন্ধী এই মতই প্রচার করিতেছেন। তৎকালেই 'বসুমতীর' দৈনিক সংস্করণ প্রকাশের কল্পনা হইয়াছিল। কিন্তু তখন সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। 'সন্ধ্যা' 'হিতবাদী' ও 'নবশক্তি' অন্তর্হিত হইবার পর

'নায়ক' বাঙ্গালার একমাত্র দৈনিক পত্র ছিল। পরে জার্ম্মান যুদ্ধের সময় 'বসুমতীর' দৈনিক সংস্করণ প্রচারিত হয়।"

২৩শে ডিসেম্বর তিলক, খপর্দ্দে ও লালা লজপৎ রায় কলিকাতায়

স্বামী বিবেকানন্দ।

আসিলেন এবং সেই দিনই অপরাহ্নে বিডন বাগানে এক সভায় বক্তৃতা করিলেন। সে সভায় লজপৎ রায় সভাপতি হইলেন এবং লর্ড মিণ্টো মেলার দ্বারোদ্ঘাটনে স্বদেশী সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া খপর্দ্দে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন।

পরদিন প্রভাতে সভাপতি দাদাভাই নৌরজী আসিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার সমারোহ ও উৎসাহ দেখিয়া লোক বিস্মিত ও প্রীত হইল। তোরণে ও গৃহপ্রাচীরে ইংরাজী প্লাকার্ড দেখা গেল—"স্বাগত,—স্বদেশী ও বয়কট সমর্থন করিবেন"—Support Boycott and Swadeshi, Support Boycott add Autonomy, যোগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ও নরেন্দ্রনাথ শেঠ এই প্লাকার্ড প্রদানে অগ্রণী ছিলেন।

২৬শে কংগ্রেসের অধিবেশন আরব্ধ হইল। এবার প্রতিনিধির সংখ্যা—১ হাজার ৬ শত ৬৩। ভবানীপুরে—রসারোডের উপর মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রথমে "বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায়" মাতৃনাম কীর্ত্তন করিলেন। রাসবিহারী ঘোষ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহাতে বাঙ্গালার বাধা বর্ণিত হইল। তিনি বলিলেন, বঙ্গভঙ্গের পর হইতে সরকার রুসিয়ান (অত্যাচার) প্রথায় শাসন করিতে আরম্ভ করেন। প্রভেদ এই যে, রুসিয়ায় অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীরা লোকের স্বদেশবাসী—ভারতে বিদেশী। "বন্দে মাতরম" ধ্বনি করা নিষিদ্ধ হয়। তাহার পরে ছেলেদের মোকর্দ্দমায় আসামী করা—স্থানে স্থানে দণ্ডের হিসাবে সৈনিক বা দণ্ডের পুলিস বসান—বলপূর্ব্বক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল। বরিশালে পুলিস কর্তৃক প্রাদেশিক সমিতির সভা ভাঙ্গায় এই অনাচারের চূড়ান্ত হইল। আমরা মানুষ হইলে কখন সে দিনের লাঞ্ছনার কথা বিস্মৃত হইতে পারিব না। সে দিন যে আমাদের যুবকরা প্রতিশোধ লয় নাই, সে কাপুরুষতাহেতু নহে, তাহাদের আইনের প্রতি ও নেতৃগণের প্রতি শ্রদ্ধার জন্য। তিনি বলিলেন, স্বদেশীতে নব-ভারতের লীলাক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহার পর দাদাভাই নৌরজী সভাপতি-পদে বৃত হইয়া তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতে উঠিয়া একটিমাত্র প্যারা পাঠ করিয়া গোখলের উপর পাঠের ভার দিলেন। তিনি বলেন, বুয়ার-যুদ্ধে বিলাতের ৩০০ কোটি টাকা

ব্যয় হইয়াছে-- ২০ হাজার লোক প্রাণ হারাইয়াছে, ২০ হাজার লোক আহত হইয়াছে। আর ভারতবর্ষ বিলাতকে সমৃদ্ধই করিয়াছে। অথচ পরাজিত হইবার কয় বৎসর পরেই বুয়াররা স্বায়ত্ত-শাসন পাইয়াছে, আর ২ শত বৎসরেও আমরা তাহা পাইলাম না! আমরা বিলাতের বা উপনিবেশসমূহের মত স্বায়ত্ত-শাসন বা স্বরাজ চাহি। ভারতে যে অস্বাভাবিক শাসন-ব্যবস্থা আছে, বিলাতের লোক এক দিনের জন্যও তাহা সহ্য করিবে না। চীন ও পারস্য জাগিতেছে, জাপান জাগিয়াছে—রুসিয়া মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছে—এ সময় কি জগতের প্রথম সভ্যতা-শিক্ষকদিগের অন্যতম ভারতের অধিবাসীরা যথেচ্ছশাসনের অধীন থাকিবে? আমাদের কাছে জগতের ঋণ সামান্য নহে। ভারতে যে শাসন প্রবর্ত্তিত, তাহা বৃটিশ জাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সুতরাং আন্দোলন কর—স্বরাজ লাভ কর—তাহা হইলে দারিদ্র্যে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে আর লক্ষ লক্ষ লোক অকালে মরিবে না।

বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে গোল হইবার সম্ভাবনা ছিল। তাই যে সব প্রস্তাবে মতভেদের সম্ভাবনা নাই, এমন সব প্রস্তাবই সে দিন আলোচিত হইল।

পরদিন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বদরুদ্দিন তায়াবজী, আনন্দমোহন বসু, বীররাঘবাচারিয়া—৪ জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইল। উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা, ব্যয়বাহুল্য, বিচার ও শাসন বিভাগের বিচ্ছেদসাধন আলোচিত হইল।

তাহার পর বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতির অধিবেশন। শুনা গিয়াছিল, বয়কট-প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে বোম্বাই হইতে ফিরোজশা মেটা এবং মাদ্রাজ হইতে কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও আনন্দ চার্লু অনেক লোক আনিয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে সমিতিতে প্রায় এক শত প্রতিনিধি আসিলেও বাঙ্গালার প্রতি জিলা হইতে দুই জনমাত্র প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কথা

বলা হইল। বন্ধের সময় বাঙ্গালার প্রতিনিধিরা মণ্ডপ ত্যাগ না করিয়া মঞ্চের উপর উঠিয়া বসিলেন; মেটা প্রভৃতি আসিয়া দেখিলেন, বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিও একটি কংগ্রেস। তিনি প্রতিনিধিদিগকে প্রদেশানুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে বলিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন, "তাহা হইলে আপনাকে বোম্বাইয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে হইবে।" মেটা বলিলেন, "আমি ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হিসাবেও নিয়ম হইতে অব্যাহতি পাইতে পারি।" তাহাই হইল। এই সময় গোলমালে বিরক্ত হইয়া পঞ্জাবের প্রতিনিধিরা মণ্ডপ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। রাসবিহারী ঘোষ ও লালমোহন ঘোষ অনেক অনুরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিলেন।

বঙ্গভঙ্গ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে মেটা একটু অংশ যোগ করিতে চাহিলেন—"এ বিষয়ে অনুসন্ধান জন্য এক কমিটী গঠিত হউক।" সভাপতি বলিলেন, সে প্রস্তাব গৃহীত হইল। জাতীয় দল সভাপতির নিদ্ধারণ মানিয়া লইয়া বলিলেন, তাঁহারা পরদিন কংগ্রেসের অধিবেশনে সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন।

সুরেন্দ্রনাথ বয়কট-প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলে, মদনমোহন মালব্য তাহাতে আপত্তি করিলেন। পঞ্জাবীরা বয়কট চাহেন না দেখিয়া লালা লজপৎ রায় প্রস্তাবটি মোলায়েম করিবার জন্য যে সংশোধক প্রস্তাব করিলেন, সুরেন্দ্রনাথ তাহাতে এবং পরে লালমোহনের প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনেও স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পূর্ব্বে তিনি বাঙ্গালার প্রতিনিধিদিগকে বলিয়াছিলেন, "বয়কট ছাড়িয়া আমি 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'।" এই সময় মেটা আপনাকে স্বদেশীর অনুরক্ত বলিলে তাঁহাকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া তাঁহার অনৃতবাদের কথা বলা হইল। বিপিনচন্দ্র এক সংশোধক প্রস্তাব করিলেন। সভাপতি বলিলেন, অধিকাংশ প্রতিনিধির মতে তাহা অগ্রাহ্য। বিপিনচন্দ্র ভোট গণিতে বলিলে সভাপতি অস্বী-

কৃত হইলেন। তাহা অসাধু বলিয়া কয় জন সভ্য ত্যাগ করিলেন। মতিলাল ঘোষ, খপর্দে ও অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। কৃষ্ণস্বামী আয়ার বাঙ্গালীদিগকে বিদ্রূপ করিয়া অশিষ্টাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন।

জাতীয় দলের লোকরা মণ্ডপ হইতে চিত্তরঞ্জন দাশের গৃহে যাইয়া পরামর্শ-সভা করিলেন এবং পরদিন সংশোধক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া প্রত্যেক প্রস্তাবে ভোট গণনা করিবার জন্য জিদ করিবেন, জানাইলেন। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় তাঁহার Indian National Evolution গ্রন্থে বলিয়াছেন, কলিকাতার এই কংগ্রেসে কতকগুলি চরমপন্থী আপনাদের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা না হওয়ায় মণ্ডপ ত্যাগ করেন a small number of these Extremists finding themselves unable to have their own way rushed out of the pandal কিন্তু ১৬ শত প্রতিনিধি ও ১ হাজার দর্শকের মধ্যে তাঁহাদের অভাব অনুভূত হয় নাই।" মজুমদার মহাশয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে একটু ভুল রহিয়া গিয়াছে। জাতীয় দলের লোকরা কংগ্রেস হইতে চলিয়া যায়েন নাই—বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতির অধিবেশন ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সঙ্কল্প জানানয় পরদিন দুই দলে পরামর্শ হইল। এই সময় সার ফিরোজশা মেটায় ও তিলকে কথান্তর হয় এবং ফলে অপরাহ্নে মেটা আর কংগ্রেসে আইসেন নাই। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব হইতে মেটার প্রস্তাবিত কমিটী নিয়োগের কথা পরিত্যক্ত হইল এবং সে প্রস্তাব লইয়া আর কোন গোল হইল না। ঢাকার নবাব সলিমুল্লার ভ্রাতা আতিকুল্লা এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সমর্থন করিতে উঠিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কবডেনের চরিতকার লর্ড মর্লির ব্যবহারে ভারতবাসী হতাশ হইয়াছে।

মর্লির স্মৃতিকথায় আমরা দেখিতে পাই, ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই এক জন ভারতবাসী (B) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া স্তুতির প্রপাত বহাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, মর্লি তাঁহাদের গুরু, বিরাট পুরুষ, আকবরের পর তেমন বিরাট পুরুষ আর জন্মেন নাই! আবার ইহার পরই তিনি একটি সভায় যাইয়া বক্তৃতা শুনেন—মর্লি রুসিয়ার জারের মত অত্যাচারী। আশা করি, এই (B) মর্লির ব্যবহারে ভূতাশ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথ নহেন। সে যাহা হউক, সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে স্বীকার করেন, আপনাদের চেষ্টাতেই জাতির উন্নতি হয়।

ইহার পর বয়কটের প্রস্তাব—যে হেতু, দেশের শাসনব্যাপারে দেশের লোকের প্রায় কোনরূপ হাত নাই এবং যেহেতু, সরকারের দ্বারা তাহাদের নিবেদন প্রায়ই উপযুক্তরূপে বিবেচিত হয় না—সেই হেতু কংগ্রেসের মতে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে কল্পিত বাঙ্গালায় প্রবর্ত্তিত বয়কট অনুষ্ঠান ন্যায়সঙ্গত।

এই প্রস্তাবের বাঁধন লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছিল। শেষে জাতীয় দলেরই জয় হয়। বয়কট যে কেবল বাঙ্গালারই পক্ষে ন্যায়সঙ্গত, এমন নহে। এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে উঠিয়া বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, ইহা কেবল বিলাতী পণ্যবর্জ্জন নহে—পরন্তু ইহাতে পূর্ব্ববঙ্গে অবৈতনিক সরকারী চাকরী এবং সরকারের সহিত ঘনিষ্ঠতাও বর্জ্জন করিবার কথা। এই কথায় চারিদিকে মডারেটদিগের প্রতিবাদগুঞ্জন শুনা যায়। মাদ্রাজের গোবিন্দ রাঘব আয়ার বলেন, বয়কট বাঙ্গালায় ন্যায়সঙ্গত হইলেও অন্যান্য প্রদেশে সচরাচর ব্যবহার্য্য নহে। আশুতোষ চৌধুরী বলিলেন, প্রস্তাবে কেবল বাঙ্গালার কথাই বলা হইয়াছে। পণ্ডিত মদনমোহন বলিলেন, বাঙ্গালা বয়কট ব্যবহারে অধিকারী হইলেও অন্যান্য প্রদেশ বিপিন বাবুর কথায় বাধ্য হইতে পারে না। তখন গোখলে উঠিয়া বলিলেন, কংগ্রেস প্রস্তাবের কথায় বাধ্য—কোন বক্তার কথায় নহে।

তাহার পর "স্বদেশী" প্রস্তাব। দেশের লোককে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও (even at some sacrifice) বিদেশীয় পণ্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করিতে বলা হয়। এই "ক্ষতি স্বীকার করিয়াও" কথা কয়টি জাতীয় দলের বিশেষ চেষ্টায় প্রস্তাবে যোগ করা হইয়াছিল।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়া তাহার আয়োজন করিবার প্রস্তাব করেন।

তৃতীয় দিন প্রথমে পরামর্শে অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ায় সে দিন কংগ্রেসের কায শেষ হইল না। পরদিন প্রভাতে অধিবেশন হইল। লালমোহন ঘোষ সভাপতিকে ধন্যবাদ দিতে যাইয়া নবীন দলের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন; "বন্দে মাতরম্" তাহাকে A sitter on the fence বলিলেন।

এই অধিবেশনে কংগ্রেসের জন্য অস্থায়ীভাবে কতকগুলি নিয়ম গৃহীত হয়। কংগ্রেসের কাযের জন্য একটি সেনট্রাল কমিটী গঠিত হয়; তাহার সদস্যসংখ্যা এইরূপ—

প্রদেশ	সংখ্যা
বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও ব্রহ্ম	১২
মাদ্রাজ	৮
বোম্বাই	৮
পঞ্জাব	৬
যুক্তপ্রদেশ	৬
মধ্যপ্রদেশ	৪
বেরার	২

সভাপতি ও জেনেরল সেক্রেটারীরা ইহার সদস্য।

বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতি সম্বন্ধেও ঐরূপ নিয়ম হয়,—

প্রদেশ	সংখ্যা
বাঙ্গালা, বিহার, আসাম ও ব্রহ্ম	২৫
মাদ্রাজ	১৫
বোম্বাই	১৫
যুক্তপ্রদেশ	১০
পঞ্জাব	১০
মধ্য প্রদেশ	৬
বেরার	৪

এতদ্ভিন্ন যেবার যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, সেবার সে প্রদেশ হইতে অতিরিক্ত ১০ জন, সভাপতি, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, পূর্ব্ববর্ত্তী সভাপতিরা ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরা, জেনারল সেক্রেটারীরা ও সেই বৎসরের স্থানীয় সেক্রেটারীরা সদস্য থাকিবেন।

সভাপতি-নির্ব্বাচনের নিয়মও এইবার স্থির করা হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুরাট

কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া গেল। স্থির হইল, পরবৎসর (১৯০৭ খৃষ্টাব্দে) নাগপুরে অধিবেশন হইবে।

মারাঠ্ট্র-নেতারা অধিবেশনের পরও কয় দিন কলিকাতায় থাকিয়া নানা সভায় বক্তৃতা করিলেন। তিলক স্থির করিলেন, যাহাতে মাদ্রাজে নবভাব প্রচারিত হয়, তজ্জন্য তিনি মাদ্রাজে যাইবেন।

এই সময় কাবুলের আমীর ভারত-ভ্রমণে আসিলেন। আমীর ঈদের সময় দিল্লীতে আসিয়া জুম্মা-মস্জেদে নমাজ পড়িবেন বলিয়া দিল্লীর মুসলমানরা তদুপলক্ষে বহু গোহত্যার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া আমীর জানাইলেন, "যদি সে দিন তাঁহারা একটিও গো-কোরবাণী করেন, তবে তিনি দিল্লীতে যাইবেন না। কারণ, গোহত্যায় হিন্দুর মনে ব্যথা লাগে এবং তিনি সম্রাটের অতিথি হইয়া সম্রাটের হিন্দু প্রজার মনে ব্যথা দিতে পারেন না।" আমীরের এই কথায় হিন্দুরা তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় আকৃষ্ট হইলেন। তাহার পর কলিকাতায় আসিয়া আমীর ৫ই ফেব্রুয়ারী যে দিন স্বদেশী মেলা দেখিতে গিয়াছিলেন, সে দিন মেলার প্রধান দ্বারের উপর মিনাবাজারের স্তম্ভ ও হিন্দু-মন্দিরের প্রতিকৃতি দেখিয়া একটি পস্তু শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বলেন,—"পৃথিবীতে কোথাও এমন গলি, এমন রাস্তা, এমন স্থান নাই—যে স্থানে হিন্দু-মুসলমান বন্ধুর মত ও ভ্রাতার মত বাস করিতে পারে না।"

কলিকাতায় ও বাঙ্গালার নানাস্থানে স্বদেশী সভা হইতে লাগিল।

১৬ই জানুয়ারী 'বন্দে মাতরম্' কার্য্যালয়ে এক জন আগন্তুককে গোয়েন্দা-পুলিস বলিয়া সন্দেহ করা হইল এবং অনেকে মনে করিলেন, শীঘ্রই পত্রের বিপদ ঘটিবে। তখন অরবিন্দ আবার অসুস্থ হইয়া দেওঘরে গমন করিয়াছেন।
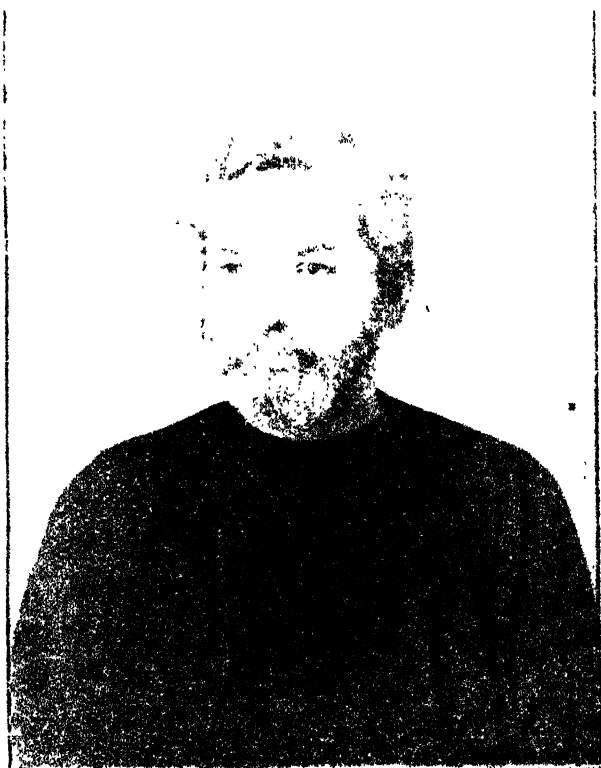
কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ই ফেব্রুয়ারী কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইল। তিনি বহুদিন কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার মত বক্তা

শাশালায় অধিক ছিলেন না। কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনকালে তিনি মঞ্চের উপর ছিলেন এবং তথায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। পর-দিন খৃষ্টান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেহ সমাধিস্থ করা হইল। হিন্দু, মুসলমান, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী সকল সম্প্রদায়ের লোক শবাধারের অনুগমন করিল। সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই দলে ছিলেন।

তখন দেশে স্বদেশী ভাব এত প্রবল যে, 'বেঙ্গলী' এক দিন "রেলওয়ে সিগারেটের" বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া শেষে কৈফিয়ৎ দিলেন,—সম্পাদকের অজ্ঞাতে কার্য্যাধ্যক্ষ সে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহার পূর্ব্বে পঞ্জাবে 'পঞ্জাবী' পত্রের প্রবর্ত্তক যশোবন্ত রায় ও সম্পাদক আথালের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের যে মামলা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যশোবন্তের ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের ও ১ হাজার টাকা জরিমানার এবং আথালের ৬ মাস সশ্রম কারাবাসের ও ২ শত টাকা জরিমানার আদেশ হইল। লাহোরে ছেলেরা রাজপথে যুরোপীয়দিগকে অপমান করিল—লাটপ্রাসাদে পাতর ছুড়িল। মোকর্দ্দমার পূর্ব্বে হাজতে যশোবন্তের ও আথালের প্রতি যে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়া লোক শিহরিয়া উঠিল। দণ্ডাদেশ শুনিয়া তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—"আমরা সেনাদলের অগ্নিবর্ষণের স্থানে—আমরা আহত হইয়া মরিতে পারি; কিন্তু আমাদের স্থান শূন্য থাকিবে না। আমরা পতিত হইলেই অন্য লোক আসিয়া আমাদের স্থান গ্রহণ করিবে।"—"We are on the firing line. We may fall. But our places will not be left vacant. The moment we drop down the reserves at our back will come to take our places"

পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমানে অসদ্ভাব বর্দ্ধিত হইতেছিল।—"ময়মনসিংহ সুহৃৎ-সমিতির" একটি গানে লিখিত হয়—

"গেল রে সোনার বাঙ্গালা রসাতলে পাপের ফেরে।
কি দিয়া কি কৈরা নিল দেখলি না রে হিসাব কৈরে॥
ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব কৈরে, দেশটা দিল ছারেখারে
কত প্রকারে!

* * * * *

দেশের মঙ্গল চাহ যদি ভাই হও রে ভাইয়ের সাথী
সকল কাজে,
দেশী জিনিস ব্যবহার কর, তবে বাঙ্গালা যাবে যে তইরে॥

আবার—

"রাম-রহিম না জুদা কর (ভাই) মনটা খাঁটি রাখ জী;
দেশের কথা ভাব ভাই রে! দেশ আমাদের মাতাজী!
হিন্দু মুসলমান, এক মা'র সন্তান, তফাৎ কেন কর জী।"

প্রথম কুমিল্লায় উত্তেজিত মুসলমানরা—ঢাকার নবাবের পরামর্শে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া হিন্দুদিগকে অপমান ও প্রহার করিল। পরে জামালপুরের ব্যাপারে ইহার পরিণতি হয়।

পূর্ব্ববার বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গের পর সর্ব্বসংকল্পে সভায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয়ের আহ্বানে ২৯শে মার্চ্চ বহরমপুরে সমিতির অধিবেশন হইল। তাহাতে বিহারের দীপনারায়ন সিংহ সভাপতি হইয়া যে অভিভাষণ পাঠ করিলেন, তাহা জাতীয় ভাবে ওতঃপ্রোত। এবার নূতন ও পুরাতন দুই দলে মতভেদ ফুটিয়া উঠিল এবং নূতন দলের চেষ্টায় অনেকগুলি প্রস্তাবে ভিক্ষা-নীতির ছাপ মুছিয়া দিতে

হইল। 'বন্দে মাতরমে' সমিতির বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইল এবং তাহা লইয়া কিছু দিন দুই দলের সংবাদপত্রে আলোচনা চলিল।

২১শে এপ্রিল কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিম-উৎসব হইল। "বন্দে মাতরম সম্প্রদায়" আহিরীটোলা ঘাট হইতে ষ্টীমারে যাত্রা করিয়া নৈহাটীতে গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রদায়ের সভাপতি—পথে বারাকপুরে ষ্টীমার থামাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করা হইল। তাঁহার গৃহে সে দিন কি উৎসব ছিল। তিনি ঘাটে আসিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদিগকে তাঁহার গৃহে যাইতে আহ্বান করিলেন। বহরমপুরে হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁহার যে কথা-কাটাকাটি হইয়াছিল, তাহার পর হেমেন্দ্রপ্রসাদকে তাঁহার গৃহে দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ পরম যত্নে অতিথিদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন।

২৬শে এপ্রিল কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গেল, ময়মনসিংহ জামালপুরে মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়া স্বদেশী পণ্যের দোকান লুঠ করিয়াছে, বাসন্তী প্রতিমা ভাঙ্গিয়াছে—নারায়ণ-শিলা ফেলিয়া দিয়াছে! হিন্দু-মহিলাদিগের প্রতি অত্যাচারের সম্ভাবনা ছিল। তাঁহারা অনেকে দয়াময়ীর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকরা তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। কোন কোন রমণী সমস্ত রাত্রি আকণ্ঠ জলে দাঁড়াইয়া ছিলেন! জনরব রটিল, বগুড়ায় ও রঙ্গপুরে তেমনই ব্যাপার ঘটিবে এবং কলিকাতায়ও পুলিসের উত্তেজনায় মুসলমানরা লুঠতরাজ করিবে। কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য জামালপুরের ব্যাপারের পর গান লিখিলেন—

"আপনার মান রাখিতে জননী! আপনি কৃপাণ ধর গো!
পরিহরি চারু কনকভূষণ, গৈরিক বসন পর গো!
আমরা তোদের কোটি কুসন্তান, ভুলিয়া গিয়াছি আত্ম-অভিমান,
করে, মা, পিশাচে তোদের অপমান, তাও নেহারি নীরবে সহি গো!

তবু কি গো তোরা আমাদের পানে, রহিবি চাহিয়া করুণ-নয়নে,
আপনি ছিঁড়িয়া আপন বন্ধনে, আপনার লাজ হর গো!

এলাইয়া দাও কুটিল কুন্তল, জ্বাল, মা, হৃদয়ে প্রতিহিংসানল,
নয়নের কোণে লুকায়ে গরল, মরণে বরণ করিয়ে লও;
ঐ শুন বাজে বিধাতার ভেরী, বাঁধ কটিতটে সুশাণিত ছুরী;
দানবদলনী সাজ গো জননী! কাঙ্গালিনীবেশ ছাড় গো!

তোদের তপ্ত শোণিত পরশে পিশাচ-পীড়িত ভারতবরষে,
জাগুক আবার যত কুলাঙ্গার আজিও সুখে ঘুমায়ে রয়।
শুনিয়ে তোদের ভৈরব হুঙ্কার, নিখিল চমকি উঠুক আবার,
বিমল পুণ্যে মোদের দৈন্যে কর, মা! ধৌত কর গো।

জামালপুরে স্বেচ্ছাসেবকরা পিস্তল ব্যবহার করিয়াছিল। সেই জন্য ধরপাকড়ের ধুম পড়িয়া যায়। এই ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে যে সব জমীদারের কাছারী খানাতল্লাস হয়, তাহার ফলে অনেক মামলা-মোকর্দ্দমা হয় এবং কর্ম্মচারীদিগের যথেচ্ছাচারের যথেষ্ট পরিচয় প্রকট হয়। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের মোকর্দ্দমার কথা অনেকেই অবগত আছেন।

ইহার পর সরকার কৈফিয়তে বলিয়াছিলেন, হিন্দুরা বিলাতী পণ্য বর্জ্জন করিত এবং লোককে বিলাতী পণ্য কিনিতে দিত না বলিয়াই মুসলমানরা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। কথাটা যে সম্পূর্ণ অমূলক, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যখন বয়কট প্রবল ছিল, তখন হাঙ্গামা হয় নাই। বিশেষ বয়নশিল্পের উন্নতিতে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানরাই অধিক উপকৃত ও লাভবান হইয়াছিল। "মোমিন" তাহাদিগকে বুঝাইয়াছিল বর্ত্তমানে দেশে—

"দেশের তাঁতি আর দেশের জোলা,
পায় না খেতে পেটে দুবেলা,
পেটের খিদায় মাকু ছাইড়া রে তারা ফেরোয়ার হইল।"

জামালপুরের হাঙ্গামার যে প্রথম এজাহার থানায় দেওয়া হয়, তাহাতে বয়কট বা বিলাতী পণ্য ক্রয়ে বাধা-প্রদানের কোন কথা ছিল না। দেওয়ানগঞ্জে বিচারক বিটসন-বেল বলিয়াছেন, বয়কটই হাঙ্গামার কারণ নহে। দেওয়ানগঞ্জে এক জন মুসলমান স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটও বলিয়াছিলেন, "হাঙ্গামা করিবার কোন উত্তেজক কারণ ছিল না; হিন্দুদিগকে লাঞ্ছিত করাই দাঙ্গাকারীদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।" আর একটি মোকর্দ্দমায় তিনিই বলিয়াছিলেন, "অভিযোগকারীর পক্ষে সাক্ষ্যে প্রমাণ হয়, হাঙ্গামার দিন আসামী মুসলমান জনতার কাছে একখানা ইস্তাহার পাঠ করিয়াছিল, এবং বলিয়াছিল, সরকার বাহাদুর ও ঢাকার নবাব হুকুম জারি করিয়াছেন, হিন্দুদিগকে লুঠ করিলে বা তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিলে শাস্তি হইবে না। তাই কালী-প্রতিমা ভঙ্গের পর হিন্দু দোকানদারদিগের দোকান লুঠ হয়।" জামালপুরের মহকুমা হাকিম মিষ্টার বার্ণিভিল একটা দাঙ্গার মামলায় বলেন,—"কতকগুলি মুসলমান ঢোল-সহরতে প্রচার করে, সরকার হিন্দুদিগকে লুঠ করিতে দিয়াছেন।" হাড়গিলচরের মহিলাহরণ মামলায় ইনিই বলেন,—"প্রচার করা হয়, সরকার হিন্দু-বিধবাদিগকে নিকা করিতে হুকুম দিয়াছেন। তাহাতেই হাঙ্গামা হয়।" যে "লাল ইস্তাহারের" কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে বয়কটের বা হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক কর্তৃক বিলাতী পণ্যক্রয়ে বাধাপ্রদানের কোন কথা ছিল না। তাহাতে ছিল—

"মুসলমানগণ, উঠ, জাগ; হিন্দুদের সঙ্গে এক স্কুলে পড়িও না। হিন্দুর দোকান হইতে কোন জিনিষ কিনিও না। হিন্দুদিগের দ্বারা

প্রস্তুত কোন জিনিষ স্পর্শ করিও না। হিন্দুকে কোন চাকরী দিও না।' হিন্দুর অধীনে চাকরী লইয়া হীনতা স্বীকার করিও না। তোমরা অজ্ঞ —কিন্তু তোমরা জ্ঞানার্জ্জন করিলে সব হিন্দুকে এখনই জাহান্নমে (নরকে) পাঠাইতে পার। এ প্রদেশে তোমরাই সংখ্যায় অধিক। কৃষকদিগের মধ্যেও তোমাদেরই সংখ্যা অধিক। কৃষিই অর্থাগমের উপায়। হিন্দুদের আপনাদের টাকা নাই—তাহারা তোমাদের টাকা লইয়াই বড়লোক হইয়াছে। তোমরা যদি জ্ঞানার্জ্জন কর, তবে হিন্দুরা আর খাইতে পাইবে না এবং শীঘ্রই মুসলমান হইবে।"

যে এই ইস্তাহার জারি করিয়াছিল, পূর্ব্ববঙ্গের সরকারের বিচারে তাহাকে কেবল এক বৎসরের জন্য শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য করা হয়। বিচার বটে!

এই সব ইস্তাহারে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, নিম্নোদ্ধৃত ইস্তাহার হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে ;—

"এতদ্দ্বারা সহরস্থ হিন্দু শালাদের জানান যাইতেছে যে, সাত দিনের মধ্যে শালাদের ঘর বাড়ী লুট করিব, হিন্দু কি করিতে পারে। শালারা মুষ্টিমেয় হিন্দু হইয়া সমুদ্রবৎ মোছলেমদের সঙ্গে লড়িতে চাও, শালারা জান না যে, আমাদের এক দিন না হইলে ছিকার উপর হাঁড়ী উঠে। আমরা মৎস্য যোগাইতেছি, আমরা দুগ্ধ যোগাইতেছি, আমরা তরকারী যোগাইতেছি, কোন্ জিনিস আমরা যোগাইতেছি না, কোন্ শালা হিন্দু আমাদের দ্বারা প্রতিপালিত না হইতেছে, আমাদের নিকট জিনিস না খরিদ করিয়া, আমাদের দ্বারা কাজ না করাইয়া কোন শালা হিন্দু চলিতে পারে, শালারা যদি আমাদের নিকট কোন জিনিস খরিদ কর, কি আমাদের দ্বারা কাজ করাও, তাহা হইলে গরুর গোস্ত খাও। ভাই মোছলেমগণ, তোমরা নাপাক হিন্দুদের কোন প্রকার সংস্রব রাখিও না, হিন্দুকে মার, হিন্দুর গৃহ লুট কর, হিন্দুর আওরতকে ধরিয়া নিকা কর,

হিন্দুর ধর্ম্মমন্দির ভগ্ন কর, হিন্দুর দেবদেবী ভগ্ন কর, যে রকমেই পার হিন্দুকে তাড়াও, তাহা না হইলে তোমাদের মঙ্গল নাই ভাই সকল সাত দিনের মধ্যে হিন্দুদের উচ্ছেদ করিয়া ব্যাঙ্ক লুটিয়া টাকা সংগ্রহ কর, গবমেণ্ট কিছুই বলিবে না।

শালাদের বড় ভগ্নীপতি

পাবনাস্থ মোছলেমগণ।"

জামালপুরের হাঙ্গামার প্রতিবাদকল্পে বিডন বাগানে এক সভা হয়। গুজব রটে, সভায় পুলিশ বক্তৃগণকে গ্রেপ্তার করিবে। অবশ্য সেরূপ কিছুই হয় নাই।

এই সময় লালা লজপৎ রায় 'বন্দে মাতরম্' হইতে কাহাকেও 'পঞ্জাবী' সম্পাদনের জন্য পাঠাইতে অনুরোধ করেন এবং 'এম্পায়ার' প্রকাশ করেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ পঞ্জাবে যাইতেছেন। তিনি যাইবার পূর্ব্বেই লালা লজপৎ রায় নির্ব্বাসিত হওয়ায় সে বন্দোবস্ত হয় নাই।

'ষ্টেটস্‌ম্যান' প্রচার করিলেন, সরকার 'বন্দে মাতরম' পত্রের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত করিবেন।

পঞ্জাবে অশান্তি আত্মপ্রকাশ করিল। রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থায় রাওলপিণ্ডিতে প্রথম হাঙ্গামা হইল। উত্তেজিত জনতা ডাকঘর লুঠ করিল, একটা গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া তাহাতে প্রবেশ করিল এবং একটা গাড়ীর দোকানের মাল তসরূপ করিল। পিণ্ডি সামরিক সহর। সৈন্যরা আসিয়া হাঙ্গামা নিবৃত্তি করিল। লালা হংসরাজের সভাপতিত্বে যে সভায় সর্দ্দার অজিৎ সিংহ এক বক্তৃতা করেন, সেই সভার ফলেই হাঙ্গামা হইয়াছিল বলিয়া সরকার মতপ্রকাশ করিলেন। কয় জন জননায়ককে গ্রেপ্তার করা হইল এবং যে সভায় লালা লজপৎ রায়ের বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, সে সভা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সৈন্যরা শ্রোতৃবৃন্দকে গুলী করিবার ভয় দেখাইতে ত্রুটি করিল না।

৯ই মে রাত্রিতে সংবাদ পাওয়া গেল, লালা লজপৎ রায় ও সর্দার অজিৎ সিংহ দুই জনকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে। পরদিন প্রভাতে 'বন্দে মাতরম্' লিখিলেন—

The sympathetic administration of Mr. Morley has for the present attained its records—but for the present only. Lala Lajpat Rai has been deported out of British India. The fact is its own comment. The telegram goes on to say that indignation meetings have been forbidden for four days. Indignation meetings? The hour for speeches and fine writing is past. The bureaucracy has thrown down the gauntlet. We take it up. Men of the Panjab! Race of the Lion! show these men who would stamp you into the dust that for one Lajpat they have taken away a hundred Lajpats will arise in his place. Let them hear a hundred times louder your war-cry *Jai Hindusthan!*"

অর্থাৎ মর্লির সহানুভূতিপূর্ণ শাসন এখনকার মত যতদূর যাইবার গেল—সে কেবল এখনকার মত। লালা লজপৎ রায় বৃটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। টেলিগ্রামে প্রকাশ ৪ দিনের জন্য এই ঘটনায় ক্রোধব্যঞ্জক সভা হইতে পারিবে না। ক্রোধব্যঞ্জক সভা? বক্তৃতার ও ভাল করিয়া লিখিবার কাল অতীত হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের সমরাহ্বান ঘোষিত হইয়াছে। আমরা সেই আহ্বানে অগ্রসর হইব। পঞ্জাববাসী—সিংহের জাতি, এই যে সব লোক তোমাদিগকে ধূলিসাৎ করিতে চাহে, তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও যে, তাহারা যে এক জন লজপৎ রায়কে লইয়া গিয়াছে, তাঁহার স্থানে শত লজপৎ

রায়ের আবির্ভাব হইবে। শতগুণ উচ্চ তোমাদের সমরাহ্বান তাহাদের কর্ণে ধ্বনিত হউক—জয় হিন্দুস্থান।

সে দিন ভারতবাসী—স্বদেশভক্তমাত্রেরই হৃদয়ভাব এত অল্প কথায়—এমন করিয়া আর কেহ প্রকাশ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। নিশীথে এই টেলিগ্রাম পাইয়া এক জন সহকারী সম্পাদক তাহা নিদ্রিত অরবিন্দের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন। সুপ্তোত্থিত অরবিন্দ টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া শয্যায় বসিয়াই এই প্যারাগ্রাফটি লিখিয়া দিয়াছিলেন। অরবিন্দের অনেক রচনায় এমনই হইত। এক এক দিন তিনি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া যে প্যারা লিখিয়া যাইতেন, তাহার কশাঘাত-যাতনায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া কয় দিন ধরিয়া ছট্‌ফট্ করিত। 'ইংলিশম্যানের' নিউম্যান পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিয়া যখন লিখেন—"বরিশাল কটাক্ষ" বড় ভয়ঙ্কর জিনিস এবং পূর্ব্ববঙ্গে যুবকরা "গুম্‌টি" (গুপ্তি বা ছাড়ির ভিতরে তরবার) ব্যবহার করে, তখন অরবিন্দ এমনই কয়টা প্যারা লিখিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গের মত কলিকাতায় পুলিস মুসলমানদিগকে দিয়া লুঠ করাইবে, এমন গুজব রটিতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গের ব্যাপারের পর লোক তাহাতে বিশ্বাসও করিতে লাগিল। গুজবের ভিত্তি কি ছিল, বলিতে পারি না; তবে আমরা জানি, ৯ই মে অপরাহ্ণে পুলিসের এক জন লোক এক জন মুসলমানকে পটলডাঙ্গায় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীর ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ী চিনাইয়া দিয়া গিয়াছিল। তাহাদের কি উদ্দেশ্য ছিল, অবশ্য বলিতে পারি না। কলিকাতায় কোন হাঙ্গামা হয় নাই—মুসলমানরা কাহারও কথায় উচ্ছৃঙ্খল হওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করে নাই।

সরকার চণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন করিলেন। শুনা গেল, 'যুগান্তরের' বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত করা হইবে।

এই সময় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা নূতন বাঙ্গালা দৈনিক 'নবশক্তি' প্রকাশ করিলেন।

এই সময় আর একটি ব্যাপার লইয়া একটু আন্দোলন ও উত্তেজনা হয়। ২৫শে মে শক্তি-উৎসব উপলক্ষে বিপিনচন্দ্র পাল শ্রোতৃবৃন্দকে

মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা।

অমাবস্যা-রাত্রিতে কালীপূজা করিয়া ১ শত ৮টি শ্বেত ছাগ বলি দিতে উপদেশ দেন। ইহাতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রসমূহ শ্বেত ছাগের অর্থ য়ুরোপীয় ধরিয়া বিপিনচন্দ্রের দণ্ডপ্রার্থনা করেন। বক্তৃতাটি 'বন্দে মাতরমে' প্রকাশিত হওয়ায় 'সন্ধ্যা' 'বন্দে মাতরমের' নিন্দা করেন।

ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজে যাইয়া কতকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি "স্বদেশী" "স্বরাজ" "বয়কট" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোক সাগ্রহে তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। রাজমন্দ্রিতে তাঁহার বক্তৃতার পরই—২৪শে এপ্রিল—গভর্ণমেণ্ট কলেজের ছেলেরা ধর্ম্মঘট করে। লজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন-সংবাদ পাইয়া বিপিনচন্দ্র মাদ্রাজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাদ্রাজে ইহার পর স্বদেশী জাহাজ-কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা চিদাম্বরম্ পিলে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ গোপ্তার হয়েন। রৌলট কমিটী বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতাকেই মাদ্রাজে অশান্তির জন্য দায়ী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে কথা যুক্তিসহ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। আর যদি তাহাই হইয়া থাকে—যদি বিপিনচন্দ্রের কয়টি বক্তৃতাতেই মাদ্রাজে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ব হইতে অসন্তোষের ইন্ধন স্তূপীকৃত হইয়া ছিল; নহিলে বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গপাতে দেশব্যাপী অনল জ্বলিয়া উঠিতে পারিত না। বিপিনচন্দ্রকে জীবনে বহুবিধ অপবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে। বিলাতে শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা প্রকাশ করেন, বিপিনচন্দ্র তাঁহার বেতনভূক্ প্রচারক। অথচ শ্যামজী কৃষ্ণবর্ম্মা রাজনীতিক উদ্দেশ্যে হত্যার সমর্থক—বিপিনচন্দ্র তাহার বিরোধী।

লালা লজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন সম্বন্ধে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার জন্য ঐ পত্র বর্জ্জন করিবার প্রস্তাব কেহ কেহ করিলেন। এ দিকে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' গুজব প্রকাশ করিলেন, সরকার শীঘ্রই ৩ খানি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে মামলা উপস্থাপিত করিবেন। নবপ্রকাশিত পত্র 'এম্পায়ার' বলিলেন, মোকর্দ্দমায় ঈপ্সিত ফললাভ হইবে না; কাগজগুলা বন্ধ করিয়া দিলে ভাল হয়। তাহার পর 'ষ্টেটস্‌ম্যান' লিখিলেন, সরকার লর্ড লিটনের আমলের সংবাদপত্র-বিষয়ক আইন

পুনরুজ্জীবিত করিবেন। ৮ই জুন সরকার 'বন্দে মাতরম্' পত্রের সম্পাদককে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য পত্র লিখিলেন—'বন্দে মাতরমের' লেখায় উত্তেজনা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্রেক হইতেছে—যেন তাহা আর না হয়—Warning him for using language which is a direct incentive to violence and lawlessness

খুলনায় জিলা-সমিতির সংস্রবে বেণীভূষণ রায়, ইন্দ্রভূষণ মজুমদার ও তারকানাথ চট্টোপাধ্যায়—৩ জনের নামে মামলা হইল।

এই সময় সোনার বাঙ্গালা নামক একখানা পুস্তিকার সন্ধানের অছিলায় কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কসে যাইয়া পুলিস যুগান্তরের কয়টা "ফর্ম্ম" লইয়া গেল। যুগান্তর সেই ছাপাখানায় ছাপান হইতেছিল। কিন্তু সেই প্রেসে তাহা ছাপানর অনুমতি (Declaration) ছিল না।

জুন মাসের শেষভাগে বাঙ্গালার ছোটলাট সার এন্‌ড্রু ফ্রেজার সিমলায় বড় লাটের সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। বাঙ্গালায় রাজদ্রোহ দমনের ব্যবস্থাই তাঁহার পরামর্শের বিষয়। তাহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গালা শাসনে মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়াই কায করিয়াছিলেন।

ইহার পরই সংবাদপত্র দলনের ধুম পড়িল। ৩রা জুলাই পুলিস 'যুগান্তর' কার্য্যালয়ে যাইয়া খানাতল্লাস করিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত 'যুগান্তরের' সম্পাদক, এই সন্দেহে তাঁহার বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইল। ভূপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমিই 'যুগান্তেরর' সম্পাদক।" বাস্তবিক এই পত্রের সম্পাদকীয় দায়িত্ব কাহারও ছিল কি না, সন্দেহ। কতিপয় যুবক একযোগে এই পত্র পরিচালিত করিত। খানাতল্লাসের অব্যবহিত পূর্ব্বে ভূপেন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। জামালপুরের হাঙ্গামার সময় তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন। তখন বাঙ্গালীর ছেলে বিপদ জানিয়াও বিপদের কেন্দ্রে গিয়াছিল। আর দ্বাদশ বৎসর পরে জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত জনতা মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়াও

সৈনিকদিগকে আক্রমণ করে নাই। উভয়ের ব্যবহারে প্রভেদের কারণ কি? ৫ই জুলাই তাঁহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট আছে জানিয়া ভূপেন্দ্রনাথ 'যুগান্তর' কার্য্যালয়ে আসিয়া ধরা দিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪এ ধারা অনুসারে রাজদ্রোহের মামলা উপস্থাপিত হইল: ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পক্ষ হইয়া জামিনের দরখাস্ত করিলে আদেশ হইল, ৫ হাজার টাকা হিসাবে দুই জন জামিন হইলে তাঁহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হইবে। সে দিন একটু বুঝিবার ভুলে তাঁহাকে খালাস করা হইল না। পরদিন ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য ও চারুচন্দ্র মিত্র জামিন হইয়া তাঁহাকে খালাস করিয়া আনিলেন। ২২শে জুলাই মোকর্দ্দমার দিন পড়িল। মোকদ্দমার সময় ভূপেন্দ্রনাথ মোকদ্দমার কারণ—প্রবন্ধগুলির সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া বলিলেন, তিনি দেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের জন্য সেই সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পরদিন রায় প্রকাশের কথা থাকিলেও ২৪শে জুলাই রায় প্রকাশিত হইল। ভূপেন্দ্রনাথের ১ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। ভূপেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে জেলে গেলেন।

৩০শে জুলাই 'বন্দে মাতরম্' কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস হইল। অপরাহ্নে এক জন লোক বাড়ীতে ঢুকিয়া একটা ঘরে তালা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে যখন "চোর! চোর!" রব উঠিল, তখন—সেই গোলের সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এলিস লোক লইয়া প্রবেশ করিলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী তখন কার্য্যালয়ে ছিলেন। তাঁহাকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ওয়ারেণ্ট দেখিতে চাহিলেন। ওয়ারেণ্ট কেবল খানাতল্লাসের বলিয়া তিনি নাম দিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন,—Stick to the wording of the warrant. পুলিস কতকগুলা খাতাপত্র লইয়া গেল।

১৬ই জুলাই জাপান হইতে ফিরিবার পথে জাহাজে 'হিতবাদী'-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া যায়। ১৮ই

শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

অপরাহ্নে গোলদীঘীতে অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে তাঁহার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের জন্য এক সভা হয়।

৭ই আগষ্ট বয়কটের বার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হইল। পার্শি-বাগান স্কোয়ারে সভায় অম্বিকাচরণ সভাপতি হইলেন।

পুলিস সংবাদপত্র-দলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 'বন্দে মাতরমের' বিরুদ্ধে মামলা রুজু হইবার পূর্ব্বে আবার 'যুগান্তরের' ও 'সন্ধ্যার' উপর আক্রমণ হইল। 'যুগান্তরের' প্রথম মোকর্দ্দমায় ভূপেন্দ্রনাথের জেল হইয়াছিল; কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ছাপাখানা বাজেয়াপ্তের যে আদেশ দিয়াছিলেন, হাইকোর্ট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। 'সন্ধ্যার' ছাপাখানায় তখন 'যুগান্তর' ছাপা হইতেছিল। ৭ই আগষ্ট পুলিস 'সন্ধ্যা' আফিসে খানাতল্লাস করে ও "ফর্ম্মা" লইয়া যায়। তাহার পর তাহারা 'যুগান্তর' কার্য্যালয়ে যাইলে একটা হাঙ্গামা হয়। হাঙ্গামায় ১ জন যুবক ও ২ জন গোয়েন্দা পুলিস কর্ম্মচারী আহত হয়। ১৮ই জুলাই পুলিস 'যুগান্তরের' মুদ্রাকর বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করে। বসন্তকুমার আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁহার ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের ও ১ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হয়।

১৬ই আগষ্ট বেলা ১১ টার সময় এক জন গোয়েন্দা পুলিস-কর্ম্মচারী 'বন্দে মাতরম্' কার্য্যালয়ে আসিয়া জানাইয়া গেল, 'যুগান্তরে' প্রকাশিত কয়টি প্রবন্ধের অনুবাদ 'বন্দে মাতরমে' প্রকাশ করায় ও 'ইণ্ডিয়া ফর দি ইণ্ডিয়ান্স' (?) নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করায় সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের গ্রেপ্তার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর সহিত পরামর্শ করিয়া অরবিন্দ গোয়েন্দা-পুলিসের কার্য্যালয়ে গমন করেন এবং তথা হইতে পদ্মপুকুর থানায় নীত হয়েন। তথায় পুলিসের ইনস্পেক্টর প্রত্যেকের ২ হাজার ৫ শত টাকার জামিনের জন্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের ও 'কুশদীনে'র হেমেন্দ্রমোহন বসুর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়

গিরিশচন্দ্র বসু ও নীরদচন্দ্র মল্লিক জামিন হইয়া অরবিন্দকে খালাস করিয়া আনেন। ১৯শে তারিখে কার্য্যাধ্যক্ষের বিভাগের হেমচন্দ্র বাগচী-কেও গ্রেপ্তার করা হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর সাক্ষীর জবানবন্দীর পর সরকার পক্ষে ব্যারিষ্টার গ্রেগরী তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন। ১৬ই তারিখে অরবিন্দের পক্ষে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তিনি আসামীর পক্ষসমর্থনে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহ কেহ তাঁহার বক্তৃতায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল যে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন, বিপিন বাবু হয় মতবিরুদ্ধ বলিয়া, নহেত সস্তায় খ্যাতিলাভের আশায় সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। 'যুগান্তরের' মোকর্দ্দমায় তিনি ভূপেন্দ্রনাথকে যে ভাবে কায করিতে, যে পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার পর তিনি কেন আত্মপক্ষসমর্থন করিলেন, কেহ কেহ অরবিন্দকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অরবিন্দ তাঁহার কার্য্যের দ্বারা ও 'বন্দে মাতরমে' প্রবন্ধে তাঁহার কৃত কার্য্যের কারণ বুঝাইয়া দিলেন। কার্য্যাধ্যক্ষ হেমচন্দ্রের পক্ষে ব্যারিষ্টার কুমুদনাথ চৌধুরী ও মুদ্রাকরের পক্ষে ব্যারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় বক্তৃতা করিলেন। ২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবারে রায় প্রকাশিত হইল—অরবিন্দ ও হেমচন্দ্র খালাস পাইলেন, মুদ্রাকর অপূর্ব্বের ৩ মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল। রায়ে ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন 'বন্দে মাতরম্' সর্ব্বদাই রাজদ্রোহের উত্তেজক নহে—"Not habitually seditions" 'বন্দে মাতরমের' এই মামলায় বিপিনচন্দ্র পালকে সরকারপক্ষ হইতে সাক্ষী মানা হইয়াছিল। তিনি সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া কেবলই statement করিতে চাহেন; ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে তজ্জন্য মামলা সোপর্দ্দ করেন, বিচারে বিপিনচন্দ্রের ৬ মাস বিনাশ্রমে কারাদণ্ডাদেশ হয়। ইহার অধিক শাস্তি দিবার ব্যবস্থা আইনে ছিল না।

বিপিনচন্দ্রের মোকর্দ্দমার সময় কতকগুলি ছাত্রের দণ্ড হয়; অভি-যোগ—তাহারা হাঙ্গামা বাধাইয়াছিল। পরে আরও কয় জন ছাত্রের দণ্ড হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর বিপিনচন্দ্রের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য গ্রীয়ার পার্কে এক সভা হয়। সুরেন্দ্রনাথ বিলম্বে সভায় আসিয়া অল্পক্ষণের জন্য সভাপতির কায করিয়া কৃষ্ণকুমার মিত্রকে আসন দিয়া সভা ত্যাগ করেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বলেন, তিনি যাঁহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশের সভায় সভাপতি, তাঁহার সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই!

সুরেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় অনেকে বিরক্ত হয়েন। বক্তৃতাটি শোভন হয় নাই। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অন্য স্থানেও এইরূপে হাস্যাস্পদ হইয়াছিলেন। কম্বুলিয়াটোলায় বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীটে ঘোষদিগের ভবনে এক সভায় তাঁহার মস্তকে মুকুট দেওয়া হইয়াছিল। 'বেঙ্গলীর' একজন হরকরা সুরেন্দ্রনাথের মস্তকে ছত্রধারণ করিয়াছিল। সন্ধ্যায় ইহার ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। সুরেন্দ্রনাথের এই crowning folly লইয়া কিছুদিন হাস্যবিদ্রূপের বন্যা বহিয়াছিল।

গ্রীয়ার পার্কের সভা সারিয়া গৃহে ফিরিয়া ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়েন। তিনি এই সময় পূজার বাজারে লোককে বিলাতী পণ্য-ক্রয়ে বিরত করিবার জন্য বাধাদানের ব্যবস্থা (picketing) করিতেছিলেন। 'যুগান্তরের' দ্বিতীয় মামলার সময় স্বদেশী "অপরাধে" মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রভৃতি ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং 'সন্ধ্যার' কার্য্যাধ্যক্ষ ও সম্পাদক উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া মামলা-সোপর্দ্দ করা হয়।

২৩শে সেপ্টেম্বর 'সন্ধ্যার' মামলার শুনানী আরম্ভ হইল। উপাধ্যায় আত্মপক্ষসমর্থনে কোন জবাব দিতে অস্বীকার করিয়া বলেন, তিনি এ মামলায় কোন অংশ লইবেন না; কেন না তিনি বিধিনির্দ্দিষ্ট স্বরাজের কার্য্যে তাঁহার সামান্য অংশের জন্য বিদেশী সরকারের নিকট

কোন প্রকারে দায়ী নহেন। "Not responsible to an alien Government for his humble share in the God-ordained mission of Swaraj" স্থানান্তরে বলিয়াছি, এই মামলার মধ্যেই হাঁসপাতালে উপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। অক্টোবর মাসের শেষভাগে 'সন্ধ্যার' বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মামলা রুজু হয়, এবং উপাধ্যায় হাঁসপাতালে থাকায় কার্য্যাধ্যক্ষ সারদাচরণ সেনকে ও মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করা হয়। হাজতে সারদাকে না কি ২৪ ঘণ্টা অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল। এই কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। ২৭শে অক্টোবর হাঁসপাতালে উপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে উপাধ্যায়ের বন্ধুরা পরামর্শ করিয়া মামলায় সারদার ও মুদ্রাকরের পক্ষসমর্থনের, 'সন্ধ্যা' চালাইবার ও উপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত সারস্বত আয়তন পরিচালনের বন্দোবস্ত করেন। 'সন্ধ্যা' কিছু দিন অযোগ্যতা সহকারে চালিত হইয়া উঠিয়া যায়। উপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ৩০শে অক্টোবর কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট এসোসিয়েশনের আহ্বানে ভারত সভাগৃহে সভা হয়। কিন্তু তাঁহার স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা হয় নাই।

এই সময় পুলিসের লোক বাড়াইবার ব্যবস্থা করা হয় এবং কলিকাতায় কনেষ্টবলদিগকে লাঠি দেওয়া হয়। পুলিস নাকি কলিকাতা হইতে এই মত প্রকাশ করে যে, সভা বন্ধ করিতে না পারিলে পূজার বাজারে বিলাতী-বর্জ্জনের নিবারণ সম্ভব হইবে না। ২রা অক্টোবর কলিকাতায় পুলিসের সহিত সহরবাসীর প্রথম প্রবল সঙ্ঘর্ষ হয়। যাঁহারা পুলিস কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান-প্রকাশার্থ বিডন বাগানে সভা হইতেছিল। প্রায় ২ শত কনেষ্টবল লইয়া এক জন পুলিস ইনস্পেক্টর আসিয়া সভা ভঙ্গ করিতে বলে। তখন বাগানের দ্বারগুলি বন্ধ হইয়াছে। তখন দুই পক্ষে মারামারি আরম্ভ হয়। সে দিনের সঙ্ঘর্ষে পুলিসের জয় হয় নাই। রাস্তার আলো নিবাইয়া

দেওয়া হইয়াছিল। বারাঙ্গনারাও লোককে আশ্রয় দিয়াছিল এবং পুলিসের উপর বোতল, ইষ্টক এমন কি উনান পর্য্যন্ত ছুড়িয়াছিল। অনেক দোকান লুঠ হয় এবং বহু লোক আহত ও কয় জন নিহত হয়। পরদিন এই ব্যাপারের পুনরভিনয় হয় এবং সমস্ত রাত্রি লুঠ ও মারামারি চলে। পূর্ব্ববৎসর পূজার পূর্ব্বে যেমন ছেলেধরার হাঙ্গামা হইয়াছিল, এবার তেমনই এই ব্যাপার ঘটিল। ইহার পরদিনও সহরে স্থানে স্থানে অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে এবং রাত্রিকালে কয় জন দেশীয় ও য়ুরোপীয় কনেষ্টবল আহত হয়। এক জন য়ুরোপীয় কনষ্টেবল ওয়াল্টার্শের হাত মণিবন্ধ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। লোক পুলিসকেই দোষ দিয়াছিল।

এই সময় বিলাতের শ্রমজীবীদলের প্রতিনিধি পার্লামেণ্টের সদস্য কিয়ার হার্ডি ভারতভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় উপনীত হয়েন। তাঁহার সহিত পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া যোগেশচন্দ্র চৌধুরী সিরাজগঞ্জের হাকিম এনসলি কর্ত্তৃক অপমানিত হয়েন। ৫ই অক্টোবর হার্ডি 'বন্দে মাতরম্' কার্য্যালয়ে আসিয়া সম্পাদকদিগের সাক্ষাৎ না পাওয়ায় অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর প্রভৃতি স্পেন্সেস হোটেলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে তাঁহারা "ধুতিপরা" বলিয়া অধ্যক্ষ তাঁহাদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে ইতস্ততঃ করেন বলিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আইসেন। তাঁহাদের পত্রে এই কথা জানিতে পারিয়া হার্ডি সুবোধচন্দ্র মল্লিকের গৃহে আসিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই সময় কলিকাতায় একটি ডিষ্ট্রীক্ট এসোসিয়েশন গঠিত হয় এবং রাখী-দিনের কিরূপ ব্যবস্থা করা হইবে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য ১১ই অক্টোবর ভারত-সভাগৃহে এক পরামর্শ-সভা হয়। স্থির হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের পদ্ধতি অনুসৃত হইবে। কিন্তু বিডন বাগানে সভা হইতে পারিবে না, তাহা নিষিদ্ধ ; সুতরাং সভার স্থান পরে প্রকাশিত হইবে। এ বৎসর সভাসমিতি, বক্তৃতা, লিখার দ্বারা যাহা হয় নাই, দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহা হইয়াছিল। লোক বিলাতী

পণ্য এমন ভাবে বর্জ্জন করে যে, পূজার সময় "লাকি ডেতে" বিলাতী কাপড়ের সওদা হয় নাই। 'এম্পায়ার' ইহার অর্থ করেন—লোক আর কুসংস্কারাপন্ন নাই যে, বৎসরের মধ্যে একটা দিনই ব্যবসার জন্য শুভ মনে করিবে।

১৬ই অক্টোবর 'ষ্টেটসম্যানে' প্রকাশিত হয় যে,সভায় রাজদ্রোহজনক কোন বক্তৃতা হইবে না এবং লোক লাঠি লইয়া যাইবে না, এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভার জন্য গ্রীয়ার পার্ক ব্যবহারের অনুমতি লইয়াছেন। কথাটা সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, ইহাতে লোক ভূপেন্দ্র বাবুর নিন্দা করিল। তিনি কখনই নিন্দার প্রতিবাদ করিতেন না, এবারও করেন নাই।

৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) প্রাতে গঙ্গাস্নানের পর সেণ্ট্রাল কলেজের প্রাঙ্গণে রাখী-বন্ধন হয়। অপরাহ্নে কল্পিত মিলন-মন্দিরের মাঠে প্রায় ৩০ হাজার লোক সমবেত হয়, তাহাদের মধ্যে বোধ হয় ২০ হাজার লোক লাঠি লইয়া গিয়াছিল। মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন তাঁহার বঙ্গবঙ্গ-বিরোধী দল লইয়া মাঠে উপস্থিত হয়েন। সভায় মতিলাল ঘোষ সভাপতিত্ব করেন। জাতীয় দলের লোকরা শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তীকে বক্তৃতা করিতে বলিলে, মডারেটরা তাহাতে আপত্তি করেন। কিন্তু শ্রোতৃগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহারা শেষে বলেন, "শ্যামসুন্দর বাবু বক্তৃতা করিতে উঠিবেন কিন্তু বক্তৃতা করিবেন না"—will be allowed to speak provided he does not make a speech লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয্যহেতু তিনি দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। কলিকাতার বাগানগুলিতে সভা বন্ধ করার আদেশের প্রতিবাদ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা মডারেটদিগের অভিপ্রেত ছিল। লোক সে প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে বাগান বন্ধ প্রভৃতির জন্য আন্দোলনে ক্ষুণ্ণোৎসাহ হওয়া হইবে না বলিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রাখী-স্নানের দিন টাকীর জমীদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় কালকাতার মিউনিসিপ্যাল বাজারেও মাছ সরবরাহ বন্ধ হইয়াছিল। তিনি চিংড়িঘাটার ঘাটের মালিক জমীদার—প্রধানতঃ তথা হইতে মাছ সরবরাহ হয়। এই কাযের জন্য যতীন্দ্র বাবুকে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তখন অনেকের ক্ষতিতে ও লাঞ্ছনাস্বীকারে জাতীয়ভাবের শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ একটি গানে এই ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন—

"মা গো! যায় যেন জীবন চ'লে;
শুধু জগৎমাঝে তোমার কাজে
'বন্দে মাতরম্' ব'লে।
(আমার) যায় যেন জীবন চ'লে।
(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন
শমনের সেই শেষ কোলে—
তখন সবই আমার হবে আঁধার
স্থান দিও, মা, ঐ কোলে,
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে।

(আমার) মান অপমান সবই সমান,
দলুক না চরণতলে।
যদি, সইতে পারি, মায়ের পীড়ন
মানুষ হ'ব কোন্ কালে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে।

লাল টুপি কি লাল কোর্ত্তা,
জুজুর ভয় কি আর চলে?

(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাশব বলে দিক্ জেলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে।

আমায়—বেত মেরে কি 'মা' ভুলাবে?
আমি কি মা'র সেই ছেলে!
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি;
কে পলাবে মা ফেলে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে॥

আমি ধন্য হ'ব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।

*　　*　　*　　*　　*

যে মা'র কোলে নাচি, শস্যে বাঁচি
তৃষ্ণা জুড়াই যার জলে;
বল লাঞ্ছনার ভয় কা'র কোথা রয়,
সে মায়ের নাম স্মরিলে?
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে।

বিশ্বরূপ কয়, বিনা কষ্টে
সুখ হবে না ভূতলে।
সে ত, অধম ভয়ে সইতে রাজি,
উদ্দেশে চাও মুখ তুলে।
(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে।"

ভারত সরকার ব্যবস্থাপক সভায় রাসবিহারী ঘোষের ও গোখলের প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া ১লা নভেম্বর রাজদ্রোহজনক সভা-নিবারক আইন বিধিবদ্ধ করিলেন।

২রা অক্টোবর মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের মামলার শুনানী হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ—তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা করিয়া গিয়াছিলেন।

এই সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। সহসা সংবাদ পাওয়া গেল, লালা লজপৎ রায় ও সর্দ্দার অজিৎ সিংহ মুক্তি পাইয়াছেন। এই মুক্তিদানের কারণ কি, স্থির জানা যায় না। ভারত-সচিব লর্ড মর্লির স্মৃতিকথায় দেখা যায়, তিনি বিনা বিচারে নির্ব্বাসনের বিরোধী ছিলেন। যে আইনে এরূপ ব্যবস্থা হয়, তিনি সে আইনকে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে মরিচা-পড়া তরবার বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি লর্ড মিণ্টোর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছিলেন। বিলাতের পার্লামেণ্টে এ বিষয় লইয়া অনেক প্রশ্ন হয়। মর্লি তখন ভারত সরকারের কার্য্যের সমর্থন করিয়া উত্তর দেন। তাঁহার উত্তর সম্বন্ধে রাসবিহারী ঘোষ তাঁহার সুরাটে অপঠিত অভিভাষণে লিখিয়াছিলেন—তাহা "the most outragious and indefensible answer ever given since Simon de Montford invented Parliament."

তখন কংগ্রেসের অধিবেশনের আয়োজন হইতেছে। স্থানীয় দলাদলির ছুতা ধরিয়া সার ফিরোজশা মেটা নাগপুর হইতে অধিবেশনস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া সুরাটে লইলেন। শুনিয়াছিলাম, নাগপুরে যাহাতে অধিবেশন না হয়, সার গঙ্গাধর চিটনাবিশ সে পক্ষে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু খপার্দে আমাদিগকে বলিয়াছেন, সে কথা ভিত্তিহীন। মেটার অভিপ্রায় ছিল, সুরাটে মডারেট-প্রাধান্যে তিনি জাতীয় দলকে চূর্ণ করিয়া দিবেন। তখন প্রশ্ন—কংগ্রেসে কি মেটার যথেচ্ছাচারই সহ্য করিতে হইবে? জাতীয় দলের কেহ কেহ কংগ্রেস-বর্জ্জনের প্রস্তাব করিলেন। তিলক তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাহা হইলে রাজনীতিক ব্যাপারে আত্মহত্যা করা হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের নেতারা কংগ্রেস বর্জ্জন

করিতে চাহিলেন। তাই ৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় জাতীয় দলের নেতাদের এক সভা হইল। অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃতান্তকুমার বসু, কামিনীকুমার চন্দ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুব্রতনাথ রায়, সুরেন্দ্রনাথ হালদার, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় তিলকের মতই গৃহীত হইল। স্থির হইল, পূর্ব্ববঙ্গবাসীদিগকে কংগ্রেসে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র প্রচারিত হইবে। পত্রে অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, কৃতান্তকুমার বসু, কামিনীকুমার চন্দ ও সুন্দরীমোহন দাস এই কয় জনের স্বাক্ষর থাকিবে। ইহার পর ১১ই তারিখে আর এক পরামর্শ সভাতেও ইহাই স্থির হয়।

ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মেদিনীপুরে জিলা-সমিতির অধিবেশন হয়। মডারেটদলে সুরেন্দ্রনাথ, জাতীয় দলে অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর প্রভৃতি তথায় গমন করেন। মেদিনীপুরের কতিপয় স্বদেশী সেবকের উপর শমন জারি হয় এবং সভায় পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভয় দেখাইয়া কোন কোন মডারেট জাতীয় দলকে শঙ্কিত করিতে চেষ্টা করেন। ফলে জাতীয় দলের প্রতিনিধিরা সভা ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র সভা করেন। 'বেঙ্গলী' এই ব্যাপারে জাতীয় দলকে গালি দিতে ত্রুটি করিলেন না।

অরবিন্দ ও শ্যামসুন্দর কলিকাতায় ফিরিবার পর ১৪ই ডিসেম্বর শনিবারে গোলদীঘীতে এক সভা আহূত হইল। উদ্দেশ্য—ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেসের সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়া সে পদ লাজপৎ রায়কে দিতে অনুরোধ করা। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সভার আহ্বানকারীদিগের অন্যতম ছিলেন। অরবিন্দ সভাপতি হইবেন, প্রকাশ করা হয়। তিনি পূর্ব্বে তাহা জানিতেন না; জানিতে পারিয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাইয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা'-কার্য্যালয়ে বসিয়া রহিলেন।

সভাপতি হইতে বা সভায় যাইতে তাঁহার আপত্তির কারণ—তিনি পরদিন বিডন বাগানে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন,—“আমি সাধারণের সভাদিতে কোন বক্তৃতা করি না। তাহার বিশেষ কারণ আছে। আমি যখন বিলাতে যাই, তখন আমি শিশু, মাতৃভাষাও শিখি নাই, সে ভাষায় আমি বক্তৃতা করিতে পারি না। যে ভাষা আমার ও আমার দেশবাসীর মাতৃভাষা নহে, সে ভাষায় দেশবাসীর কাছে বক্তৃতা করার অপেক্ষা বক্তৃতা না করাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি।” শুনা গেল, পাঁচকড়ি বাবু সভার অগ্রমে আহ্বানকারী হইলেও যে উদ্দেশ্যে সভা আহূত, তাহার প্রতিবাদ করিবেন। তিনি তখন দিনে জাতীয় দলের ‘সন্ধ্যা’ সম্পাদন করেন, রাত্রিতে মডারেটদলের ‘বেঙ্গলীতে’ কায করেন। শুনা গেল, ‘বেঙ্গলীর’ কর্ত্তার আদেশে তিনি সে কায করিবেন। আর একবার সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে ‘বেঙ্গলী’পত্রে ‘সন্ধ্যা’-কার্য্যালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজার সংবাদ প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। সহকারী সম্পাদক কালীনাথ সেন তাঁহার জন্য নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—Please do not make any mention of the Saraswati pujah celebration at the ‘Sandhya’ office in the ‘Bengalee’ শ্যামসুন্দর সভায় রাসবিহারী বাবুকে সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ মজুমদারকে প্রদানের জন্য অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রস্তাবের সমর্থন করিলে পাঁচকড়ি বাবু উঠিয়া বলিলেন—“রাসবিহারী বাবু যখন সভাপতি হইবার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে আর পদত্যাগ করিতে বলা সঙ্গত নহে।” তাঁহার এই বিস্ময়কর ব্যবহারে লোক হাসিতে লাগিল। শ্যামসুন্দর ও হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার প্রস্তাবের উত্তর দিবার পর দেখা গেল, উপস্থিত প্রায় ৪ হাজার লোকের মধ্যে ১০ জন পাঁচকড়ি বাবুর প্রস্তাবের সমর্থন

করিলেন। লোকের অনুরোধে অরবিন্দ ইংরাজীতে বক্তৃতা করিলেন। তখনও তাঁহার বক্তৃতা করিবার অভ্যাস হয় নাই—তাই বাধ বাধ বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন বিডন বাগানে সভা হইল। শ্যামসুন্দর, মনোরঞ্জন ও অরবিন্দ বক্তৃতা করিলেন। শ্যামসুন্দর বলিলেন,—"আমাদের এ ফকিরের দেশ; তাই ফকির অরবিন্দই আমাদের উপযুক্ত নেতা।" জাতীয় দলের প্রতিনিধিদিগের সুরাট যাতায়াতে ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ সাহায্য প্রার্থনা করা হইল, এবং সভাস্থলেই কিছু অর্থ সংগৃহীত হইল। মোট প্রায় ৩ শত ৫০ টাকা সংগৃহীত হয়।

কংগ্রেসের পূর্ব্বে সুরাটে ২৪শে ডিসেম্বর জাতীয় দলের এক পরামর্শ সভা হইবে বলিয়া অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর এবং আর দশ বার জন ২১শে তারিখে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন।

২৪শে তারিখে কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গেল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময় গোয়ালন্দ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে কাহারা ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে গুলী করিয়াছে। অবশ্য তখন এই ব্যাপার রাজনীতিক বলিয়াই প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত কোন্ নীতির সম্বন্ধ ছিল, তাহা নির্ণীত হয় নাই।

২৬শে তারিখে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার কথা ছিল। সে অধিবেশনের বিবরণ বাল গঙ্গাধর তিলক অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি যেরূপ দিয়াছেন, তাহা পরে দিতেছি। তৎপূর্ব্বে কেবল কয়টি কথা বলিব।

২৬শে সমস্ত দিন কলিকাতায় কংগ্রেসের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। অপরাহ্নে 'বেঙ্গলী' এক অতিরিক্ত পত্র প্রকাশ করিলেন—তাহাতে সভাপতি রাসবিহারী বাবুর অভিভাষণ প্রকাশিত হইল; টেলিগ্রামরূপে সভার বিবরণ প্রকাশিত হইল এবং তাহাতে রাসবিহারী বাবু যেমন ভাবে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা লিখিত হইল।

রাসবিহারী ঘোষ।

'বেঙ্গলীর' এরূপ অনৃতবাদ নূতন নহে। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর বহুপূর্ব্বে 'বেঙ্গলী' তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করিয়া শেষে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু-সংবাদ সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। তাহার পরও তেমন মিথ্যা সংবাদ 'বেঙ্গলীতে' অনেক প্রচারিত হইয়াছে।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সখারাম গণেশ দেউস্কর 'বন্দে মাতরম্' কার্য্যালয়ে সংবাদ আনিলেন—কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ও কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক নিক্ষিপ্ত একখানি চটি-জুতা সার ফিরোজশা মেটার গণ্ড চুম্বন করিয়াছে। রাত্রি ১টার পর 'বন্দে মাতরম্' কার্য্যালয়ে টেলিগ্রাম আসিল।

'বেঙ্গলীতে' রাসবিহারী বাবুর অভিভাষণ প্রকাশিত হইবার পরই তাহা সুরাটে টেলিগ্রাফ হয়। সে অভিভাষণে তিনি জাতীয় দলের নিন্দা করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন, সুরাটে সেই সংবাদ প্রকাশেও বোধ হয়, জাতীয় দল বিভক্ত হইয়াছিলেন; নহিলে লালা লজপৎ রায় সভাপতি হইতে অস্বীকার করিলেও তাঁহারা ডাক্তার রাসবিহারীর সভাপতিত্বে আপত্তি করিতেন না। অভিভাষণে জাতীয় দলের ও জাতীয় দলের আদর্শের সম্বন্ধে কতকগুলি অপ্রিয় কথা থাকায় তাঁহারা সে অভিভাষণ-পাঠ নিবারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর পুলিস তৃতীয়বার 'যুগান্তর' কার্য্যালয়, যে ছাপাখানায় 'যুগান্তর' ছাপা হইতেছিল সেই ছাপাখানা ও মুদ্রাকরের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে।

সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন সম্বন্ধে জাতীয়দলের বিবরণ।

গত বৎসর দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে মডারেট ও জাতীয় দল উভয়

দলের প্রতিনিধিগণ একত্র হইয়া স্বায়ত্ত-শাসন-সম্পন্ন উপনিবেশসমূহের মত স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভের জন্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সেই সঙ্গে স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কয়টি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল। সার, পি, এম, মেটাপ্রমুখ বোম্বাইয়ের মডারেটরা সে সময়ে কোন প্রকার অপত্তি করেন নাই বটে, কিন্তু এই সকল প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিবার সময় তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে সকল আদর্শ ও প্রথা অনুসরণ করিয়া ভারতের রাজনীতিক উন্নতি করিতে চাহেন, তাহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। গত এপ্রেল মাসে সুরাট নগরে বোম্বাই প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনকালে সার পি, এম, মেটা স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাববলে বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হইতে দেন নাই। যখন কংগ্রেসের স্থান নাগপুর হইতে সুরাটে পরিবর্ত্তন করা হইল, তখন বোম্বাইয়ের মডারেট নেতৃগণ তাঁহাদের অভিলষিত সুবিধা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইলেন। প্রধানতঃ সার ফিরোজশার অনুচরবর্গকে লইয়া অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হইল এবং মাক্তবর গোখলে মহাশয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করাইবার জন্য কৌশল করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে ইহার কিছু পূর্ব্বেই লালা লজপৎ রায় কারামুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে মডারেটগণ বলিলেন যে, এরূপ স্থলে সরকারের অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করা উচিত নহে; কারণ তাহা হইলে অচিরে সরকার এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবেন।

এই ব্যবহারে দেশের জনসাধারণ অপমান বোধ করিয়াছিলেন এবং লালা লজপৎ রায়ের নির্ব্বাচন স্থির করিয়া ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে পরত্যাগ করিবার অনুরোধ-সূচক বহুসংখ্যক টেলিগ্রাম তাঁহার নিকট আসিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ডাক্তার ঘোষ সাধারণের এই সকল

অনুরোধে কর্ণপাত করেন নাই। ওদিকে লালা লজপৎও সভাপতি হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। দেশের জনসাধারণ কিন্তু মনে করিলেন, লালাজীকে সভাপতি না করা বড়ই অন্যায় হইল; কারণ সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইলে সরকার কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ব্যক্তি লালাজীর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করাই বাঞ্ছনীয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির যে অধিবেশনে সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন, সেই সভায় স্থির হয় যে, কংগ্রেসে কি কি প্রস্তাব গ্রহণ প্রয়োজন, তাহা মাননবর গোখলে পূর্ব্ব হইতে স্থির করিয়া রাখিবেন। কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রথম দিন অর্থাৎ ২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ আড়াইটার পূর্ব্বে গোখলে কিম্বা অভ্যর্থনা-সমিতির কেহই প্রস্তাবের তালিকা প্রকাশ করেন নাই। সুরাট কংগ্রেসে কি কি বিষয় লইয়া আলোচনা হইবে, শুধু সেই বিষয়সমূহের নামের তালিকা কংগ্রেসের অধিবেশনের ৮।১০ দিন পূর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই তালিকায় স্বরাজ, বয়কট বা জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাবের নাম ছিল না। কিন্তু পূর্ব্ববৎসর কলিকাতা কংগ্রেসে এই সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। কাযে কাযেই লোক মনে করিলেন যে, কলিকাতা কংগ্রেস যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, বোম্বাইয়ের মডারেটরা সুরাট কংগ্রেসকে ততদূর অগ্রসর হইতে দিবেন না। এই সকল প্রস্তাবের অভাবের কথা সংবাদপত্রসমূহে আলোচিত হইল এবং ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে তিলক সুরাটে উপস্থিত হইয়াই সন্ধ্যাকালে এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় তিনি এই সকল প্রস্তাব-গ্রহণ বিষয়ে জাতীয় দলকে সাহায্য করিবার জন্য সুরাটবাসিগণকে অনুরোধ করিলেন। তিনি পূর্ব্ববারের মত প্রস্তাবই রাখিতে চাহিলেন। পরদিন অরবিন্দ ঘোষের সভাপতিত্বে জাতীয় দলের ৫ শত প্রতিনিধি লইয়া সুরাটে এক সভা হয় এবং তাহাতে স্থির হয় যে,

জাতীয় দলের লোকেরা কংগ্রেসের পশ্চাদগমন নিবারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিবেন। কংগ্রেসের সম্পাদকগণকে এই মর্ম্মে পত্র লিখা হইল যে, সভাপতি-নির্ব্বাচন বা অন্য কোন মতদ্বৈধজনক ব্যাপার উপস্থিত হইলে ভোটগণনার জন্য প্রতিনিধিদিগকে বিভক্ত করিতে হইবে।

এই অবসরে অবৈতনিক সম্পাদক গন্ধী এই মর্ম্মে এক পত্র প্রকাশ করিলেন যে, সুরাটের অভ্যর্থনা-সমিতি কর্ত্তৃক রচিত প্রস্তাব-তালিকায় কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত কোন প্রস্তাবই বাদ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ সত্ত্বেও রচিত প্রস্তাবগুলি সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হইল না। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তিলক গোখলের রচিত কংগ্রেসের প্রস্তাবিত নিয়মাবলীর একটি খসড়া প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এই ভাবে লিখিত হইয়াছিল—"ইংরাজ-শাসিত অন্যান্য দেশের শাসন-পদ্ধতির ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করাই ভারতীয় কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য।" সেই দিন প্রাতে ৯টার সময় কংগ্রেস মণ্ডপে প্রতিনিধিগণের এক সভা আহ্বান করিয়া তিলক বলিলেন, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, বোম্বাইয়ের মডারেট নেতৃগণ কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবসমূহ বর্জ্জন করিয়া পুনরায় পশ্চাদ্পদ হইতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহারা স্বায়ত্ত-শাসন-সম্পন্ন উপনিবেশসমূহের ন্যায় স্বায়ত্ত-শাসনলাভের আদর্শ গ্রহণে বাধা প্রদান করিবেন এবং কংগ্রেসের নূতন উদ্দেশ্যে সম্মতিজ্ঞাপন ব্যতীত কেহ কংগ্রেসে যোগ দিতে পারিবেন না, এই নিয়ম করিয়া জাতীয় দলকে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যদি কংগ্রেসকে পিছাইয়া লইবার কোন প্রকার চেষ্টা না করা হয়, তাহা হইলে তিনি সভাপতি-নির্ব্বাচনে বাধা প্রদান করিবেন না। স্থির হয়, গত বৎসর গৃহীত স্বরাজ,

স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাবগুলি সুরাট কংগ্রেসে পুনঃগ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া প্রতিনিধিগণ ডাক্তার রাসবিহারীকে এক পত্র লিখিলেন। এই প্রস্তাবে অনেকেই স্বীকৃত হইলেন। মাদ্রাজের মিষ্টার জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার, সাতারার মিষ্টার করণ্ডিকর প্রভৃতি উপস্থিত অনেক ভদ্রলোকই তিলকের এই সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাবের প্রশংসা করিয়াছিলেন।

লালা লজপৎ রায় সেই দিন প্রাতঃকালে সুরাটে উপস্থিত হইয়াই অপরাহ্নে তিলক ও খপর্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উভয় দলের সম্ভ্রান্ত নেতৃগণকে লইয়া একটি কমিটীতে বিবাদ মিটাইবার প্রস্তাব করিলেন। তিলক ও খপর্দে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি গোখলের নিকট গমন করিলেন। ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে জাতীয় দলের যে সভা হইল, তাহাতে তিলক ও খপর্দে উপস্থিত ছিলেন। বিপক্ষদলের নেতৃগণের সহিত আলোচনা করিবার জন্য প্রত্যেক প্রদেশের এক জন করিয়া জাতীয় দলভুক্ত প্রতিনিধি লইয়া এক কমিটী গঠিত হইল। তাহাতে স্থির হয় যে, যদি কংগ্রেসের পূর্ব্ববৎসরের প্রস্তাবগুলি গ্রহণের উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে সভাপতি-নির্ব্বাচন কার্য্য হইতেই তাঁহারা প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিবেন। বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে বা প্রকাশ্য কংগ্রেসে শুধু অধিক সংখ্যক ভোট লইয়াই কংগ্রেসের কোন নিয়ম পরিবর্ত্তন করা সমীচীন নহে। এই অধিক ভোটের সংখ্যা কংগ্রেসের অধিবেশনস্থান বা কালের উপর নির্ভর করে। কাহারও বিনা আপত্তিতে যদি সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া যায়েন, তবে পরে অন্য কোন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা দুঃসাধ্য হইবে। লালা লজপৎ রায় বিবাদ মিটাইবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছিলেন, পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তিলক, খপর্দে বা অন্য কোন প্রতিনিধিও প্রস্তাবসমূহের তালিকা পাইলেন না। ইহাতে

কংগ্রেসে পূর্ব্বগৃহীত প্রস্তাব হইতে পশ্চাদ্গমন হইবে কি না, তাহার কোন সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইল। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তিলক, খপর্দ্দে, অরবিন্দ ঘোষ ও অন্যান্য অনেকে সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বরাত্রিতে কলিকাতার 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় সুরাটে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনিও এই দলে যোগদান করেন। তিলক সুরেন্দ্র বাবুকে জানাইলেন যে, যদি তাঁহারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলিসম্বন্ধে সঠিক সংবাদ পায়েন, তাহা হইলে সভাপতি-নির্ব্বাচনে কোন প্রকার আপত্তি করিবেন না :—

(১) জাতীয় দলকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, কংগ্রেসের পূর্ব্বের কোন প্রস্তাব বর্জ্জন করা হইবে না।

(২) সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রস্তাবকালে বলিতে হইবে যে, জন-সাধারণ লালা লজপৎ রায়কে সভাপতিপদে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্র বাবু বলিলেন যে, সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সমর্থনকালে তিনি নিজেই দ্বিতীয় কথাটি সাধারণকে জানাইয়া দিবেন। প্রথম কথাটির বিষয়েও তিনি ও বঙ্গদেশের প্রতিনিধিগণ সম্মত আছেন। কিন্তু তিনি তিলককে এ বিষয়ে গোখলে কিম্বা মালভী মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে বলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মিষ্টার মালভী মহা-শয়কে সুরেন্দ্র বাবুর বাসায় ডাকিয়া আনিবার জন্য এক জন স্বেচ্ছাসেবক গাড়ী লইয়া গিয়াছিল; কিন্তু মালভী মহাশয় সে সময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় সুরেন্দ্র বাবুর বাসায় আসিতে পারেন নাই।

এই সময়ে বেলা ১১টা বাজিয়া যাওয়ায় তিলক মধ্যাহ্নভোজনের জন্য নিজ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। এক ঘণ্টা পরে কংগ্রেস-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া মালভী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য

তিনি নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কোথাও দেখিতে পায়েন নাই। আড়াইটা বাজিবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিলক সংবাদ পাইলেন যে, মালভী মহাশয় সভাপতির মণ্ডপে আছেন। কিন্তু তিলক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব করায় তিনি জানাইলেন যে, সভাপতির মিছিল বাহির হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই বলিয়া তিনি তিলকের সহিত দেখা করিতে পারিবেন না। এই কথাবার্ত্তার ফলাফল জানিবার জন্ম জাতীয় দলের নেতৃগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময়ে নাসিকের মিষ্টার ভি, এস, খারে তাঁহাদিগকে জানাইলেন যে, তিলকের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইলে, কি কি ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহার বিস্তৃতভাবে আলোচনা না করিলে উভয় দলের অবস্থা ভালরূপ বুঝা যাইবে না। নির্ব্বাচিত সভাপতি ও অন্যান্য সকলে যথাসময়ে কংগ্রেস-মণ্ডপে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। কংগ্রেসের পূর্ব্ব-গৃহীত প্রস্তাব-গ্রহণ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় তিলক সুরেন্দ্র বাবুকে জানাইলেন যে, সভাপতি-নির্ব্বাচন সমর্থন-কালে তাঁহাকে আর কিছু বলিতে হইবে না। একখণ্ড প্রস্তাব-তালিকা পাইবার জন্য তিনি মালভী মহাশয়কে এক পত্র লিখিলে, বেলা ৩টার সময় তিনি উহা প্রাপ্ত হইলেন। মালভী মহাশয় সে সময়ে তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছিলেন। তিনি পরে দেখেন যে, উহা সেই দিন অপরাহ্নেই বোম্বাইয়ের 'এড্‌ভোকেট অফ ইণ্ডিয়া' নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক দিন পূর্ব্বে প্রাপ্ত না হইলে উহা সংবাদপত্রে প্রকাশ সম্ভব হইত না। কাযেই ইহা বেশ বুঝা গেল যে, ইচ্ছাপূর্ব্বকই তিলককে ৩ টার পূর্ব্বে ঐ তালিকা প্রদান করা হয় নাই।

কংগ্রেসে প্রায় ১৩ শত প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। আহার

মধ্যে প্রায় ৬ শত জন জাতীয় দলের। কাযেই মডারেটদিগের সংখ্যা সামান্য অধিক হইয়াছিল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির অভিভাষণ-পাঠ শেষ হইলে দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাকেরলাল মহাশয় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করিবার প্রস্তাব করিলেন। মধ্যে মধ্যে গোলমাল সত্ত্বেও সকলেই তাঁহার বক্তৃতাটি আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। দেওয়ান বাহাদুর ও মালভী মহাশয় সভাপতি-নির্ব্বাচন কার্য্যটি কেবল নিয়মানুযায়ী বলিয়া ঘোষণা করায় সকলে মনে ভাবিলেন যে, সাধারণ নিয়মানুযায়ী এ বিষয়ে বোধ হয় ভোট গ্রহণ করা হইবে না। তাহার পর এই প্রস্তাব সমর্থনের জন্য সুরেন্দ্র বাবু দাঁড়াতেই লোকের মেদিনীপুরের ঘটনার কথা মনে পড়িল এবং তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সকলে তাঁহাকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বক্তৃতা করিবার জন্য উপর্য্যুপরি চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হওয়ায় সেই দিনের জন্য কংগ্রেস বন্ধ রাখা হইল। কংগ্রেসের কর্ত্তাদের প্রদত্ত সংবাদে জানা যায় যে, এই সকল গোলমাল পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করা ছিল; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অসত্য। জাতীয় দল সভাপতি-নির্ব্বাচনে আপত্তি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা আইনসঙ্গতভাবে ভোট গ্রহণ করিয়া বাধা প্রদান করিবেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে জাতীয় দলের পরামর্শ সভায় এক কমিটী গঠিত হইল এবং স্থির হইল যে, কংগ্রেসের মূল নীতি রক্ষা করিবার জন্য পুনরায় বিবাদ মিটাইবার চেষ্টা করা হউক এবং সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইলে, ডাক্তার ঘোষের নির্ব্বাচনে আপত্তি করা হইবে ও ভোট লইয়া সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার প্রস্তাব করা হইবে। ইহাও স্থির হইল যে, যাহাতে কোন প্রকার গোলমাল উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে এবং বিরুদ্ধপক্ষের কেহ কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে, তাহা সকলে

স্থির হইয়া শ্রবণ করিবেন; কারণ, দুই পক্ষের কথাই স্থিরভাবে শ্রবণ না করিলে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব হইবে। ইণ্ডিয়ান স্পেসি ব্যাঙ্কের কার্য্যাধ্যক্ষ ও সুরাটের অভ্যর্থনা-সমিতির সহকারী সভাপতি মিষ্টার চুণিলাল সায়েয়া আরও দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাত্রি ৮ টার সময় তিলকের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইলেন যে, দুই দলের বিরোধ মিটাইবার জন্য এক জন বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতার গৃহে তিলকের সহিত গোখলের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিলক ইহাতে সম্মত হইয়া চুণিলালকে জানাইলেন যে, তাঁহারা রাত্রিতে যে কোন সময় নির্দ্ধারিত করিবেন, সেই সময়েই তিনি তাঁহাদের নিকট গমন করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহার পর চুণিলাল প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিলক আর কোনও সংবাদই প্রাপ্ত হয়েন নাই।

২৭শে ডিসেম্বর সকালে ১১টার সময় চুণিলাল সায়েয়া বাল গঙ্গাধর তিলকের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, ডাক্তার রাদারফোর্ড বিবাদ মিটাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, অতএব তিনি যেন খপর্দ্দে মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া কংগ্রেস-মণ্ডপের পার্শ্বে অধ্যাপক গাজ্জার মহাশয়ের গৃহে শীঘ্র উপস্থিত হয়েন। তিলক ও খপর্দ্দে অধ্যাপক গাজ্জারের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ডাক্তার রাদারফোর্ড অন্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় তথায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। কোন কংগ্রেস-নেতাই মিলনের এই ভার গ্রহণ করিতে সম্মত না হওয়ায় এবং পূর্ব্বাহ্নে মিলনের আশা নির্ম্মূল হইলে তিলক স্থির করিলেন যে, সভাপতি-নির্ব্বাচনের প্রস্তাব সমর্থিত হইবার পর কংগ্রেসে প্রকাশ্যভাবে ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন প্রয়োজন হইবে। তিনি প্রস্তাব করিবেন, সেই সময়ে সভাপতি-নির্ব্বাচন ব্যাপার স্থগিত রাখিয়া প্রত্যেক প্রদেশের এক জন করিয়া উভয়

দলের লোক লইয়া একটি মন্ত্রণা-সভা গঠিত হইবে এবং সেই মন্ত্রণা-সভার নির্দ্ধারণই গ্রহণ করিতে হইবে। ডাক্তার রাদারফোর্ড এই সভায় উপস্থিত থাকিবেন। এমন কি, কাহাদিগকে লইয়া মন্ত্রণা-সভা গঠন করা হইবে, তিলক তাঁহাদের নামের তালিকাও অধ্যাপক গাজ্জারের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, মডারেটগণ তাঁহাদের প্রতিনিধিগণের নাম ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

তিলকের প্রস্তাবিত নামের তালিকাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। যুক্ত-বঙ্গ—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ চৌধুরী, অম্বিকাচরণ মজুমদার, অরবিন্দ ঘোষ ও অশ্বিনীকুমার দত্ত; যুক্তপ্রদেশে—পণ্ডিত মদনমোহন ও যতীন্দ্রনাথ সেন; পঞ্জাব—লালা হরকিষণলাল ও ডাক্তার এইচ, মুখার্জ্জি; মধ্যপ্রদেশ—রাওজি গোবিন্দ ও ডাক্তার মুঞ্জে; বেরার—আর, এন্, মুধলকার ও খপর্দ্দে; বোম্বাই—গোখলে ও তিলক; মাদ্রাজ—কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও চিদাম্বরম্ পিলে এবং ডাক্তার রাদারফোর্ড। এই কমিটী তখনই মিলিত হইয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া ফেলিবেন। পূর্ব্বদিন জাতীয় দলের যে সভা হয়, অশ্বিনী-কুমার দত্ত ভিন্ন জাতীয় দলের অন্যান্য নেতৃগণ সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক গাজ্জার ও চুণিলাল উভয়ে এই প্রস্তাব লইয়া কংগ্রেস-মণ্ডপে সার পি, এম, মেটা অথবা ডাক্তার রাদারফোর্ডের নিকট গমন করিবেন বলিলেন এবং তিলক ও খপর্দ্দেকে মণ্ডপে যাইয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে বলিয়া গেলেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে দুই জনে প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন যে, এ বিষয়ে কিছুই করা গেল না; তবে উভয় দলই যদি বিধিসঙ্গতভাবে কার্য্য করিতে সম্মত হয়েন, তাহা হইলে বোধ হয়, আর কোন নূতন গোলমাল উপস্থিত হইবে না। এই উত্তর পাইয়া বেলা প্রায় সাড়ে ১০ টার সময় তিলক

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি মালভীকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়া পাঠাইলেন :—

"মহাশয়,

সভাপতি-নির্ব্বাচন সমর্থিত হইবার পর আমি প্রতিনিধিগণকে কিছু বলিতে চাহি। কোন বিশেষ সংগঠক প্রস্তাবের জন্য কিছু সময় পাইবার আশায় আমি এই প্রস্তাব করিব। অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহা সভায় জ্ঞাপন করিবেন।

ভবদীয়

বাল গঙ্গাধর তিলক।

দাক্ষিণাত্য প্রতিনিধি (পুনা)।

সভাপতির সহিত মিছিল করিয়া মালভী মহাশয় যখন কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময় এক জন স্বেচ্ছাসেবক এই পত্রখানি তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ হইল এবং সভাপতি-নির্ব্বাচন সমর্থন করিবার জন্য সুরেন্দ্র বাবুকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করা হইল। তিলক এ পর্য্যন্ত তাঁহার পত্রের কোন উত্তর না পাইয়া, এন্, সি, কেলকার মহাশয়কে আর একখানি পত্র লিখিতে বলিলেন। কেলকার মালভী মহাশয়কে এক পত্রে জানাইলেন যে, তিলক তাঁহার পত্রের উত্তর প্রার্থনা করেন। এই দ্বিতীয় পত্রেরও কোন উত্তর আসিল না। তিলক এ পর্য্যন্ত মঞ্চের উপর স্থান পায়েন নাই। তিনি প্রতিনিধিগণের সর্ব্বপ্রথম সারির আসনে বসিয়া ছিলেন। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা সকলে মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করার পর মঞ্চের উপর যাইবার জন্য তিলক গাত্রোত্থান করিলেন। পথে এক জন স্বেচ্ছাসেবক তাঁহাকে বাধা প্রদান করে। তিনি কিন্তু তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া, ডাক্তার ঘোষ যখন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে মঞ্চের উপর উপস্থিত হইলেন। [illegible]

সংবাদ হইতে জানা যায় যে, তিলক মঞ্চে উঠিয়া সভাপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবার পূর্ব্বেই অধিকাংশ লোকের সম্মতিক্রমে সভাপতি-নির্ব্বাচন কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছিল এবং ডাক্তার ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া নিজ অভিভাষণটি পাঠ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তিলক পত্র পাঠানর পরও যদি ইহা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিলকের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যেই তাড়াতাড়ি কার্য্য সারিয়া লওয়া হইয়াছিল। মালভী মহাশয় তিলকের কথা সভায় জ্ঞাপন করিতে আইনানুসারে বাধ্য ছিলেন, অন্ততঃ তিনি এ বিষয়ে ভোট লইয়া তিলককে বাধা প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু সে প্রকারের কিছুই করা হয় নাই; এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে সভাপতি-নির্ব্বাচন কিরূপে সম্ভব হইয়াছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিয়া লইতে পারেন। তিলক মঞ্চে উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণ এবং অন্যান্য মডারেটরা গোলমাল উপস্থিত করিলেন। তিলক তাঁহার বক্তৃতা করিবার অধিকারের কথা পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন এবং ডাক্তার ঘোষ তাঁহাকে বাধা প্রদানের চেষ্টা করায় তিনি ডাক্তার ঘোষকে বলিলেন যে, তিনি যথোচিতভাবে নির্ব্বাচিত হয়েন নাই। মিষ্টার মালভী বলিলেন যে, তিনি তিলকের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু তিলক উত্তর করিলেন যে, উহা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে এবং এ বিষয় তিনি প্রতিনিধিগণের গোচর করিবার অধিকারী। এই সময়ে কংগ্রেস-মণ্ডপে ভীষণ গোলমাল উপস্থিত হইল; মডারেটরা তিলককে বসিতে বলিতে লাগিলেন এবং জাতীয় দল তিলকের কথা শুনিতে চাহিলেন। এই সময়ে ডাক্তার ঘোষ ও মালভী মহাশয় বলিলেন যে, তিলককে মঞ্চ হইতে নামাইয়া দেওয়া হউক। অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সম্পাদক এক যুবক ভদ্রলোক তিলককে নামাইয়া দিবার জন্য তাঁহার গাত্রে

স্পর্শ করিয়াছিলেন। তিলক তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া নিজের বক্তৃতা করিবার অধিকারের কথা বারম্বার বলিতে লাগিলেন এবং জানাইলেন যে, তাঁহাকে জোর করিয়া সরাইয়া না দিলে তিনি মঞ্চ হইতে এক পদও নড়িবেন না। গোখলে সেই যুবককে তিলকের দেহ স্পর্শ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্যান্য সকলে তিলকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেও তিলক নির্ভীকভাবে প্রতিনিধিগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এই গোলমালের সময় এক ব্যক্তি তিলকের প্রতি তাঁহার জুতা নিক্ষেপ করে; কিন্তু সেই জুতা সুরেন্দ্র বাবুর গাত্র স্পর্শ করিয়া সার পি, এম, মেটার গণ্ডের উপর গিয়া পড়ে। ইঁহারা উভয়ে তিলকের নিকট বসিয়া ছিলেন। এই সময়ে তিলকের প্রতি চেয়ার নিক্ষেপের উদ্যোগ হইতেছে দেখিয়া জাতীয় দলের কতকগুলি লোক তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য মঞ্চের উপর গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে ডাক্তার ঘোষ দুই বার তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্দ্দিক হইতে সকলেই তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিলেন এবং গোলমাল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুরাটের অভ্যর্থনা-সমিতি পূর্ব্বরাত্রিতে জাতীয় দলের সমস্ত স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের স্থলে মুসলমান গুণ্ডা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা লাঠী লইয়া কংগ্রেস-মণ্ডপের ভিতর স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল এবং সে দিন কংগ্রেস বসিবার পূর্ব্বেই জাতীয় দলের প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। ২।১ জনকে সে সময় মণ্ডপ হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল; কিন্তু অবশিষ্ট সকলে এই অবসরে তাহাদের প্রভু-দিগের কার্য্যসম্পাদনে অগ্রসর হইল। এই গোলমাল যখন কোন প্রকারেই নিবারণ করা গেল না, তখন কংগ্রেস সে বারের জন্য বন্ধ রাখা হইল। গোলমালে প্রায় সকলেই পশ্চাতের একটি মণ্ডপে গমন

করিয়াছিলেন। এই সময়ে পুলিস উপস্থিত হইয়া কংগ্রেস-মণ্ডপ হইতে সকলকে তাড়াইয়া দিল; জাতীয় দলের প্রতিনিধিগণও তিলককে লইয়া নিরাপদে একটি তাঁবুতে প্রবেশ করিলেন। সেই দিন কংগ্রেসের অধিবেশন হইবার পূর্ব্বেই তিলককে বাধা দিবার জন্য গুজরাতী ভাষায় লিখিত একখানি পুস্তিকা মণ্ডপে বহুল পরিমাণে বিতরিত হইয়াছিল।

কংগ্রেসের কর্ত্তাদের বিবরণে প্রকাশ, ডাক্তার ঘোষ সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিলক কংগ্রেস একেবারে বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিলক এই প্রার্থনা করেন যে, সভাপতি-নির্ব্বাচন আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া দুই দলের মধ্যে প্রথমে সম্প্রীতিস্থাপন পূর্ব্বক তৎপরে কংগ্রেসের কার্য্য আরম্ভ করা হউক। এই ভাবে প্রতিনিধিগণের নিকট আবেদন করা তিলকের পক্ষে কিছুই অন্যায় হয় নাই। তিলকের পত্রের উত্তর না দিয়া এবং তাঁহাকে বক্তব্য বলিতে না দিয়া, তাড়াতাড়ি সভাপতি-নির্ব্বাচন সারিয়া লওয়া মিষ্টার মালভী এবং তাঁহার দলভুক্তগণের পক্ষে কিরূপ যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এইরূপ কৌশল করিয়াই তাঁহারা তিলককে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া প্রতিনিধিগণের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে দেন নাই। সেই দিনের ঐ ভীষণ গোলমালের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সদস্যগণই প্রধানতঃ দায়ী ছিলেন। জাতীয় দলের প্রতিনিধিরা পূর্ব্ব হইতে গোলমালের জন্য কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। মডারেটরা বরং পুস্তিকা বিতরণ করিয়া ও গুণ্ডা আনয়ন করিয়া গোলমালের সূত্রপাত করেন। জাতীয় দলের কোন মন্দ অভিপ্রায় থাকিলে সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা তাঁহারা নীরবে শ্রবণ করিতেন না। গোলমাল উপস্থিত না হইলে তিলকের প্রস্তাব অধিকাংশ প্রতিনিধি কর্ত্তৃক গৃহীত হইত এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে ও শান্তভাবে সভাপতি-নির্ব্বাচন কার্য্যও সম্পন্ন

হইত। গত বৎসর দাদাভাই নৌরজী যেরূপ ধীরচিত্তে সুশৃঙ্খলার সহিত সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন, ডাক্তার ঘোষ বা অন্যান্য কাহারও বোধ হয় সেইরূপ ভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা ছিল না। ডাক্তার ঘোষের বক্তৃতা কংগ্রেস-মণ্ডপে প্রদত্ত হইবার পূর্ব্বেই কলিকাতার একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং সেই দিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতার টেলিগ্রামে জানা যায় যে, জাতীয় দলকে তিনি আক্রমণ করিয়াছেন। ইহাতে জাতীয় দলের ক্রোধ আরও বাড়িয়া যায়; কিন্তু তখনও পুনর্মিলনের আশা একেবারেই ত্যাগ করা হয় নাই। 'অমৃতবাজার পত্রিকার' মতিলাল ঘোষ, রাজসাহীর এ, সি, মৈত্র, কলিকাতার বি, সি চট্টোপাধ্যায় এবং লাহোরের লালা হরকিষণলাল পুনর্মিলনের জন্য চেষ্টা করিয়া পরদিন আবার কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ২৭শে ডিসেম্বর রাত্রিতে ও ২৮শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে তিলকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার দলের মত সংগ্রহ করেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেককেই তিলক নিম্নলিখিত নিশ্চয়তা লিখিয়া দিয়াছিলেন—

সুরাট, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৭।

মহাশয়,

আমাদের কথাবার্ত্তা ও আলোচনার ফলে কংগ্রেসের হিতার্থ আমি জানাইতেছি যে, আমি বা আমার দল ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির ত্রয়োবিংশ অধিবেশনে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের সভাপতি-নির্ব্বাচনে কোনরূপ আপত্তি করিব না। কিন্তু গত বৎসরের কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি এ বৎসরও গ্রহণ করিতে হইবে এবং ডাক্তার ঘোষের অভিভাষণে যদি এমন কোন অংশ থাকে যে, তাহাতে জাতীয়দলের নেতৃবৃন্দ ক্ষুণ্ণ হয়েন, তবে সেই সকল অংশ বর্জ্জন করিতে হইবে।

ভবদীয়—বাল গঙ্গাধর তিলক।

এই পত্রখানি সঙ্গে লইয়া ইঁহারা মডারেট নেতৃগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেসের কার্য্য পিছাইয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প থাকায় কোনপ্রকার মিলন ঘটিয়া উঠে নাই। পরদিন কংগ্রেস-মণ্ডপে মডারেটগণের একটি সভা হয়। তাঁহাদের মতে সম্মতি জ্ঞাপন করা সত্ত্বেও জাতীয় দলের কাহাকেও সে স্থানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। যাঁহারা কলিকাতায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা পরদিন সন্ধ্যাকালে একত্র মিলিত হইয়া ভবিষ্যতে কি ভাবে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনা করা হইবে, সে বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন। এই ভাবে কংগ্রেসের ত্রয়োবিংশ অধিবেশন শেষ হইল এবং আমরা এই সকল ঘটনা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিয়া কোন্ দল দোষী, সেই বিচারভার জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত করিলাম। সুরাট, ৩১শে ডিসেম্বর ১৯০৭।

বাল গঙ্গাধর তিলক ;
জি, এস, খপর্দ্দে ;
অরবিন্দ ঘোষ ;
এইচ, মুখোপাধ্যায়,
বি, সি, চট্টোপাধ্যায়।

(ক) কংগ্রেসের আদর্শ।

কলিকাতা কংগ্রেসে দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের সভাপতিত্বে বৃটিশ উপনিবেশসমূহের মত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হয়। তাহাতে মডারেট ও জাতীয় দল উভয় দলের লোকই একবাক্যে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। স্বায়ত্ত-শাসন-সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল—"কংগ্রেসের ইচ্ছা যে, বৃটিশ উপ-নিবেশসমূহের মত স্বায়ত্ত-শাসন ভারতবর্ষেও প্রবর্ত্তিত করা হউক এবং

সেই উদ্দেশ্যে প্রথমতঃ এই কয়টি সংস্কার সাধন করা হউক।" (এই সঙ্গে অনেকগুলি সংস্কারের কথা বলা হইয়াছিল। ভারতে ও ইংলণ্ডে একসঙ্গে পরীক্ষা গ্রহণ, ব্যবস্থাপক সভা ও লাটের কার্য্যকরী সভার সংস্কার, লোকাল ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সংস্কার প্রভৃতি)।

সুরাটের কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব্বে কোন প্রকার প্রস্তাব-তালিকা প্রকাশ করেন নাই। মিষ্টার গোখলে কর্ত্তৃক রচিত একটি প্রস্তাব-তালিকা ২।১ দিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে কংগ্রেসের নিম্নোক্তরূপ আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছিল—"বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অন্যান্য দেশ যেরূপ স্বায়ত্ত-শাসনের দ্বারা শাসিত হয় এবং যে সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে, ভারতেও তাহা প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন। বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত করিয়া সেই আদর্শে উপনীত হইতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে দেশের জাতীয় ভাব উদ্দীপন ও জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধন প্রয়োজন। যাঁহারা কংগ্রেসের এই উদ্দেশ্যে সম্মতি প্রদান করিবেন, তাঁহারাই কেবল প্রাদেশিক সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন। এই সকল উদ্দেশ্যে সম্মতি প্রদান না করিলে কেহ জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভ্য হইতে পারিবেন না। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রাদেশিক সমিতি ও জিলা সমিতিই কেবল কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন।" মন্তব্য :—এই নূতন ব্যবস্থায় কংগ্রেসকে জাতীয় মহাসমিতি হইতে দলাদলির ক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইল। গত বৎসর গৃহীত স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন উপনিবেশগুলির মত স্বরাজের আদর্শ বর্জ্জিত হইল। ইহার পরিবর্ত্তে বৃটিশ-শাসিত অন্যান্য দেশের ন্যায় শাসনপদ্ধতি লাভ করাই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইল এবং উহা যে কখনও সম্ভব হইবে তাহা মনে হয় না। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর 'টাইমস' পত্রে প্রকাশিত 'টাইম্‌স অব ইণ্ডিয়ার' সংবাদদাতার সহিত স্যার ফিরোজশা

মেটার যে কথোপকথন প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও এই প্রস্তাবের অনুরূপ; গোখলেও বোধ হয়, সেই মত লইয়া এই প্রস্তাব প্রণয়ন করেন। নূতন নিয়মে বর্ত্তমান চলিত প্রণালীরই পরিবর্ত্তন করা হইবে, নূতন কোন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইবে না। যাঁহারা এই নূতন নিয়মে মত না দিবেন, তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক সমিতির সভ্য করা হইবে না এবং কাযেই তাঁহারা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। এই সকল উদ্দেশ্য লইয়াই সুরাটে সার পি, এম, মেটার কর্ত্তৃত্বাধীনে কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। কংগ্রেসের অধিবেশনের পরে স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ক পুরাতন প্রস্তাবটি প্রস্তাব-তালিকাভুক্ত করা হয়। প্রথমকার তালিকা কিন্তু প্রত্যাহৃত হয় নাই।

(খ) 'স্বদেশী।'

কলিকাতা কংগ্রেসে 'স্বদেশী' সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল; "কংগ্রেস স্বদেশী আন্দোলনের আন্তরিক সমর্থন করেন এবং দেশের লোক যাহাতে বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষতিস্বীকার করিয়াও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন এবং স্বদেশী দ্রব্যের নির্ম্মাণ ও বাণিজ্যে সহায়তা করেন, তাহার জন্য সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিবেন।"

কলিকাতা কংগ্রেসে যে ক্ষতিস্বীকার করিয়াও বিদেশী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, সুরাট কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করেন নাই। "ক্ষতিস্বীকার করিয়াও" এই কথা কয়টি কর্ত্তারা বর্জ্জন করেন। সার পি, এম, মেটা ও গোখলে এই ভাবেই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবগুলি সংশোধন করিয়াছিলেন।

(গ) বয়কট।

কলিকাতায় বয়কট সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, সুরাটেও সেই প্রস্তাব করা হইয়াছিল। প্রথম বারের প্রস্তাব-তালিকায় বয়কটের

উল্লেখই ছিল না। কিন্তু এইজন্য যখন চতুর্দ্দিকে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন সুরাটের কংগ্রেসের কর্ত্তারা এই প্রস্তাবটি কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া প্রকাশ করেন, কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবে শুধু 'বয়কট' এই কথাটির উল্লেখ ছিল। সুরাটে উহা কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া "বিদেশী দ্রব্যের বয়কট" রূপে প্রকাশ পায়।

(ঘ) জাতীয় শিক্ষা।

কলিকাতায় কংগ্রেসে জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, সুরাট কংগ্রেসের প্রস্তাব তাহা হইতে অনেক স্থলে সম্পূর্ণ পৃথক্। "জাতীয় আদর্শে এবং দেশীয় লোকের তত্ত্বাবধানে" জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে, ইহাই কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাব। সুরাটে এই মূল নীতিটুকু আদৌ গৃহীত হয় নাই। শুধু নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা-প্রবর্ত্তনের কথাই তাহাতে লিখিত হইয়াছিল। নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা যদি বিদেশীভাবে বিদেশীয়দিগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা কতদূর কার্য্যকরী হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। মডারেটরা কিন্তু বিদেশী-দিগের সম্পর্ক একেবারে ত্যাগ করিতে কখনই সম্মত হইবার নহেন।

কলিকাতার অধিবেশনে যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে জাতীয় দলকে বিশেষ চেষ্টায় সাফল্যলাভ করিতে হইয়াছিল—সুরাটে মেটার দল সেই কয়টিকেই বিকৃত করিতে প্রয়াস করিয়াছিলেন। স্বরাজ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের বিষয় জাতীয় দলের পূর্ব্বোদ্ধৃত বিবরণেই আলোচিত হইয়াছে। স্বদেশী-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে জাতীয় দল বহু চেষ্টায় "ক্ষতিস্বীকার করিয়াও" কথা কয়টি যুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। সুরাটে সেই কথা কয়টিরই বর্জ্জন-চেষ্টা হইল—লোককে কেবল দেশীয় পণ্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করা হইবে। কলিকাতায় বয়কট-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে

বিদেশী পণ্য-বর্জ্জনের কথা ছিল না—ছিল কেবল বয়কটের কথা। তাই বিপিনচন্দ্র পাল তাহাতে তাঁহার মনোমত ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছিলেন। এবার সে পথ বন্ধ করিবার চেষ্টা হইল। জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার চেষ্টা সপ্রকাশ।

এখন কথা উঠিতে পারে, মডারেটরা কি সত্য সত্যই জাতীয় দল হইতে স্বতন্ত্র হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই—থাকিতে পারেও না। তখন সুচতুর রাজনীতিক লর্ড মর্লি সূত্রাকর্ষণ করিয়া মডারেট পুতুলগুলিকে যথেচ্ছা নাচাইতেছিলেন। বিলাতে ২১শে অক্টোবর তারিখে আরব্রথে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, মডারেটদিগকে সরকারের পক্ষে লইবার জন্য (to rally the Moderates to the cause of the Government) যথাসাধ্য চেষ্টা না করিলে সরকার ভুল করিবেন। মডারেটরা সেই চেষ্টায় ভুলিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন পার্লামেণ্টে ভারতীয় বাজেট বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ভারত সরকারের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার অসুবিধার বিষয় আলোচনা করিবার জন্য এক কমিশন নিযুক্ত করিবেন, ভারতে কাউন্সিল অব নোটেবলস স্থাপন করিবেন, ব্যবস্থাপক সভার বিস্তার সাধন করিবেন, ব্যবস্থাপক সভায় বিস্তৃত ভাবে বাজেট আলোচনার ব্যবস্থা করিবেন এবং ভারত-সচিবের মন্ত্রণা সভায় এক বা দুই জন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করিবেন। এইরূপে যে সব পদের সৃষ্টির সম্ভাবনার কথা উক্ত হইয়াছিল, মডারেটরা হয় ত সে সকলের প্রতিও লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যাইবার পর ২৭শে অপরাহ্ন ৪টার সময় কতকগুলি প্রতিনিধি সার ফিরোজশা মেটার বাসায় সম্মিলিত হইয়া এক পরামর্শ-সভা করিলেন এবং তাহার পরদিন এক সভা আহ্বান করিয়া নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র প্রচার করিলেন—

বিশেষ বেদনাদায়ক ব্যাপারে ত্রয়োবিংশ কংগ্রেস বন্ধ হওয়ায় আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা ভবিষ্যতে দেশে রাজনীতিক অনুষ্ঠান সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনের (ব্যবস্থার) জন্য এক সভা আহ্বান করিতেছি। কংগ্রেসের যে সকল প্রতিনিধি নিম্নলিখিত বিষয়ে একমত, তাঁহারাই এই সভায় যোগ দিতে পারিবেন—

(১) ভারতের পক্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন অংশের মত স্বায়ত্ত-শাসন লাভ এবং সেই সব অংশেরই তুল্যভাবে সাম্রাজ্যের অধিকার ও দায়িত্বসম্ভোগ আমাদের রাজনীতিক আদর্শ।

(২) এই আদর্শের দিকে অগ্রসর হওয়া সর্ব্বতোভাবে আইন-সঙ্গত উপায়ে, বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীতে সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া, জাতীয় একতার ভাব পুষ্ট করিয়া ও দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া—সম্পন্ন হইবে।

(৩) এই সব উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য যে সব সভাদি হইবে, সে সকলে শৃঙ্খলা রাখিতে হইবে এবং কার্য্যপরিচালনভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের আদেশানুসারে চালিত হইতে হইবে। কংগ্রেসের কার্য্যকরিসমিতি কর্ত্তৃক ব্যবহারার্থ প্রদত্ত মণ্ডপে তাঁহারা ২৮শে ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১টার সময় সমবেত হইবেন।

রাসবিহারী ঘোষ, ফিরোজশা মেটা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোখলে, দীনশা ইদালজী ওয়াচা, নরেন্দ্রনাথ সেন, অম্বালাল সাকেরলাল দেশাই, কৃষ্ণস্বামী আয়ার, ত্রিভুবনদাশ মালভী, মদনমোহন মালব্য, চীমনলাল শীতলবাদ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, আশুতোষ চৌধুরী, গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, গোকরণনাথ মিশ্র, তেজ বাহাদুর সপরু, আব্বাস তায়াবজী প্রভৃতি এই পত্রে স্বাক্ষর করিলেন।

সার ফিরোজশার প্রস্তাবে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি মনোনীত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ, লালা লজপৎ রায় প্রভৃতি ইহার সম-

র্থন করিলেন। রাসবিহারীর আহ্বানে গোখলে একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন—প্রায় এক শত লোক লইয়া কংগ্রেসের নিয়মগঠন সমিতি গঠিত হইল। মেটা, গোখলে ও ওয়াচা সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

লজপৎ রায় পরে তিলককে বলিয়াছিলেন, তিনি এই সভায় যোগ না দিলে মডারেটরাই আবার তাঁহাকে ধরাইয়া দিতেন। ইহার পর তিলকের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মোকর্দ্দমার কারণ বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না।

স্বরাটে যে সমিতি গঠিত হয়, ১৮ই ও ১৯শে এপ্রিল (১৯০৮) এলাহাবাদে তাহার অধিবেশন হয়। তাহাতে যে সব নিয়ম গৃহীত হয়, সে সকল পরে প্রয়োজনানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মূল কংগ্রেস ব্যতীত কাহারও সে সব নিয়ম গঠন করিবার ক্ষমতা নাই, ইহাই জাতীয় দলের—সে সব নিয়মগ্রহণে আপত্তির কারণ ছিল।

ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির গঠন-প্রণালী।

(১৯০৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে গৃহীত হইয়া ১৯১১, ১৯১২, ১৯১৫, ১৯১৭, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসে পরিবর্ত্তিত)

উদ্দেশ্য।

নিয়ম ১।—বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসন-সম্পন্ন দেশগুলির ন্যায় শাসন-প্রণালী লাভ এবং সাম্রাজ্যশাসনে তাহাদের ন্যায় অধিকার ও দায়িত্ব-সম্ভোগের উদ্দেশ্যেই এই জাতীয় মহাসমিতি গঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী ধীর অথচ অপ্রতিহতভাবে সংস্কার করিয়া আইনসঙ্গত উপায়ে এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে। জাতীয় একতাবৃদ্ধি, জাতীয় ভাবের উদ্বোধন এবং দেশের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় উন্নতিসাধন করাও এই মহাসমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।

নিয়ম ২।—জাতীয় মহাসমিতির প্রত্যেক প্রতিনিধিকেই কংগ্রেসের

উদ্দেশ্যের অনুমোদন করিতে হইবে এবং এই নিয়ম ও কংগ্রেস ভবিষ্যতে যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তন করিবেন, তাহাও মানিয়া চলার অঙ্গীকার করিতে হইবে।

কংগ্রেসের অধিবেশন।

নিয়ম ৩।—সাধারণতঃ প্রত্যেক বৎসরের বড়দিনের ছুটীর সময় পূর্ব্ব-বৎসরের কংগ্রেসে স্থিরীকৃত কোন নগরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে। পূর্ব্ববৎসর যদি কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান স্থির না হইয়া থাকে, তবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী উহা স্থির করিবেন। কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী বা অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর পরামর্শমত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনও হইতে পারিবে। যদি কখনও কোন দৈব বা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য কংগ্রেসের স্থান-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়, তবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী তাঁহাদের ইচ্ছামত তাহা করিতে পারিবেন।

কংগ্রেসের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাগ।

নিয়ম ৪।—নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি লইয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি গঠিত হইবে।

(ক) ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি।

(খ) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহ।

(গ) জিলা কংগ্রেস কমিটীসমূহ।

(ঘ) জিলা কংগ্রেস কমিটীসমূহের অনুমোদিত উপবিভাগ বা তালুক কংগ্রেস কমিটীসমূহ।

(ঙ) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত রাজনীতিক ও সাধারণ সভাসমূহ।

(চ) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী।

(ছ) কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটী।

(জ) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক গঠিত সাময়িক সভাসমূহ —যথা, প্রাদেশিক বা জিলা কন্‌ফারেন্স, কংগ্রেস বা কন্‌ফারেন্সসমূহের অভ্যর্থনা-সমিতি প্রভৃতি।

নিয়ম ৫।—২১ বৎসরের কম বয়স হইলে অথবা কংগ্রেসের নিয়মাবলীর প্রথম নিয়মে লিখিত কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্বীকার করিয়া লইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে অঙ্গীকার না করিলে কেহ প্রাদেশিক, জিলা বা অন্য কোন কংগ্রেস-কমিটীর সভ্য হইতে পারিবেন না।

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহ।

নিয়ম ৬।—ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিতে প্রদেশের পক্ষ হইয়া কার্য্য করিবার জন্য এবং আবশ্যকমত প্রাদেশিক ও জিলা কংগ্রেস আহ্বান করিবার জন্য নিম্নলিখিত কয়টি প্রদেশের প্রত্যেকের প্রধান প্রধান সহরে একটি করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী স্থাপিত হইবে—

১ মাদ্রাজ; ২ অন্ধ্র; ৩ বোম্বাই; ৪ সিন্ধু; ৫ বঙ্গদেশ; ৬ যুক্ত-প্রদেশ; ৭ দিল্লী, আজমীর, মারবার ও রাজপুতানা; ৮ পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ; ৯ মধ্যপ্রদেশ; ১০ বিহার ও উড়িষ্যা; ১১ বেরার; ১২ ব্রহ্মদেশ। মাদ্রাজের মধ্যে নিজামরাজ্য, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন। বোম্বাইয়ে বরোদা, কাটিবাড় ও দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র। বাঙ্গালায় আসাম। পঞ্জাবে বৃটিশশাসনাধিকৃত বেলুচিস্থান। মধ্যপ্রদেশে মধ্যভারতে বৃটিশ-শাসিত রাজ্যসমূহ।

নিয়ম ৭।—প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীতে নিম্নলিখিতরূপ সভ্য থাকিবেন :—

(ক) নিজ প্রদেশ হইতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রতিনিধি

নির্ব্বাচিত হইয়া যাঁহারা ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অধিবেশনে যোগদান করিয়াছেন।

(খ) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত জিলা কংগ্রেস কমিটী সমূহ হইতে যথানিয়মে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

(গ) ৪র্থ নিয়মের (ঙ) নিয়মানুযায়ী গঠিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত রাজনীতিক ও সাধারণ সভাসমূহ হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গ।

(ঘ) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সীমার মধ্যে বাস করেন, এই-রূপ কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি বা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির ভূত-পূর্ব্ব সভাপতিগণ। (তাঁহারা যদি অন্য কোন নিয়মানুযায়ী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভ্য নির্ব্বাচিত না হয়েন, তবে তাঁহাদের সভ্য হইবার বিশেষ অধিকার থাকিবে।)

(ঙ) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সীমার মধ্যে বাস করেন, এইরূপ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকসমূহ। তাঁহারা সাধারণ সভ্য না হইলে বিশেষ সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

নিয়ম ৮।—প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রত্যেক সভ্যকে অন্যূন ৫৲ টাকা বাৎসরিক চাঁদা দিতে হইবে।

জিলা ও অন্যান্য কংগ্রেস কমিটী বা সভা।

নিয়ম ৯।—আবশ্যক ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া জিলা কংগ্রেস কমিটী বা সাধারণ সভা প্রতিষ্ঠিত করিবেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী নিজ নিজ কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য নিজ নিজ এলাকামধ্যে উপবিভাগ বা তালুক কংগ্রেস কমিটী স্থাপিত করিবেন।

নিয়ম ১০।—জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ। জিলার মধ্যে বাস

করিবেন বা জিলায় তাঁহাদের বিশেষ কোন স্বার্থ থাকিবে। তাঁহাদিগকে বৎসরে অনূন্য এক টাকা বার্ষিক চাঁদা দিতে হইবে।

নিয়ম ১১। ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বা প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক জিলা কংগ্রেস কমিটী বা সেই প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পরিমাণ চাঁদার টাকা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীকে দিতে হইবে।

নিয়ম ১২।—কংগ্রেসের গঠন-প্রণালী ও নিয়মসমূহের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী নিজ নিজ কার্য্য পরিচালনের নিয়ম গঠন করিয়া লইবেন। জিলা বা অন্যান্য কংগ্রেস কমিটীসমূহ প্রাদেশিক কংগ্রেসের নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া স্বেচ্ছায় যে কোন নিয়ম গঠন করিতে পারিবেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী।

নিয়ম ১৩।—নিম্নলিখিতরূপ সভ্যগণকে লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইবে—

প্রতিনিধি সংখ্যা—মাদ্রাজ ১৪, বোম্বাই ২০, আসাম ও বঙ্গদেশ ২৫ আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ ২৫, পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ২০, মধ্যপ্রদেশ ১২, বিহার ও উড়িষ্যা ২০, বেরার ৬, ব্রহ্মদেশ ৫, অন্ধ্র ১২, সিন্ধু ৫, দিল্লী, আজমীর, মাড়োয়ার ও রাজপুতানা ৬। প্রতিনিধিগণের এক-পঞ্চমাংশ মুসলমান সভ্য হওয়া চাহি। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব্ব সভাপতিগণ এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকগণ বিশেষ প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য হইবেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকগণই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন।

নিয়ম ১৪।—প্রত্যেক বৎসর ৩০শে নবেম্বরের পূর্ব্বে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহ সভা আহ্বান করিয়া নিজ নিজ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন

করিবেন। যদি কোন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী প্রতিনিধি নির্ব্বাচন না করেন, তাহা হইলে সেই বৎসর ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে উপস্থিত সেই প্রদেশের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন। সকল স্থলেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ১৩ নিয়মানুযায়ী তাঁহাদের সংখ্যা স্থির হইবে।

নিয়ম ১৫।—প্রত্যেক প্রদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের নাম সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইবে। কংগ্রেসের অধিবেশনের সময় তাঁহাদের ও বিশেষ প্রতিনিধিগণের নাম ঘোষিত হইবে।

নিয়ম ১৬।—ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশনের সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইবে তাহার সভাপতি যদি ভারতবাসী হয়েন, তবে তিনিই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন; নচেৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন।

নিয়ম ১৭।—পরবর্ত্তী নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী গঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই কমিটীই সকল কার্য্য করিতে পারিবেন। মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে যদি সভ্যসংখ্যা হ্রাস হয়, তাহা হইলে সেই প্রদেশের অবশিষ্ট সদস্যরা অবশিষ্ট কালের জন্য প্রতিনিধির শূন্য পদে নব নিয়োগ করিতে পারিবেন।

নিয়ম ১৮।—(ক) কংগ্রেসের কার্য্য ও প্রচার-কার্য্যের জন্য যে প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োজন ও সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী তাহা করিতে পারিবেন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যসাধন প্রয়োজন হইলে তাহাও তাঁহাদিগকে করিতে হইবে।—(খ) নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী যে বা স্থির করিবেন, কংগ্রেস, অভ্যর্থনা-সমিতি ও প্রাদেশিক

কংগ্রেস কমিটীসমূহকে সেই সকল মন্তব্যানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে।

নিয়ম ১৯।—২০ জনের অন্যূন সভ্যের লিখিত আদেশমত সাধারণ সম্পাদকগণ যত শীঘ্র সম্ভব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনের দিন স্থির করিবেন।

নির্ব্বাচক ও প্রতিনিধি।

নিয়ম ২০।—নিম্নলিখিত সভাসমূহ ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের অধিকার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন— (১) কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটী। (২) যথানিয়মে গঠিত প্রাদেশিক, জিলা ও অন্যান্য কংগ্রেস কমিটী ও সভাসমূহ। (৩) ২ বৎসরের অন্যূন বয়সের রাজনৈতিক ও সাধারণ সভাসমূহ। এইগুলি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অনুমোদিত হওয়া চাহি। (৪) সমগ্র ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক অনুমোদিত ২ বৎসরের অন্যূন বয়সের ভারতের বাহিরে অবস্থিত সভাসমূহ। এই সকল সভার সভ্য ইংরাজরাজের ভারতীয় প্রজা হওয়া চাহি। (৫) প্রাদেশিক ও জিলা কংগ্রেস কমিটী ও তদনুরূপ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক আহূত সভাসমূহ। অন্ততঃ ২ বৎসর পূর্ব্বে গঠিত যে কোন সমিতি সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া কায করিতে পারিবেন। সেই-সকল সভার উদ্দেশ্য কংগ্রেসের উদ্দেশ্যের সহিত এক হওয়া চাহি। আর—

(ক) সভা যে প্রদেশে অবস্থিত, সেই প্রদেশের প্রাদেশিক সমিতি কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হওয়া চাহি যে, সভা কংগ্রেসের নিয়ম পালন করেন।

(খ) সেই সভার নূতন সদস্য-নির্ব্বাচনকালেও তাঁহাকে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য মানিয়া লইতে হইবে।

(গ) কংগ্রেসের কোন এক অধিবেশনে প্রতিনিধি-নির্ব্বাচনের জন্য

সভা একাধিকবার সাধারণ সভা করাইতে বা ১৫ জনের অধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারিবেন না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ইচ্ছা করিলে এইরূপ যে কোন সভাকে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারিবেন।

নিয়ম ২১।—ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির প্রতিনিধিগণকে ১০ টাকা করিয়া চাঁদা দিতে হইবে এবং তাঁহারা যেন ২১ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক না হয়েন।

কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি।

নিয়ম ২২।—(ক) যে প্রদেশে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতি গঠন করিবেন। সেই প্রদেশবাসী, নিয়মানুযায়ী অঙ্গীকার করিতে সম্মত যে কোন ব্যক্তিই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্তৃক নির্দ্ধারিত চাঁদা দিয়া কংগ্রেসের অভ্যর্থনা-সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন।

(খ) প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত না হইয়া যদি কেহ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হয়েন, তিনি কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিতে বা ভোট দিতে পারিবেন না।

(গ) অভ্যর্থনা সমিতি সেই কংগ্রেসের কার্য্য-বিবরণ প্রণয়ন, মুদ্রণ, প্রকাশ ও বিতরণ করিবার জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

সভাপতি-নির্ব্বাচন।

নিয়ম ২৩।—(ক) জুন মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কংগ্রেসের সভাপতি হইবার উপযুক্ত লোকের নাম অভ্যর্থনা-সমিতির নিকট প্রেরণ করিবেন। জুলাই মাসের প্রথমেই অভ্যর্থনা-সমিতি শেষ নিয়োগের জন্য নাম নির্ব্বাচন করিয়া

প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহের নিকট প্রেরণ করিলে সকলকে নিজ নিজ মতামত জানাইতে হইবে। তাহার পর আগষ্ট মাসের প্রথমে অভ্যর্থনা-সমিতি সমস্ত বিষয় বিচার করিবেন। যিনি অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া অভ্যর্থনা-সমিতির অধিবেশনেও অধিক ভোট পাইবেন, তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন। যদি অধিকাংশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত নাম অভ্যর্থনা সমিতিতে গৃহীত না হয়, অথবা নির্ব্বাচিত সভাপতির মৃত্যু, পদত্যাগ বা অন্য কোন কারণে পুনরায় নির্ব্বাচন প্রয়োজন হয়,তাহা হইলে অভ্যর্থনা সমিতি নিখিল ভারত কমিটীর উপর নির্ব্বাচনের ভারার্পণ করিবেন এবং তাঁহাদের নির্ব্বাচনই গৃহীত হইবে। সেপ্টেম্বর মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে। যে প্রদেশে অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশের লোক কখনও সভাপতি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না।

(খ) কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইবে না, কেবলমাত্র ৩ নিয়মের (ঘ) ধারানুযায়ী নির্ব্বাচিত সভাপতিকে আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করা হইবে।

বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতি।

নিয়ম ২৪।—প্রত্যেক কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতি গঠিত হইবে এবং তাহাতে নিম্নলিখিত সংখ্যক সভ্য নিযুক্ত হইবেন। প্রতিনিধি-সংখ্যা— মাদ্রাজ ১৪, বোম্বাই ২০, বঙ্গদেশ ও আসাম ২৫, আগ্রা ও অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশ ২১, পঞ্জাব ও উত্তরপশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ২০, মধ্যপ্রদেশ ১২, বিহার ও উড়িষ্যা ২০, বেরার ৫, ব্রহ্মদেশ ৫, অন্ধ্র ১১, সিন্ধু ৫, দিল্লী, আজমীর, মারবার ও রাজপুতানা ৬, কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটী ৫, এবং যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেই প্রদেশের অতিরিক্ত সভ্য ১০।

৯ নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক এই সকল সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। সেই বৎসরের কংগ্রেসের সভাপতি, সেই বৎসরের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস ও অভ্যর্থনা-সমিতিসমূহের সভাপতিগণ, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকগণ, সেই বৎসরের কংগ্রেসের স্থানীয় সভাপতিগণ, (সকলে মিলিয়া ৬ জনের অধিক নহেন) সেই বৎসরের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সভ্যগণ সমিতির অতিরিক্ত সভ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

নিয়ম ২৫।—সেই বৎসরের কংগ্রেসের সভাপতিই বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতির সভাপতি হইবেন এবং তিনি তাঁহার ইচ্ছামত কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য সমিতিতে ৫ জন অতিরিক্ত সভ্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

মতভেদাদি।

নিয়ম ২৬ — (ক) যদি কোন বিষয় আলোচনার সময় হিন্দু বা মুসলমান কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গের তিন-চতুর্থাংশ প্রতিনিধি তাহাতে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে কার্য্যকরী সভায় তাহার আলোচনা স্থগিদ থাকিবে এবং যদি পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়া থাকে, সভাপতি মহাশয় তাহা বন্ধ করিয়া দিবেন। যদি আলোচনা হইয়া যাইবার পর পূর্ব্বোক্তসংখ্যক প্রতিনিধি তাহা গ্রাহ্য বলিয়া মানিয়া লইতে না চাহেন, তাহা হইলেও তাহা আর গ্রাহ্য হইবে না। ঐ তিন-চতুর্থাংশ প্রতিনিধির সংখ্যা কংগ্রেসে সমবেত প্রতিনিধিগণের এক-চতুর্থাংশ হওয়া চাহি। (খ) দেশের শাসন-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ের আবেদন বা অধিকার লাভের চেষ্টা করিবার সময়ে দেখিতে হইবে, যেন তাহাতে অল্পসংখ্যক লোকেরও কোন প্রকার অসুবিধা বা স্বার্থহানি না ঘটে। সেরূপ হইলে ঐ বিষয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে হইবে।

নিয়ম ২৭।—কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইলে ২১ নিয়মানুযায়ী ভোট গ্রহণ করিতে হইবে। যে স্থলে ৩০ নিয়মানুযায়ী কোন গোলমাল উপস্থিত হইবে, সে স্থলে প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক্ পৃথক্ ভোট সংগ্রহ করিতে হইবে; ৩০ নিয়মও কার্য্যকারী না হইলে প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিগণের সংখ্যানুযায়ী একটি বিশেষ ভোট লওয়া হইবে। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ভোট গ্রহণের সময়ে দেখিতে হইবে যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে যে কয় জন সভ্য দিবার অধিকার, সেই সংখ্যক ভোটই প্রত্যেক প্রদেশ হইতে লওয়া হইবে।

কংগ্রেসের বৃটিশ কমিটী।

নিয়ম ২৮।—যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, সেই প্রদেশের অভ্যর্থনা-সমিতি প্রতিনিধিগণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের অর্দ্ধেক নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীতে প্রেরণ করিবেন। ইহা কংগ্রেসের ধনভাণ্ডারে সঞ্চিত হইবে এবং কংগ্রেসের সহিত পরামর্শ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী ইহা ব্যয় করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডে বা অন্য কোন স্থানেও কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের জন্য নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটী উক্ত ধনভাণ্ডার হইতে আবশ্যকমত অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন।

সাধারণ সম্পাদক।

নিয়ম ২৯।—(ক) ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির দুই জন সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন এবং কংগ্রেসের সময় তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইবেন। কংগ্রেসের রিপোর্ট প্রণয়ন, প্রকাশ ও বিতরণের জন্য তাঁহারা দায়ী হইবেন এবং প্রত্যেক বৎসরের সংগৃহীত অর্থের হিসাব তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কাছে কার্য্য-বিবরণ, হিসাব প্রভৃতি তাঁহারা দাখিল করিবেন।

(খ) সাধারণ সম্পাদকগণের প্রয়োজনানুযায়ী ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী অর্থের ব্যবস্থা করিবেন। অভ্যর্থনা-সমিতির উদ্‌বৃত্ত অর্থ বা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসমূহের নিকট সংগৃহীত চাঁদা হইতে এই ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে।

নিয়ম ৩০।—সকল প্রদেশের ভোট না লইয়া ১ নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন বা সংস্কার হইতে পারিবে না। পরবর্ত্তী নিয়ম-সমূহের কোন পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন বা সংস্কার করিতে হইলে প্রথমে প্রত্যেক প্রদেশের প্রতিনিধিগণের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের মতামত জানিয়া লইয়া কংগ্রেসের সময় বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে তাহা আলোচিত হইবে এবং এই আলোচনার পর তাহা প্রয়োজন মনে হইলে জাতীয় মহাসমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থাপিত হইতে পারিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, কলিকাতা, বাঁকিপুর, করাচী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, লক্ষ্ণৌ।

সুরাটে কংগ্রেস ভাঙ্গিবার পর উভয় দল স্ব স্ব কার্য্যের সমর্থনচেষ্টা করিতে লাগিলেন। 'বেঙ্গলীতে' জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতির নিন্দা করিতে লাগিলেন; 'বন্দে মাতরমে' শ্যামসুন্দর "Death or Life" শীর্ষক প্রবন্ধে সকল কথা বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন;—আর 'অমৃতবাজারে' মতিলাল অসাধারণ দক্ষতাসহকারে সকল বিষয় বর্ণনা করিলেন—এই শেষোক্ত প্রবন্ধগুলিতে জাতীয় দলের কার্য্যের পূর্ণসমর্থন হইয়া গেল।

এই সময় অর্দ্ধোদয়যোগ। ১৬ বৎসর পূর্ব্বে যোগের সময় কলিকাতায় সমাগত লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। ভদ্রলোকের কন্যাবধূ হারাইয়া গিয়াছিল—সন্ধান হয় নাই। যাহাতে এবার সেরূপ না হয়, বিশেষ যাহাতে এই সুযোগে জামালপুরের ব্যাপারের পুনরাভিনয় না হইতে পারে, জাতীয় দল সেই জন্য—স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের আয়োজন করিলেন। ইহাতে পুলিসের সহিত সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু সুখের বিষয় তাহা হয় নাই; পরন্তু পুলিস স্বেচ্ছাসেবকদিগের কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছিল। ৩১শে জানুয়ারী 'সন্ধ্যা'-কার্য্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবকদিগের কার্য্য বিভাগ করিয়া দেওয়া হয়। এই যোগের সময় যুবকরা যে কায করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতেও আনন্দ হয়। সামান্য কয় দিনের শিক্ষায় তাহারা আপনাদের অপরিচিত কাযে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিল—সে, বোধ হয়, আন্তরিকতার প্ররোচনায়

৫ হাজার যুবক লোককে পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া, বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, হারাণ লোক খুঁজিয়া বাহির করিয়া, ছেলেদের কোলে বহন করিয়া, বাগবাজার হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত, কোথাও কোন যাত্রীর এতটুকু অসুবিধা হইতে দেয় নাই। এক জন বৃদ্ধাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম "বেঁচে থাকুক ছেলেরা! ইহারা আমাদের 'মা' বলিয়া ডাকে—ইহাদের কাছে থাকিলে মনে হয়, পেটের ছেলেদের কাছেই আছি।" এই ভাবই পরে বর্দ্ধমানের বন্যার সময় আবার দেখা গিয়াছিল। দেখিয়া এক জন বিদেশী বলিয়াছিলেন—"এ কি, নূতন জাতির উদ্ভব হইল?" সরকারপক্ষে মিষ্টার লায়নও প্রায় সেই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন। মডারেটরাও এই অর্দ্ধোদয় যোগের জন্য টাকা তুলিয়াছিলেন। স্বেচ্ছা-সেবকরা তাঁহাদিগের নিকট যথোচিত সাহায্য পায় নাই। ৬ই ফেব্রুয়ারী 'সন্ধ্যা'-কার্য্যালয়ে সরস্বতী পূজার সময় তাহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করা হয়। ব্রাহ্ম মহিলারা মহিলাদিগের এক সভা করিয়া যুবকদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন।

সুরাটের ব্যাপারের পর 'হিতবাদীতে' তিলকের নিন্দা করিতে অস্বীকার করায় যে সখারাম গণেশদেউস্করের চাকরী যায়, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

এই সময় লালা লজপৎ রায় কলিকাতায় আইসেন এবং তিনি মডারেটদিগের কংগ্রেস "ক্রীড" (নিয়মাবলীর প্রথম নিয়ম) গ্রহণ করায় মডারেটরা তাঁহাকে বিশেষ আদর করেন। ১৩ই জানুয়ারী মডারেটরা তাঁহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ এক সভা করিবেন স্থির হয় এবং যুবকরা সেই সভায় সুরেন্দ্রনাথকে অপমান করিবার উদ্যোগ করে। ১২ই তারিখে রজতনাথ রায়ের গৃহে জাতীয় দলের প্রতিনিধিদিগের সহিত লজপৎ রায়ের সাক্ষাৎ হয়। তিনি কথাবার্ত্তায় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে দুই দলে মিলনের আশ

শা।—মিলনের প্রয়োজনও নাই। যিনি যাঁহার বুদ্ধিমত কায করুন। তিনি বলেন, দেশের জনসাধারণ এখনও রাজনীতিক পরিবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত নহে। পঞ্জাবের কথা মনে করিয়া তিনি লজ্জিত। তবে বাঙ্গালা যতদিন বৃটিশ শাসনে আছে, আর কোন প্রদেশ তত দিন নাই; কাযেই তাহাদিগের প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইবে। যুবকরা সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় বাধা দিবে জানিতে পারিয়া জাতীয় দলের নেতারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে লাগিলেন। ওদিকে আশুতোষ চৌধুরী বলিলেন, সভায় প্রত্যেক প্রস্তাবে জাতীয় দলের এক জন করিয়া বক্তাকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে। কার্য্যকালে তাহা হয় নাই। কিন্তু যুবকরা তাহাদের নেতাদের আদেশ লঙ্ঘন করে নাই। ১৩ই জানুয়ারী গোলদীঘীতে এই সভা হয়। যুবকরা লজপৎ রায়কে স্বতন্ত্র সভায় সংবর্দ্ধিত করিতে চাহে, কিন্তু মতিলাল ঘোষের পরামর্শে তাহাতে বিরত হয়। লালাজী সুরাটে জাতীয় দলের সঙ্গে ছিলেন না বলিয়া মতি বাবু এই পরামর্শ দিয়াছিলেন।

'যুগান্তরের' মামলায় মুদ্রাকর বৈকুণ্ঠনাথের ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হইল এবং ১৬ই জানুয়ারী পুলিস 'নবশক্তি'কার্য্যালয়ে খানাতল্লাস করিল।

সেবার পাবনায় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন। মডারেটরা তাহাতে কংগ্রেসের "ক্রীড" গ্রহণের চেষ্টা করিবেন জানিয়া ১৮ই তারিখে 'অমৃত-বাজার' কার্য্যালয়ে পরামর্শ-সভায় স্থির হয়, জাতীয় দলের লোকেরা পাবনায় যাইয়া কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি যাহাতে গৃহীত হয়, তাহা করিবেন।

২৭শে তারিখে সন্ধ্যা'-কার্য্যালয়ে আবার খানাতল্লাস হইল এবং পুলিস খাতা, "ফর্ম্মা" প্রভৃতি লইয়া গেল। ওদিকে বরিশালে

রাজদ্রোহের অভিযোগে মৌলবি লিয়াকৎ হোসেনের ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

'সন্ধ্যার' মামলায় মানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মত জবাব দাখিল করিলেন। তাঁহার বিদায়-সংবর্দ্ধনার জন্য ৯ই ফেব্রুয়ারী 'সন্ধ্যা'-কার্য্যালয়ে এক সভা হইল। এই মামলায় মানবেন্দ্রের ২ বৎসর সশ্রম কারাবাসের ও ১ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হয়। 'নবশক্তির' মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের ৬মাস সশ্রম কারাবাসের ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে পাবনায় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইল। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি আশুতোষ চৌধুরী ইংরাজীতে ও সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালায় অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তিলক বোম্বাই হইতে বোদাসকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি সমিতিতে কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত স্বরাজ (উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন) সম্বন্ধীয় প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক সমিতিতে সেই প্রস্তাবই গ্রহণ করাইবেন, বলিয়াছিলেন। বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে দুই দলে অনেক তর্কবিতর্ক হইল। জাতীয় দল স্বরাজ-সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে আরও অগ্রগামী হইতে চাহিলেন। রাত্রি ১১টায় বিষয়-নির্দ্ধারণ-সমিতির অধিবেশন বন্ধ হইয়া আবার পরদিন ৮টায় আরব্ধ হইল। স্থির হইল, উপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আমাদের কাম্য, এই প্রস্তাবে জাতীয় দলের পক্ষে কেহ আপত্তি করিবেন। প্রস্তাবে ভোট গৃহীত হইবে না। মনোরঞ্জন গুহ প্রতিবাদ করেন এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার উত্তর দেন। স্বদেশীর কেন্দ্র বলিয়া যে সব স্থানে দণ্ডের হিসাবে পিউনিটীভ পুলিস বসান হইয়াছিল, সেই সব স্থানের লোকের সাহায্যের জন্য সভায় প্রায় ১১ শত টাকা সংগৃহীত হয়।

ছাত্রদিগকে সমিতিতে যোগ দিতে বারণ করা হয়। প্রথম দিন

তাহারা সভায় আসিলে স্কুলের হেড মাষ্টার তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিয়া পাঠান। সমিতির সম্পাদক সে আদেশে সম্মত হয়েন নাই। পরদিন সব ছাত্র সভায় আসিয়াছিল।

১৩ই পাবনায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা-সম্বন্ধীয় সভা হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ষ্টীমারে এক জন প্রতিনিধির বিলাতী ধুতি দগ্ধ করা হয়। অনাথবন্ধু গুহ দুই জনকে বিদেশী দুগ্ধ দিয়া প্রস্তুত চা ফেলিয়া দিতে বাধ্য করেন এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নেকটাই আক্রান্ত হয়। টাইটী বিদেশী নহে, ভূপেন্দ্র বাবু এই কথা বলিবার পর গোল মিটিয়া যায়।

৯ই মার্চ্চ বিপিনচন্দ্র পাল বক্সার জেল হইতে মুক্ত হয়েন। তাঁহার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিতে পূর্ব্বদিন 'অমৃত বাজার'-কার্য্যালয়ে এক পরামর্শ-সভা হয়। মডারেটরা অভ্যর্থনায় যোগ দিতে অস্বীকার করিলেন। হরিদাস হালদার এ বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ১০ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটের সময় বিপিনচন্দ্র হাওড়া ষ্টেসনে পৌঁছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বোধ হয়, লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। বোধ হয়, দাদাভাই নৌরজীর অভ্যর্থনার পর আর এমন অভ্যর্থনা হয় নাই। শোভাযাত্রা গোলদীঘীতে পৌঁছিলে মতিলাল ঘোষ বিপিনচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ও সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বক্তৃতা করেন। বিপিনচন্দ্রের বক্তৃতায় পর রাত্রি ১০ টার সময় সভাভঙ্গ হয়। সেই সভায় সুরেশচন্দ্র মডারেটদিগের অনুপস্থিতি বিষয়ে তীব্র আলোচনা করিয়া মডারেটদিগের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। ২৮শে মার্চ্চ মতিলাল বাবুর সভাপতিত্বে এক সভায় বিপিনচন্দ্রকে সংবর্দ্ধিত করা হয়।

বিপিনচন্দ্রের মুক্তির প্রাক্কালে মাদ্রাজে চিদাম্বরম্ পিলে যে সব

বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাঁহাকে "স্বরাজসিংহ" বলা হয়। ১২ই তারিখে পিলেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরদিন টিনাভেলীতে বিষম দাঙ্গা হয়। এই উপলক্ষে মাদ্রাজ জিলায় বেজওয়াদায় 'স্বরাজ' পত্রে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার জন্য পত্রের অধিকারী ও মুদ্রাকর দণ্ডিত হয়েন।

৩রা এপ্রিল কলিকাতায় এক সভা হইল। উদ্দেশ্য—

(১) মাদ্রাজের পিলে প্রভৃতির কার্য্যের জন্য ধন্যবাদ প্রদান;

(২) মৌলবী লিয়াকৎ হোসেনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন;

(৩) লিয়াকৎ হোসেন দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা।

এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতি ছিলেন এবং বিপিনচন্দ্র পাল অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তৃতা করেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গৃহে এক পরামর্শ সভায় প্রস্তাব হয়, দুই দলে মিলন ঘটাইয়া কংগ্রেস পুনরুজ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীকে ও মডারেটদিগের কনভেনশন কমিটীকে অনুরোধ করা হইবে। তাঁহারা কলিকাতা কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়া ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবেন। রাসবিহারী ঘোষ স্থগিত কংগ্রেসে পুনরায় কার্য্যারম্ভ করিতে বলিবেন। বলা বাহুল্য, সে প্রস্তাব অনুসারে কায হয় নাই; কেন না, দুই দলে প্রভেদ তখন প্রবল হইয়াছে।

১০ই এপ্রিল কলিকাতায় ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সভাপতিত্বে এক সভায় বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি বক্তৃতা করিলেন। ১২ই তারিখে বারুইপুরে বিরাট সভা হয়। বারুইপুরের জমীদাররা বয়-কটবিরোধী হইয়া তথায় ২৪ পরগণা জিলাসমিতির অধিবেশনের আয়োজন করায়, উকীলরা এক সভার আয়োজন করিলেন। অরবিন্দ শ্যামসুন্দর, বিপিনচন্দ্র, হেমেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি কলিকাতা হইতে তথায়

গমন করেন। ১৪ই তারিখে ‘অমৃত বাজার’-কার্য্যালয় হইতে বিপিনচন্দ্র প্রভৃতি লিয়াকৎ হোসেন দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়া শতাধিক টাকা সংগ্রহ করিলেন। ১৫ই তারিখে ভবানীপুরে এক সভা হইল।

১লা মে শুক্রবার কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গেল, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার পর মজঃফরপুরে বোমায় দুই জন রমণীর মৃত্যু হইয়াছে। বোমাটি কলিকাতায় ‘বন্দে মাতরম্’ ‘সন্ধ্যা’ প্রভৃতি পত্রের রাজদ্রোহের মামলার বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের জন্য উদ্দিষ্ট হইলেও তাহাতে দুই জন রমণীর মৃত্যু হয়—নিক্ষেপকারীরা গাড়ী ভুল করিয়া বোমা ফেলিয়াছিল। নিক্ষেপকারী যুবক দুই জনের মধ্যে খুদিরাম বসু ধরা পড়িয়া মৃত্যুদণ্ড ভোগ করে এবং তাঁহার সঙ্গী আত্মহত্যা করিয়া গ্রেপ্তার হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

পরদিন প্রত্যূষে পুলিস মাণিকতলার বাগানে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস প্রভৃতিকে এবং তাঁহার গৃহে অরবিন্দ ঘোষকে গ্রেপ্তার করে। বাগানে বোমা প্রস্তুত করিবার উপকরণ পাওয়া যায়। অরবিন্দ শেষে মকর্দ্দমায় খালাস পাইয়াছিলেন। বারীন্দ্র প্রভৃতি স্বেচ্ছায়—আপনাদের কার্য্যের বিষয় স্বীকার করে। বারীন্দ্র বলে, তাহারা যখন ধরা পড়িয়াছে, তখন এই অনুষ্ঠানের সাফল্যলাভ বিধাতার অভিপ্রেত নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে নারায়ণগড়ে ছোট লাটের ট্রেণ মারার চেষ্টায় কয় জন কুলীর দণ্ড হইয়াছিল। বারীন্দ্র স্বীকার করিল, সে-ই সে চেষ্টা করিয়াছিল—ন্যায়বিচারে নিরপরাধ কুলীরা দণ্ড পাইয়াছে! বোমার মামলার দীর্ঘ বিবরণ এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে। ১৮ই মে বিচার আরম্ভ হয়। অভিযুক্ত যুবকদিগের এক জন—নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী সরকারী সাক্ষী হইয়া বিস্ময়কর বিবরণ বিবৃত করিতে থাকে এবং ৩১শে আগষ্ট আর দুই জন আসামী

কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু জেলের মধ্যেই তাহাকে গুলী করিয়া মারে। তাহারা কিরূপে পিস্তল পাইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। এই ঘটনা উপলক্ষে 'বঙ্গবাসীতে' রসরাজ "পঞ্চানন্দ" লিখেন—

"দ্বাপরে কানাই ছিল, নন্দের নন্দন,
কলিতে তাঁতীর কুলে দিল দরশন।
কানাইকে ছলিয়াছিল অক্রূর গোঁসাই;
গোঁসাইকে কানাই দিল বৃন্দাবনে ঠাঁই।
গোঁসাই হ'ল গুলীখোর, কানাই নিল ফাঁসি;
কোন্ চোখে বা কাঁদি, বল, কোন্ চোখে বা হাসি?"

বোমার মামলায় অভিযুক্ত যুবকদিগের দ্বীপান্তরবাসের দণ্ড হয়। ইহার পর ধরপাকড় আরম্ভ হয়। সুবোধচন্দ্র মল্লিক কাশীতে ছিলেন, তথায় তাঁহার গৃহে খানাতল্লাস হয়। ১০ই মে 'বন্দে মাতরম্' কার্য্যালয়ে ও কলিকাতায় সুবোধচন্দ্রের গৃহে খানাতল্লাস হয়। ১৫ই তারিখে গ্রেষ্ট্রীটে একখানি মিউনিসিপাল ময়লার গাড়ীর চাকার সংঘর্ষে একটি বোমা ফাটে—কে সেটি রাস্তায় ফেলিয়া গিয়াছিল। 'বন্দে মাতরম্' পত্রের মুদ্রাকর অসুস্থ অবস্থায় তাঁহার পল্লীবাসে ছিলেন—পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনে ও মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসার্থ রাখিয়া দেয়। বোমার মামলার আসামীদের গ্রেপ্তারের পর 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয়। তাহাতে "না হইতে মাতঃ, বোধন তোমার"—ইত্যাদি উত্তেজক কবিতা ছিল। ফলে মুদ্রাকর ফণীন্দ্রের জামিন মুচলেকা নাকচ করা হয় ও বিচারে তাঁহার ১ বৎসর ১১ মাস সশ্রম কারাবাসের ও ১ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ হয়। 'যুগান্তরের' পরবর্ত্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে পুলিস ছাপাখানায় খানাতল্লাস করে ও নূতন মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। তাহার ৬ দিন পরে আবার 'যুগান্তর' প্রকাশিত হয় এবং এক দিনে

বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায়—বেসরকারী সদস্যদিগের প্রতিবাদ পদদলিত করিয়া—সংবাদপত্র-সম্বন্ধীয় নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইহাতে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিবার সহজ ব্যবস্থা হয়।

বরা ডাকাইতীর অপরাধীরা ও মাল তাঁহার গৃহে আছে, এই অছিলায় ৪ঠা জুন আবার সুবোধচন্দ্র মল্লিকের কলিকাতার গৃহে খানাতল্লাস হয়।

২৪শে জুন বোম্বাইয়ে রাজদ্রোহের অভিযোগে বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করা হয়।

তিলক বিচারে দণ্ডিত হইবার পর বোম্বাইয়ে কলে ধর্ম্মঘট হয় ও তাহাতে রক্তারক্তি হয়।

তিলকের এই মোকদ্দমা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। 'কেশরীতে' প্রকাশিত যে সব প্রবন্ধের জন্য তিনি অভিযুক্ত ও দণ্ডিত হয়েন, সে সব যে তাঁহার রচনা নহে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু তিলক সম্পাদকরূপে সে সব প্রবন্ধের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে ভাষায় সে সব প্রবন্ধ লিখিত জজ ও জুরী সে ভাষায় অনভিজ্ঞ। তিলক স্বয়ং আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। তাঁহার দণ্ডাদেশ, ৬ বৎসরের জন্য দেশান্তর ও ১ হাজার টাকা জরিমানা। জুরী তাঁহাকে অপরাধী বলিলে তিনি বলেন—

জুরী যাহাই কেন বলুন না, আমি বলি—আমি নিরপরাধ। কোন বৃহত্তর শক্তির দ্বারা আমাদের নিয়তি নিয়ন্ত্রিত হয়। হয় ত ভগবানের ইহাই অভিপ্রেত যে, আমি যে কার্য্যের সমর্থন করি ও আমি যাহার প্রতিনিধি আমি স্বাধীন থাকা অপেক্ষা আমার বেদনায় তাহার অধিক উন্নতি হইবে!

তিলক আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার বিরুদ্ধে এই মামলার সহিত গোখলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিলকের মৃত্যুর পর বিলাতের 'নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্র বলেন,—সার ভ্যালেন্‌টাইন চিরল তিলকের সম্বন্ধে যে সব কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা সরকারের অভিযোগের সারসংগ্রহ। উত্তরে সার ভ্যালেন্‌টাইন বলেন—গোখলে জীবিত থাকিলে তাঁহার বিরুদ্ধে তিলকের মামলায় যে সাক্ষ্য দিতেন তাহা তিলকের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর (damaging) হইত। চাকরী-কমিশনে যখন তিনি ও গোখলে সদস্য তখন গোখলে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—ভারতের রাজনীতিক-জীবনে তিলকের মত কুপ্রভাব আর কেহই বিস্তার করেন নাই—"My view of his activities was largely informed by his own fellow-countrymen, and notably by Mr. Gokhale, who as he himself told me later on, when we were colleagues on the Indian Public Services Commssion regerded Tilak as 'the most sinister figure in Indian public life'"—গোখলে বলিতেন, তিলক যে কেবল বৃটিশ সরকারের বিরোধী ছিলেন, তাহাই নহে, পরন্তু সমাজ-সংস্কারেরও বিরোধী ছিলেন।

কিন্তু গোখলের মৃত্যু হইলে তিলক সব ব্যক্তিগত কথা ভুলিয়া তাঁহার শবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার দেশ-সেবার কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন।

এ দেশের রঙ্গালয়ে অভিনীত নাটকে এক কালে যেমন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সহায়তা হইয়াছিল—এখন তেমনই "স্বদেশী" ভাবের উদ্দীপনা হইয়াছিল। পুলিস জাতীয় ভাবের পোষক নাটকের অভিনয় বন্ধ করিতে আরম্ভ করে।

রেলে মারামারির জন্য দুর্গাচরণ সান্ন্যালের ৪ বৎসর জেলের আদেশ হয়।

মেদিনীপুরে যে বোমার মামলা শেষে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়, সেই মামলায় নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খান প্রভৃতি বহু সম্ভ্রান্ত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে রাখা হয়। যাহার সাক্ষ্যে নির্ভর করিয়া পুলিস এই মোকর্দ্দমা সাজাইয়াছিল, সে শেষে স্বীকার করে, সে পুলিসের প্ররোচনায় মিথ্যা কথা বলিয়াছে। হাইকোর্টে বিচার-পতি সারদাচরণ মিত্র দ্বিতীয় বিচারপতি কক্সের মত অগ্রাহ্য করিয়া আসামীদিগকে জামিনে খালাস দেন এবং পরে সরকার মোকর্দ্দমা তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়েন। মেদিনীপুরের মামলা পুলিসের কলঙ্কের স্থায়ী পরিচয়।

ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে ডাকাইতীর সংবাদ পাওয়া যায় এবং পুলিস সে সব রাজনীতিক ডাকাইতী বলিতে থাকে। ২০শে সেপ্টেম্বর ভদ্রেশ্বরে ডাকাইতীর জন্য কলিকাতার কতকগুলি গৃহে খানাতল্লাস হয় এবং ২৪শে বাজিৎপুরের ডাকাইতীর জন্য ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের গৃহে খানাতল্লাস হয়।

১৬ই অক্টোবর রাখীস্নান। টাকীর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী সভা-পতি হইবেন। কলিকাতার পুলিস-কমিশনার ইস্তাহার জারি করিলেন, কেহ লাঠি লইয়া যাইতে পারিবে না। কলিকাতার ও ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেটরা ইস্তাহার জারি করিলেন, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সূর্য্যাস্তের ১ ঘণ্টার মধ্যে within an hour of sunset সভাধিবেশন হইতে পারিবে না। প্রথমে কল্পিত মিলন-মন্দিরের মাঠে সভা হইবার কথা ছিল, স্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া মৌলালীর দরগার কাছে সভা হইবে প্রচার করা হইল। ১৬ই সকালে স্নানান্তে বিডন বাগানে মিলনের পর বেলা ১টার সময় পুলিস ইস্তাহার দিয়া জানাইল, মৌলালীর দরগার কাছের স্থানেও সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টার মধ্যে সভা হইতে পারিবে না। কমিশনার এই কথার অর্থ করিলেন—

সূর্য্যাস্তের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই সভা শেষ করিতে হইবে। কাযেই সভা হইল না। সুরেন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি প্রকাশ্য সভা না ডাকিয়া এই সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সভার স্থান-পরিবর্ত্তন ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের (Private) স্থানে সভা বন্ধ করিবার আদেশ এবং "সূর্য্যাস্তের মধ্যে" কথার কমিশনার-কৃত ব্যাখ্যা আইনসঙ্গত কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার সাহস তাঁহাদের হইল না। অথচ যদিও পুলিস ঢোল-সহরতে ঘোষণা করিয়াছিল, ৫টার পর কেহ সভায় থাকিলে ৬ মাসের জন্য কারারুদ্ধ হইবে, তবুও প্রায় ১ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছিল। নেতাদিগের ব্যবহার তাহাদিগের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা বলা বাহুল্য।

পুলিস কমিশনার 'বন্দে মাতরমের' উপর নোটিশ জারি করিলেন, জেলে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হত্যাসম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের জন্য ছাপাখানা কেন বাজেয়াপ্ত হইবে না, ৩০শে অক্টোবর তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হইলে ৪ঠা ডিসেম্বর 'বন্দে মাতরম্' কোম্পানীর অংশীদাররা স্থির করেন, কোম্পানী তুলিয়া দেওয়া হউক।

মধ্যে মধ্যে এখানে ওখানে বোমা ফাটার সংবাদ পাওয়া যাইতে লাগিল। পুলিস বলিতে লাগিল, বোমাওয়ালারা দেশময় ছড়াইয়া আছে; লোক বলিতে লাগিল, পুলিস সরকারকে দিয়া আয়ারলণ্ডের Crimes Act এর মত কোন আইন বিধিবদ্ধ করাইবার অভিপ্রায়ে এ সব সংবাদ দিতেছে।

২৭শে তারিখে 'যুগান্তরের' ছাপাখানায় আবার খানাতল্লাস হইল। তিলক নির্ব্বাসিত, অরবিন্দ হাজতে; এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ৬ই নবেম্বর কলিকাতায় 'অমৃত বাজার' কার্য্যালয়ে এক পরামর্শ-সভা হইল। আব্দুল রসুল, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, মতিলাল ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, অনাথবন্ধু গুহ ও বোদাস

এই সভা আহ্বান করিলেন। যে কংগ্রেস আমাদের রাজনীতিক জীবনের কেন্দ্র হইয়াছিল, তাহাতে দুই দলের পুনর্মিলনের বা সেইরূপ কোন নূতন অনুষ্ঠান-গঠনের বিষয়ে পরামর্শ হইল। নাগপুর হইতে জাতীয় দলের বহু প্রতিনিধি সভায় আসিলেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস সভাপতি হইলেন। সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইল, মডারেটদিগের কনভেনশন যে সব নিয়ম করিয়াছেন, সে সকলে কংগ্রেস বাধ্য হইতে পারেন না। মডারেটদিগের পক্ষ হইতে কুশাগ্রবুদ্ধি ভূপেন্দ্রনাথ বসু এই সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, কনভেনশন যে কংগ্রেসের ক্ষমতা অন্যথারূপে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও যখন কনভেনশন নিয়ম গঠন করিয়াছেন, তখন (মিলন করিতে হইলে) সে সব গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নাই। তিনি বলেন, সুরেন্দ্রনাথ ও তিনি এলাহাবাদে এই সকল নিয়ম গ্রহণের বিরোধী ছিলেন এবং তিনি আদর্শ হিসাবে জাতীয় দলের স্বরাজের আদর্শই গ্রহণের পক্ষপাতী। বাস্তবিক তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ব্যতীত পরে লক্ষ্ণৌয়ে মিলন সম্ভব হইত না। ভূপেন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন, জাতীয় দলের প্রতিনিধিরা "ক্রীড" স্বীকার করিয়া লইবেন এবং বাঙ্গালার মডারেটরা স্বরাজ, স্বদেশী, বয়কট ও জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতায় কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলি কংগ্রেসে গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিবেন। জাতীয় দল ইহাতে সম্মত না হইলে তিনি বলিলেন—জাতীয় দল "ক্রীডের" প্রথম অংশ সম্পূর্ণরূপে ও অন্যান্য অংশ এক বৎসরের জন্য অস্থায়িভাবে স্বীকার করিয়া লউন এবং মডারেটরা প্রতিশ্রুতি দিবেন যে, দুই দলের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসের জন্য নূতন নিয়ম গঠিত করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব-চতুষ্টয় গ্রহণ করিবেন। স্থির হইল, এ বিষয়ে তিনি তাঁহার দলের নেতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ২০শে তারিখের মধ্যে ফলাফল জাতীয় দলকে জানাইবেন। বোম্বাই

হইতে সার ফিরোজশা মেটা ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া ভূপেন্দ্র বাবুকে যে পত্র লিখেন, তাহাতেই মিলনের আশা নির্ম্মূল হইয়া যায়। ২৬শে তারিখে কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ও বর্ত্তমান লেখককে বলেন, মেটার পত্র এতই আপত্তিজনক যে, তাহার পর বাঙ্গালার মডারেটরাও মান্দ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিতে যাইবেন কি না, তাহা বিচার্য্য। মেটা সর্ব্বপ্রযত্নে মিলনব্যবস্থা পণ্ড করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই চেষ্টা ভূপেন্দ্রনাথও ব্যর্থ করিতে পারেন নাই।

৭ই নভেম্বর 'অমৃত বাজার'-কার্য্যালয়েই জাতীয় দলের আর এক সভা হইল। মতি বাবু প্রস্তাব করিলেন, যখন মিটমাটের চেষ্টা চলিতেছে তখন সে চেষ্টা ব্যর্থ হইলেও পরবৎসরের পূর্ব্বে জাতীয় দলের স্বতন্ত্র-ভাবে কংগ্রেস করিয়া কায নাই। ইহাতে কিন্তু অনেকে আপত্তি করিলেন। ডাক্তার মুঞ্জে ও কেলকার বলিলেন, যদি চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবুও বাঙ্গালা হইতে অন্ততঃ ৭৫ জন প্রতিনিধি যাইবেন এবং বাঙ্গালায় সভাপতি পাওয়া যাইবে, এমন সংবাদ ২৪শে নভেম্বরের মধ্যে জানিতে পারিলে তাঁহারা নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের বন্দোবস্ত করিবেন।

এই দিন অপরাহ্নে ওভারটুন হলে একটি সভায় সভাপতি ছোট লাটকে গুলী করিয়া মারিবার চেষ্টায় এক জন যুবক ধৃত হয়। ৯ই সন্ধ্যায় কলিকাতার রাজপথে পুলিস-কর্ম্মচারী নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত হয়। এই ব্যক্তিই মজঃফরপুরে বোমানিক্ষেপকারী ক্ষুদিরামের সহচর প্রফুল্লকে ধরিবার চেষ্টা করিলে প্রফুল্ল আত্মহত্যা করিয়াছিল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। ১০ই কানাইলাল দত্তের ফাঁসি হইল। সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নাই; বলিয়াছিল—নরেন্দ্র দেশ-দ্রোহী বলিয়া সে তাহাকে হত্যা করিয়াছে। কালীঘাটে তাহার শব দাহ করা হয়—প্রায় ৫হাজার লোক শবের সঙ্গে শ্মশানে গমন করে—শবের উপর পুষ্প বর্ষিত হয়—লোক "বন্দে মাতরম্" ও "কানাইলালের জয়।"

রবে গগন-পবন পূর্ণ করে। প্রায় ৫ শত মহিলা শ্মশানে উপস্থিত হয়েন এবং বলেন, "যদি স্বর্গ থাকে, তবে তোমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়াছে।" ইহার পর রাজনীতিক অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের শব জেলের বাহিরে লইয়া যাওয়া বন্ধ করা হয়।

বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় রাজনীতিক অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিচার শীঘ্র শীঘ্র করিবার জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ হইল।

১১ই ডিসেম্বর ও পরদিন—শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেন্দ্রচন্দ্র নাগ বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত হইলেন। লোকের স্বাধীনতা আর নিরাপদ্ রহিল না। মাদ্রাজে কংগ্রেসে এই বিষয়ে ভূপেন্দ্রনাথের বক্তৃতা সরকারের অনুসৃত এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ।

কলিকাতায় এই নির্ব্বাসনের প্রতিবাদকল্পে যে সভা হইল, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সরকার নাগপুরে (জাতীয় দলের) কংগ্রেস হইতে দিবেন না—প্রচার করিলেন।

নানারূপ আইনে, বিনাবিচারে নির্ব্বাসনে, মামলায়—সরকার জাতীয় ভাব দলন করিবার চেষ্টা করিয়া তাহা দেশের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তাহার পর শাসন-সংস্কারের পর শাসন-সংস্কারের ব্যবস্থায় আর অসন্তোষ দূর হইল না। কেন না, স্বরাজলাভের বলবতী বাসনা তখন জাতির মনে এমনই বদ্ধমূল হইল যে, তাহা উৎপাটিত করা যায় না।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রসিদ্ধ ঘোষণার পর ৫০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহাতে বলা হয়, বিবেচনা করিয়া ভারতে প্রতিনিধি-

মূলক প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতির সময় সমাগত। তাহার পর ১৭ই ডিসেম্বর লর্ড মর্লির শাসন-সংস্কার ব্যবস্থা প্রকাশিত হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর মাদ্রাজে কনভেনসন-কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। ৬ শত ২৬ জন প্রতিনিধি অধিবেশনে উপস্থিত হইলেন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণস্বামী রাও লর্ড মর্লির প্রস্তাবিত সংস্কারের উল্লেখ করিলেন। সভাপতি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ বহু চণ্ডনীতিদ্যোতক আইনের বিষয় বিবৃত করিয়া বলিলেন, এই সব ব্যবস্থায় লোকের আশার আর অবকাশ থাকে না। তিনি বিনাবিচারে লোককে নির্ব্বাসিত করিবার নিয়ম (১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৩নং রেগুলেশন) আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন, তাহা অতীতের বর্ব্বরতার অবশেষ। শেষে তিনি বলেন, "ইহার পর যুবকরা আমাদের এই কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আশা করি, তাঁহাদের পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাদের কায করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাযে ত্রুটি থাকিলেও তাঁহারা সেই পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের প্রতি সদয় হইবেন।"

এই বৎসর কংগ্রেসে কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত বিশ্বম্ভর নাথ, আলফ্রেড ওয়েব, বংশীলাল সিংহ ও আনন্দ চার্লুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

কংগ্রেস হত্যাদি অনাচারমূলক অনুষ্ঠানের নিন্দা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি কুব্যবহারের প্রসঙ্গে মুশীর হাসান কিদোয়াই বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীদিগের প্রতি যেরূপ দুর্ব্ব্যবহার করা হয়, যদি চীনে য়ুরোপীয়দিগের প্রতি সেইরূপ করা হয়, তবে কেমন হয়?

অম্বিকাচরণ মজুমদার বঙ্গভঙ্গের কথায় বলেন, বঙ্গভঙ্গ যদি অবিচলিত থাকে, তবে এ দেশে অশান্তিও অটুট থাকিবে। স্বদেশীর কথায়

দীপনারায়ণ সিংহ বলেন, স্বদেশীর উন্নতির জন্যই পূর্ব্ববৎসর মুসলমান তন্তুবায়রা দুর্ভিক্ষের সময় আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

যে নিয়মের বলে সরকার বিনাবিচারে লোককে নির্ব্বাসিত করিতে পারেন, তাহা প্রত্যাহার করিবার প্রস্তাব সৈয়দ হাসান ইমাম উপস্থাপিত করিলে ভূপেন্দ্রনাথ বসু তাহার সমর্থন করিয়া বলেন—আমাদের কার্য্যের কোনরূপ কৈফিয়ৎ দিবার অবকাশ না দিয়াই কি আমাদিগকে কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত, গ্রেপ্তার করা হইবে? "Are we to be imprisoned, are we to be deported, are we to be arrested without being given an opportunity of explaining our conduct?" তিনি মেদিনীপুরের বোমার মামলার উল্লেখ করেন।

কংগ্রেসে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ছাপাখানা-আইনের প্রত্যাহার করিতে বলা হয়। দুর্ম্মূল্যতার সম্বন্ধে অনুসন্ধান-ব্যবস্থার জন্য অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভাপতির অভিভাষণে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বলা হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও ভারতবাসী বিশেষ কৃতজ্ঞতাসহকারে তাহা গ্রহণ করিবে। এমন কথাও বলা হয়, বৃটিশ সরকারের সঙ্গে আমাদের প্রকৃত সহযোগিতার উপরই ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি এবং সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনের ক্রমোন্নতি নির্ভর করে।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সেবার প্রতিনিধি-সংখ্যা ২শত ৪৩; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি—লালা হরকিষণ লাল। সেবার সার ফিরোজশা মেটার সভাপতি হইবার কথা ছিল। কিন্তু অধিবেশনের ৬ দিন পূর্ব্বে তিনি সে পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে সভাপতি করা হয়। সেবার চারিদিক হইতে কংগ্রেসের উপর আক্রমণ হইয়াছে—এক দিকে মসলেম লীগ, আর এক দিকে হিন্দু সভা সে আক্রমণে যোগ দিয়াছেন।

কংগ্রেসে রমেশচন্দ্র দত্ত, লালমোহন ঘোষ ও লর্ড রিপণের মৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করা হয়।

সভাপতির অভিভাষণে—মদনমোহনের স্বভাবসিদ্ধ অতিবিস্তৃতি-দোষ ছিল। তখন মর্লির প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বড় লাটের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য মনোনীত হওয়ায় মডারেটরা

লালা হরকিষণ লাল।

বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। মর্লি কিন্তু জানিতেন, তাঁহার প্রদত্ত সংস্কারে দেশের লোকের সন্তোষসাধন সম্ভব হইবে না। সেই জন্য তিনি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া সংস্কার-আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় তাহার আভাস পাওয়া যায়। এক স্থানে আছে—"আমি জানি, গোখলে কটনকে লিখিয়াছেন, তিনি যেন"

অধিক আপত্তি উত্থাপন না করেন। দত্ত (রমেশচন্দ্র) সেই দলের অন্য লোকদিগের সহিত সেইরূপ ব্যবস্থা করিতেছেন।" মদনমোহন শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় বিবিধ ত্রুটির উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছিল এবং সুরেন্দ্রনাথ সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। সৈয়দ হাসান ইমাম সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনাধি-

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

কারের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া দূরদর্শিতার ও উদারতায় পরিচয় দিয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ প্রস্তাবে ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—"যত দিন বাঙ্গালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন বাঙ্গালীর শিরায় রক্ত প্রবাহিত থাকিবে, যত দিন সম্মিলিত ভারতের আদর্শ আমাদের দৃষ্টিতে

থাকিবে, যত দিন বাঙ্গালার নদী সকল সাগরাভিমুখে প্রবাহিত হইবে, যত দিন বাঙ্গালার শস্যক্ষেত্রে জননীর শ্যামল অঞ্চল বিলুণ্ঠিত হইবে— তত দিন আমরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বিরত হইব না। যত দিন 'বন্দে মাতরম' মন্ত্রে বাঙ্গালী নব-জীবনে সঞ্জীবিত হইবে, তত দিন আমরা প্রতিবাদ করিতে থাকিব। এখন আমরা পরাভূত হইয়া থাকিতে পারি; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহায় থাকিলে আমরা এই পরাজয়কে জয়ে পরিণত করিব।" ভূপেন্দ্রনাথের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল। গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর লাঞ্ছনার বিবরণ বিবৃত করেন।

গোপাল কৃষ্ণ গোখলে যে শাসন-সংস্কার প্রস্তাব লইয়া লর্ড মর্লির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, সে কথা আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি; সুরাট কংগ্রেসের পর হইতে তিনি প্রকাশ্য ভাবে জাতীয় দলের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েন এবং এমন মত'ও প্রকাশ করেন যে, ভারতবাসী বর্ত্তমানে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত নহে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুলাই তারিখে তিনি পুনায় এক বক্তৃতায় বলেন,—দুই কারণে বৃটিশ শাসনে বাধ্য থাকা ভারতবাসীর কর্ত্তব্য :—প্রথম, অবস্থা বিবেচনা করিলে বলিতে হয় ইংরাজ ভারতবাসীর কল্যাণই সাধিত করিয়াছেন; দ্বিতীয় —এখন বৃটিশ শাসন ব্যতীত ভারতবাসীর গত্যন্তর নাই, কিছু কাল থাকিবেও না। ভারতবাসী ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে প্রভেদ বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিতে পারে বা সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে যে শাসনপদ্ধতি প্রচলিত তাহাই পাইবার চেষ্টা করিতে পারে। কিন্তু শেষোক্ত আদর্শের জন্য ভারতবাসীকে যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইবে; কারণ, চরিত্র ও ক্ষমতা ব্যতীত তাহা হইতে পারে না—ভারতবাসীর মত অসুবিধা আপনাদিগকে লইয়া।

আত্মশক্তিতে এই অপ্রত্যয়, জাতির চরিত্র সম্বন্ধে এই হীন ধারণা—

এ সকল দেশভক্তের পক্ষে কলঙ্কের কথা। কিন্তু গোখলে অনায়াসে এই ধারণা ব্যক্ত করিয়াছিলেন!

তাহার পর ৯ই অক্টোবর তারিখে বোম্বাইয়ে তিনি ছাত্রদিগকে রাজনীতিক ব্যাপারে যোগ দিতে নিষেধ করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার মতে ছাত্ররা রাজনীতিক আন্দোলনে যোগ দিলে জাতীয় জীবনের সম্ভ্রমহানি হয়! তাহাতে ছাত্ররাও না কি অস্বাস্থ্যকর উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয় ও দলাদলির আবর্ত্তে পতিত হওয়ায় তাহাদের অনিষ্ট হয়! ইহার পর গোখলে জাতীয় দলের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন, তাঁহাদের রাজনীতিক শিক্ষা অনেকাংশে অসার। তাহাতে এ দেশের পুরাতন রাজনীতিক জীবন ক্ষুণ্ণ করা হয়; কেন না, তাহাতে ইতিহাসের শিক্ষা অবজ্ঞা করা হয় এবং স্থির করিয়া লওয়া হয় যে—বিদেশীর শাসনই দেশে নানা রাজনীতিক আপদের কারণ। যে সব বিভিন্ন উপাদানে ভারতীয় অধিবাসীরা গঠিত সে সকলকে এক করিয়া অতি ধীরে ধীরে এক জাতি গঠনের জন্য যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রয়োজন, বৃটিশ শাসন ব্যতীত ভারতে তাহা সম্ভব নহে। আমরা রাজনীতিক ব্যাপারে ও অন্য কোন ব্যাপারেও আপনারা চিন্তা করিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হই না—সে অভ্যাস আমাদের নাই। আমরা যে কোন মত পাইলেই তাহা অনায়াসে গ্রহণ করি। যে সব রাজনীতিক নব ভাবের অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাও এ পর্য্যন্ত ছাত্রদিগের প্রতি তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্যক পালন করেন নাই, যখন যুবকদিগকে স্বাধীনতার কথা বলা যায়, তখন তাহাদিগের মনে কেবল দুইটি বিষয় উদিত হয়—(১) কেমন করিয়া বিদেশীর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব, (২) কত শীঘ্র অব্যাহতি লাভ করিতে পারিব। অথচ এ দেশে বৃটিশশাসনের স্থিতির অর্থ, শান্তি শৃঙ্খলার স্থিতি; কারণ বৃটিশ শাসন ব্যতীত এ দেশে শান্তি শৃঙ্খলা থাকে না। আমরা ইংরেজের সমান নহি।

গোখলে কেবলই বলিয়াছেন, ইংরাজ শাসন ব্যতীত এ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকিবে না—থাকিতে পারে না। আর ভারতবাসী ইংরাজের সমান নহে। ইংরাজ যে এ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার কারণ,ইংরাজ যখন বাণিজ্য-ব্যাপদেশে এ দেশে আসিয়া সাম্রাজ্য লাভ করেন, তখন মুসলমানদিগের দুর্ব্বল হস্ত হইতে রাজদণ্ড স্খলিত হইতেছে—দেশ অরাজক। নহিলে কোন কালে যে এ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না, বা আর কোন শাসক আসিয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত করিতে পারিত না—এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। আমরা ইংরাজের সমান নহি,এ কথা অনেক ইংরাজও অস্বীকার করিবেন। মূল কথা, গোখলে—মডারেট মতের প্রচারক; গোখলে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে জাতির অকল্যাণ অনিবার্য্য—কারণ, যে জাতি মনে করে—তাহার রক্তে হীনতার ও দৌর্ব্বল্যের দোষ আছে, সে জাতি কখনও উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস করিতে পারে না; সে জাতি মনে করে, নিম্ববৃক্ষে কখন রসাল ফলিবে না—চেষ্টা করিয়া কি হইবে?

এই সময় ভারতের রাজনীতিক অবস্থায় শঙ্কিত হইয়া লর্ড মিণ্টো অসন্তোষ বিষয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের মত চাহেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ছাপাখানা আইন বিধিবদ্ধ হয়। সেই আইন বিধিবদ্ধ করিবার পক্ষে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড সিংহ) সরকারের সহায়তা করিয়া সরকারের কাছে যেমন স্নেহভাজন হইয়াছিলেন, তেমনই দেশের লোকের বিরক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—এই আইনের ফলে দেশীয় স্বাধীন সংবাদপত্রের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে। জ্ঞানের উৎসমুখও রুদ্ধ হইবে, উন্নতিরদ্বার অর্গলবদ্ধ হইবে। আর লর্ড সিংহ বলিয়াছিলেন,—এই বিষম আইনও কঠোর

নহে। যিনি পরে বঙ্গীয় শাসন পরিষদের অন্যতম সদস্য হইয়াছেন, সেই মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ এই আলোচনা-প্রসঙ্গে মিষ্টার হার্ডিকে "শ্বেতাঙ্গ সর্দ্দার কুলী" বলিয়া যে ধৃষ্টতার পরিচয় দেন, তাহার তুলনা ভদ্রসমাজে সচরাচর পাওয়া যায় না। কারণ, হার্ডি জ্ঞানে, গুণে, বয়সে, বিজ্ঞতায় এই মহারাজাধিরাজ অপেক্ষা অনেক উচ্চে অবস্থিত ছিলেন; মনুষ্যত্বের কথা আর না-ই বলিলাম।

তখনও মডারেটরা সকলে সর্ব্বতোভাবে ও অবিচারিতচিত্তে সরকারের সমর্থন করিতে আরম্ভ করেন নাই। ইহার পর মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারে শাসন-পরিষদের সদস্যদিগের সহিত সমান বেতনে দেশীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয় এবং ভারতবাসীর পক্ষে অন্যান্য উচ্চ পদের রুদ্ধ দ্বারও মুক্ত হয়। সেই শাসন-সংস্কারের সময় হইতে সরকার পঞ্জাবের বিষম অত্যাচারের পরও ভারতীয় মডারেট রাজনীতিকদিগের সম্পূর্ণ সাহায্য লাভ করিতে থাকেন। নূতন ব্যবস্থায় এই সব মডারেটই প্রথম দফায় মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েন। সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ নহে—এবং তাহা বর্ত্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ও নহে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন এলাহাবাদে। প্রতিনিধি-সংখ্যা—৬শত ৩৬; অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুন্দরলাল; সভাপতি সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ। তখন এক দিকে সুরাটের ব্যাপারে মডারেট দলে ও জাতীয় দলে—আর এক দিকে শাসন-সংস্কারে হিন্দু মুসলমানে ভেদ হইয়াছে। যদি এই ভাব দূর করিবার কোন উপায় করিতে পারেন এই আশায় সার উইলিয়ম ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "গত ২০ বৎসরে ভারতের হিতকামী বন্ধুদিগের আশারও বড় অবকাশ ছিল না। ভারতবর্ষ অপরিসীম কষ্ট সহ্য করিয়াছে। যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ঘূর্ণীবাত্যা এই সকলে লোক নিরাশার সাগরে তাড়িত

হইয়াছে। এতদিনে আশার আলোক দেখা যাইতেছে—আশার অবকাশ হইয়াছে। এখন আবার সম্মিলিত উদ্যমে অগ্রসর হইতে হইবে।" তিনি য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত শিক্ষিত ভারত-বাসীর, হিন্দুদিগের সহিত মুসলমানদিগের ও মডারেটদিগের সহিত জাতীয় দলের ভেদের বিশেষ আলোচনা করেন। তিনি বিলাতে কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতে বলিয়া উপসংহারে বলেন, ভারতে আত্ম-শক্তিতে প্রত্যয়হেতু নবভাবের উদ্ভব হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে যেন অপরের প্রতি ঘৃণার উদ্ভব না হয়।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও সস্ত্রীক সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের প্রতি রাজভক্তি প্রকাশ করা হয়।

কংগ্রেসের সংস্থাপনাবধি কখন নূতন বড় লাটকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয় নাই। কংগ্রেসের অধিবেশনকালে লর্ড কর্জ্জন ভারতে উপস্থিত হওয়ায় কেবল তাঁহাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করিয়া টেলিগ্রাফ করা হইয়াছিল। কিন্তু মডারেটদিগের এই কংগ্রেস সে কংগ্রেস নহে; ইহাতে নব লাট লর্ড হার্ডিঞ্জকে অভিনন্দনপত্র প্রদানের ব্যবস্থা হয়।

ব্যারিষ্টার ব্যতীত কেহ বড় লাটের শাসন-পরিষদের ব্যবস্থা সচিব হইতে পারিবেন না—এই নিয়মের প্রতিবাদ করিয়া বলা হয়, উকীল-দিগের মধ্যে ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষের মত লোক যখন আছেন, তখন উকীলদিগের যোগ্যতায় সন্দেহ-প্রকাশের অবসর থাকিতে পারে না।

পূর্ব্ববৎ উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীর লাঞ্ছনা, স্বদেশী, বিচার ও শাসন-বিভাগদ্বয়ের বিচ্ছেদসাধন, বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ডাক্তার গৌর স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় স্বায়ত্ত-শাসনাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে চেয়ারম্যানের ও

সম্পাদকের নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা করিতে বলেন এবং রাঘব রাও বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচন করিতে বলেন। ইহার প্রায় ৫ বৎসর পরে বঙ্গদেশে জিলা বোর্ডে বেসরকারী চেয়ারম্যান করিবার ব্যবস্থা হয়। প্রথমে লর্ড কার্ম্মাইকেলের সরকার বর্দ্ধমানে রাজা বনবিহারী কাপূরকে ও বহরমপুরে রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরকে জানান, স্ব স্ব জিলায় তাঁহারা চেয়ারম্যান হইতে স্বীকৃত হইলে, সরকার সে ব্যবস্থা করিবেন। রাজা সাহেব অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং বৈকুণ্ঠনাথ বহরমপুরের জিলা বোর্ডের প্রথম বেসকারী চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েন। তাঁহার দ্বারা বোর্ডের কাস এমনই সুসম্পন্ন হয় যে, বাঙ্গালা সরকার ক্রমে বাঙ্গালায় জিলা বোর্ডের সদস্যদিগকে বেসরকারী চেয়ারম্যান নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান করেন।

রাজদ্রোহজনক সভাবিষয়ক আইনের আয়ুঃ শেষ হইলে যেন তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করা না হয় এবং ছাপাখানা-আইন প্রত্যাহার করা হয়, এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মর্লি-প্রবর্ত্তিত যে শাসন-সংস্কারে পূর্ব্ববৎসর পরম উল্লাস প্রকাশ করা হইয়াছিল, এবার তাহার ত্রুটি দেখান হয়। ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আইনের নিয়মেই আইনের উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়াছে।

জিনা, মজরল হক, হাসান ইমাম ব্যবস্থাপক সভা ব্যতীত অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গ্রীয়ার পার্কে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। অধিবেশনের অল্পদিন পূর্ব্বে সম্রাটের ঘোষণায় পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ সম্মিলিত এবং বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছিল। তবুও সে অধিবেশনে ৪ শত ৪৬ জনের অধিক প্রতিনিধির সমাগম হয় নাই।

সেবার মিষ্টার রামজে ম্যাকডোনাল্ডকে সভাপতি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার পত্নীর মৃত্যুতে তিনি সে পদ গ্রহণ করিতে না পারায়, পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধরকে সেই পদে বৃত করা হয়। উপর্য্যুপরি দুইবার বিদেশীকে সভাপতি করিবার ব্যবস্থায় মডারেট-দিগের মনের প্রকৃত ভাব বুঝা যায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্ত্তনে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,

পণ্ডিত বিষণনারায়ণ ধর।

ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সাধিত হইলেও কংগ্রেসের কায করিতে হইবে। কংগ্রেস জাতি-গঠন করিবে।

নরেন্দ্রনাথ সেনের ও শিশিরকুমার ঘোষের মৃত্যুতে সভাপতি শোক প্রকাশ করেন এবং বলেন, বৃটিশ-শাসন এ দেশে বিধাতার সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দান। তিনি বলেন, এ দেশে আমলাতন্ত্র দেশের লোকের

আশার ও আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। তিনি স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন এবং শিক্ষার আলোচনা-প্রসঙ্গে গোখলের প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক আইনের উল্লেখ করেন।

বিহারকে বাঙ্গালা হইতে স্বতন্ত্র করা সমর্থিত হয়।

রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর রাজদ্রোহজনক সভা-বিষয়ক আইনের, ছাপাখানা আইনের ও বিনাবিচারে নির্ব্বাসন ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন।

এই অধিবেশনে মাদ্রাজের কৃষ্ণস্বামী আয়ারের মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া যায়।

করণ্ডিকার পুলিস-সংস্কারের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রভৃতি সেই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্ত্তনের ব্যাপারে ভারত সরকার ভারত-সচিবের নিকট যে ডেসপ্যাচ পাঠান, তাহাতে প্রাদেশিক ব্যাপারে প্রাদেশিক স্বাধীনতার (Autonomous in all provincial matters) কথা ছিল। তাহাতে কাহারও কাহারও মনে এমন আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে। তখন লর্ড ক্রু ভারত-সচিব। তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে বিলাতে হাউস অব লর্ডসে সে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—কোন কোন ভারতবাসী সাম্রাজ্যের অন্যান্য ভাগের মত স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার আশা করেন। তাহা হইতে পারে না। (I see no future for India on these lines) ইংরাজ ভিন্ন অন্য জাতিকে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করা সঙ্গত নহে। ডেসপ্যাচে যে সেরূপ কোন কথার উল্লেখ নাই তাহা স্পষ্ট বলা প্রয়োজন।

ইহার পর ১৯শে জুন তারিখে তিনি বলেন, ভারতবাসীর পক্ষে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন লাভ অসার স্বপ্নমাত্র। অর্থাৎ যে আদর্শ কংগ্রেস স্বরাজ নামে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশন হইতে যে বিষয়ে কংগ্রেসের পন্থাবলম্বীদিগের মধ্যে মতভেদ ছিল না, ভারত-সচিব সেই আদর্শই অসার ও অসম্ভব বলিয়া ঘোষণা করেন। বিস্ময়ের বিষয়, ইহাতেও মডারেটরা বিচলিত হয়েন নাই।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে চাকরী কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে সেই কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। লর্ড ইসলিংটন কমিশনের সভাপতি এবং লর্ড রোণাল্ডসে, সার মারে হামিক, সার থিওডর মরিশন, সার ভ্যালেনটাইন চিরল, মহাদেব ভাস্কর চৌবল, আবদুর রহিম, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, ওয়ালটার কালী ম্যাজ, ফ্রাঙ্ক জর্জ স্লাই, হার্বার্ট লরেন্স ফিসার ও জেমস রামজে ম্যাকডোনাল্ড সদস্য ছিলেন।

এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন শোভাযাত্রা করিয়া নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি আহত হয়েন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন বাঁকিপুরে। প্রতিনিধির সংখ্যা ২ শত ৭ মাত্র। সৈয়দ হাসান ইমামের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি হাইকোর্টের জজ হওয়ায় মজরুল হক সাহেব সেই পদ গ্রহণ করেন। এই অধিবেশনের অল্পদিন পূর্ব্বে নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশকালে লর্ড হার্ডিঞ্জ বোমায় আহত হইয়াছিলেন। মজরুল হক সেই কথা বলিয়া হিউম ও কৃষ্ণস্বামী আয়ারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং বিহারের ইতিহাস বিবৃত করেন। মুধলকার মহাশয় সভাপতি হইয়া অভিভাষণ পাঠ করেন।

কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বিবৃতিপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারতবাসীরা

বৃটিশ প্রজার পূর্ণ অধিকার চাহে—অন্যান্য স্থানে বৃটিশ প্রজারা যে সব অধিকার ভোগ করে—সেই সকলে সমান অধিকার দাবী করে। গত কয় বৎসরের দুঃখ-কষ্টের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, সে সব শেষ হইয়াছে। তখন ভারত সরকার দেশের লোকের ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্খা উপেক্ষা করিয়াছিলেন, রাজপ্রতিশ্রুতিও রক্ষা করেন নাই। সম্রাট আশার বাণী

আর, এন্ মুধলকার।

উচ্চারণ করিয়াছেন—I give to India the watch word of hope য়ুরোপীয় জাতিরা তুর্কীর সম্বন্ধে যে ভাব দেখাইতেছিলেন, তাহার আলোচনা করিয়া তিনি কংগ্রেসের সাফল্যের বিবরণ বিবৃত করেন। তিনি শাসন-সংস্কার আইন-সম্বন্ধীয় নিয়মের ত্রুটি দেখান এবং সকল

প্রদেশে সপার্ষদ গভর্ণর নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তিনি পার্লামেণ্টে ভারতের প্রতিনিধি-প্রেরণ ব্যবস্থা করিবার উপযোগিতা বিচার করেন এবং বলেন, যখন পণ্ডিচারী হইতে ফরাসী চেম্বারে ও গোয়া হইতে পর্টুগীজ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে, তখন ভারতবর্ষ বিলাতের পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি পাঠাইতে পাইবে না কেন? উপনিবেশে ভারতবাসীর লাঞ্ছনার কথাও আলোচিত হয়। উপসংহারে তিনি কংগ্রেসের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করেন—যেন এতদিন পরেও তাহার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিবার প্রয়োজন ছিল!

প্রথম দিনই—সভাপতির অভিভাষণপাঠের পর দিল্লীর বোমা ব্যাপারে শঙ্কা ও ঘৃণা প্রকাশ করা হয়। সুরেন্দ্রনাথ, ওয়াচা, লজপৎ রায়, মদনমোহন মালব্য, সুব্বারাও, কিষণসহায়, মহম্মদ ইসমাইল এই প্রস্তাবে বক্তৃতা করেন। এরূপ হত্যাচেষ্টার সমর্থন কোন স্থিরবুদ্ধি লোকই করিতে পারেন না। তবুও কেন যে কংগ্রেস এ বিষয়ে এতটা ব্যাকুল হইয়াছিলেন, বুঝা যায় না।

অম্বিকাচরণ মজুমদার স্বদেশীসম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতে দাঁড়াইয়া বলেন,—স্বদেশী প্রতিহিংসায় ও প্রতিশোধে উদ্ভূত হইয়াছিল, কিন্তু এখন তাহা দেশভক্তিতে ও প্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ অম্বিকাচরণ কেমন করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, বলিতে পারি না। স্বদেশী কখনই প্রতিহিংসায় ও প্রতিশোধে উদ্ভূত হয় নাই। রাণাডে-প্রমুখ অর্থনীতিকরা বহুদিন হইতেই প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছিলেন যে, স্বদেশী শিল্প ব্যতীত দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান-সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা বহুকাল হইতে দেশের লোককে এ বিষয়ে অবহিত হইতে বলিতেছিলেন এবং কিছু দিন কংগ্রেসের সঙ্গে শিল্পপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাও হইয়াছিল। এ অবস্থায় স্বদেশীকে প্রতিহিংসা-প্রণোদিত বলা অসঙ্গত। বয়কট ও স্বদেশী এক নহে। বয়কটে

প্রতিহিংসার প্রভাব থাকিলেও তাহার আর এক দিক্ ছিল,—সে বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী শিল্পের উন্নতিসাধন।

এই অধিবেশনে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন করাচীতে। এবার ৫ শত ৫০ জন প্রতিনিধি সমবেত হয়েন। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হরচন্দ্র বিষণদাস। নবাব সৈয়দ মামুদ বাহাদুর সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন।

নবাব সাহেব বলেন, সম্রাট স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ভারতের

নবাব সৈয়দ মামুদ।

বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একযোগে কায করিতে সদুপদেশ দিয়াছিলেন। আমরা সেই উপদেশানুসারে কায করিব। মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান, হিন্দু—সকলেই একযোগে কার্য্য করিয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি। নিখিল ভারত মসলেম লীগ যে হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের একযোগে কার্য্য করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। দুই সম্প্রদায়ের নেতারা এইরূপে একযোগে কার্য্য

করিবার উপায় করুন। এই অধিবেশনের অল্প দিন পূর্ব্বে কানপুরে একটি মসজেদ ভাঙ্গায় দাঙ্গা হয় এবং বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ শেষে স্বয়ং কানপুরে যাইয়া ছোট লাট সার (এখন লর্ড) জেমস্ মেষ্টনের ব্যবস্থা নাকচ করিয়া মুসলমানদিগের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অভিভাষণে সে কথার উল্লেখ ছিল। তিনি ভারতবাসীকে সেনা-বিভাগে উচ্চপদ দিতে বলেন এবং উপসংহারে বলেন, দেশে জাতীয় ভাবের প্রবাহ প্রবেশ করিয়াছে—ইহাতে জাতিগত, বর্ণগত, ধর্ম্মগত সব অস্বাভাবিক বৈষম্য বিধৌত হইয়া যাইবে।

এই বৎসর জানকীনাথ ঘোষাল ও সুন্দর আয়ার দুই জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

মসলেম লীগ যে স্বায়ত্ত-শাসনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলেন, যদি এ দেশে হিন্দু-মুসলমানের মিলন হয়, তবে ভবিষ্যতে যে শক্তিশালী, বৃহৎ—মহা-ভারতের উদ্ভব হইবে, তাহা অশোকের সম্রাজ্যকে ও আকবরের কল্পিত সাম্রাজ্যকে পরাভূত করিবে।

ছাপাখানা-আইনের প্রতিবাদ-প্রসঙ্গে ভূপেন্দ্রবাবু বলেন, বিদেশী সরকারের হস্তে এই অস্ত্রে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা "Situated as the Government of India is, foreign in its composition and aloof in its character, that law is a source of great peril."

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এবার প্রতি-নিধির সংখ্যা ৮ শত ৬৬; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার; সভাপতি ভূপেন্দ্রনাথ বসু। যে মুষ্টিমেয় ভারতবাসী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের কল্পনা করেন, সার সুব্রহ্মণ্য তাঁহা-দিগের এক জন। তিনি পল্লীজীবনের উন্নতিসাধন করিতে
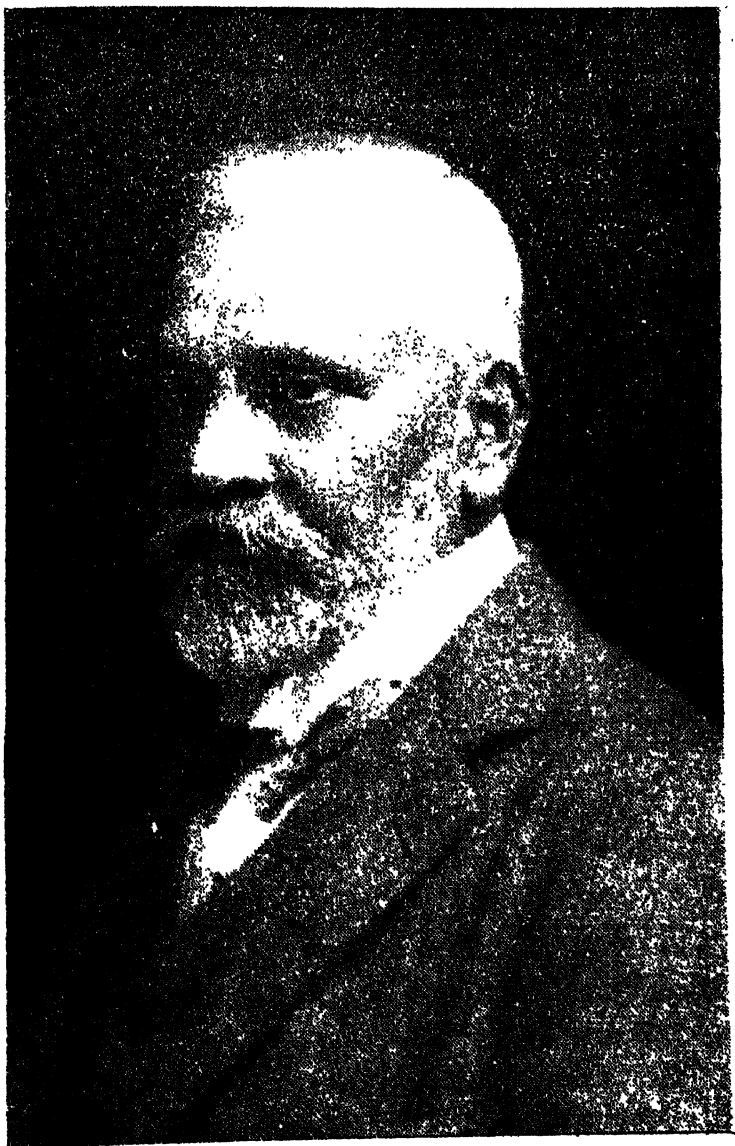
ভূপেন্দ্রনাথ বসু

বলেন এবং ভারতবাসীকে আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করিতে উপদেশ দেন।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বেই য়ুরোপীয় সমর আরব্ধ হইয়াছে এবং ভারতবাসী সে যুদ্ধে ইংরাজের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথের অভিভাষণে জাতীয় ভাবের প্রভাব পরিস্ফুট ছিল। কিন্তু তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং সে কথাও বলিয়াছিলেন—অনেকে হয়ত তাঁহার অভিভাষণে হতাশ হইবেন—There may be some disappointments that it has not gone as far as many would wish. তখন জার্ম্মাণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, ইংলণ্ড বিপন্ন। আবার তখন তিনি দেশের দুই দলের সম্মিলনচেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন, বিলাতে পার্লামেণ্টে মন্ত্রি-সভার বিপক্ষ দলের যে কায এ দেশে কংগ্রেসের সেই কায। কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি-সভা। তিনি বলেন, সাম্রাজ্যের এই বিপদের সময় ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের সম্মুখে—তাহার সন্তানদিগের শোণিতে লিখিত কোষ্ঠী খুলিয়া তাহার নিয়তি পূর্ণ করিতে বলিতেছে। তিনি দেখান, সিভিল সার্ভিসে ১৪ শত কর্ম্মচারীর মধ্যে কেবল ৭০ জন ভারতবাসী। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ভারতবর্ষ চিরকাল নাবালক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। How long will India toddle on her feet, tied to the apron-strings of England? ভারতবর্ষে শাসন-ব্যবস্থা অন্যরূপ হইলে জার্ম্মাণ যুদ্ধে ভারতের সাহায্যেই ইংলণ্ড বিজয়-গৌরব লাভ করিতে পারিতেন। তিনি বলেন, "শিক্ষা ব্যতীত উন্নতি হইবে না; শিক্ষায় জাতিগত ও ধর্ম্মগত বৈষম্য বিদূরিত হইবে। আমি স্রষ্টার মস্তক হইতে জন্মগ্রহণ করি বা চরণ হইতে উদ্ভূত হই, তাহাতে কি আইসে যায়? এই পৃথিবী তাঁহার পাদপীঠ। ধর্ম্মের ভেদেই বা কি আইসে যায়? তিনি ভক্তের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন—

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌ ;
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥'

আমরা মসজেদের মুয়াজীমের কথাই শুনি বা গির্জ্জার ঘণ্টারবই শুনি—মসজেদের মিনারেই আমাদের দৃষ্টি বদ্ধ হউক বা আমরা মন্দিরচূড়ায় ত্রিশূলই দর্শন করি—আমরা মন্দিরেই সমবেত হই বা মস্‌জেদেই যাই—আমরা যে কুলেই কেন জন্ম গ্রহণ করি না, তাহাতে কি আইসে যায়? বাহিরে মা'র মন্দির রহিয়াছে—মানবাত্মা তথায় উপসনার জন্য আহ্বান করিতেছে। আমরা তথায় অতীতের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া থাকি।"

ভূপেন্দ্রনাথের এই বক্তৃতায় যে রাজনীতিকোচিত ভাব সর্ব্বত্র সপ্রকাশ, তাহা সচরাচর দেখা যায় না।

গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, অম্বালাল সাকেরলাল ও বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায়—তিন জনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। ইঁহারা কংগ্রেসের সেবক ছিলেন। কিন্তু ইহাদের জন্য শোক-প্রকাশেরও পূর্ব্বে বড় লাটের পত্নীর ও পুত্রের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। অথচ এই দুই জনের সহিত কংগ্রেসের কোন সম্বন্ধই ছিল না।

তাহার পর রাজভক্তিজ্ঞাপক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। পূর্ব্বের বন্দোবস্তে এই সময় মাদ্রাজের লাট মণ্ডপে আগমন করেন। প্রাদেশিক শাসকের আগমনে কংগ্রেসের সব "কলঙ্ক" ঘুচিল বলিয়া মডারেটরা মহানন্দে জয়ধ্বনি করেন। কেন না, তাঁহাদের মতে "তস্মিন্‌ তুষ্টে" —ইত্যাদি। কিন্তু গবর্ণরের আগমন-বিলম্বে মিষ্টার পেটরো আর একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গভর্ণরের আগমনে তাঁহাকে বসাইয়া দিয়া রাজভক্তির প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়। গভর্ণর বিদায় লইলে পেটরো আবার ছিন্নসূত্রে গ্রন্থি দিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন।

সভাপতির অভিভাষণে ভূপেন্দ্রনাথ এ দেশের শিল্পে সরকারী সাহায্য প্রদানের কথা বলিয়াছিলেন ও সে বিষয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অধিবেশন বোম্বাইয়ে। সেবার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সার দীনশা ওয়াচা; সভাপতি সার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন পূর্ব্বে কখন কংগ্রেসের কাযে মন দেন নাই। তবুও তিনি "কোন্ গুণে" সহসা কংগ্রেসের সভাপতি হইলেন, সে রহস্য এখনও ভেদ করা হয় নাই। তিনি বড় ব্যারিষ্টার ছিলেন—বড় লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য হইয়া তিন বৎসরে সে পদ ত্যাগ করিয়া আইসেন ও পুনশ্চ ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। রাজনীতির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তবে এমন হইল কেন? অবশ্য, মডারেট কংগ্রেসে সবই সম্ভব। নর্টন ইঙ্গিত করেন, যুদ্ধের সময় রাজপুরুষদিগের অভিপ্রায় অনুসারে মডারেটরা সরকারের বিশ্বাস-ভাজন সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে সভাপতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বক্তৃতা পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদিগকে দেখান হইয়াছিল। এ কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে না যাইয়া আমরা যাহা শুনিয়াছি, তাহা এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বড় লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য ছিলেন, তিনি যদি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রার্থনা করেন, তবে সে প্রার্থনা ব্যুরোক্রেশীর কাছেও আদৃত হইতে পারে, এই ভরসায় কংগ্রেসের কোন বাঙ্গালী মডারেট নেতা তাঁহাকে সভাপতি হইতে অনুরোধ করেন। তিনি সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলে মডারেট নেতা চীফ জাষ্টিস সার লরেন্স জেনকিন্সের শরণাপন্ন হয়েন। সার লরেন্সের অনুরোধে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন কংগ্রেসের সভাপতি হইতে স্বীকৃত হয়েন। সার লরেন্স নাকি সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে বলিয়াছিলেন, তিনি সভাপতি হইতে অস্বীকার

করিলে তাঁহার শ্রদ্ধা হারাইবেন—I shall lose all respect for you. নর্টন বলিয়াছেন—In an incredible flash of time Lord Sinha has conquered space and fame. নর্টন বলেন, তাঁহাকে সভাপতি করায় কংগ্রেসের বিনাশ হয়—The selection effaced the Congress.

সভাপতির "কোটেশন"-কণ্টকিত অভিভাষণে স্বায়ত্ত-শাসনই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হয়; কিন্তু সভাপতি বলেন—এখনও দেশে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই—The goal is not yet.

লর্ড সিংহ।

তিনি বলেন, বৃটিশের কাছ হইতে দানরূপে স্বায়ত্ত-শাসন পাইলে চলিবে না, বলপূর্ব্বক লইলেও হইবে না—আমাদের মানসিক, নৈতিক ও অর্থনীতিক উন্নতি সাধিত করিয়া তাহা পাইতে হইবে। কিন্তু

বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে যে উন্নতির পথে কত অন্তরায়, তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি দেশের লোককে সামরিক শিক্ষা ও কমিশন দিতে, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনের বিস্তার-সাধন করিতে ও শিল্প-বাণিজ্য-কৃষির উন্নতি করিতে বলেন। তবে সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও স্বীকার করিয়াছিলেন—স্বদেশ রক্ষার দায়িত্ব ব্যতীত নাগরিকের ভাবের উদ্ভব অসম্ভব। যদি হাঙ্গামা হয়, অপরে তাহা দলিত করিবে; দেশের বিপদ ঘটিলে অপরে দেশরক্ষা করিবে,—যখন জাতির মনের ভাব এইরূপ হয়, তখন বুঝা যায় জাতির হৃদয় হইতে নাগরিক দায়িত্বের ভাব নষ্ট করা হইয়াছে। যে শাসন-পদ্ধতিতে জাতির এইরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা জাতির আত্ম-সম্মানের বিরোধী।

এই অধিবেশনে গোখলে, সার ফিরোজশা মেটা, সার হেনরী কটন ও কেয়ার হার্ডির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

এই অধিবেশনে বিলাতে ভারতীয় ছাত্রদিগের শিক্ষালাভের পথ সঙ্কীর্ণ করিবার আয়োজনের প্রতিবাদ করা হয়।

মিসেস বেসাণ্টের হোমরুল প্রস্তাবের আলোচনা জন্য এক সমিতি গঠিত হয় এবং কংগ্রেসের নিয়মে যে সব পরিবর্ত্তন হয়, তাহারই ফলে পরবৎসর তিলক প্রভৃতি পুনরায় কংগ্রেসে যোগ দেন।

বোম্বাইয়ে সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যদি বিনাশ হইয়া থাকে, তবে তাহার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌয়ে অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ হয়।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি পণ্ডিত জগৎনারায়ণের অভিভাষণে মিলনশঙ্খনাদ শ্রুত হইয়াছিল—সুরাটের বিচ্ছেদের পর এই মিলন; আমরা আজ প্রয়োজনের সময় মা'র আহ্বান শুনিয়া মা'র মন্দিরে সমবেত হইয়াছি।

জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হইতেই ইহার

এক জন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তাঁহার, খারের ও পণ্ডিত বিষণ-নারায়ণ ধরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করিয়া সভাপতি বলেন, দশ বৎসর পরে দুই দলে মিলন হইয়াছে—আমরা কর্ত্তব্যের আহ্বানে দলাদলি ভুলিয়া মাতৃমন্দিরে সমবেত হইয়াছি। তিনি বাল গঙ্গাধর তিলক, মতিলাল ঘোষ প্রভৃতি জাতীয় দলের প্রতিনিধিদিগকে সাদরে স্বাগত সম্ভাষণ করেন।

অম্বিকাচরণ মজুমদার।

অম্বিকা বাবুর অভিভাষণ সর্ব্বতোভাবে কালোপযোগী হইয়াছিল। তিনি বলেন, এ দেশে বৃটিশ-শাসন আজও যথেচ্ছাচালিত—তাহাতে দেশের লোকের কোন অধিকার নাই। লোক এখন যে অবস্থায় উপনীত, তাহাতে দেশে আর আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য থাকা সঙ্গত নহে। তিনি নানা বিভাগে সরকারের ত্রুটি প্রদর্শন করেন এবং ছাপাখানা-

আইনের অতি তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি মিসেস বেসাণ্টের ও তিলকের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করেন। তিনি কংগ্রেসের ইতিহাসের আলোচনা করিয়া ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী হইতে বলেন। আজ আমরা স্বদেশে প্রবাসী—এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতীকারের একমাত্র উপায় স্বাবলম্বন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যুক্ত প্রদেশের সরকার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিকে এক পত্র লিখেন—স্থানে স্থানে যেরূপ অসংযত বক্তৃতা হইয়াছে, লক্ষৌয়ে যেন সেরূপ না হয়।

এই সম্মিলিত কংগ্রেসে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটী ও মসলেম লীগের শাসন-সংস্কার সমিতি কর্ত্তৃক একযোগে লিখিত শাসন-সংস্কার-প্রস্তাব গৃহীত হয়। তখন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ভারত সরকার বিলাতে করিয়াছেন এবং লর্ড হার্ডিঞ্জের সরকার বিলাতে এক প্রস্তাবও পাঠাইয়াছেন জানিতে পারিয়া অক্টোবর মাসে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভার ১৯ জন বেসরকারী সদস্য শাসন-সংস্কারের এক প্রস্তাব ভারত সরকারকে দিয়াছেন। পরে ২৫শে অক্টোবর (১৯১৭) বিলাতে হাউস অব লর্ডসে সহকারী ভারত-সচিব লর্ড ইসলিংটন বলিয়াছিলেন, ভারত সরকার পুনঃ পুনঃ বিলাতে ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিতে বলিতেছিলেন।

কংগ্রেস ও মসলেমলীগ কর্ত্তৃক গৃহীত প্রস্তাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কংগ্রেস ও মসলেম লীগের সংস্কার-ব্যবস্থা।

(ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন লাভের উপযুক্ত বিধানের জন্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর লক্ষৌ সহরে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির একত্রিংশ অধিবেশনে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের

লক্ষ্ণৌ ডিসেম্বর নিখিল ভারত মসলেম লীগের অধিবেশনে ইহা সমর্থিত হইয়াছে।)

১। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা।

১। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় চারি-পঞ্চমাংশ নির্ব্বাচিত ও এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত সভ্য থাকিবেন।

২। বড় বড় প্রদেশে ১২৫ জনের কম এবং ছোট ছোট প্রদেশে ৫০ হইতে ৭৫ জনের কম সভ্য থাকিলে চলিবে না।

৩। যতদূর সম্ভব বিস্তৃত নির্ব্বাচনক্ষেত্র হইতে সভার সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

৪। নির্ব্বাচনের দ্বারা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়েরও প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা থাকিবে এবং নিম্নলিখিত সংখ্যা অনুসারে প্রত্যেক প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। নির্ব্বাচিত ভারতীয় সভ্যের অনুপাতে মুসলমান সভ্যের সংখ্যা—পঞ্জাবে শতকরা ৫০ জন, যুক্তপ্রদেশে শতকরা ৩০ জন, বঙ্গদেশে শতকরা ৪০ জন, বিহারে শতকরা ২৫ জন, মধ্যপ্রদেশে শতকরা ১৫ জন, মান্দ্রাজে শতকরা ১৫ জন, বোম্বাইয়ে এক তৃতীয়াংশ হইবে। মুসলমানগণ তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনক্ষেত্র ভিন্ন ভারতীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার অন্য কোন নির্ব্বাচনক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। যাহাতে সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষতি হইতে পারে, সভার কোন বেসরকারী সদস্য যদি সেরূপ কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেন তবে সেই সম্প্রদায়ের সভ্যগণের তিন-চতুর্থাংশের মতামত লইয়া সেই প্রস্তাবটি বর্জ্জন করিতে হইবে। ভারতীয় ও প্রাদেশিক উভয় ব্যবস্থাপক সভাতেই এই নিয়ম চলিবে।

৫। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তা ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হইতে পারিবেন না। সভ্যগণ এক জন বিভিন্ন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবেন।

৬। কোন প্রশ্নের পর সেই সম্বন্ধে পুনরায় প্রশ্ন করিবার অধিকার কেবল প্রশ্নকারীরই থাকিবে না, অর্থাৎ যে কোন সভ্য সেরূপ প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

৭। (ক) কাষ্টমস, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, মিণ্ট, লবণ, অহিফেন, রেলওয়ে, সৈন্য, জলসৈন্য, করদ-রাজগণের প্রদত্ত অর্থ ভিন্ন অন্য সমুদায় করই প্রাদেশিক বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) পৃথক কর-প্রদানের ব্যবস্থা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। প্রাদেশিক সরকারসমূহ নিয়মিতভাবে ভারত গভর্ণমেণ্টকে অর্থপ্রদান করিবেন এবং কোন বিশেষ কারণে অধিক অর্থ প্রয়োজন বোধ হইলে তাহাও যথাসময়ে যথোপযুক্তভাবে দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(গ) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় সেই প্রদেশ-সম্বন্ধীয় সকল প্রকারের কার্য্যই সাধিত হইবে। ঋণ-সংগ্রহ, নূতন কর-প্রবর্ত্তন বা পুরাতন করের পরিবর্ত্তন, আয়-ব্যয়ের হিসাব স্থির প্রভৃতি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাতেই হইবে। ব্যয়ের তালিকা ও সেই ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থাপ্রণালী প্রাদেশিক সভাতেই স্থিরীকৃত হইবে।

(ঘ) প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থার জন্য প্রস্তাবসমূহ প্রাদেশিক সভায় আলোচিত হইবে এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাই আলোচনার নিয়মাবলী গঠন ও প্রণয়ন করিবেন।

(ঙ) প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত কোন আইন সপার্ষদ গভর্ণর কর্ত্তৃক নিরাকৃত না হইলে, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সেই আইনানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। একবার নিরাকৃত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে সেই আইন যদি আবার গৃহীত হয়, তবে তাহা আর বর্জ্জন করা যাইবে না।

(চ) উপস্থিত সভ্যগণের অনূ্যন এক-অষ্টমাংশ সভ্য ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ বিধির আলোচনার জন্য সভার কার্য্য বন্ধ করা যাইতে পারিবে।

৮। সভ্যগণের অন্যূন এক-অষ্টমাংশ সভ্য, প্রয়োজন হইলে সভার বিশেষ অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৯। অর্থ-সম্বন্ধীয় ভিন্ন অন্য যে কোন আইন ব্যবস্থাপক সভার আইনানুযায়ী সভ্যগণ গ্রহণ করিতে পারেন। তাহাতে গভর্ণমেণ্টের সম্মতি লওয়া প্রয়োজন হইবে না।

১০। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত প্রস্তাব আইনে প্রবর্ত্তিত করিতে হইলে, গভর্ণরের সম্মতি প্রয়োজন হইবে; কিন্তু বড় লাট ইচ্ছা করিলে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

১১। ৫ বৎসর অন্তর নূতন সভা গঠিত হইবে।

২। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট।

১। প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তাকে গভর্ণর বলা হইবে এবং ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা অন্য কোন স্থায়ী কর্ম্ম হইতে গভর্ণর লওয়া হইবে না।

২। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া শাসন পরিষদ গঠিত হইবে এবং গভর্ণর ও সেই সভা প্রদেশের সকল প্রকার কার্য্য সাধন করিবেন।

৩। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের লোকদিগকে সাধারণতঃ শাসন পরিষদের সভায় লওয়া হইবে না।

৪। শাসন পরিষদের সভার অন্যূন অর্দ্ধ-সংখ্যক সভ্য প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

৫। ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সভ্যগণের কার্য্যকাল হইবে।

৩। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা।

১। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৫০ জন সভ্য থাকিবেন।

২। তাঁহাদের মধ্যে চারি-পঞ্চমাংশ নির্ব্বাচিত হইবেন।

৩। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের নির্ব্বাচন-ক্ষেত্র প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার ন্যায় যতদূর সম্ভব বিস্তৃত করা হইবে এবং প্রাদেশিক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন।

৪। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার জন্য যে অনুপাতে মুসলমান সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন, সেই অনুপাতে মুসলমানদিগের নির্ব্বাচন-ক্ষেত্র করিয়া ভারতীয় সভায় অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ নির্ব্বাচিত সদস্য মুসলমান হইবেন।

৫। সভার সভাপতি সভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবেন।

৬। যে ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিবেন, সেই প্রশ্নের বিষয়ীভূত আরও অধিক বিষয়ে প্রশ্ন করিবার অধিকার শুধু তাঁহারই থাকিবে না; যে কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে সেই বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

৭। সভার অন্যূন এক-অষ্টমাংশ সভ্য ইচ্ছা করিলে সভার বিশেষ অধিবেশন করাইতে পারিবেন।

৮। অর্থসম্বন্ধীয় বিল ভিন্ন যে কোন বিল ব্যবস্থাপক সভার নিয়মানুযায়ী সভায় প্রস্তাবিত হইতে পারিবে এবং তাহার জন্য গভর্ণমেণ্টের কোন অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন হইবে না।

৯। সভা কর্ত্তৃক গৃহীত কোন বিল আইন হইতে হইলে সে বিষয়ে বড় লাটের সম্মতিগ্রহণ প্রয়োজন হইবে।

১০। আয় ও ব্যয়-সংক্রান্ত সকল প্রকার আর্থিক প্রস্তাবই বিল করিয়া উপস্থাপিত করিতে হইবে। এই প্রকারের প্রত্যেক বিল এবং আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভোট লইয়া গ্রহণ করা হইবে।

১১। সভ্যগণের কার্য্যকাল ৫ বৎসর হইবে।

১২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শুধু ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাতেই আলোচিত হইবে:—

(ক) যে সকল বিষয়ে সমগ্র ভারতের জন্য একই প্রকার আইন প্রচলন হওয়া প্রয়োজন।

(খ) এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের আর্থিক সম্বন্ধ-নির্ণয় বিষয়।

(গ) ভারতীয় করদরাজ্যসমূহের প্রদত্ত কর ভিন্ন অন্য সমস্ত ভারতীয় কর বিষয়ক প্রশ্ন।

(ঘ) ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহ বিষয়। দেশরক্ষার জন্য সামরিক ব্যয় বিষয়ে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন আইনানুযায়ী সপার্ষদ গভর্ণর জেনারল কার্য্য নাও করিতে পারিবেন।

(ঙ) ভারতীয় টেরিফ ও কাষ্টমস্ সম্বন্ধীয় আইন পরিবর্ত্তন, কর বা সেস প্রবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন বা বর্জ্জন, কারেন্সি ও ব্যাঙ্কিং সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান আইন সংশোধন, দেশের কোন উপযুক্ত উত্তম ব্যবস্থার সাহায্য করিবার জন্য ঋণ বা সাহায্য প্রদান প্রভৃতি বিষয়।

(চ) সমগ্র ভারত-শাসন-সম্বন্ধে কোন প্রকার আইন প্রণয়ন।

১৩। সপার্ষদ গভর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত না হইলে ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক গৃহীত সকল আইনানুসারেই সরকারকে কার্য্য করিতে হইবে। গভর্ণর জেনারল কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত কোন আইন যদি এক বৎসরের মধ্যে ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক পুনরায় গৃহীত হয়, তাহা আর বর্জ্জন করা চলিবে না।

১৪। উপস্থিত সভাগণের অন্যূন এক-অষ্টমাংশ সভ্য ইচ্ছা করিলে কোন বিশেষ আবশ্যক বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা বন্ধ রাখার প্রস্তাব উপস্থাপিত হইতে পারিবে।

১৫। ভারতীয় বা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক গৃহীত কোন আইন যদি সম্রাট বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহা পাশ হইবার পর, এক বৎসরের মধ্যে করিতে হইবে এবং

সেই সংবাদ ব্যবস্থাপক সভার গোচর হইলেই তাহা আর কার্য্যকর থাকিবে না।

১৬। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে ভারত সরকারের সহিত ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার কোন বিশেষ সম্বন্ধ থাকিবে না—সামরিক ব্যাপার, ভারতের বিদেশীয় ও রাজনীতিক সম্বন্ধস্থাপন, যুদ্ধঘোষণা, শান্তিস্থাপন বা কোন বিষয়ে সন্ধিস্থাপন।

৪। ভারত গভর্ণমেণ্ট।

১। ভারতের গভর্ণর জেনারল ভারত গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবেন।

২। তাঁহার একটি শাসন পরিষদ থাকিবে এবং সেই সভার অর্দ্ধেক সভ্য ভারতবাসী হইবেন।

৩। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কর্ত্তৃক এই সভার ভারতীয় সভ্যগণ নির্ব্বাচিত হইবেন।

৪। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোকদিগকে সাধারণতঃ গভর্ণর জেনারলের শাসন পরিষদের সভ্য করা হইবে না।

৫। নূতন আইনানুযায়ী গঠিত ভারত গভর্ণমেণ্ট রাজকীয় সিভিল সার্ভিসের লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। বর্ত্তমান নিয়ম এবং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক প্রণীত আইনগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তাঁহারা কার্য্য সাধন করিবেন।

৬। সাধারণতঃ প্রাদেশিক ব্যাপারসমূহে ভারত গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। যে সকল বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল বিষয় ভারত গভর্ণমেণ্টই পরিচালনা করিবেন। সাধারণতঃ কিন্তু ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কার্য্যসমূহ সাধারণভাবে পরিদর্শন ও পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

৭। নূতন আইনানুযায়ী গঠিত ভারত-গভর্ণমেণ্ট আইন ও শাসন-কার্য্য বিষয়ে যতদূর সম্ভব ভারত সচিব হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকিবেন।

৮। ভারত গভর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত হিসাব স্বাধীন পর্য্য-বেক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে।

৫। সপার্ষদ ভারত-সচিব।

১। ভারত-সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

২। বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষ হইতে ভারত-সচিবের বেতন দেওয়া হইবে।

৩। স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন উপনিবেশগুলির সহিত অন্যান্য উপ-নিবেশ-সচিবগণের যে সম্বন্ধ, ভারত গভর্ণমেণ্টের সহিত ভারত-সচিবের যথাসম্ভব সেই প্রকার সম্বন্ধ স্থির করা হইবে।

৪। ভারত-সচিবের কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য দুই জন সহ-কারী ভারত-সচিব নিযুক্ত হইবেন এবং তাঁহাদের এক জন ভারতবাসী হইবেন।

৬। ভারত ও সাম্রাজ্য।

১। বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন গুরু প্রশ্নের সমাধানের সময় যে সকল সভা ও কমিটী আহূত হয়, তাহাতে অন্যান্য স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন উপনিবেশগুলির যেমন প্রতিনিধি থাকেন, সেইরূপ ভারতেরও প্রতি-নিধি গ্রহণ করা হইবে।

২। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থানে অবস্থিত ইংরাজরাজের প্রজাগণ যে সকল সুখ সুবিধা ও স্বাধীনতা ভোগ করে, ভারতবাসি-গণকেও সেই সকল সুখ সুবিধা ও স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। অন্যান্য

বৃটিশ প্রজার সহিত ভারতীয় বৃটিশ প্রজার কোন পার্থক্য রাখা হইবে না।

৭। সামরিক ও অন্যান্য বিষয়।

১। ভারত গভর্ণমেণ্টের সামরিক ও নৌসেনা-বিভাগের কার্য্য-গুলিতে (উচ্চতম ও নিম্নতর বিভাগ) প্রবেশ করিবার জন্য ভারতীয়-গণকে উপযুক্ত সুবিধা প্রদান করা হইবে এবং ভারতবর্ষে তাহাদের শিক্ষা ও নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে।

২। ভারতীয়গণকে স্বেচ্ছাসৈন্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে।

৩। শাসন-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে বিচার-বিভাগের কোন প্রকার ভার দেওয়া হইবে না এবং প্রত্যেক প্রদেশের বিচার-বিভাগ সেই প্রদেশের প্রধান বিচারালয়ের অধীন থাকিবে।

এতদিন পর্য্যন্ত যে মডারেটরা কংগ্রেসে জাতীয় দলের লোক-দিগকে প্রবেশাধিকার দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, এবার সহসা তাঁহারা প্রতিপক্ষকে প্রবেশ করিতে দিলেন কেন, তাহা বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। সুরাটে দলাদলির পর হইতেই অনেক মডারেট বুঝিতেছিলেন, দলা-দলিতে পড়িয়া কংগ্রেস শক্তিহীন হইয়াছে। বিশেষ দেশে জাতীয় ভাব দিন দিন প্রবল হইতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মুক্তি পাইয়া তিলক আবার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মিসেস বেসাণ্ট হোমরুল অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। ১১ই অক্টোবর তাঁহার 'নিউ ইণ্ডিয়া পত্রে' প্রকাশিত হয়, লীগের ২।৩ হাজার সভ্য পাওয়া গিয়াছে। ভারত-রক্ষা-আইনের বলে মিসেস বেসাণ্টকে প্রথমে বোম্বাইয়ে ও পরে মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করিতে

নিষেধ করা হয়। পরে—১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তারিখে বিলাতে পার্লামেণ্টে ভারত-সচিব বলিয়াছিলেন—তিনি সরকারের উদ্দেশ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রচার করাতেই সরকার তাঁহার বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। লর্ড কার্মাইকেল আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, মিসেস বেসাণ্টের বাঙ্গালায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা ভারত সরকারের অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েন নাই। ওদিকে তুর্কী জার্ম্মাণ যুদ্ধে যোগদান করায় মুসলমান সমাজে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়। ভারত সরকার ৭ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালায় সৈনিক সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন।

এই কংগ্রেসে বুঝা যায়,—সম্পূর্ণ স্বরাজই ভারতবাসীর কাম্য এবং সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ, দেশে জাতীয় দলই প্রবল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কংগ্রেস ভঙ্গের সংবাদ পাইয়া লর্ড মর্লি লর্ড মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন—ইহা কংগ্রেসে জাতীয় দলের জয়ের নিদর্শন; এখন কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল—ইহার পর চরমপন্থীদিগেরই হস্তগত হইতে পারে।

এইবার হিন্দু-মুসলমান মিলনের নবপর্য্যায় আরব্ধ হয় ও বিপিনচন্দ্র পাল মসলেম লীগে বক্তৃতা করেন। এই অধিবেশনের পূর্ব্বে সংঘটিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য,—১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে ভারত সরকার শিল্প-কমিশন নিযুক্ত করেন। সার টমাস হলাণ্ড ইহার সভাপতি এবং আলফ্রেড চ্যাটার্টন, সার ফজল ভাই করিম ভাই ইব্রাহিম, এডওয়ার্ড হপকিনসন, সি ই লো, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সার হোরেস প্লাঙ্কেট, সার এফ এচ ষ্টুয়ার্ট ও সার দোরাবজী টাটা সদস্য নিযুক্ত হয়েন। সার হোরেস প্লাঙ্কেট আয়র্লণ্ডে উটজ শিল্পের যেরূপ উন্নতি সাধন করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়—তিনি কমিশনের কাযে যোগ দিতে পারিলে কোন

দেশকালোপযোগী কল্যাণকর ব্যবস্থার উদ্ভব হইতে পারিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি কমিশনে যোগ দিতে পারেন নাই। দুই বৎসর পরে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু কমিশনের তদন্তফলে ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কোন সুবিধাই হয় নাই।

নবম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী।

কংগ্রেসের অধিবেশনের পরই তিলক ও মিসেস বেসাণ্ট ভারতের নানাস্থানে প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইলেন। যুদ্ধের সময় চাকরী কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা সঙ্গত কি না, বহু দিন তাহা বিচার বিবেচনার পর সরকার সে রিপোর্ট প্রকাশ করিলেন। দেখা গেল, তাহাতে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না। বিহারে চম্পারণে প্রজারা নীল-করদিগের বিরুদ্ধে বিবিধ অভিযোগ উপস্থাপিত করায় গন্ধী সে সকলের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। য়ুরোপীয়রা গন্ধীকে বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বলেন এবং প্রকাশ করেন, গন্ধীর ব্যবহারে বিহারের প্রজারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া অনাচারে প্রবৃত্ত হইবে। সরকারের খাকবস্ত জরিপের রিপোর্টে বিহারের কয়জন প্রসিদ্ধ জমীদারের জমীদারীতে প্রজার প্রতি যে অনাচারের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়,—এক দিকে জমীদারের অনাচার, আর এক দিকে নীলকরদিগের অত্যাচার উভয়ের মধ্যে পড়িয়া প্রজারা বাস্তবিকই "মরিয়া" হইয়া উঠিয়াছিল। বোধ হয়, সরকারও তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই নীল-করদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া গন্ধী কর্ত্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগসমূহের তদন্ত করিবার জন্য এক তদন্ত সমিতি নিযুক্ত করিয়া গন্ধীকে তাহার অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। এইরূপে সরকার বিহারের প্রজা-সাধারণকে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পায়েন। ওদিকে একজন ভারতবাসীকে সমর-পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হয় এবং

লর্ড সিংহ ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়েন। ইহার পরও তিনি আর একবার সমর পরিষদে ও শেষে শান্তি-পরিষদে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি যে পত্রে লিপিবদ্ধ হয়, তাহাতে বিকানীরের মহারাজা গঙ্গা সিংহের সহি থাকিলেও লর্ড সিংহের সহি নাই। বোধ হয়, তিনি সে অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজে ও পাঞ্জাবে শাসকরা লোককে সাবধান করিয়া দিতে লাগিলেন—রাজনীতিক আন্দোলনে অসন্তোষের ফলে বিপদ ঘটিতে পারে। ১৬ই মে তারিখে মান্দ্রাজের গভর্ণর মিসেস বেসাণ্ট চালিত হোমরুল অনুষ্ঠানের নেতৃগণকে ভয় দেখাইয়া এক বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং মিসেস বেসাণ্টকে সাবধান করিয়া দিলেন। তবুও মিসেস বেসাণ্ট হোমরুল অনুষ্ঠান পরিচালিত করায় ১৬ই জুন ভারত সরকারের সম্মতি লইয়া মান্দ্রাজের গভর্ণর মিসেস বেসাণ্ট এবং তাঁহার সহকর্ম্মী মিষ্টার আরণ্ডেল ও মিষ্টার ওয়াদিয়াকে ৬টি নির্দ্দিষ্ট স্থানের কোন একটিতে আটক থাকিবার আদেশ দিলেন। তাঁহারা উতকামণ্ডে গমন করিলেন। ইহাতে দেশের লোক বিশেষ বিচলিত হইল। মিসেস বেসাণ্ট বিদেশিনী হইয়াও যে ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন আন্দোলনের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, ইহাতে কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর হৃদয়ে তাঁহার জন্য বিশেষ বেদনা অনুভূত হইল। মিসেস্ বেসাণ্ট পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহাকে আটক করা হইবে। তাই তিনি ১২ই তারিখে তাঁহার বিদায়গ্রহণ পত্র লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সে পত্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রে প্রকাশিত হয়।

মিসেস্ বেসাণ্টকে আটক করায় দেশে বিষম বিক্ষোভ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বেই মহম্মদ আলী ও সৌকৎ আলীকে অজ্ঞাত কারণে আটক করা হইয়াছিল; এখন এই সব আটকে দেশে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। ওদিকে মেসোপোটেমিয়া কমিশনের রিপোর্ট

প্রকাশে লোক জানিতে পারিল, ভারত সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়াই মেসোপোটেমিয়ায় সৈনিক পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ব্যবস্থার দোষে শত শত ভারতবাসী বিনা চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে। সরকারের এই কার্য্যের তীব্র সমালোচনা হইতে লাগিল।

কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার

মাদ্রাজে 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গারে সহিত মিসেস্ বেসাণ্টের সদ্ভাব ছিল না। তিনিও এবার মিসেস্ বেসাণ্টের আটকের প্রতিবাদ করিলেন। ওদিকে মিসেস্ বেসাণ্টের সহকর্ম্মী সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রতীকারের আশায় মার্কিণ যুক্তরাজ্যের সভাপতি মিষ্টার উডরো উইলসনের কাছে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেন—

"মাদ্রাজ, ভারতবর্ষ,"
২৪শে জুন ১৯১৭।

"মহামান্য সভাপতি উইলসন মহাশয় সমীপে—

"মহাশয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মসলেম লীগ সমগ্র ভারতের যে আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ করিতেছেন, সেই আকাঙ্ক্ষার কথা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতে হোমরুল লীগ নামে যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, তাহার অবৈতনিক সভাপতিরূপে আজ আমি আপনাকে এই পত্রখানি লিখিতেছি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত মসলেম লীগই ভারতের ত্রিশ কোটি লোকের রাজনীতিক আদর্শ ব্যক্ত করিবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং এই দুইটি অনুষ্ঠান ভারতীয়গণ কর্ত্তৃকই গঠিত হইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে এই দুইটি লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনকালে ভারতীয়গণের পাঁচ সহস্র প্রতিনিধি লক্ষ্ণৌসহরে মিলিত হইয়া একযোগে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, ভারতের সম্রাট অর্থাৎ ইংলণ্ড-রাজ শীঘ্রই ঘোষণা করুন—ভারতে অবিলম্বে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্রবাদী সংস্কারসাধন, ভারতকে অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়া সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন দেশসমূহের সহিত একপর্য্যায়ভুক্ত করাই বৃটিশ জাতির ভারত শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায়।

এই সকল প্রস্তাব গ্রহণকালে ভারতীয়গণ সম্রাটের প্রতি রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। তাহার পর অনেক দিন গত হইয়াছে; কিন্তু দেশের লোকের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বিলাতের গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার সরকারী প্রতিজ্ঞার কথা ঘোষণা করেন নাই। বোধ হয় এই মহাযুদ্ধের ভার ও দায়িত্বে অত্যধিক ব্যস্ত থাকায় গভর্ণমেণ্টের এ কার্য্য করিতে সময় হয় নাই। যুদ্ধের সহিত ভারতীয় জাতীয় আন্দো-

লনের সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে হোমরুলের কথা ঘোষণা করা এখনই প্রয়োজন। ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করিলেই তিন মাসের মধ্যে ৫০ লক্ষ লোক সীমান্তে যুদ্ধ করিতে যাইবে এবং পরবর্ত্তী তিন মাসে আরও ৫০ লক্ষ লোক পাওয়া যাইবে। ভারতের বর্ত্তমান লোকসংখ্যা ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ অর্থাৎ উহা যুক্তরাজ্যের লোকসংখ্যার তিন গুণ এবং মিত্রশক্তিসমূহের সমগ্র লোকসংখ্যার সমান; কাযেই ভারত হইতে এক কোটি লোক পাওয়া দুষ্কর নহে। ভারতীয়গণ দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইলে তাহারা ইহা করিবেই।

"আপনারা যুদ্ধ ঘোষণার সময় যে উদ্দেশ্যের বাণী প্রচার করিয়াছেন আমরা এখন শৃঙ্খলবদ্ধ অধীন জাতি বলিয়া সেই উদ্দেশ্যের কথা প্রকাশ্যভাবে শাসকগণকে জানাইতে অক্ষম। আপনাদের উদ্দেশ্য, 'ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল জাতিকেই মুক্তি প্রদান করিতে হইবে; প্রত্যেকেই যেন আপন জীবনের পথ এবং সম্মানের পথ খুঁজিয়া লইবার সুযোগ পায়। গণতন্ত্রের জন্য পৃথিবীকে নির্ভয় করিতে হইবে। তবেই রাজনৈতিক মুক্তির পরীক্ষিত ভিত্তির উপর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে।' বর্ত্তমান অবস্থাতেও ভারত মিত্রশক্তির প্রতি আপন রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ফ্রান্স, গ্যালিপলি, মেসোপোটেমিয়া ও অন্যান্য নানাস্থানে ভারত আপনার অর্থ ও রক্ত অকাতরে ও সদয় হৃদয়ে বর্ষণ করিয়াছে। বৃটিশের ভারত-সচিব মিষ্টার অষ্টেন চেম্বারলেন বলিয়াছেন:—'আজও পর্য্যন্ত ফ্রান্সে ভারতীয় সৈন্য রহিয়াছে। যে অবস্থায় তাহারা তাহাদের সাহস, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য ও একনিষ্ঠা দেখাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই তাহাদের পক্ষে নূতন এবং অদ্ভুত।' ফিল্ড-মার্শাল লর্ড ফ্রেঞ্চ বলিয়াছেন,—'ভারতীয় সৈন্যগণের উদ্যম এবং কার্য্যশক্তি দেখিয়া আমি বাস্তবিকই মুগ্ধ

হইয়াছি।' বাগদাদ জয়ের পর লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্র লিখিয়াছিলেন,—'আমাদের সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যুদ্ধ জয়ের সময় জেনারেল মড যে সৈন্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাহাদের অধিকাংশই ভারতীয় সৈন্য।' যে অশ্বারোহী দল প্রথমে যুদ্ধ করিয়া তুর্ক সৈন্যকে পরাজিত করিয়া বাগদাদের নিকট পর্য্যন্ত তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছে, তাহারা সকলেই ভারতীয় অশ্বারোহী। যে পদাতিকের দল কয়েক মাস অনশন সহ্য করিয়াও তুর্কীকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই ভারতীয় এবং তাহারাই পূর্ব্বে ফ্রান্স, গ্যালিপলি ও এবং মিসরে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে'।"

"ভারতীয় সৈন্যগণ দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও যদি মিত্রশক্তির জন্য এরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারে, তবে ভাবিয়া দেখুন, যদি তাহারা স্বাধীনতার ভাবে ভাবিত হইত তাহা হইলে কি অধিকতর শক্তির পরিচয়ই না দিতে পারিত! তাহারা সুধু নিজের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে নাই, তাহারা সমগ্র মানব জাতির মুক্তি চাহে। যে জাতি তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদিগের উপর বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে শাসন করিতেছে, তাহাদের জন্য ভারত কিরূপভাবে আপন জীবন দান করিয়াছে তাহা বুঝিয়া দেখুন।

"এই অবস্থার জন্যই ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক যুদ্ধে যাইবার জন্য লোক জনকে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তখন যে আশানুরূপ লোক পাইবেন না তাহা আর বিচিত্র কি? ত্রিশ কোটি লোকের মধ্যে মাত্র পাঁচ শত লোক স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইয়াছে।

"আমার আশা এই যে, আপনি আপনার জগতের মুক্তির আদর্শ ইংলণ্ডকে এমন ভাবে বুঝাইয়া দিউন যেন ভারতের কোটি কোটি লোকের পক্ষে যুদ্ধে সাহায্য প্রদান করা সম্ভব হয়।

"আমি জানি যে, আপনি এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভারতের এই অন্যায়

শাসন এবং অত্যাচারের কাহিনী অবগত হইতে পারেন না। বিদেশীয় জাতির বিদেশীয় কর্ম্মচারিগণ বলপূর্ব্বক আমাদিগের উপর প্রতিপত্তি চালাইতেছে। তাহারা নিজে অত্যধিক পরিমাণে বেতন ও ভাতা গ্রহণ করিয়া থাকে; আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে না; আমাদের অর্থ শোষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে; আমাদের অসম্মতি সত্ত্বেও অন্যায় কর আদায় করিতেছে; দেশাত্মবোধের কথা বলায় দেশের সহস্র সহস্র লোককে এমন জেলে প্রেরণ করিতেছে যে, স্থান-মাহাত্ম্যে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেকেই তথায় কালগ্রাসে পতিত হইতেছেন।

"মিসেস্ আনি বেসাণ্ট নামক এক জন আয়র্লণ্ডবাসী ভদ্র মহিলা ভারতের প্রভূত উপকার সাধন করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাকে আটক করিয়া সরকার কুশাসনের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এই পত্রের সহিত আমি যে বিবরণটি প্রেরণ করিতেছি, তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, মিসেস বেসাণ্ট শাসন-সংস্কারের জন্য আইনসঙ্গত আন্দোলন প্রচার ভিন্ন অন্য কিছুই করেন নাই।

"এই বিবরণটিতে দেশের প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞগণ, সম্পাদকগণ, শিক্ষক এবং আইনব্যবসায়িগণও স্বাক্ষর করিয়াছেন। সম্প্রতি মহাযুদ্ধের বাণী মুদ্রিত ও প্রকাশিত করার পরই মিসেস্ বেসাণ্টকে আটক করা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস যে, সম্রাট এবং বৃটিশ পার্লামেণ্ট মহাসভা এ সকল অবস্থার কথা অবগত নহেন; তাঁহাদিগকে জানান হইলে তাঁহারা এখনই মিসেস বেসাণ্টের মুক্তির আদেশ প্রদান করিবেন। আমি আমার পত্রের বিষয়গুলি বুঝাইয়া দিবার জন্য মিষ্টার ও মিসেস হেনরী হচেনারের হস্তে বহুসংখ্যক বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ, সাক্ষ্য ও আলোচনা বিষয়ক কাগজপত্র দিয়াছি; তাঁহারা সেইগুলি আপনার নিকট উপস্থাপিত করিবেন। আমার পত্রখানি ডাকে পাঠাইলে কখনই আপনার নিকট পৌঁছিত না বলিয়াই আমি ইহা তাঁহাদের হস্তে দিলাম। তাঁহারা রাজভক্ত

আমেরিকাবাসী; শিক্ষা ও পরোপকার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন; তাঁহারা সম্পাদক এবং গ্রন্থকার; ভারতের উন্নতি দেখিলে তাঁহারা সুখী হইবেন। গত দশ বৎসর ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা এই পত্রে বর্ণিত অনেক ব্যাপারই দেখিয়াছেন। এই পত্রখানি নিজহস্তে ওয়াসিংটনে আপনার নিকট পৌছাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভারত ত্যাগ করিতেছেন।

"আজ আমরা ব্যথিত হৃদয়ে আপনার নিকট ক্রন্দন করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যৎ জগৎ গঠনের জন্য ভগবান আপনার দ্বারা কার্য্য করাইতেছেন। ইতি

"আপনার বিশেষ অনুগত

"এস, সুব্রামানিয়াম্।

"নাইট কমাণ্ডার ইণ্ডিয়ান এমপায়ার; ডাক্তার অফ ল; ভারতীয় হোমরুল লীগের অবৈতনিক সভাপতি; ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি এবং অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি।"

এই পত্র লইয়া চারিদিকে বিষম আন্দোলন হয় এবং ভারত-সচিব সার সুব্রহ্মণ্যকে তিরস্কার করেন। সার সুব্রহ্মণ্য আয়ার ক্ষোভে আপনার রাজদত্ত উপাধি ত্যাগ করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে বিলাতে ইণ্ডিয়া আফিসে ভারত-সচিবের সহিত আমাদের এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। ভারত-সচিব আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, মাদ্রাজে তিনি সার সুব্রহ্মণ্যকে বলিয়াছিলেন, যুক্তপ্রদেশের সভাপতিকে কেহ পত্র লিখিলে তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না; কিন্তু পত্রে এমন সব কথা ছিল, যাহা এক জন ভূতপূর্ব্ব জজের পক্ষে লিখা কখনই সঙ্গত হয় নাই।

কলিকাতায় মিসেস বেসাণ্ট প্রভৃতির আটকের প্রতিবাদকল্পে

এক সভা অহ্বান করা হইলে ২৭শে জুলাই তারিখে পুলিস কমিশনার আহ্বানকারীদিগেকে জানান, বাঙ্গালা সরকার অন্য প্রদেশের সরকারের কার্য্যের সমালোচনার জন্য এরূপ সভাধিবেশন হইতে দিবেন না। ইহাতে বঙ্গদেশে বিশেষ বিক্ষোভ হয় এবং প্রায় এক পক্ষ পরে, এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয়।

যখন ভারতে এইরূপ ব্যাপার চলিতেছে তখন (১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট) বিলাতের পার্লামেন্টে ভারত-সচিব ঘোষণা করেন—ভারতবাসীকে ভারত-শাসনকার্য্যে উত্তরোত্তর অধিক অংশ প্রদান করিয়া ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া দায়িত্বশীল শাসনাধিকার প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে তথায় ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ব-শাসনশীল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ভারতে ইংরাজ-শাসনের উদ্দেশ্য।

বলা হয়, এ কার্য্য ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হইবে এবং এ বিষয়ের আলোচনা করিতে ভারত-সচিব ভারতবর্ষে আসিবেন।

সেপ্টেম্বর মাসে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় পঞ্জাবের ছোট লাট সার মাইকেল ওডয়ার এক অশিষ্ট বক্তৃতায় ভারতীয় জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করেন। তিনি শেষে ব্যবস্থাপক সভায় তাঁহার জন্য ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সময় বহুদিন রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিবার পর সহসা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিনাবিচারে আটকের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে পুনরায় প্রবেশ করেন। তিনি বলেন :—

"সরকার যে গোপনে লোককে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া দণ্ডিত করিতেছেন, ইহার ফলে আমার বহু স্বদেশবাসীর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে যে, দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নিরপরাধ। কারাগারে অবরোধ ও কোন কোন স্থানে নির্জ্জন কারাকক্ষে বাসের

ব্যবস্থা লোকের বিবেচনায় সতর্কতার পরিচায়ক নহে—প্রতিহিংসা-বৃত্তিচরিতার্থকরণ। মুক্তি পাইবার পরও দণ্ডিত ব্যক্তিকে যেরূপে বিব্রত করা হয়—যেরূপে তাহাদিগকে লক্ষ্য করা হয়, তাহা কর্তৃপক্ষ স্বীকার না করিলেও ভুক্তভোগীর বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সরকারের এই নীতির ফলে দেশে যে শঙ্কা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে নিরপরাধ ব্যক্তিরাও আপনাদের উন্নতি সাধনে বা জনসাধারণের কাযে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। দেশের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের পক্ষে আমাদিগের অল্পপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত অভ্যস্ত সম্বন্ধ অক্ষুণ্ন রাখা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং সন্দেহের জন্য সমাজে অতিথি-সৎকারের ও দয়ার উৎসও শুষ্ক হইতেছে।"

এই সময় মিসেস বেসাণ্ট মুক্তি পাইলে জাতীয় দল তাঁহাকেই কংগ্রেসে সভানেত্রী করিতে চাহিলেন। কিন্তু মডারেটরা ভারত-সচিবের ঘোষণায় অসম্ভব সম্ভব হইবে মনে করিয়া, সরকারের কোপভাজন মিসেস বেসাণ্টকে সে পদ প্রদানে অসম্মত হইলেন। ফলে আবার দলাদলির সূত্রপাত হইল। সে বিবরণ নিম্নে যথাস্থানে বিবৃত হইতেছে।

১০ই ডিসেম্বর ভারত সরকার ভারতে রাজদ্রোহ অনুষ্ঠানের আলোচনার জন্য এক অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। ৪ হাজার ৯ শত ৬৭ জন প্রতিনিধি-সমাগমে লোকের উৎসাহের পরিমাণ করা যাইতে পারে। প্রথমেই রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। বৈকুণ্ঠনাথ মডারেট হইলেও তাঁহার এই পদলাভের যোগ্যতা-সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। তিনি দেশের কাযে যে সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে এত দিন যে তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি করা হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন।

কিন্তু অভ্যর্থনা-সমিতির গঠনের পর হইতেই গোল আরম্ভ হইল। মিসেস বেসাণ্ট বিনাবিচারে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন—অল্পদিন পূর্ব্বে মুক্তি পাইয়া আসিয়াছিলেন। জাতীয় দল তাঁহাকেই সভানেত্রী করিবার প্রস্তাব করিলেন। মডারেটরা যেমন ভাবে তিলককে সভাপতি হইতে দেন নাই, তেমনই ভাবে মিসেস বেসাণ্টকে সভানেত্রী হইতে দিতে বিবিধ আপত্তি উত্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মামুদাবাদের রাজাকে সভাপতি করিতে চাহেন। প্রথমে ভারত সভাগৃহে এক সভায় অভ্যর্থনা-সমিতির অন্যতম সম্পাদক ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিবরণ পাঠ করেন, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী তাহা যথাযথ নহে বলিলে, সুরেন্দ্রনাথ প্রমথনাথকে ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত যতীন্দ্রনাথকে সমর্থন করেন। ফলে গোলে সভাপতি বৈকুণ্ঠনাথ সভা ভঙ্গ হইল, বলিয়া দিলেন। তাহার পর নানা সভাসমিতি হইতে লাগিল। এক সভায় বৈকুণ্ঠনাথের নির্ব্বাচন নাকচ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল। তখন সকল দলের লোকের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকার করিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, মডারেটরা সুরাটের পর হইতে যে ভাবে কংগ্রেস কর্তৃত্ব করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই ভাবেই কর্তৃত্ব করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু দেশের লোকমতের নিকট তাঁহাদিগকে পরাভব মানিতে হইল। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে বিবাদ-নিবারণের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে—গোল মিটিয়া গেলে সে পদ ত্যাগ করিলেন—বৈকুণ্ঠনাথকেই সেই পদে—দুই দলের সম্মিলিত মতে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। মিসেস বেসাণ্ট সভানেত্রীর পদে বৃত হইলেন।

যে দিন মিসেস বেসাণ্ট কলিকাতায় পৌছিলেন, সে দিনের দৃশ্য

যে দেখিয়াছে, সে কখন ভুলিবে না। তেমন লোক-সমাগম, তেমন উৎসাহ সচরাচর দেখা যায় না।

কংগ্রেসে প্রথম "বন্দে মাতরম্" গান হইল; তাহার পর বিপিনচন্দ্র পাল, প্রাপ্ত টেলিগ্রামগুলি পাঠ করিলে, রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধনে একটি কবিতা পাঠ করিতে উঠিলেন। সমগ্র দর্শক ও প্রতিনিধিসঙ্ঘ উচ্চকণ্ঠে তাঁহার জয়ধ্বনি করিল।

বৈকুণ্ঠনাথ, দাদাভাই নৌরজীর ও আবদল রশুলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিলেন। রশুলের মত দেশভক্ত বঙ্গদেশে বিরল ছিল। তিনি জাতীয় দলের অন্যতম নেতা ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে মুসলমানদিগকে হিন্দুদিগের সহিত একযোগে দেশসেবা করিতে প্রোৎসাহিত করিতেছিলেন। একমাত্র কন্যার বিবাহের উৎসবায়োজনের মধ্যে সহসা রশুলের দুর্ব্বল হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক সভায় তাঁহার ঘড়ীর চেনে বিলম্বিত হোমরুল পদক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, ইহা তিনি হোমরুলপ্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পরিধান করিবেন; তাহার পূর্ব্বে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে পদকটি তাঁহার সঙ্গে সমাহিত হইবে। তাহাই হইয়াছিল। যুদ্ধের কথায় বৈকুণ্ঠনাথ বলেন, সরকার লোককে অবিশ্বাস করেন এবং যে নীতির অনুসরণ করিয়াছেন, তাহার ফলে আজ কোটি কোটি মানবের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ হইতেও ইংলণ্ডের সাহায্যার্থ পর্য্যাপ্ত-পরিমাণে সৈনিক যোগান যাইতেছে না। দেড় শত বৎসর শাসনে দেশের এই অবস্থা!—One finds to one's surprise and sorrow that the martial instinct is practically dead throughout the country except in particular areas and among particular classes. তিনি এ দেশে বিচার-বিভ্রাটের কথায় বলেন, হত্যাপরাধে অপরাধী যদি য়ুরোপীয় হয়, তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি

অনুসারে তাহার বিচার হয় না। তিনি রাজদ্রোহজনক সভাবিষয়ক আইন, ছাপাখানা আইন, অপরাধবিষয়ক ও ভারতরক্ষাবিষয়ক আইন প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন, রৌলট কমিটীর রিপোর্ট কিরূপ হয় দেখিবার জন্য লোক উদগ্রীব হইয়া আছে ; তবে গদর দলের লীলা-ভূমি পঞ্জাব হইতে সে কমিটীতে এক জন সদস্যও গ্রহণ করা হয় নাই, বাঙ্গালার প্রতিনিধিও উপযুক্তরূপ হয় নাই। তিনি বিনাবিচারে লোককে আবদ্ধ করার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি ব্যবহারের বিবরণ বিবৃত করেন। লোক কি কষ্টে আত্মহত্যা করে ? তাহার পর সংস্কারের কথা বলিয়া তিনি বক্তৃতা শেষ করেন।

এই অধিবেশনের পূর্ব্বে বৃটিশ মন্ত্রিসভা বিলাতে ঘোষণা করিয়াছেন —এ দেশের দায়িত্বপূর্ণ শাসনপ্রতিষ্ঠা ও শাসনকার্য্যে দেশের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠযোগসাধনই বৃটিশ-শাসনের উদ্দেশ্য এবং সেই ঘোষণানুসারে সংস্কারবিষয়ে অনুসন্ধান জন্য ভারত সচিব মণ্টেগু ভারতে আসিয়াছেন।

"যা'ব কি যা'ব না" করিয়া শেষে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে তাঁহার এক জন ভক্ত (ইনি ইহার পূর্ব্বে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য-নির্ব্বাচনে সুরেন্দ্রনাথ ভূপেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে সুরেন্দ্রনাথকে গালি দিতে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রের দ্বারস্থ হইতেও ক্রটি করেন নাই) বলিয়াছিলেন, এবার কোন ভদ্রলোকের কংগ্রেসে যোগদান কর্ত্তব্য নহে। সুরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে মিসেস্ বেসাণ্ট সভানেত্রী হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ মিসেস বেসাণ্টকে প্রশংসার প্লাবনে প্লাবিত করিলেন।

মিসেস বেসাণ্ট তাঁহার অভিভাষণে নানা কথার বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং যুদ্ধে ভারতের সাহায্য-বিবরণ বিবৃত করেন ; বলেন, যুদ্ধ ও সমৃদ্ধির জন্য বিলাতের যেমন ভারতের, ভারতের তেমনই বিলাতের প্রয়োজন—Great Britain needs India as much as India

needs England, for prosperity in Peace as well as for safety in War. ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবাসীর শাসনই হয় ত ভাল। ভারত-মহিলার জাগরণের বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি ভারতবাসীর স্বায়ত্ত-শাসন চাহিবার কারণ বিবৃত করেন।

মিসেস্ বেসাণ্ট।

ইহার পূর্ব্বেই মহম্মদ আলী ও শৌকৎ আলীকে বিনা বিচারে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের জননী

উপস্থিত হইয়াছিলেন। জনগণ দণ্ডায়মান হইয়া "বন্দে মাতরম্" ধ্বনিতে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন।

আলী ভ্রাতৃদ্বয়কে মুক্তি দিবার জন্য সরকারকে বলা হইতেছে—এই প্রস্তাব তিলক উপস্থাপিত করেন। মিসেস বেশাণ্ট বলেন, তিনি এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবেন; কেন না, তিনি ৭ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। দিল্লীতে কশাইদিগের ধর্ম্মঘট করাইয়া মহম্মদ আলী যে দিল্লীর অন্যতম কর্ত্তা বিডনকে বিব্রত করিয়াছিলেন, বোধ হয়, সেই কথা স্মরণ করিয়াই তিলক বলিলেন, 'কমরেড' পত্রে প্রকাশিত কয়টি প্রবন্ধের জন্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আটক হয়েন—ইহাই প্রকাশ। প্রকৃতপক্ষে তিনি কর্ত্তাদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহার যে পত্র ধরিয়া গোয়েন্দা পুলিস প্রমাণ করিতে চেষ্টা করে, তিনি ইংরাজের শত্রুদিগের পক্ষাবলম্বী, সে পত্র সম্বন্ধে তিলক সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি আলীদিগের জননীর কথায় বলেন, এ দেশে যেন তাঁহার মত জননী অনেক পাওয়া যায়। শুধু জননী হইবার যে গৌরব—বীর-জননী হইবার গৌরব তদপেক্ষা অনেক অধিক। বোম্বাইয়ের যমুনাদাস দ্বারকা দাস, মাদ্রাজের সত্যমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

সামরিক শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হইলে হর্নিম্যান ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ছাপাখানা-আইন প্রত্যাহার করিবার প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। ফজলুল হক, নরেন্দ্রকুমার বসু, দেবীপ্রসাদ খৈতান প্রভৃতি প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী আটক প্রভৃতি বিষয় প্রস্তাব করেন।

স্বায়ত্ত-শাসন-বিষয়ক প্রস্তাবে ভারতে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-প্রতিষ্ঠার ঘোষণায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলা হয়, (১) শীঘ্র ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আইন প্রণয়ন করা হউক (২) কত দিনে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে, তাহা যেন আইনে লিখিত থাকে, (৩)

কংগ্রেস-লীগ শাসন-সংস্কার প্রস্তাব স্বায়ত্ত-শাসনের প্রথম সোপানরূপে গৃহীত হইতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং জিন্না সমর্থন করেন। বিপিনচন্দ্র পাল এই প্রস্তাবের সমর্থনে একটু আপত্তি করিলে বাল গঙ্গাধর তিলক সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টা করেন। সরোজিনী নাইডু, মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি এই প্রস্তাবে বক্তৃতা করেন।

গন্ধী উপনিবেশে ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

উপসংহারে সভানেত্রী আটক আসামীদের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনের পর (৮ই জুলাই ১৯১৮) শাসন-সংস্কার রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। তাহার বিচার জন্য ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট-মাসে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের একটু বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইল। ২৩শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে এই কংগ্রেস আহ্বান করা স্থির হইয়াছিল। কংগ্রেসের নিয়মাবলীতে প্রয়োজন হইলে বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের অধিকার থাকিলেও কংগ্রেসের কর্ত্তারা কখন সে অধিকারের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা অবসরমত দেশের কার্য্য করিতেন—দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করেন নাই। অবশ্য, গোখলে প্রভৃতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। বড়দিনের ছুটিতে আদালত বন্ধ হইলে তাঁহারা বর্ষান্তে একবার কংগ্রেসে সমবেত হইতেন। কলিকাতার অধিবেশনের পর কংগ্রেসে জাতীয় দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁহারাই শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের আলোচনার জন্য বোম্বাইয়ে এই বিশেষ অধিবেশন করেন।

মডারেটরা এই কংগ্রেস বর্জ্জন করেন—পাছে শাসন-সংস্কার-প্রস্তাবের বিশেষ নিন্দা হয়। কারণ, তাহার পূর্ব্বে মিসেস্ বেসাণ্ট প্রভৃতি বলিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবে ভারতবাসীকে যে সব অধিকার প্রদানের কথা হইয়াছে, সে সব দিলে ইংলণ্ডের অপমান, লইলে ভারতের অপমান—disappointing and unsatisfactory. আজ বলিতে দোষ নাই, এই সব অধিকার দানেও ব্যুরোক্রেশী আপত্তি করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ভারত-সচিবের সহকর্ম্মী ভূপেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের আপত্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল যে, মণ্টেগু বলিয়াছিলেন, দেশের লোকের কর্ত্তব্য, ভূপেন্দ্রনাথের সোনার মূর্ত্তি গঠিত করা। এই ভূপেন্দ্রনাথ মডারেট-দিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন—তাঁহারা কংগ্রেসে যাইয়া তাঁহাদের মত ব্যক্ত করিবেন। কিন্তু আহাজ-ডুবিতে বোধ হয় সে পত্র মারা যায়। এ দিকে মডারেটরা পরোক্ষভাবে সংস্কার প্রস্তাব সমর্থন করিতে স্বীকৃত হওয়ায় কংগ্রেস বর্জ্জন করেন। ইহাতেই কংগ্রেসের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগের আন্তরিকতা বুঝা যায়। পরে তাঁহারা স্বতন্ত্র সভা করেন। দুই দলে আবার বিচ্ছেদ হইয়া যায়।

আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে বাঙ্গালার মডারেটরা এ বিষয়ে এক ইস্তাহার প্রচার করেন। তাহাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রৌলট কমিটীর সদস্য প্রভাসচন্দ্র মিত্র, নীলরতন সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, বিনোদচন্দ্র মিত্র, অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রভৃতির সহি ছিল। তাঁহারা বোম্বাইয়ের সার দীনশা ওয়াচার মতানুসারে শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের আলোচনার জন্য মডারেটদিগের এক স্বতন্ত্র সভা করিবার পক্ষে মত দেন। কেন না, মাদ্রাজে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের কার্য্যে তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, জাতীয় দল প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার গ্রহণের বিরোধী এবং সংস্কার-প্রস্তাব বিনষ্ট করিতেই প্রয়াসী। মাদ্রাজ

সমিতিতে দেশে এখনই সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন পাইবার বাসনা প্রকাশ করা হয়। মডারেটরা তাহাতে সম্মত নহেন। এ অবস্থায় মডারেটরা দেশের লোকমত বুঝিয়া ও আপনাদের দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া কংগ্রেসে যোগ দিতে বিরত হয়েন।

বলা বাহুল্য—কংগ্রেসের কায অধিকাংশ সদস্যের মতেই পরিচালিত হয়। দেশে মডারেট মত এতই নিন্দিত যে, কংগ্রেসে তাঁহাদের মতাবলম্বী প্রতিনিধির সংখ্যা অধিক হইবে না, বুঝিয়াই মডারেটরা কংগ্রেসে যোগ দিয়া যুক্তির দ্বারা তাঁহাদের মতের সারত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস করেন নাই।

বোম্বাইয়ে এই বিশেষ অধিবেশনে ৪ হাজার ৯ শত ৬৮ জন প্রতিনিধির সমাগম হইয়াছিল।

অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ভি, জে, পেটেল বলেন, এই সংস্কার-প্রস্তাব কংগ্রেসের আন্দোলনের ফল। তিনি বলেন, প্রস্তাবের সর্ব্বপ্রধান দোষ—তাহাতে সর্ব্বত্র এ দেশের লোকের প্রতি অবিশ্বাস সপ্রকাশ।

সৈয়দ হাসান ইমাম সভাপতি হইয়া প্রস্তাবের বিস্তৃত আলোচনা করেন।

এ দেশের লোক যে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইবার উপযুক্ত, মিসেস বেসাণ্ট সেই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। পণ্ডিত গোকরণনাথ মিশ্র ভারতবাসীর অধিকার সম্বন্ধে আইনে স্পষ্ট বিবৃতি করিতে বলেন। সরোজিনী নাইডু প্রস্তাবের অনুমোদন করেন।

তাহার পর সংস্কার-প্রস্তাবের বিভিন্ন অংশের আলোচনা হয়।

এই অধিবেশনের অল্পদিন পূর্ব্বে (১৯শে জুলাই) এ দেশে অনাচার সম্বন্ধে রৌলট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন যে, কংগ্রেস সেই কমিটীর প্রস্তাবের নিন্দা

করিয়াছেন এবং কংগ্রেসের বিশ্বাস, সেই প্রস্তাব অনুসারে কায হইলে দেশে জনমতপুষ্টির পক্ষে অনিষ্ট হইবে।

হাসান ইমাম।

বলা বাহুল্য, ভারত সরকার কংগ্রেসের এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই এবং ৬ মাস পরে দিল্লীতে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সমগ্র বেসরকারী সদস্যের মত পদদলিত করিয়া রৌলট আইন বিধিবদ্ধ হয়। সে আইন রৌলট কমিটীর প্রস্তাব অনুসারেই বিধিবদ্ধ হয়। তাহার ফলে গান্ধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রবর্তন করেন এবং সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় বেসরকারী সদস্য তাহার প্রতিবাদ করিয়া এক ইস্তাহার জারি করেন।

এই রৌলট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর নানা স্থানে যে সব হাঙ্গামা হয়, গন্ধীর দিল্লীতে প্রবেশে বাধা প্রদানের ফলে যে দাঙ্গা হয়, শেষে পঞ্জাবে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, সে সব কথা ভারতের—নব-ভারতের ইতিহাসের কথা। আমরা কংগ্রেসের ইতিহাসে সে সব কথার বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারি না। আশা করি, সে আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত হইবে এবং ভবিষ্যতে ভারতবাসী তাহা পাঠ করিয়া শিক্ষা পাইবে।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের সাধারণ অধিবেশন দিল্লীতে। লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লীতে রাজধানী লইয়া দিল্লীতে স্বতন্ত্র প্রদেশ রচনা করেন। দিল্লী স্বতন্ত্রভাবে—পঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই কংগ্রেসের অধিবেশনব্যবস্থা করিয়াছিল। এই অধিবেশনে প্রতিনিধিসংখ্যা ৪ হাজার ৮ শত ৬৯; অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হাকিম আজমল খান; লোকমান্য তিলক বিলাতে থাকায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতি। এই অধিবেশনে বহু কৃষক-প্রতিনিধির উপস্থিতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হাকিম সাহেব হিন্দু মুসলমানের মিলনকথা বলেন এবং সংস্কার-প্রস্তাবের আলোচনা করিয়া রাজনীতিক বন্দী ও আটক আসামীদিগের বিষয় বিবৃত করিয়া বলেন, যুদ্ধ যখন শেষ হইয়াছে, তখন সামরিক ব্যবস্থা রাখিবার আর প্রয়োজন নাই।

সভাপতি প্রথমে হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়া পরে ইংরাজীতে অভিভাষণ আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে জার্ম্মান যুদ্ধে ভারতের কৃত কার্য্যের কথা বলেন। শান্তি-সমিতিতে ভারতের পক্ষ হইতে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের সদস্যনিয়োগে তিনি বলেন, ভারতবাসীর মত লইয়া তাঁহাকে সদস্য নিযুক্ত করা হয় নাই।

স্বায়ত্ত-শাসনবিষয়ক প্রস্তাব লইয়া বিশেষ আলোচনা হয়। মডারেট-দিগের মধ্যে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন এবং প্রতিনিধিরা তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনও করিয়াছিলেন। তিনি প্রস্তাবে

কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে ও শাস্ত্রী মহাশয়ের সংশোধক প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, ভিটলভাই জাভেরভাই পেটেল, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিসেস বেসাণ্ট, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব সরফরাজ হোসেন খাঁ, সি পি রঙ্গস্বামী আয়াঙ্গার, সত্যমূর্ত্তি, বিপিনচন্দ্র পাল, বি এন শর্ম্মা, ফজলুল হক, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। অধিকাংশ প্রতিনিধির মতে মূল প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

বিপিনচন্দ্র পাল ও সৈয়দ হসেন রোলট রিপোর্টের নিন্দা করেন এবং মিসেস বেসাণ্ট, চিত্তরঞ্জন দাশ, ডাক্তার কিচলু প্রভৃতি আত্ম-নিয়ন্ত্রণবিষয়ক প্রস্তাবে বক্তৃতা করেন।

অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শিল্প-কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে বলা হইয়াছিল, ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য প্রদান করা সরকারের কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে জাহাঙ্গীর বোমানজী পেটিট এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং বিপিনচন্দ্র বক্তৃতায় শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করেন।

শান্তি-পরিষদে লোকমান্য তিলককে ভারতের প্রতিনিধি করিবার প্রস্তাব চিত্তরঞ্জন দাশ উপস্থাপিত করেন এবং ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তীর সংশোধক প্রস্তাবানুসারে স্থির হয়, লোকমান্য তিলক, মহাত্মা গন্ধী ও সৈয়দ হাসান ইমাম এই ৩ জনকে প্রতিনিধি করা হইবে। বলা বাহুল্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের অধিকার কংগ্রেসের ছিল না। সরকার সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন সিংহকেই প্রতিনিধি মনোনীত করিয়াছিলেন।

যুদ্ধের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ ভারতবর্ষ হইতে যে ৬৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, যুদ্ধ শেষ হওয়ায় ভারতের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে ভারতবাসীকে অব্যাহতি প্রদান করা হউক, এই প্রস্তাব সরে দানশা পেটিট উপস্থাপিত করেন।

ডাক্তার কিচলু পরবর্ত্তী কংগ্রেস অমৃতসরে আহ্বান করেন। ডাক্তার কিচলু যখন ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের জন্য অমৃতসরে কংগ্রেস আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই, কয় মাসের মধ্যে পঞ্জাবে বিষম কাণ্ড হইবে, তিনি স্বয়ং শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিয়া নির্ব্বাসিত হইবেন এবং কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে মুক্তিলাভ করিয়া কংগ্রেসে যোগ দিতে পারিবেন : জালিয়ানওয়ালাবাগে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বিধৌত হইয়া যাইবে—নবপ্রভাতের সূর্য্যোদয় হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

অমৃতসর।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ দেশে রাজনীতিক ও অনাচারমূলক ষড়যন্ত্রের বিষয় তদন্ত করিবার জন্য ভারত সরকার এক কমিটী গঠিত করিয়াছিলেন এবং সেই কমিটীর সিদ্ধান্তও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই প্রকাশ পাইল, সরকার সেই কমিটীর সিদ্ধান্ত অনুসারে ২ খানি নূতন আইন প্রণয়ন করিবেন—

(১) অনাচারমূলক অভিযোগের বিচার শীঘ্র শীঘ্র হইবে এবং বিচারের আর আপীল চলিবে না;

(২) প্রকাশ বা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কোন রাজদ্রোহজনক কাগজপত্র রাখিলে কারাদণ্ড হইবে।

যুদ্ধের পর এই নূতন কঠোর বিধিপ্রণয়নপ্রয়াসে দেশের লোক মর্ম্মাহত হইল এবং দেশে তুমুল আন্দোলন আরব্ধ হইল। ফেব্রুয়ারী মাসে দিল্লীতে বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এই দুই আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ হইলে লোক বলিল,—যুদ্ধে ধনপ্রাণ দিয়া ভারতবাসীরা কি এই পুরস্কার লাভ করিল? বেসরকারী সদস্যদিগের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হইল: ১৩ই মার্চ্চ আইনের আলোচনাকালে বেসরকারী সদস্যদিগের বহু-সংশোধক প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। সে দিন বেলা ১১টা হইতে ১টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত এবং ২টা ১৫ মিনিট হইতে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনেও বড় লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের

তৃপ্তি হইল না। তিনি ব্যবস্থা করিলেন—রাত্রি ৯টা ৪৫ মিনিটের সময় আবার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। মডারেট নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের কাযের জন্য অভ্যাস ত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়া বলিলেন,—"আমি রাত্রি ৯টায় শয়ন করি।" তিনি রাত্রিতে আর আসিবেন না। রাত্রি ১টা ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত অধিবেশন চলিল। প্রথম আইন বিধিবদ্ধ হইল। দ্বিতীয়খানি পূর্ব্বেই স্থগিদ রাখা হইয়াছিল।

আইনের প্রতিবাদকল্পে মাদ্রাজের বি এন্ শর্ম্মা ব্যবস্থাপক সভার পদত্যাগ করিলেন ; কিন্তু পরদিন বড় লাটের গৃহে ভোজে যাইয়া লাটের কথায় পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলেন। ইহার পর এই ব্যাপারে সদস্যদিগের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, জিনা, মজরল হক ও বিষণ দত্ত শুকুল পদত্যাগ করেন।

ফেব্রুয়ারী মাসেই গান্ধী প্রচার করেন, এই আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি "সত্যাগ্রহ" অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করিবেন। ১লা মার্চ্চ তিনি এক প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচার করিলেন ; তাহাতে বলা হইল,—রৌলট আইন স্বাধীনতা ও ন্যায়ের বিরোধী এবং মানুষের যে প্রাথমিক অধিকারের উপর সরকারের ও ভারতের নিরাপদভাব প্রতিষ্ঠিত তাহার ধ্বংসকারক বলিয়া আমরা এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই দুই আইন বিধিবদ্ধ হইলে, তাহার প্রত্যাহার না হওয়া পর্য্যন্ত এই আইন এবং আমাদের নিযুক্ত কমিটীর আদেশানুসারে অন্যান্য আইন মানিব না ; তবে এই দ্বন্দ্বে আমরা সর্ব্বতোভাবে অনাচার (সম্পত্তি দেহ ও প্রাণ সম্বন্ধে অনাচার) পরিহার করিব।

দিল্লীতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া সুরেন্দ্রনাথ এই প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে এক ইস্তাহারে জনকতকের সহি সংগ্রহ করিয়া তাহা প্রচারিত করিলেন। কিন্তু আইন বিধিবদ্ধ হইবার পরই

দেশের সর্ব্বত্র বিষম বিক্ষোভ দেখা দিল। জাতীয় দল মহাত্মা গন্ধীর মতানুবর্ত্তী হইলেন এবং দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র সরকারের এই কার্য্যের বিশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন।

প্রথমে প্রতিবাদ প্রকাশ করিবার জন্য সর্ব্বত্র হরতাল অর্থাৎ হাট বাজার, কাযকর্ম্ম বন্ধ করা স্থির হইল। ৩০শে মার্চ্চ দিল্লীতে এই উপলক্ষে হাঙ্গামা হইল। সহরের কায কর্ম্ম বন্ধ হয়; কিন্তু ষ্টেশনে মিষ্টান্ন-বিক্রেতা মিষ্টান্ন বিক্রয় করিতেছিল। তাহাকে বারণ করিবার জন্য যাহারা ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে দুই জনকে গ্রেপ্তার করায় জনতা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে বলিল। ক্রমে বচসা হইতে হাঙ্গামা হইল ও শেষে পুলিস ও সৈনিকরা গুলি করিল এবং ফলে সাত আট জন লোক হত ও বহু লোক আহত হইল। সৈনিকদিগের মধ্যে এক দল মণিপুরী ছিল। সেই দিন অপরাহ্নে পিপলস পার্কে বক্তৃতা করিয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দ যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, তখন এক দল মণিপুরী সেই পথে যাইতেছিল। তাহাদের এক জন গুলি করে, কিন্তু তাহাতে কেহ আহত হয় না। স্বামীজীকে গুলি করিবার ভয় দেখাইলে সেই বিশালবপু তেজস্বী সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"সাধ্য থাকে গুলি কর।" সৈনিকরা গুলি করিতে সাহস করে নাই। পরদিন নিহত ব্যক্তিদিগের শব শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। ৬ই তারিখে পুনরায় হরতাল হয়। দিল্লীর সংবাদ পাইয়া মহাত্মা গন্ধী দিল্লীতে আসিতেছিলেন ;—পথে পুলিস তাঁহাকে ট্রেণ হইতে নামাইয়া যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অনাচার কংশের নিধনস্থান মথুরায় লইয়া যায় এবং তথা হইতে বোম্বাইয়ে পাঠাইয়া দেয়। এই সংবাদে সহরে আবার হরতাল হয় ও সেই সময়ে আবার পুলিসের গুলিতে প্রায় আঠার জন লোক আহত ও নিহত হয়। এই সময় হিন্দু মুসলমানে দৃ প্রীতির যে ইঙ্গিত লক্ষিত হয়, ভারতের ইতিহাসে তাহা

অতুলনীয়। হিন্দুরা মুসলমানের হাতে জলগ্রহণ করেন এবং মুসলমানরা হিন্দুর হাতে জলগ্রহণ করেন। আর ভারতে মুসলমানদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মসজেদ জুম্মা মসজেদে আহূত হইয়া হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ সেই মসজেদের বেদী হইতে বক্তৃতা করেন। দিল্লীর হাঙ্গামার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত এমন ব্যাপার কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

বোম্বাই প্রদেশে আমেদাবাদে, বীরঙ্গমে ও নাদিয়াদে হাঙ্গামা হয়। এই সকলের মধ্যে আমেদাবাদের হাঙ্গামা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমেদাবাদে বহু শ্রমজীবী কলকারখানায় কায করে। তাহারা মহাত্মা গন্ধীর ও তাঁহার শিষ্যা অনসূয়া বাইয়ের পরম ভক্ত। দিল্লীর পথে গন্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদে তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠে এবং অনসূয়ার গ্রেপ্তারের মিথ্যা সংবাদে উত্তেজিত হয়। স্থানে স্থানে চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা সংযমসীমা অতিক্রম করিয়াছিল। আমেদাবাদেও পুলিস ও সৈনিকরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালায়। ১৩ই এপ্রিল মহাত্মা গন্ধী ও কুমারী অনসূয়া বাই আমেদাবাদে আসিয়া লোককে বুঝাইয়া বলিলে, পরদিনই সব হাঙ্গামা শেষ হয়। বোম্বাই সহরেও কিছু চাঞ্চল্য লক্ষিত হইয়াছিল।

১২ই এপ্রিল কলিকাতার হরতালে গুলি চলে ও পাঁচ ছয় জন হত ও দশ বার জন আহত হয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে কোনরূপ হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল না।

গুজরাটেও হরতাল ও চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

হাঙ্গামা পঞ্জাবেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হয়। তখন সার মাইকেল ওডয়ার পঞ্জাবের শাসক। তিনি কি প্রকৃতির লোক, তাহার পরিচয় আমরা তাঁহার ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতায় পাইয়াছি। তিনি পঞ্জাবের নেতৃগণকে "শিক্ষা দিবার" চেষ্টায় ছিলেন। এইবার তাঁহার সুযোগ মিলিল। অমৃতসরে ডাক্তার সত্যপাল ও ডাক্তার কিচলু জননায়ক

ছিলেন। ২৯শে তারিখে তাঁহারা স্থির করেন,—পরদিবস হরতাল হইবে। সেই দিনই পঞ্জাব সরকার ডাক্তার সত্যপালকে ইস্তাহার দেন—তিনি কোন সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। ৩০শে তারিখে যথারীতি হরতাল হয়—কোন হাঙ্গামা হয় নাই। ৪ঠা এপ্রিল পঞ্জাব সরকার ডাক্তার কিচলুকেও সভায় বক্তৃতা করিতে নিষেধ করিলেন। ৬ই তারিখে আবার হরতাল হইল। ডাক্তার সত্যপালের ও কিচলুর প্রভাবে ডেপুটী কমিশনার শঙ্কিত হইলেন। ৮ই তারিখে তিনি সে সম্বন্ধে পঞ্জাব সরকারকে এক পত্র লিখিলেন; তাহাতে বলিলেন,—খাঁবাহাদুর ও রায় সাহেবের দলকে লোকে মান্য করে না। ৯ই তারিখে পঞ্জাব সরকার এই দুই জনকে নির্ব্বাসিত করিবার হুকুম জারি করিলেন।

৯ই রামনবমী। সে দিন অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে দৃশ্য লক্ষিত হইল, নবভারতের ইতিহাসে তাহা স্মরণীয়। অমৃতসরের গগন পবন "হিন্দু মুসলমান কি জয়" রবে পূর্ণ হইল। হাণ্টার কমিটীও স্বীকার করিয়াছেন—এই উৎসব হিন্দু-মুসলমান মিলনের মহোৎসব হইয়াছিল—became a striking demonstration in furtherance of Hindu-Muhammadan unity. সে দিনও কোন হাঙ্গামা হইল না।

পরদিন ডেপুটী কমিশনার ডাক্তার কিচলু ও সত্যপালকে গৃহে আহ্বান করিয়া তথা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সহরে দোকান পাট বন্ধ হইল—লোক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। বৃটিশ সৈনিকরা গুলি চালাইয়া লোককে ধৈর্য্যচ্যুত করিলে হাঙ্গামা আরম্ভ হইল এবং কয় জন য়ুরোপীয় হত হইল ও কুমারী সারউড নাম্নী এক য়ুরোপীয় মহিলা আহত হইলে ভারতবাসী কর্তৃক তাঁহার উদ্ধার সাধিত হইল।

পঞ্জাবে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়াছিল—এবার অশান্তি

আত্মপ্রকাশ করিল। অসন্তোষের কারণ—দারুণ দুর্ম্মূল্যতার সময় সরকারের থয়ের খাঁরা বলপূর্ব্বক লোকের নিকট হইতে রণ-ঋণে টাকা আদায় করিয়াছিল এবং বলপূর্ব্বক লোককে সৈনিক করিয়াছিল। অশান্তির আবির্ভাব হইলেই পঞ্জাবী সরকার ভারত সরকারের কাছে টেলিগ্রাম করিলেন—

"কাশুর ও অমৃতসরের মধ্যে রেল ষ্টেশন লুণ্ঠিত হইয়াছে। (দুই জন) বৃটিশ সৈনিক নিহত ও দুই জন সৈনিক কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। জনরব দলে দলে বিদ্রোহীরা (!) অগ্রসর হইতেছে—কাশুরে তোষাখানা আক্রান্ত হইয়াছে—লাহোর ও অমৃতসর জিলাদ্বয়ের স্থানে স্থানে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বিদ্যমান। ছোটলাট, প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীর ও হাইকোর্টের চীফ জাষ্টিসের সম্মতিক্রমে অনুরোধ করিতেছেন—সাধারণ আইন বাতিল করিয়া সামরিক আইন জারি করা হউক।"

প্রকাশ্য বিদ্রোহ আছে কি না—থাকিলে কাহার দোষে তাহা হইয়াছে, এ সকল বিচার না করিয়া; যে সামরিক আইন আইনের বিপরীত তাহা জারি করিবার আদেশ দিবার পূর্ব্বে একবার সিমলা শৈলশির হইতে পঞ্জাবে গমন অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, লর্ড চেমসফোর্ড সার মাইকেলের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এমন কি তিনি সমস্ত প্রাদেশিক সরকারকে অনুমতি দিলেন,—তাঁহারা যে নীতি অবলম্বন করিবেন, ভারত সরকার তাহারই সমর্থন করিবেন।

পঞ্জাবে সামরিক আইন জারি করিবার আদেশে বড় লাটের শাসন পরিষদের ভারতীয় সদস্য সার শঙ্করণ নায়ারের আপত্তি ছিল। তিনি সে আদেশের প্রতিবাদকল্পে পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিলেন। পরে জানা গিয়াছিল, বড় লাট মিষ্টার এণ্ড্রুজকে বলিয়াছিলেন—যখন অমৃতসরে শ্বেতাঙ্গের গাত্রে আঘাত লাগিয়াছে, তখন দেশীয়

লোককে প্রায়শ্চিত্ত করাইতেই হইবে। রাজপুরুষদিগের মনের এই ভাব এই ব্যাপারের আদ্যোপান্ত দেখা গিয়াছিল। ঘটনার পর হতাহতের ক্ষতিপূরণেও ইহা লক্ষিত হইয়াছিল।

অমৃতসরে একজন মাত্র য়ুরোপীয় মহিলা বিচলিত জনতার দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসীরাই তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিল। তিনি—মিস সারউড। সরকার তাঁহাকে ক্ষতিপূরণরূপে ৫০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছিল, তিনি একটা হাতঘড়ীর মূল্য ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। শেষে দেখা যায়, তিনি ৫ শত টাকা লইয়াছিলেন। তিনি যাহাই কেন লউন না—সরকার তাঁহাকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপে ৫০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন। সে টাকা ভারতের রাজস্ব হইতে—ভারতবাসী প্রজার টাকা হইতে দেওয়া হইত।

কুমারী সারউড আহত হইয়াছিলেন, তাই সরকার তাঁহাকে ৫০ হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন।

যে কয় জন য়ুরোপীয় নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য ক্ষতিপূরণস্বরূপ সরকার ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৩ শত ২১ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। কোন ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা এবং কোন ক্ষেত্রে ৩ শত ২১ টাকা দেওয়া হয়। গড়ে প্রত্যেকে ৬৮ হাজার ৬ শত ১৭ টাকা পাইয়াছিল। কি হিসাবে ২ লক্ষ টাকা হইতে ৩ শত ২১ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হইয়াছে, আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু যে সব য়ুরোপীয় প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদের জন্য ভারত সরকার ভারতের রাজস্ব হইতে গড়ে ৬৮ হাজার ৬ শত ১৭ টাকা করিয়া দিয়াছিলেন।

আর ভারতবাসীর ভাগ্যে কি হইয়াছে? জালিয়ানওয়ালাবাগে যে সব ভারতবাসী নৃশংস ডায়ারের আদেশে নিহত হয়, তাহাদের স্বজনদিগের মধ্যে দরিদ্র (needy) বাছিয়া সরকার কেবল ৪০ জনকে

সাহায্য দান করিয়াছেন। কাহাকেও ৫ শত টাকার অধিক দেওয়া হয় নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে ২ শত টাকা মাত্র দেওয়া হয়। গড়ে প্রত্যেকে ৩ শত ৪৬ টাকা মাত্র পাইয়াছিল। অর্থাৎ যে স্থলে য়ুরোপীয়ের জীবনের মূল্য ৬৮ হাজার ৬ শত ১৭ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সে স্থলে সরকারের হৃক্ম হিসাবে ভারতবাসীর জীবনের মূল্য ৩ শত ৪৬ টাকা স্থির হইয়াছিল। অবশ্য এ দেশে যে সব য়ুরোপীয় দিনগুজরান করিতে আসিয়াছে, তাহারা যে দরিদ্র (needy) তাহা আমরা মানিয়াই লইলাম। কিন্তু ভারতবাসীরা কি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ?

যে সব য়ুরোপীয় আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে মোট ৪৩ হাজার ২ শত ৫০ হাজার দেওয়া হইয়াছিল। কাহাকেও বা ২০ হাজার, কাহাকেও বা ৭ শত ৫০ টাকা দেওয়া হয়! গড়ে প্রত্যেকে পাইয়াছিল— ৭ হাজার ২ শত টাকা। অর্থাৎ যে স্থানে এক জন আহত য়ুরোপীয়ের জন্য ৭ হাজার ২ শত ৮ টাকা দেওয়া হয়, সে স্থলে এক জন নিহত ভারতবাসী ৩ শত ৪৬ টাকার অধিক পাইবার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

এ বৈষম্যের কারণ কি ? বর্ণের বৈষম্য ব্যতীত ব্যবহারে এই বৈষম্যের আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় কি ? ভারতের রাজস্ব হইতে আহত ও নিহত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য দানের এই যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, ইহাতে এই প্রভেদ কি ভারতবাসীর আত্ম-সম্মানের পক্ষে হানিজনক নহে ? যে স্থলে নিহত য়ুরোপীয়দিগের জন্য ৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৩ শত ২১ টাকা ও আহত য়ুরোপীয়দিগের জন্য ৪৩ হাজার ২ শত ৫০ টাকা—একুনে ৫ লক্ষ ২৩ হাজার ৪ শত ২৯ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল, সে স্থলে জালিয়ানওয়ালাবাগের মশানে নিহত ভারতবাসীর স্বজনরা কেবল ১৩ হাজার ৮ শত ৪০ টাকা পাইয়াছিল। চাকরীতে যেমন, ক্ষতিপূরণেও তেমনই—"দেশের লোকের ভাগ্যে খোলাভূষী

শেষে।” ৪ লক্ষ ও ১৩ হাজারে যে প্রভেদ, তাহা কি কেবল মুখের কথায়, ডিউকের বা লাটের উপদেশে মুছিয়া যাইবে? আমরা বলিতে বাধ্য, এই দয়াদত্ত ১৩ হাজার টাকা দানে ভারতবাসীকে অপমান করাই হইয়াছিল। য়ুরোপীয় ও ভারতবাসীতে প্রভেদ ডায়ার যেমন বন্দুকের গুলিতে বুঝাইয়াছিল, পঞ্জাবী সরকার তেমনই এই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থায় বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সরকার কেবল ৪০ জনকে গড় ৩ শত ৪৫ টাকা হিসাবে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। কিন্তু হাণ্টার কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ, জালিয়নওয়ালাবাগে ৩ শত ৭৯ জন নিহত ও প্রায় ১২ শত লোক আহত হইয়াছিল। আহতদিগের মধ্যে অনেকে জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃত—তাহারা আর কখন অর্থার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় করিতে পারে না। তাহাদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। নিহত ৩ শত ৭৯ জনের মধ্যে কেবল ৪০ জনের দরিদ্র আত্মীয়স্বজন যৎকিঞ্চিত সাহায্য পাইয়াছিল। অবশিষ্ট ৩ শতেরও অধিক লোকের আত্মীয়স্বজনরা সাহায্য চাহে নাই, না চাহিয়াও পায় নাই? যদি না চাহিয়া থাকে, অর্থাৎ যে সরকারের কর্ম্মচারীর আদেশে তাহাদের স্বজনরা নিহত হইয়াছে, তাহারা যদি সে সরকারের দ্বারে সাহায্যপ্রার্থী হইতে অস্বীকার করিয়া থাকে, তবে আমরা তাহাদের প্রশংসা করিব। কিন্তু যদি এমন হয়, সরকার তাহাদিগকে সাহায্য দানের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই? তবে?

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব। লোক যে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সংযম-সীমা অতিক্রম করিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তাহারা অধিকক্ষণ উচ্ছৃঙ্খল ছিল না।

বরং রেলওয়ের পুলের উপর হইতে তাহাদের উপর অকারণে গুলি চালানতেই তাহারা ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিল। তাহারা দেখিয়াছিল, আহত ব্যক্তিদের কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থাও হয় নাই। মাকবল মামুদ লোককে চলিয়া যাইতে উপদেশ দিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন,—"গুলিবর্ষণ শেষ হইলে আমি সৈনিকদিগের কাছে যাইয়া—আহত ব্যক্তিদিগকে লইয়া যাইবার কোন যানের বা তাহাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি সাহায্যের জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে যাইতে চেষ্টা করিলাম। সৈনিকেরা আমাকে যাইতে দিল না। যাহা হউক মিষ্টার সেমুর আমাকে যাইতে দিলেন। * * সৈনিক কর্ম্মচারীরা যখন গুলি চালান স্থির করেন, তখন যে আহতদিগের জন্য কোন ব্যবস্থাই করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। সময় মত সাহায্য পাইলে অনেক আহত ব্যক্তিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করা যাইত।" তিনি যান আনিলে মিষ্টার প্লোমার তাহা ফিরাইয়া দিলেন—লোক আপনাদের ব্যবস্থা আপনারা করিবে। জেনানা হাসপাতালের ডাক্তার মিসেস এসডনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি বিদ্রূপভরে হাসিয়া বলিয়াছিলেন, হিন্দু মুসলমান উপযুক্ত ব্যবহার পাইয়াছে। এইরূপ ব্যবহারে—এই নির্ম্মম দৃশ্যে লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু সেই দিন (১০ই এপ্রিল) অপরাহ্ণ ৫টার মধ্যেই লোক স্থির হইয়াছিল। পুলিস লোককে নিবারণ করিবার কোন চেষ্টাই করে নাই। ১২ই তারিখেও কোন হাঙ্গামা ছিল না। অথচ সৈনিকরা সার মাইকেল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া লাহোর হইতে আসিয়া পৌঁছিলেই বলা হইল—সাধারণ ব্যবস্থায় চলিবে না—সামরিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন! আমাদের বিশ্বাস, অমৃতসরের লোককে লাঞ্ছিত করিবার জন্যই সৈনিকদিগকে সহরের রক্ষাভার দেওয়া হয় এবং সহরের জল বন্ধ করা—

লোককে বুকে হাঁটান ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা ব্যাপার করা হয়। এ সবই ইচ্ছাকৃত। পঞ্জাবের লোককে এমন শিক্ষা দেওয়া হইবে, যে ৫০ বৎসরেও তাহারা তাহা ভুলিতে পারিবে না। কেন না, তথায় যুরোপীয় নিহত ও আহত হইয়াছিল। সহরের একজন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী লালা ধোলন দাস আহূত হইয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখেন, সকলেই উত্তেজিত—মিষ্টার সেমোর এমন কথাও বলেন যে, প্রত্যেক নিহত যুরোপীয়ানের জন্ত সহস্র ভারতবাসীকে সংহার করা হইবে; এক জন বলেন, কামান চালাইয়া সহর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হউক। মিষ্টার মহম্মদ সাদিকও এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। ১২ই তারিখে কর্ণেল স্মিথ ডাক্তার কালমুকুন্দকে বলেন,—জেনারল ডায়ার আসিয়া সহরে গোলা চালাইবেন। কেমন করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে সহর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে, তিনি নক্সা আঁকিয়া তাহা দেখান। বোধ হয় শিখদিগের মন্দির নষ্ট হইবে, এই ভয়েই কেবল সহর নষ্ট করা হয় নাই।

কিন্তু কর্ত্তারা দারুণ প্রতিশোধ লইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কংগ্রেস কমিটী স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই যে, ইচ্ছা করিয়া—ফাঁদ পাতিয়া লোককে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যা করা হয়। তাহারা বাছিয়া বাছিয়া বৈশাখী পূর্ণিমার দিন এই হত্যাভিনয় করে—কেন না, সে দিন স্থানান্তর হইতে বহুলোক অমৃতসর সহরে আসিয়াছিল। সে দিন লোকের অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না। পুলিসের চর হংসরাজ নামক এক ব্যক্তি সে দিন বাগে সভাধিবেশনের ব্যবস্থা করিল। সে তাহার জননীর ও ভগিনীর পাপার্জ্জিত অর্থে পুষ্ট। সে ঘোষণা করে,— লালা কানাইয়ালাল সভায় সভাপতি হইবেন। লালা কানাইয়ালাল ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না। সে দিন যে সভা করা নিষিদ্ধ সে ইস্তাহার উপযুক্তরূপে ঘোষণা করা হয় নাই—এমন কি বাগের

প্রবেশপথে ইস্তাহার লটকানও হয় নাই। সভা আরম্ভ হইল। সভায় জনগণের উচ্ছৃঙ্খলতার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইল। উপরে এরোপ্লেন দেখিয়া লোক চঞ্চল হইলে হংসরাজই তাহাদিগকে স্থির হইয়া থাকিতে বলিল; সৈনিকরা উপস্থিত হইলেও সে লোককে ভয় পাইতে বারণ করিল। পুলিসের লোকরা সভা ত্যাগ করিলে, সে রুমাল উড়াইয়া সৈনিকদিগের কাছে গেল। সঙ্কেত পাইয়া সৈনিকরা গুলি করিল। ৩ শত ৭৯ জন নিরস্ত্র ভারতবাসী নিহত হইল। তাহাদের মধ্যে ৮৭ জন গ্রাম হইতে আসিয়াছিল। ডায়ার স্বীকার করিয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছিল, গ্রামের লোক সভায় ছিল। তাহাদের পক্ষে সভা-নিষেধের আদেশ জানিতে না পারাও যে সম্ভব, তাহাও অস্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না—ডায়ার পঞ্জাবের লোককে ভয় দেখাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল (Strike terror throughout the Punjab) তাহার পর হতাহতদিগকে ফেলিয়া—চিকিৎসার শুশ্রূষার কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া, ডায়ার চলিয়া গেল। দিবাবসান হইল, রাত্রি আসিল। সে শ্মশানে আলোক জ্বলিল না। কেবল সতী রতনবাই স্বামীর শবের সন্ধানে আসিয়া, সেই শ্মশানে তিমিরাবগুণ্ঠিতা রজনীর অন্ধকারে সতীত্বের স্বর্ণদীপ জ্বালিলেন। সরকার পঞ্জাবের ব্যাপারের তদন্তের জন্য যে সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ভারতীয় সদস্যরা সকলেই ডায়ারের এই পৈশাচিক কার্য্য বেলজিয়মে জার্ম্মাণদিগের অত্যাচারের সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন—"There was no rebellion which required to be crushed. We feel that General Dyer by adopting an inhuman and un-British method of dealing with subjects of this Majesty the King-Emperor, has done great disservice to the interest of British rule in India."

নিরস্ত্র জনতার উপর এরোপ্লেন হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল। যে রাজপথে কুমারী সারউড আহত হইয়াছিল, সে পথে লোককে বুকে হাঁটান হইয়াছিল, ছাত্রদিগকে ১৬ মাইল পর্য্যন্ত হাঁটিয়া হাজিরা দিতে হয় এবং এক স্থানে ৪টি বালক পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

এই সব ব্যাপার ঘটিবার পরই পঞ্জাব সরকার অন্য স্থান হইতে লোককে পঞ্জাব প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করেন। অত্যাচারের আভাসমাত্র পাইয়া কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার উপাধি বর্জ্জন করিয়া বড়লাটকে নিম্নলিখিত পত্র লিখেন :—

"কয়েকটা স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পঞ্জাব গবর্মেন্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরুপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ডপ্রয়োগ-বিধিবিশেষত্ব, আমাদের মতে কয়েকটা আধুনিক ও পূর্ব্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাঁহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকহনন ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ নৈপুণ্যশালী, তখন এ কথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এইরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্ম্ম বিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না। পঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষয় ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্ব্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল, আমাদের কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ

করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এখানকার ইংরাজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নিম্মমতার প্রশংসা

করিয়াছে, এবং কোনও কোনও কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্য্যের সহিত আমাদের দুঃখভোগ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে ; অথচ আমাদের যে সকল শাসনকর্ত্তা, পীড়িত পক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্ত্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্ব্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারাই উক্ত ইংরাজচালিত সংবাদপত্রের কোন চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন জানিলাম যে, আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্মেণ্টের মতের রাজধর্ম্মকে অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্ম্ম-নিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্মেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটী যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্ব্বাক্ হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব এই পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অন্ধকার দিনে আমাদের ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দ্দিকবর্ত্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে ; অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমার যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মানুষের অযোগ্য অসম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জ্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্ব্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার পরম শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য

এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই নাইট পরবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতি দান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

আপনার অনুগত

(স্বাক্ষর)—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাঞ্জাবী অত্যাচারের ও অনাচারের সুদীর্ঘ কথা কত লিখিব? যদি বুকের রক্ত দিয়া সে কথা লিখিতে পারিতাম, তবে হয় ত অপমানের জ্বালা প্রশমিত হইত। ইহাতে কেবল ভারতবাসীর অক্ষম দৌর্বল্যই সপ্রকাশ।

পঞ্জাবে ছাত্রদিগের লাঞ্ছনার বিবরণ আমরা হাণ্টার কমিটির রিপোর্ট হইতে সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

(১) ৯ম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, গুজরাণওয়ালায় খালসা হাই স্কুলে এরোপ্লেন হইতে বোমা ফেলা হয়; এবং তাহাতে কতকগুলি লোক আহত হয়। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কলের কামানও ব্যবহার করা হইয়াছিল। কমিটীও শেষোক্ত কার্য্যের প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই।

(২) দ্বাদশ অধ্যায়ে সামরিক আইনে ছাত্রদিগের সম্বন্ধীয় আদেশ বিবৃত হইয়াছে। কমিটী বলেন, লাহোরে কর্ণেল জনসন ছাত্রদিগের সম্বন্ধে যে সব আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, সে সবও সমর্থন করা যায় কি না সন্দেহ। ১৬ই এপ্রিল তারিখে তিনি দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক কলেজের ছাত্রদিগের সম্বন্ধে এই হুকুম জারী করেন যে, তাহাদিগকে দিনে চারিবার ব্রাডল হলে যাইয়া হাজিরা দিতে হইবে। ১৯শে তারিখে হুকুম জারী হয় যে, দয়াল সিং কলেজের ছাত্রদিগকে দিনে চারিবার টেলিগ্রাফ অফিসে যাইয়া হাজিরা দিয়া আসিতে হইবে। ২৫শে এপ্রিল তারিখে হুকুম করা হয়—এডওয়ার্ড মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগকে

দিনে চারিবার পাতিয়ালা হাউসে সেনাপতির কাছে যাইয়া হাজিরা দিতে হইবে। এই কলেজের ছাত্রদিগকে এক জন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর কাছে আপনাদের বাই-সাইকেল দিতে আদেশ করা হয় এবং সে হুকুম তামিল না করা অপরাধের সামিল করা হয়। হাজিরা দেওয়ার হুকুম তামিল করিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ছাত্রদিগকে লাহোরের দারুণ গ্রীষ্মে ১৬ মাইল পথ হাঁটিতে হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্ম কলেজের প্রাচীরে প্রদত্ত একখানা ইস্তাহার ছিন্ন হইলে ১৬ই এপ্রিল কলেজের ছাত্রাবাসের সব পুরুষকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর দুর্গে লইয়া যাইবার আদেশ করা হয় এবং সেই আদেশ অনুসারে ৫০ হইতে ১ শত ছাত্র ও তাহাদিগের অধ্যাপকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া প্রায় ৩ মাইল দূরবর্ত্তী দুর্গে লইয়া যাইয়া প্রায় ৩০ ঘণ্টা আটক রাখা হয়। কমিটী বলেন, ছাত্ররা যদি কোনরূপ অপরাধ করিয়াও থাকে, তবুও এই সব আদেশ নিতান্তই অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাঁহাদের মতে এই সব জনসনী ব্যবস্থা— unnecessarrliy severe ব্যতীত আর কিছুই নহে।

উপরে যে সব কীর্ত্তি-কথা বিবৃত হইল, যে সব হাণ্টার কমিটীর "মেজরিটি রিপোর্টে" আছে। সে রিপোর্টে স্বাক্ষর করিয়াছেন— লর্ড হাণ্টার এবং ৪ জন য়ুরোপীয়। কমিটীর ৩ জন ভারতীয় সদস্য এক স্বতন্ত্র রিপোর্ট দাখিল করিয়াছিলেন। তাহাতে ছাত্র-লাঞ্ছনার আরও বিবরণ পাওয়া যায়—

(১) হাজিরা দেওয়া—গুজরানওয়ালা, গুজরাট ও লায়ালপুর জিলাত্রয়ে হুকুম জারী করা হয় যে, ছাত্রদিগকে এক বা ততোধিক বার নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজিরা দিয়া ইংরাজের পতাকাকে সেলাম করিতে হইবে, শিক্ষকদিগকেও ছাত্রদিগের সঙ্গে আসিতে হইবে এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন ছাত্র অনুপস্থিত হইলে তাহার পরিবর্ত্তে তাহার পিতাকে হাজিরা দিতে হইবে। এমন কি ৪ বা ৫ বৎসর বয়স্ক

ছাত্রদিগকেও এই হুকুম তামিল করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। দোষি-নির্দ্দোষ বিচার না করিয়া ছাত্রমাত্রকেই এইরূপ দণ্ডভোগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল।

(২) সরকারই স্বীকার করিয়াছিলেন,—গরমে হাজিরা দিতে যাইয়া ওয়াজিরাবাদে ৩টি ছোট ছেলে মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। অবশ্য যে সব নরপশু অল্পবয়স্ক নিরপরাধ ছাত্রদিগকেও এইরূপ পৈশাচিক দণ্ড প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিল, তাহাদের কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা লর্ড চেমসফোর্ড করেন নাই। অথচ যেরূপ প্রকাশ্য ভাবে—অনেক স্থলে নারীদিগের সম্মুখে—পঞ্জাবে ভারতবাসীদিগকে বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করা হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের সম্বন্ধে সেইরূপ বেত্রাঘাতে ব্যবস্থাও যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

(৩) সেলাম করান—১৯শে মে ইস্তাহার জারী হয়, যে হেতু ১৪ বৎসরের অধিক বয়স্ক ২ জন ছাত্র ইস্তাহার প্রচারকারী গৌরাঙ্গকে সেলাম করে নাই এবং সেলাম না করিয়া সামরিক আইনানুসারে প্রচারিত হুকুম অমান্য করিয়াছে সেই হেতু ব্যবস্থা হইল—লায়ালপুরের (ক) মিউনিসিপ্যাল বোর্ড স্কুল (খ) আর্য্য স্কুল, (গ) সনাতন ধর্ম্ম স্কুল (ঘ) গভর্ণমেণ্ট হাই স্কুল—এই ৪টি স্কুলের ১৪ বৎসরের অধিক বয়স্ক সব ছাত্র—"অপরাধী" ছাত্রদ্বয়ের গ্রেপ্তার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন আসিয়া ইস্তাহারপ্রচারকারীর আফিসের সম্মুখে পেরেড করিবে। প্রত্যেক স্কুল হইতে এক জন করিয়া শিক্ষককে ছাত্র-দিগের সঙ্গে আসিতে হইবে এবং তাহাদিগকে ইংরাজের পতাকাকে সেলাম করিতে হইবে। শিক্ষকদিগকে ছেলেদের নামের তালিকা ও কোন ছাত্র অনুপস্থিত থাকিলে তাহার কারণ দাখিল করিতে হইবে। এই হুকুম ৭ দিন বহাল ছিল। প্রথম কথা, গৌরাঙ্গ কর্ম্ম-চারী দেখিলেই ছেলেরা সেলাম করিয়া গোলামের হীনতা স্বীকার

করিবে ইহাই আদেশের মূল কথা। কালা আদমী গাড়ীতে থাকিলে বা ঘোড়সোয়ার হইয়া যাইলে গোরাদিগকে নামিয়া সেলাম করিতে হইবে ও ছাতা নামাইতে হইবে। মেজরিটী রিপোর্টে গোরাঙ্গ সদস্যরাও স্বীকার করিয়াছেন, এই ব্যবস্থায় No good object was served দ্বিতীয় কথা—২ জন ছাত্রে গোরাঙ্গকে সেলাম না করায় লায়ালপুরের ৩টি স্কুলের সব ছাত্রকে অপমানিত করা হয়।

(৪) কাশুরে ছাত্রদিগের সম্বন্ধে একেবারেই মগের মুলুকের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কতকগুলি ছাত্র হাঙ্গামায় যোগ দিয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে ২জনকে পরে গ্রেপ্তার করা ও দণ্ড দেওয়া হয়। কাশুরের মহকুমা হাকিমের প্রস্তাবে ও লেফটেনাণ্ট-কর্ণেল ম্যাকরের আদেশে সব ছেলের কতকগুলিকে (দোষিনির্দ্দোষনির্ব্বিশেষে) শাস্তি দেওয়া হয়। তাই ৬টি ছেলে বাছিয়া পাঠাইবার জন্য হেড মাষ্টারদিগকে হুকুম করা হয়। ৬টি বাছাই করা ছেলে হাজির হইলে দেখা গেল, তাহারা ক্ষীণকায়। তেমন ছেলেকে বেতাইয়া তৃপ্তি হইবে না বলিয়া সব ছেলেকে হাজির করা হয় এবং তাহাদের মধ্য হইতে বড় ৬ জনকে বাছিয়া (The six biggest boys were selected) তাহাদিগকে ৬ঘা করিয়া বেত মারা হয়। অর্থাৎ বিনা অপরাধে—কেবল বড় বলিয়া ৬টি ছেলেকে ধরিয়া ৬ ঘা করিয়া বেত মারা হয়। ম্যাকরেকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহারা দেখিতে বড় বলিয়াই কি তাহাদিগকে (বিনাদোষে) বেত মারা হইয়াছিল? ম্যাকরে নিতান্ত নির্লজ্জভাবে বলিয়াছিল, "হুঁ।"—সে যে বড় সে তাহার দুর্ভাগ্য His misfortune was that he was big আমাদের দুর্ভাগ্য যে, যাহারা এমন অনাচার করে এবং যাহারা এমন অনাচারের সমর্থন করে, তাহাদিগকে বেতাইবার ব্যবস্থা নাই।

কিন্তু ইহাই অপমানের চূড়ান্ত নহে। ইংরাজ গর্ব্ব করিয়া বলিয়া

থাকেন—তাঁহারা নারীজাতিকে ভক্তি করেন। সিমলার কোন লাট পাদরী এমন কথাও বলিয়াছেন যে, পঞ্জাবে জেনারল ডায়ার যে কায করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে বৃটিশ মহিলাদিগের উপর অত্যাচার হইত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—ভারতবর্ষের ইতিহাস কবে মহিলার প্রতি অত্যাচারের কলঙ্কে কলুষিত হইয়াছে? বরং সে কলঙ্কে য়ুরোপের ইতিহাসই সমধিক কলঙ্কিত। এবার জার্ম্মাণযুদ্ধে তাহার যেমন পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তেমন পরিচয়ে বর্ব্বররাও লজ্জায় অধোবদন হয়। লীল সহর হইতে ১০ দিনে কয় সহস্র সুন্দরী যুবতী অপহরণের কলঙ্ক কেবল জার্ম্মাণের নহে—সে কলঙ্ক য়ুরোপীয় সভ্যতার। কারণ, মহিলার প্রতি অত্যাচার যাহাদের ধাতুতে নাই, তাহারা তেমন পৈশাচিক কাযের কল্পনাও করিতে পারিত না—কায করা ত পরের কথা। ব্রাইস কমিটীর রিপোর্টে বেলজিয়মে ও ফ্রান্সে জার্ম্মাণদিগের এমন অত্যাচারের একাধিক দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কমিটীর রিপোর্টে প্রকাশ—"প্রথমাবধিই রমণীরা নিরাপদ ছিল না। লীজে মহিলা ও শিশুদিগকে সৈনিকরা রাজপথে তাড়াইয়া বেড়াইয়াছিল। পাঁচজন জার্ম্মাণ সৈনিককর্ম্মচারীর সাহায্যে নগরের বাজারে কিরূপে রমণীদিগের উপর বলাৎকার করা হয়, তাহার বিবরণ এক জন সাক্ষী দিয়াছে।"

পঞ্জাবে ইংরাজ কর্ম্মচারীরা এ দেশের মহিলাদিগের প্রতি কিরূপ করিয়াছিলেন? কংগ্রেসের তদন্ত-সমতি যে সব সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তেজ সিং বলিয়াছেন—

"মিষ্টার বসওয়ার্থ স্মিথ স্ত্রীলোকদিগের দিকে গমন করে। সে তাঁহাদিগের অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দেয় ও তাঁহাদিগকে গালি দিতে থাকে। সে তাঁহাদিগকে 'মক্ষী' 'কুক্কুরী', 'গর্দ্দভী', প্রভৃতি বলিয়া সম্ভাষণ করে এবং আরও অনেক কু-কথা বলে। সে মহিলাদিগকে বলে, 'পুলিস কনষ্টেবলরা তোমাদের শাড়ী (তুলিয়া) পরীক্ষা করিবে। যখন তোমরা

স্বামীর সঙ্গে শুইয়া ছিলে, তখন তাহাদিগকে উঠিয়া যাইতে দিয়াছিলে কেন' ?"

মঙ্গল জাঠের বৃদ্ধা বিধবাও ঐরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"গ্রামে উপনীত হইয়া বসওয়ার্থ স্মিথ গলিতে গলিতে যাইয়া স্ত্রী-লোকদিগকে বাড়ীর বাহিরে আসিতে আদেশ করে। সে স্বয়ং লাঠি চালাইয়া স্ত্রীলোকদিগকে বাড়ীর বাহির করে। গ্রামের এক স্থানে সে আমাদিগকে—সকলকে দাঁড় করায়। স্ত্রীলোকরা তাহার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হয়েন। সে তাঁহাদের জনকতককে প্রহার করে, তাঁহাদের গায় থুথু দেয় এবং অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করে। সে আমাকে দুইবার প্রহার করে। আমার মুখে থুথু দেয়। সে জোর করিয়া সব স্ত্রীলোকের মুখ অনবগুণ্ঠিত করে—স্বয়ং ছড়ি দিয়া তাঁহাদের অবগুণ্ঠন ফেলিয়া দেয়। সে আমাকে পদাঘাতও করিয়াছিল। সে স্ত্রীলোকদিগকে পায়ের নিম্নে দিয়া হাত লইয়া কাণ ধরিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিতে আদেশ করে।"

ডায়ার দম্ভ করিয়া বলিয়াছিল, প্রতীচ্যতে লোক রমণীকে সম্মান করে। কিন্তু যাহারা রমণীকে ভোগার্থ মনে করে না—রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন যাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, তাহারা কি ভারতে মহিলার —বিজিত জাতির, কৃষ্ণাঙ্গ হইলেও—মহিলার প্রতি এমন ব্যবহার করিতে পারে ?

যে স্থলে এক জন কর্ম্মচারী এমন কায করিতে পারে, সে স্থলে সাধারণ সৈনিকদিগের নিকট আর কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্তির আশা করা যাইতে পারে ?

অমৃতসরের শ্রীমতী লছমন কুয়ার বলিয়াছেন—

"আমাদের বাড়ী কুরিয়ান কূপের নিকটে। সামরিক শাসনের সময় এক দিন সকাল ১০টায় জেনারল আমাদের রাস্তায় আসিয়া

ছেলেদের তাঁহাকে সেলাম করিতে ও তাহাদের দোষের জন্য (?) ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলে। ছেলেদের তাহাই করিতে হয়। সেই দিন বেলা আড়াইটার সময় রাস্তায় একদল বৃটিশ সৈনিক মোতায়েন করা হয়। সৈনিকরা স্ত্রীলোকদিগকে বিরক্ত করিতে লাগিল—কে মিস্ সাহেবকে মারিয়াছিল বলিতে আদেশ করিতে লাগিল। তাহারা আমাদের চাকরকে লাথি মারে ও বন্দুকের কুঁদা দিয়া প্রহার করে। আমি পর্দ্দানশীন। আমি কখনও ভৃত্যদিগের সম্মুখেও বাহির হই না। আমাকেও তাহারা তলব দেয়। (বাধ্য হইয়া) আমি অবগুণ্ঠিত অবস্থায় যাইলে আমাকে অবগুণ্ঠন ত্যাগ করিতে হুকুম করা হয়। ভয়ে আমি ঘোমটা ফেলিয়া দেই। তাহারা ভয় দেখাইয়া বলে, আমি মিস সাহেবের প্রহারকের নাম না করিলে আমাকে সৈনিকদিগের হস্তে দিবে।"

ঐ অমৃতসরেরই গঙ্গাদেবীর সাক্ষ্যে প্রকাশ,—"যাহাদিগকে বেত মারা হইতেছিল, তাহাদের চীৎকার হৃদয়-বিদারক। আমার কন্যা মূর্চ্ছিতা হয়। যদি কখন আমরা জানালায় দাঁড়াইতাম, তবে সৈনিকরা অনাবৃত হইয়া আমাদিগের অপমান করিত।"

কিন্তু ইহার অপেক্ষাও ভীষণ কথা আছে। রামবাগ দরওয়াজার বলোচন বলে—

"সামরিক শাসনের সময় অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমাকেও গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লওয়া হয়। কর্ম্মচারীরা আমাদিগকে ব্যাঙ্কের লুঠের মাল দিতে বলে। পান্নাকে, রাখীকে ও রাণীকেও তাহাই বলে। তাহারা আমাদিগের সহিত অত্যন্ত অশ্লীল ব্যবহার করিয়াছিল। পুলিস আমাকে পাজামা খুলিতে বাধ্য করে অর্থাৎ উলঙ্গ করে। আমার ভগিনী ইকবলনকেও তাহাই করিতে হয়। পুলিসরা ইহাতে খুব হাসে। রাত্রি প্রায় ১০ টার সময় আমাদিগকে বাড়ী যাইতে দেওয়া

হয় এবং পরদিন প্রভাতে ৬ টার সময় আবার ডাকিয়া আনা হয়। প্রায় ৫ দিন এইরূপ চলে। সময় সময় আমাদিগের যোনিপথে লাঠি চালানও হইয়াছিল।"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য স্বয়ং ঘটনাস্থলে যাইয়া যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেন, সেই সকল নির্ভর করিয়া তিনি সেপ্টেম্বর মাসে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় শতাধিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায় জানান। বড়লাট সে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেন না এবং এক কশুর-মাপ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া অনাচারী রাজকর্মচারীদিগের দণ্ড হইতে অব্যাহতিলাভের উপায় করিয়া দেন। সেই আইনের আলোচনার সুযোগে পণ্ডিত মদনমোহন পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত অনাচারের বিবরণ বিবৃত করেন—শুনিয়া লোক শিহরিয়া উঠে। এই সময় পঞ্জাব সরকারের চীফ সেক্রেটারী টমশন ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া অনায়াসে মিথ্যাকথা বলে—"জালিয়ানওয়ালাবাগে নিহত ব্যক্তিদিগের সংখ্যা ২ শত ৯১ মাত্র!" প্রকৃতপক্ষে তাহাদিগের সংখ্যা অন্যূন ৩ শত ৭৯।

সেই অনাচারের লীলাভূমি অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। রাজপুরুষরা প্রথমে যাহাতে তথায় অধিবেশন না হইতে পারে, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিলেন; শেষে পরাভূত হইয়া আর বাধা দিলেন না। কেন না, ততদিন তাঁহাদের অনাচারসম্বন্ধে তদন্ত-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

এই অধিবেশনেও মডারেটরা উপস্থিত হইলেন না। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অনাচারলাঞ্ছিত পঞ্জাবের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান করিলেও তাঁহারা সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং কংগ্রেসের পর কলিকাতায় রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিচিত স্যর বিনোদচন্দ্র মিত্রকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিয়া এক স্বতন্ত্র সভা করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

অমৃতসরের অধিবেশনে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি হইলেন। অধিবেশনে পঞ্জাবী অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা হইল এবং বলা হইল, বড় লাট লর্ড চেম্‌সফোর্ডকে বড় লাটের পদ হইতে পদচ্যুত করা হউক। যে বি, এন, শর্ম্মা রৌলট আইনের প্রতিবাদে ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য পদত্যাগ করিয়া আবার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়াছিলেন, তিনি এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন; কিন্তু প্রতিবাদ গৃহীত হইল না।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু।

এই অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্ব্বে শাসন সংস্কার ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়া সম্রাটের এক ঘোষণা প্রচারিত হয় ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের কারারুদ্ধ নেতারা মুক্তিলাভ করেন। তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিতে পারিয়াছিলেন। সম্রাটের এই ঘোষণার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

"করুণাময় জগদীশ্বরের দয়ায় গ্রেটবৃটেন এবং আয়ারল্যাণ্ডের ও আমার সমুদ্রপারস্থিত রাজ্যসমূহের অধীশ্বর, ভারতের সম্রাট এবং

খৃষ্টধর্ম্মের রক্ষক আমি পঞ্চম জর্জ্জ—আমার ভারতীয় প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারল, ভারতবাসী রাজন্যবর্গ এবং জাতি-ধর্ম্মবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমুদায় প্রজাকে অভিনন্দন করিয়া নিম্নলিখিত ঘোষণাপত্র প্রচার করিতেছি।

"ভারত-শাসন ব্যাপারে আজ এক নবযুগের অবতারণা হইল; আজ এমন একটি বিধানে আমার নাম সংযোজিত হইল, যাহা ভারতে সুশাসন-প্রবর্ত্তন ও আমার ভারতীয় প্রজার অনুরাগ আকর্ষণের জন্য একাল পর্য্যন্ত যতগুলি বিধি রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অন্যতমরূপে পরিচিত হইয়া ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইবার যোগ্য। পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় ১৭৭৩ এবং ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসন-কার্য্য ও বিচারপদ্ধতির শৃঙ্খলা সাধনোদ্দেশে কয়েকটি বিধি রচিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে যে আইন করা হইয়াছিল, তাহার দ্বারা রাজকীয় কার্য্যে ভারতবাসীর প্রবেশদ্বার প্রথম উন্মুক্ত করা হয়। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রাজশক্তি—ভারত-শাসন-ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে গ্রহণ করা হয় এবং রাজকার্য্যে ভারতবাসীর অধিকারের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৮৬১ অব্দে প্রতিনিধিমূলক শাসনকার্য্যের প্রথম বীজ উপ্ত হয় এবং তাহা হইতে যে তরুর উৎপত্তি হয়, ১৯০৯ অব্দে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও পল্লবিত হইয়া উঠে। আর আজ ১৯১৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে যে আইন বিধিবদ্ধ ও আমার দ্বারা স্বাক্ষরিত হইল, তাহার ফলে ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইল ও আমার ভারতীয় প্রজাবর্গ শাসনব্যাপারে নির্দ্দিষ্ট অংশে অধিকারভাগী হইলেন। এই আইনের প্রভাবে পরিণামে ভারত যে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইবে, আজ তাহারই সূচনা হইতেছে। আমার আন্তরিক বিশ্বাস এই যে, বর্ত্তমান আইন যে উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা যদি সফল হয়, তাহা হইলে

মানবজাতির উন্নতিসম্বন্ধে যে স্মরণীয় যুগান্তর উপস্থিত হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সেই জন্য অদ্য শুভক্ষণে শুভযোগে অতীত দিনের আলোচনা এবং ভাবী কালের কল্যাণ কামনার জন্য আমি সকলকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

"১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে দিনে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল পবিত্র ন্যাস্‌স্বরূপে মদীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, সেই দিন আমার পিতামহী পুণ্যশ্লোক রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া প্রকাশ্য ঘোষণার দ্বারা প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বদেশী ও অন্য দেশীয় প্রজার সহিত তাঁহার যে প্রকার সম্বন্ধ ও বাধ্যবাধকতা বিদ্যমান, তাঁহার ভারতীয় প্রজার সহিতও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ ও বাধ্যবাধকতা স্থাপিত হইল। তিনি ঐ ঘোষণার দ্বারা আরও জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রজাবর্গ সকলেই স্বাধীন ধর্ম্মমত পোষণে অধিকারী এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। তাহার পর মদীয় পিতৃদেব পূজনীয় সপ্তম এডওয়াড মহোদয় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৯০৩ সালে ঘোষণা দ্বারা প্রচার করেন যে, ভারত-শাসন ব্যাপারে তিনি তাঁহার স্বর্গগতা মাতাঠাকুরাণীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিবেন এবং ১৯০৮ সালে প্রকাশ করেন যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মাতাঠাকুরাণী যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনি তাহা অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রতিপালন করিবেন। তৎপরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আমি রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছি। আমি ভারতীয় রাজন্যগণ ও প্রজাবৃন্দের রাজভক্তি ও অনুরাগ ও আনুগত্য স্বীকারে তাঁহাদিগকে জানাইয়াছি যে, তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সুখের চিন্তাই আমার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ও কর্ত্তব্যের বিষয় হইবে। পরবৎসর মহারাণীর সহিত ভারত পরিদর্শন করিতে যাইয়া আমি আমার প্রজাগণকে তাঁহাদিগের জন্য আমার সহানুভূতি—কল্যাণেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছি।

"আমি এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণ চিরদিন ভারতের প্রতি অনুরাগ ও স্নেহ দেখাইয়া আসিতেছি। ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্ট ইংলণ্ডীয় প্রজাগণ এবং ভারতে আমার কর্ম্মচারিগণও সেইরূপ সর্ব্বদা ভারতের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য পরমোৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, আমরা জগদীশ্বরের কৃপায় যে সকল সুখ ও মঙ্গলের অধিকারী হইয়াছি, আমার প্রজাবর্গকেও সেই সব সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু এখনও এমনই একটি বিষয় দান করিতে অবশিষ্ট আছে, যাহা না পাইলে কোন দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে স্বদেশের রক্ষা এবং স্বদেশের আভ্যন্তরীণ সকল কার্য্যের ভার নিজে বহন করাই সেই দান। বর্ত্তমানে ভারতবাসী অবশ্য সেই গুরুভার বহনোপযোগী শক্তিলাভ করে নাই। কিন্তু যাহাতে পরিণামে কালের প্রভাবে এবং বহুদর্শনের সাহায্যে ভারতবাসী এই দুর্ব্বহ ভার ধারণের উপযোগী বললাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য আজ এই আইন বিধিবদ্ধ করা হইল।

ভারতের প্রজাগণ প্রতিনিধিমূলক শাসন পাইবার জন্য দিন দিন যে অধিক আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিতেছে, তাহা আমি সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দেশের শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান জনসমূহের মধ্যে ঐ আগ্রহ প্রথমে অল্প হইতে এক্ষণে বিশেষরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিতেছি। কদাচিৎ কখনও ঐ আগ্রহবশে ভ্রান্ত দেশহিতৈষিতার উত্তেজনায় অত্যাচার অনাচার অনুষ্ঠিত হইলেও উক্ত আগ্রহ প্রায় সর্ব্বস্থলেই যে আন্তরিকতাপূর্ণ ও বিধিসঙ্গত সীমার অন্তর্ভুক্ত, তাহা স্বীকার করা যাইতে পারে। বৃটিশ শাসনাধীন হওয়াতেই যে ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ আগ্রহ সঞ্জাত হইয়াছে, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। এতদিন বৃটেনের সহিত সংস্পর্শে যদি ভারতবাসীর হৃদয়ে উহা না জন্মিত, তাহা

হইলে ভারতে বৃটিশ শাসন উপযুক্ত ফল প্রসব করে নাই বলা যাইতে পারিত। ধীরে ধীরে যে তরু বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল, আজ তাহাতে ফুকল ফলিবার সময় উপস্থিত! আজ ভারতবাসীদিগকে তাহাদের স্বদেশশাসনের অধিকারের অংশ পাইবার অধিকারী করিবার জন্য এই আইন বিধিবদ্ধ হইল।

"আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ সহানুভূতির সহিত বর্ত্তমান আইনের ফলাফল লক্ষ্য করিতে থাকিব। কায দুরূহ বটে, কিন্তু আমার আশা এই যে, কোন পক্ষে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার অভাব হইবে না। ভারতের সভাসমিতি-গুলি সাধারণকে, বিশেষতঃ যে সকল অশিক্ষিত লোক এখনও ভোট অধিকার প্রাপ্তির উপযুক্ত পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, তাহাদিগকে যেন এই আইনের মর্ম্ম যথাযথভাবে বুঝাইয়া দেন। দলাদলি করিয়া যেন তাঁহারা এই আইনের সাধু উদ্দেশ্য পণ্ড না করেন। তাঁহাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, দেশের হিত দলাদলি বা ব্যক্তিগত বিরুদ্ধ মতের বহু উপরে থাকা প্রয়োজন। আমার কর্ম্মচারীদিগের প্রতিও আমার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া আইনের উদ্দেশ্য সফল করিতে যত্নবান হয়েন। তাঁহারা যেন লোক-প্রতিনিধিদের সহিত সদয়ভাবে ও বন্ধুত্ব পূর্ণ হৃদয়ে মিশিয়া কার্য্যে অগ্রসর হয়েন।

"আমার আরও ইচ্ছা এই যে, প্রজাবর্গ ও তাহাদের শাসকগণের মধ্যে যদি কিছু বিরুদ্ধভাব থাকে, তবে যেন তাহা এই ক্ষেত্রে উভয়ের মন হইতে অপসারিত করা হয়। আমার প্রজাদিগের মধ্যে যাঁহারা রাজ-নৈতিক প্রবল আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আইনের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া দোষী হইয়াছেন, ভবিষ্যতে তাঁহারা যেন আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যত্নবান হয়েন। যাহাদের হস্তে শান্তি রক্ষার ভার আছে, তাঁহাদেরও যেন ঐ সকল অপরাধের কথা বিস্মৃত হয়েন। এক্ষণে উভয়পক্ষকেই

পরস্পর ক্ষমা করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। আজ একটি নূতন যুগের আরম্ভ। এই নূতন যুগের প্রারম্ভে পূর্ব্বযুগের বিবাদ বিসম্বাদ শত্রুতা সকলই ভুলিতে হইবে। সেই জন্য আমি আমার রাজ-প্রতিনিধিকে আদেশ করিতেছি যে, যে সকল ব্যক্তি রাজ্যের বিরুদ্ধে অন্যায়জনক কার্য্যের ফলে কোন বিশেষ আইনের বিধানানুসারে কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে, তিনি যেন তাহাদিগকে পূর্ণভাবে মুক্তি প্রদান করেন। আমার বিশেষ আশা এই যে, আমার এই দয়ার ফলে যাহারা কারামুক্ত হইবেন, তাঁহারা ভবিষ্যতে এরূপ আচরণ করিবেন, যাহাতে তাঁহাদের প্রতি দয়া অপাত্রে প্রদত্ত হইয়াছে, এরূপ কখনই প্রতিপন্ন হইবে না।

বৃটিশাধিকৃত ভারতে এই নূতন প্রকার শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের সামন্তরাজগণকে লইয়া একটি সামন্তরাজসমিতি স্থাপনের জন্য আহ্লাদসহকারে সম্মতিদান করিয়াছি। তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যে সুশাসন প্রবর্ত্তন করিবেন। তাঁহারা এতাবৎকাল যে সকল অধিকার ও স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা এক্ষণেও অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আমি তাঁহাদিগকে সে আশ্বাস প্রদান করিতেছি।

আমি আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ প্রিন্স অব ওলেস্‌কে আগামী শীতকালে ভারতে পাঠাইবার মানস করিয়াছি। তিনি তথায় গিয়া নবকল্পিত রাজন্যসমিতি স্থাপন ও বৃটিশাধিকৃত ভারতে প্রতিনিধিমূলক শাসনের প্রবর্ত্তন করিবেন। আমার একান্ত আশা এই যে, তিনি যেন ভারতে গিয়া সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত দেখেন এবং কি শাসক সম্প্রদায় কি প্রজাবর্গ সকলেই যেন তাঁহাকে নূতন শাসন-সম্প্রসারণ-কার্য্যে যথোচিত সহায়তা করেন। শাসক ও শাসিতগণের মধ্যে সহানুভূতি ও মিলনের উপর ভারতের সুশাসন নির্ভর করিতেছে, ইহা যেন সকলের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে।

"অবশেষে আমি এবং আমার প্রিয় প্রজাবর্গ একত্র মিলিত হইয়া সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহার অপার করুণা, মহিমা ও সুপরিচালনায় ভারতের সর্ব্বত্র যেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ; ভারত যেন সুখে সৌভাগ্যে ও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে পূর্ণ হয়!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা ও নাগপুর।

পঞ্জাবী ব্যাপারের অনুসন্ধানের জন্য কংগ্রেস এক সমিতি নিযুক্ত করেন। মহাত্মা গন্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, আব্বাস তায়াবজী ও জয়াকার তাহার সদস্য ছিলেন। এ দিকে সরকারও এক তদন্ত-সমিতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লর্ড হাণ্টার সভাপতি এবং জাষ্টিস র‍্যাঙ্কিন, রাইস, সার জর্জ ব্যারো, পণ্ডিত জগৎনারায়ণ, স্মিথ, সার চিমনলাল শীতলবাদ ও সাহেব জাদা সুলতান আমেদখান—তাহার সদস্য ছিলেন।

অমৃতসর কংগ্রেসের পর উভয় সমিতির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল।

ওদিকে মিত্রশক্তিরা তুর্কীকে যে সন্ধিসর্ত্ত দিলেন, তাহাতে মুসলমান-সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হইয়া খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কথা ছিল, তুর্কসাম্রাজ্য যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনই রাখা হইবে। সেই কথায় নির্ভর করিয়া ভারতের মুসলমান সৈনিকরা তাহাদের ধর্ম্মগুরু সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এখন সে কথা থাকিল না। তাই কেহ কেহ দেশত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিলেন—মহাজরীন ব্যাপার আরম্ভ হইল। তাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা-বর্জ্জন করিলেন। মহাত্মা গন্ধী সেই মতে মত দিলেন।

তাই নিম্নলিখিত বিষয়-চতুষ্টয়ের বিবেচনার জন্য ৪ঠা সেপ্টেম্বর (১৯২০) কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হইল—

মোহনদাস করমচাঁদ গন্ধী।

(১) পঞ্জাবী ব্যাপার,

(২) খিলাফৎ প্রশ্ন,

(৩) শাসন-সংস্কার নিয়ম,

(৪) সহযোগিতা-বর্জ্জন।

এই অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী; সভাপতি লালা লজপৎ রায়।

ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে ইংরাজের বাণিজ্য-নীতির স্বরূপ বিশেষভাবে দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে স্পষ্ট কথা স্পষ্ট ভাষায় স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছিল।

সভাপতির বক্তৃতায় পঞ্জাবী ব্যাপার বিশেষ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়। সে অভিভাষণ সর্ব্বতোভাবে লালা লজপৎ রায়ের মত ত্যাগী, দেশভক্ত, বহুদর্শী, বিচক্ষণ ভারতবাসীর উপযুক্ত হইয়াছিল।

এই কংগ্রেসে লোকমান্য তিলক ও ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ ওদেদারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব—পঞ্জাবের হাঙ্গামা তদন্ত-বিষয়ক।

প্রথমভাগ—কংগ্রেসের তদন্ত-সমিতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

দ্বিতীয় ভাগ—হাণ্টার কমিটীর মেজরিটী রিপোর্টের ত্রুটি প্রদর্শন।

তৃতীয় ভাগ—হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত-সরকারের মন্তব্যের দোষ দর্শন।

এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন—সার আশুতোষ চৌধুরী। তিনি কেবল প্রথম ভাগের আলোচনা করেন এবং বলেন, ন্যায় ব্যতীত ক্ষমতা অত্যাচারের নামান্তর মাত্র।

বোম্বাইয়ের মিঃ ব্যাপ্‌টিষ্টা সমর্থন করিতে উঠিয়া পঞ্জাবে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা করিয়া বলেন, পঞ্জাবে ইংরাজ অনাচারীদিগের তুলনায় ফ্রান্স ও বেলজিয়মে জার্ম্মাণরা শিষ্ট—শান্ত—দেবদূতের মত। তিনি স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশের কথা বলিলে সভাপতি সংশোধন করিয়া বলেন,—লজ্জাশীলতা ক্ষুণ্ণ করা বলাই সঙ্গত।

সিন্ধের চৈতরাম হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়া বলেন, হাণ্টার কমিটীর মেজরিটী রিপোর্ট "বে-বনিয়াদ ও ঝুঠা।" যখন পঞ্জাবের লাঞ্ছিত জননায়কগণ মুক্তি পায়েন, তখনও হাণ্টার কমিটীর কাজ শেষ হয় নাই। তবুও কমিটী তাঁহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। মিয়া মহম্মদ সফী ইতঃপূর্ব্বে সরকারের দিকে টানিয়া কথা বলিতেন বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনিও বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—কমিটী যাহাই কেন বলুন না, পঞ্জাবে বিদ্রোহ ছিল না। এক লাহোরে ১৭০৩ লোক অস্ত্র রাখিতে পারে। যদি বিদ্রোহ হইত, তবে কি ৭ জনও অস্ত্র লইয়া বাহির হইত না? যখন যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণরা বিলাতে বোমা ফেলিয়াছিল, তখন বিলাতের লোক জার্ম্মাণদিগকে বর্ব্বর বলিয়াছিল।

আর পঞ্জাবে যে নিরস্ত্র জনতার উপর বোমা বর্ষিত হইয়াছিল, তাহার কি?

তাহার পর দিল্লীর হাকিম আজমল খাঁ উর্দ্দুতে ও রামমূর্ত্তি হিন্দীতে বক্তৃতা করিবার পর মান্দ্রাজের রামস্বামী আয়াঙ্গার বক্তৃতা করেন।

যুক্তপ্রদেশের শ্রীমতী মঙ্গলা দেবী বক্তৃতা করেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর মণ্ডপে সর্ব্বত্র শ্রুত হইয়াছিল।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর চতুর্থ প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল। বৃটিশ ক্যাবিনেট পঞ্জাবের ব্যাপারের স্বরূপ নির্দ্ধারণ না করায়, ভারতের লোকের শ্রদ্ধা হারাইয়াছেন, ইহাই এই প্রস্তাবের মূল কথা।

জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তিনি বক্তৃতায় লোককে সাহসী হইতে—নির্ভীক হইতে বলেন।

বিষণদত্ত শুকুল, মৌলবী আজাদ শুভানী ও পান্নালাল এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন।

বিষয়-নির্দ্ধারণ সমিতিতে ২ দিন বিচারের পর মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়—

"খিলাফৎ ব্যাপারে ভারত ও বিলাত সরকার মুসলমান প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে হইয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন; মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম্মসম্পর্কিত দুর্দ্দিনে ন্যায়সঙ্গত সাহায্য করা প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের অনাচারের সময় পঞ্জাবের নির্দ্দোষ প্রজাগণকে উক্ত সরকারদ্বয় রক্ষা করিতে পারেন নাই বা রক্ষা করেন নাই; পরন্তু বর্ব্বরোচিত অনাচার অনুষ্ঠানকারীদিগের দণ্ডবিধানের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা মূল দোষী সার মাইকেল ওডায়ারকে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। পার্লামেণ্টের কমনস্ ও লর্ডস্ সভায় পঞ্জাব সম্পর্কে যে

বাদানুবাদ হয়, তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে, বিলাতের অধিকাংশ লোক এ দেশের লোকের ব্যথায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ব্যথিত নহেন, বরং তাঁহারা পঞ্জাবে অনুষ্ঠিত ঘোর অত্যাচার-অনাচারের সমর্থন করেন। বড় লাট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তিনি পঞ্জাব বা খিলাফৎ ব্যাপারে অণুমাত্র অনুতপ্ত নহেন।

"এই সকল কারণে কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, উপরে উক্ত দুইটি অসন্তোষের কারণ দূর না হইলে কিছুতেই ভারতবাসী শান্তি পাইবে না। অসন্তোষ দূর করিবার জন্য একমাত্র উপায় আছে। সেন্ট্রাল খিলাফৎ কমিটী যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহাই কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা পঞ্জাব ও খেলাফৎ সমস্যার সমাধান হইবে না।

"এই নীতি গ্রহণের প্রথম সোপান—

(১) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকরী ত্যাগ করা।

(২) সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগদান না করা।

(৩) সরকারের যে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রগণকে ছাড়াইয়া লওয়া এবং সেই স্থানে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) আইনব্যবসায়ীদিগের ব্যবসা ত্যাগ করা এবং সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণীগণের এবং মজুরগণের মেসোপোটেমিয়ায় চাকরীগ্রহণে অস্বীকার করা।

(৬) সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন ত্যাগ করা। কংগ্রেসের নিষেধ সত্ত্বেও যাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, ভোটারগণ তাঁহাদিগকে ভোট দিবেন না।

"ইহাতে স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন। কিন্তু স্বার্থত্যাগ না করিলে কোনও জাতিই উন্নত হয় না। সেই হেতু দেশের লোককে এই স্বার্থত্যাগে অভ্যস্ত করাইবার নিমিত্ত এই প্রথম পথ নির্দ্দেশ করা হইল। সুতরাং এই সঙ্গে 'স্বদেশী' গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য।"

ডাক্তার কিচলু এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। মিসেস বেস্যান্ট প্রস্তাবে আপত্তি করেন। বিপিনচন্দ্র পাল এক সংশোধক প্রস্তাব করেন—

[১] নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর দ্বারা নির্ব্বাচিত কয়েক জন ভারতীয় প্রতিনিধির দৌত্য স্বীকার করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হউক; এই প্রতিনিধিরা ভারতের অভাব-অভিযোগের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করুন এবং অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসনাধিকারের জন্য দাবী করুন।

[২] যদি তিনি এই দৌত্য গ্রহণ না করেন, অথবা ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনের পরিবর্ত্তে অচিরাৎ পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনাধিকার প্রদান না করেন, তাহা হইলে এমনভাবে সহযোগিতা-বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করা হইবে, যাহাতে বৃটিশ জাতি নিঃসন্দেহ হইবেন যে, ভারতবাসী অতঃপর পরাধীনের মত শাসিত হইতে চাহে না।

[৩] ইতোমধ্যে কংগ্রেস দেশকে মহাত্মা গন্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রোগ্রামটি ধীরভাবে এবং সুনজরে দেখিয়া, শেষে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। অবশ্য সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে অথবা কোনও বিশেষ প্রদেশের পক্ষে যাহা সংশোধন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্ত্তন করা প্রয়োজন, তাহা এক জয়েণ্ট কমিটী নির্দ্ধারণ করিবেন।

এই জয়েণ্ট কমিটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ থাকিবেন—

[ক] কংগ্রেসের ১৫ জন প্রতিনিধি।

[খ] মসলেম লীগের ৫ জন।

[গ] সেন্‌ট্রাল খিলাফৎ কমিটীর ৫ জন।

[ঘ] প্রত্যেক হোমরুল লীগের ৫ জন।

[ঙ] শিখ লীগের ২ জন।

[৪] ইতোমধ্যে কংগ্রেস ভিত্তিপত্তন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত কার্য্যের পথ অনুসরণ করিতে দেশের লোককে অনুরোধ করিতেছেন—

[ক] সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন এবং সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি সম্বন্ধে নির্ব্বাচনাধিকারীদিগকে শিক্ষিত করা,

[খ] জাতীয় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

[গ] সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করা।

[ঘ] সরকারী খেতাব ও অবৈনতিক চাকরী ছাড়িয়া দেওয়া।

[ঙ] সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি বর্জ্জন করা।

[চ] শ্রমিকগণকে ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা।

[ছ] ক্রমশঃ য়ুরোপীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যবসায় হইতে ভারতীয় মূলধন ও শ্রমজীবী সরাইয়া লওয়া।

[জ] সৈন্য, কেরাণী ও শ্রমিকগণকে ভারতের বাহিরে সরকারী কর্ম্ম গ্রহণ করিতে নিষেধ করা।

[ঝ] স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করা।

[ঞ] এই আন্দোলন সফল করিবার নিমিত্ত তিলক স্বরাজ তহবিল নাম দিয়া ২০ লক্ষ টাকার ফণ্ড গঠন করা।

পরদিন প্রদেশ প্রদেশ স্বতন্ত্র করিয়া ভোট লওয়া হয় এবং ভোটের আধিক্যে গন্ধীর প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

ভোট গ্রহণের ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

প্রদেশের নাম	মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে	বিপিনবাবুর প্রস্তাবের পক্ষে
বাঙ্গালা	৫৫১	৩৯৫
বোম্বাই	২৪৩	৯৩

[illegible]	২৫৪	৯২
মান্দ্রাজ	১৬১	১৪৫
সিন্ধু	৩৬	১৬
মধ্যপ্রদেশ	৩০	৩৩
যুক্তপ্রদেশ	২৫৯	২৮
দিল্লী	৫৬	৯
অন্ধ্র	৫৯	১২
ব্রহ্ম	১৪	৪
বিহার	১৮৪	২৮
বেরার	৫	২৮
	১৮৫২	৮৮৩

কংগ্রেসের কায শেষ করিবার সময় লালা লজপত রায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মত ত্যাগী স্বদেশ-সেবকের উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি যে মঞ্চ হইতে তাঁহার দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, সে মঞ্চ জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির মঞ্চ—তাহা দলাদলির কোলাহল হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত—তাহা গত ৩৫ বৎসরের দেশসেবার পুণ্যে পূত—তাহাতে ত্যাগীরই অধিকার। এই মঞ্চ হইতে বহু স্বদেশ-সেবক সদ্বুদ্ধি কংগ্রেসের মত প্রচার করিয়াছেন, দেশবাসীকে কর্ত্তব্যপথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দেশের সঙ্কটকালেও দেশ ও লোক এই মঞ্চের দিকে চাহিয়া আপনাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছে—সকলেই এই কংগ্রেসে আপনার মতের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। লাঞ্ছনার গৌরব-মুকুট মস্তকে লইয়া লালা লজপত রায় সেই মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন—তাঁহার কার্য্যে ও তাঁহার উপদেশে সে মঞ্চের গৌরব বর্দ্ধিত

হইয়াছিল। এবারকার কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—সহযোগিতা বর্জ্জন। এ বিষয়ে লালা লজপৎ রায় তাঁহার প্রথম অভিভাষণে কোন কথা বলিতে দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসের সভাপতি কংগ্রেসের মুখপাত্র; সুতরাং যে বিষয়ে কংগ্রেসে মতভেদ লক্ষিত হয়, সে বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণে স্বীয় মত প্রকাশ করা তিনি সঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। কিন্তু শেষকালে তিনি সে বিষয়ে স্বীয় মত অকুণ্ঠ-কণ্ঠে প্রকাশ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা পূর্ব্বে হইলে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় গৃহীত হইত কি না সন্দেহ। তাঁহার বক্তৃতায় দেশবাসীর ভাবিবার ও শিখিবার বিষয় অনেক ছিল।

আরম্ভে লালাজী সৌজন্যের ও অতিথিসৎকারের জন্য বঙ্গদেশকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, বাঙ্গালার নিকট তিনি ইহাই আশা করিয়াছিলেন। রাজনীতিক ক্ষেত্রে বঙ্গদেশই ভারতের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। আজ বাঙ্গালা যদি সেই নেতৃত্বভার ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তিনি সেই জন্যই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন—আর কিছু নহে। বাঙ্গালাই ভারতবর্ষে জাতীয়তার পবিত্রতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—বাঙ্গালাই ত্যাগের ও সেবার আদর্শে দেশভক্তি সমুজ্জল করিয়াছিল। বাঙ্গালার সে গৌরব যদি ক্ষুণ্ণ হয়, সে বড় দুঃখের কথা হইবে। বাঙ্গালার আবেগের ও দেশপ্রেমের গভীরতার তুলনা নাই।

পরম আনন্দের বিষয়, এত দিনে দেশ তাহার আত্মার সন্ধান পাইয়াছে—রাজনীতিক উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে,—কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে, তাহা বুঝিয়াছে। দেশ বুঝিয়াছে, দেশের মুক্তি দেশ হইতে উদ্গত করিতে হইবে—অন্যত্র হইতে আনিলে হইবে না। সামান্য শাসন-সংস্কারে দেশ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। দেশের অধিকাংশ লোক সহযোগিতা-বর্জ্জনের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন। তিনি

সভাপতি বলিয়া পূর্ব্বে স্বীয় মত প্রকাশে বিরত ছিলেন। কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তিনি আনন্দলাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা-বর্জ্জনের সমর্থক। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা কার্য্যোপযোগী নহে।

তিনি ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয় ছাড়াইবার বিরোধী। এ দেশে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উৎসাহ অপেক্ষাও অল্প নহে। কিন্তু জাতীয় গভর্ণমেণ্ট ব্যতীত জাতীয় শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন ও পরিপুষ্টি হয় না—হইতে পারে না। আমরা এত দিন জাতীয় শিক্ষার যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই জাতীয় নহে। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত কোন জাতি জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ সে সাফল্য লাভ করে নাই, তাহাতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। য়ুরোপীয় শিক্ষা আমরা পরিহার করিতে পারি না,—তাহাতে যদি আমাদের দাসত্ব-প্রবণতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তবে তাহাতেই আমরা আবার মুক্তি-কামনা পুষ্ট করিতে পারিয়াছি।

তাহার পর ব্যবহারাজীবদিগের আদালত-ত্যাগ ও আদালত-বর্জ্জনের প্রস্তাব। ইহাও কি সম্ভব? জানি, ব্যবহারাজীবরা পরাঙ্গপুষ্ট—তাঁহাদের সমৃদ্ধিতে সমাজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু তাঁহারা যেমন রাজনীতিতে নেতৃত্বও করিয়াছে—তেমনই সঙ্কটকালে তাঁহারাই ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়ান। পঞ্জাবে এক দিকে যেমন লালা হরকিষণলাল, লালা দুনীচাঁদ ও পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী ব্যবহারাজীব,—আর এক দিকে তেমনই অনেক ব্যবহারাজীবই পঞ্জাবের অনাচারে অনাচারীদিগের সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু বৃটিশ জাতি দেশের অর্থনীতিক হিসাবে যত ক্ষতিই কেন করুক না—যত দিন তাহারা এ দেশে থাকিবে,

তত দিন মামলা হইবে, আদালতেও যাইতে হইবে, ব্যবহারাজীব নিযুক্তও করিতে হইবে। তাহার প্রতীকারের উপায় স্বদেশী।

লালা লজপৎ রায়।

আর এক কথা—ব্যবস্থাপক সভা-বর্জ্জন। গত ৩৫ বৎসর কাল দেশের লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-প্রেরণের যে অধিকার চাহিয়া আসিয়াছে, আজ—এক দিনে তাহা বর্জ্জনে লোককে সম্মত করা সহজ-সাধ্য নহে। ৩৫ বৎসরে যে মনোভাব গঠিত হয়, এক দিনে তাহা পরিবর্ত্তিত করা যায় না। তাহাতে পদস্খলনে বিপদের সম্ভাবনা। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ব্যবস্থা না করিলেই ভাল হইত।

শেষ কথা—সহযোগিতা-বর্জ্জননীতি অবলম্বন করিব কেন? সর্ব্বপ্রথমে—স্বরাজলাভের জন্য। খিলাফৎ ও পঞ্জাবী অনাচার তেমন ব্যাপার নহে—তদুভয়কে এমন প্রাধান্য প্রদান করা ঠিক হয় নাই। খিলাফৎ কমিটী সহযোগিতা-বর্জ্জন করিবেন বলিয়া, বড় লাটকে পত্র লিখিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী বলেন, সেই নোটীশই কংগ্রেসের নোটীশ বলিয়া গ্রহণ করা হউক। তাহা সঙ্গত নহে। কংগ্রেস সমস্ত জাতির—খিলাফৎ কমিটী কেবল মুসলমানদিগের; এ অবস্থায় খিলাফৎ কমিটীর নোটীশই কংগ্রেসের নোটীশ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য কংগ্রেসকে বলা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সে কমিটীও কংগ্রেসের পক্ষ হইয়া—কংগ্রেসের নামে কায করেন নাই।

কংগ্রেস যে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাহাতে লালাজী আনন্দ প্রকাশ করেন। তাহাতে দেশের লোকের মনের প্রকৃত ভাব বুঝা যায়। তবে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল। জাতির উৎপত্তি ও গঠন জটিল ব্যাপার। সব দিক বুঝিয়া—ভাল করিয়া ভাবিয়া কায করিতে হইবে, নহিলে অসাফল্যের অপমানে আমরা লজ্জিত হইব। বিলাতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া যাইতে তাঁহার মত নাই। কিন্তু সমগ্র সভ্যজগতে ভারতের কথা প্রচার করা প্রয়োজন। বিদেশে—বিলাতে, মার্কিণে, ফ্রান্সে, জাপানে, স্বাধীনভাবে ভারত-কথা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদেশের মত

অবহেলা করিলে চলিবে না—তাহার উপযোগিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কংগ্রেসে প্রস্তাব-গ্রহণের পর সহযোগিতা-বর্জ্জনেরই সমর্থন করিতে হইবে। যদি তাহাতে সাফল্যলাভ না হয়, তবে আমাদিগকে দেশদ্রোহী বলিয়া পরিচিত ও উপহসিত হইতে হইবে। তিনি স্বয়ং ব্যবস্থাপক সভায় যাইবেন না—দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগিতা-বর্জ্জনে সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা করিবেন। যদি কংগ্রেসে গৃহীত এই প্রস্তাবে কোন রূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয়—তাহা করিতে হইবে।

মুসলমানরা যেন মনে রাখেন, ইসলামের ইজ্জৎ রক্ষা করা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্য বটে, অতি অল্পকালমধ্যে বর্জ্জন নীতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। তাঁহারা এমন ভাবে কায করুন,—যাহাতে হিন্দুরা তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন —যাইতে বাধ্য হয়েন।

সর্ব্বোপরি, দলাদলি পরিহার করিতে হইবে। দেশের এই দুঃসময়ে আমরা মডারেটদিগকে হারাইতে পারি না—যাহাতে তাঁহারাও কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিয়া সকলে এক সঙ্গে একযোগে কায করিতে পারেন, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

কলিকাতার এই অধিবেশনের পর দেশে নবভাবের বন্যা বহিতে লাগিল। গন্ধীর প্রবর্ত্তিত সহযোগিতা-বর্জ্জন অনুষ্ঠান দেশের শক্তিকেন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিল। প্রয়াগে প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মতিলাল নেহরু ওকালতীত্যাগ করিয়া দেশের কাযে আত্মনিয়োগ করিলেন। এবার হিন্দু মুসলমান একযোগে কায করিতে লাগিলেন; ভারতের ভাগ্যাকাশে সৌভাগ্য সূর্য্যোদয় সূচিত হইল।

এই সময়ে ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইল। দেশের লোক এই অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সাগ্রহে প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। সুরাটে কংগ্রেসের যে অধিবেশনে দলাদলিতে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়, সে অধিবেশন নাগপুরে হইবার কথা ছিল। কেন হয় নাই তাহা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। তাহার পর এই অধিবেশন; এবার মাদ্রাজের বিজয়রাঘবাচারিয়াকে সভাপতি করা হইল। তিনি স্বয়ং আন্তর্জাতিক আইনে বিশেষজ্ঞ। সেঠ জমনলাল অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইলেন। এবার প্রতিনিধি সংখ্যা প্রায় ২২ হাজার।

বিজয় রাঘবাচারিয়া।

বিজয় রাঘব গন্ধীর মতের পূর্ণ সমর্থন করিতে না পারায় তাঁহার অভিভাষণে অনেকেই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। কিন্তু বিজয় রাঘব স্বায় স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ়তা সহকারে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার অভিভাষণের সারাংশ প্রদান করিলাম,—

আরম্ভে তিনি বলেন, তিনি বহুকাল হইতে কংগ্রেসের সেবক; সুতরাং আজ যে তাঁহার দেশের লোক তাঁহাকে কংগ্রেসের সভাপতি

করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার কৃতজ্ঞ হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু এ সম্মান যদি তাঁহাকে ইহার পূর্ব্বে বা ইহার পরে প্রদান করা হইত, তবে তিনি সমধিক পুলকিত হইতেন। কারণ, আজ দেশের রাজনীতিক অবস্থা অসাধারণ জটিল। আজ লোকমান্য তিলক জীবিত থাকিলে সেই নিঃস্বার্থ দেশসেবকের পক্ষেই এই সম্মান প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইত।

এখন আমাদিগকে সম্রাটের নিকট ও জগতের সকল প্রসিদ্ধ লোকের নিকট ভারতের বার্ত্তা পাঠাইতে হইবে—ভারতের শাসকবর্গ ভারতবাসীকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন, তাহা অসহনীয় এবং ভারতবাসীরা তাহাদের পক্ষে তাহাদের দেশে বাস নিরাপদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। তাহাতে বিলম্ব ঘটিলে তাহাদের সর্ব্বনাশ, সাম্রাজ্যের বিপদ ও ভবিষ্যতে জগতের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটিবে।

উপায় কি?

এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় কি? উপায় বুঝিতে হইলে আমাদের অবস্থা বুঝিতে হইবে। আমরা স্বেচ্ছায় ও সম্মতিক্রমে বৃটিশ রাজ্যসঙ্ঘের অধিবাসী এবং অপর পক্ষকে এই সর্ত্ত অনুসারে কায করাইবার—দেশের পুনরুজ্জীবনের ও আমাদিগকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাসীর সকল অধিকার প্রদানের জন্যই কংগ্রেসের সৃষ্টি। আজ ভারতে দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার সময় হইয়াছে—সে কথা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং এ দেশে ইংলণ্ড ও স্বায়ত্ত-শাসনশীল উপনিবেশসমূহের মত শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। অপর পক্ষকে সেই সর্ত্ত পালন করিতে বলিবার জন্যই আমরা কংগ্রেসে সমবেত হইয়াছি। আমাদিগের অধিকারের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে। তাহা লিপিবদ্ধ না করিলে চলিবে না। তাহা হয় না। বাকও স্বীকার করিয়াছেন, শাসন-প্রণালী প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করাই প্রয়োজন।

দায়িত্বশীল শাসন।

এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না যে, স্বাধীন দেশের পক্ষে দায়িত্বশীল শাসনপদ্ধতিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। ইহাতে দুই পক্ষের দায়িত্বের কথা আছে—(১) শাসকদলের দায়িত্ব (২) সে দলের প্রত্যেকের কাযের জন্য সকলের দায়িত্ব। আমাদের পক্ষে আমাদের কাম্য শাসন-পদ্ধতি "স্বরাজ" না বলিয়া Responsible Government বলাই শ্রেয়ঃ। আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থার কথাটা বিলাতের লোকের ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা। বিশেষ পার্লামেণ্টেও ভারতে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তন ইংরাজের উদ্দেশ্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। আর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাসমূহকে সময় সময় শাসনপদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা দিতে হইবে। কি উপায়ে আমরা দায়িত্বশীল-শাসন লাভ করিতে পারি?

(১) পার্লামেণ্টের ফারমানে;

(২) রাজার নির্দ্দেশে;

(৩) ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্দ্ধারণে।

পার্লামেণ্টের ফারমানের আশা নাই। পার্লামেণ্টের—বিশেষ লর্ড সভার মনের ভাব শাসন-সংস্কার বিষয়ে ও পঞ্জাবী ব্যাপারের আলোচনা-প্রসঙ্গে দেখা গিয়াছে। পার্লামেণ্ট এ দেশের লোককে অতি সাধারণ অধিকারও দিতে চাহেন না এবং ভারতে বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র শাসনের স্থায়িত্বকামনা করেন। "পঞ্চ" ডায়ারের নরহত্যা সমর্থনের ব্যাপারের পর পার্লামেণ্টের ছায়া না মাড়ানই ভাল।

তৃতীয় পথও রুদ্ধ। কেন না, যদিও সব বে-সরকারী নির্ব্বাচিত সভ্য একযোগে কায করেন, তবুও বর্ত্তমান আমলাতন্ত্র যে সে কাযে বিঘ্ন ঘটাইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

নিয়মে ও আইনে সম্রাটের অধিকারদান ক্ষমতাও ক্ষুণ্ণ ও সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। শাসন-সংস্কার আইনেই তাহা লিখিত আছে।

ভারতের আদর্শ।

প্রাচীন হিন্দুরা ও প্রাচীন আরবরা মনে করিতেন—রাজশক্তি প্রজাসাধারণ হইতেই উদ্গত হয় এবং লোকের সম্মতি ও লোকের সহিত সর্ত্তের ফলে শাসকের শাসনক্ষমতার উদ্ভব হয়।

প্রজার সহিত তাহাদের রাজার এইরূপ চুক্তির কথা এবং রাজা কোনরূপ অন্যায় বা অনাচার করিলে প্রজার পক্ষে তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিবার অধিকারের বিষয় সর্ব্বদাই বর্ত্তমান ভারতের অধিবাসীদিগের মনে জাগরুক থাকে। ভারতবাসীর মনের এই ভাবেই এ দেশে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা। ইংরাজ এ দেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্রাট-দিগের স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাহা হইলে হিন্দু বা মুসলমানের পতন-সময়ের রাজাদিগের আদর্শের অনুসরণ না করিয়া প্রসিদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান নৃপতিদিগের আদর্শানুসরণ করাই এ দেশে ইংরাজের কর্ত্তব্য। এ দেশের লোক অনাচার নিবারণের জন্য আপনারা চেষ্টা করিয়া ও আপনাদের স্বার্থত্যাগ করিয়া এ দেশে ইংরাজ শাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কাজেই এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এ দেশে ইংরাজ শাসন—বিলাতের সঙ্গে এ দেশের লোকের চুক্তির উপর নির্ভর করে। যদি শাসন-সংস্কার আইনের কথায় এমন বুঝায় যে, এ দেশে ইংরাজের যে অধিকার তাহা বিজেতার অধিকার, তবে আমরা সে কথার প্রতিবাদ করিব। কেন না, ইতিহাসে বিলাতের সে অধিকার সমর্থিত হয় নাই—হইতে পারে না।

এই চুক্তি অনুসারে ভারতের যাহা করিবার কথা আমরা তাহা করিয়া আসিয়াছি। এ দেশে ইংরাজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার

জন্য আমরা আমাদের স্বদেশবাসীর সহিত যুদ্ধ করিয়াছি এবং ইটালী ও মার্কিন, জার্ম্মাণ যুদ্ধে ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিবার পূর্ব্বে আমরা ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছি। তুর্কী যখন জার্ম্মাণীর পক্ষে যোগ দেয়, তখনও ইংলণ্ড খিলাফৎ রক্ষা করিবেন—এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া ভারতীয় মুসলমানরা ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে আমাদের ভাগ্যে কেবলই দুঃখ দেখা দিতে লাগিল!

(১) যখন আমরা নবযুগের আশা করিতেছিলাম, তখনই আমলা-তন্ত্রের দ্বারা নিযুক্ত রৌলট কমিটীর নির্দ্ধারণ অনুসারে রৌলট আইন রচিত হয় এবং সমগ্র দেশবাসীর প্রতিবাদ পদদলিত করিয়া সরকার সেই আইন বিধিবদ্ধ করেন।

(২) তাহার পর আমলাতন্ত্র যে অবস্থার সৃষ্টি করেন, তাহাতেই পঞ্জাবী ব্যাপারের সংঘটন সম্ভব হয়।

(৩) পঞ্জাবী ব্যাপারে ভারত সরকার, বিলাতী সরকার ও পার্লামেণ্ট ভারতবাসীর প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়াই মনে করেন না।

(৪) তাহার পর খিলাফতের কথা। যুদ্ধে জয়ী হইয়াই মিত্র-শক্তিরা এ দেশে মুসলমানের নিকট ইংরাজের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন এবং সেকালের সেই ধর্ম্মগত ও জাতিগত বিদ্বেষ জাগাইয়া তুর্কীর সর্ব্বনাশ করেন। সন্ধির সর্ত্তে সুলতানের যেরূপ অপমান হইয়াছে, বিজিত কোন য়ুরোপীয় জাতির সেরূপ অপমান হয় নাই। ইহাতে হিন্দুর কি কোন স্বার্থ নাই? আছে—কেন না, এ দেশে হিন্দু মুসলমানের উত্থান ও পতন এক সঙ্গে হইবে। তাই মুসলমানের ব্যথায় হিন্দু ব্যথিত। বিশেষ এই ব্যাপারে এসিয়ার প্রতি য়ুরোপের ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

(৫) বিদেশে ভারতবাসী পশুবৎ ব্যবহৃত হয়। আমরা যখন বৃটিশ

সাম্রাজ্যে দাসবৎ তখন কেমন করিয়া বিদেশে ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা করিতে পারিবে? যত সম্ভব প্রবাসী ভারতবাসীকে ভারতে ফিরাইয়া আনা হউক। তাহাতে তাহাদেরও উপকার হইবে—দেশে আসিয়া তাহারাও জাতি গঠনে সাহায্য করিতে পারিবে। ইংরাজ স্বীয় উপনিবেশসমূহে ফরাসী বা ডাচ প্রজার স্বার্থ যেরূপে রক্ষা করেন, ভারতবাসীর স্বার্থ সেরূপে রক্ষা করেন না।

(৬) নূতন শাসন-সংস্কার আইনে ও তাহার নিয়মে স্থির হইয়াছে, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতি বিভাগে বিলাতী পার্লামেণ্টই স্থির করিবেন—আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের উপযুক্ত কি না! কোন দেশে—কোন কালে কি এমন হইয়াছে? ভারত সরকারে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল প্রাদেশিক সরকারসমূহে জনগণের ক্ষমতাবৃদ্ধির ফল পরীক্ষা করা হইবে! এমন অদ্ভুত ব্যবস্থা কেবল ভারতেই সম্ভব। ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হইতে অসম্মত আমলাতন্ত্রকে তুষ্ট করিবার জন্যই এই অসম্ভব ব্যবস্থা সম্ভব করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহাতে কোন দিকেই সুফল ফলিবে না।

প্রতীকার।

আমাদের এই অবস্থায় প্রতীকারের একমাত্র উপায়, এ দেশে দায়িত্বশালী স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিষ্ঠা। তাহার পর দেশের লোক অবস্থানুসারে প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থা করিবে।

এখন কথা, আমরা এই যে স্বায়ত্ত-শাসন চাহিতেছি, ইহা কোন অধিকারে? ইংলণ্ড দীর্ঘ ও বহুবিঘ্ন-কঙ্কর-কণ্টকিত পথ অতিক্রম করিবার পর—সুদূর ভবিষ্যতে আমাদিগকে যে শাসন দিবার আশা মাত্র দেখাইয়াছেন,—কোন্ শান্তিপূর্ণ উপায়ে আমরা অচিরে তাহা লাভ করিতে পারি? এ সমস্যা যত জটিলই কেন হউক না—তাহার

সমাধান করিতেই হইবে। স্বাধীন দেশের ইতিহাসের আলোচনা করিলে আমরা এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিব—আমাদের ঈপ্সিত ফললাভের উপায় করিতে পারিব। এই জন্যই কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে সহযোগিতা-বর্জ্জনের উপায় গৃহীত হইয়াছিল।

সহযোগিতা-বর্জ্জন।

কিন্তু মহাত্মা গন্ধী সহযোগিতা-বর্জ্জনের যে প্রণালী কংগ্রেসে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা ব্যতীত মূল নীতির স্বতন্ত্র আলোচনা কলিকাতায় হয় নাই। অবিলম্বে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে শাসকদিগের সহিত সহযোগিতা-বর্জ্জনের মত কোন উপায় অবলম্বন করা একান্তই প্রয়োজন, সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। এ দেশের শাসন-ব্যাপারে আমাদের মত গ্রহণ করা হউক বলিয়া আমরা গত ৩৫ বৎসরেরও অধিক কাল নিবেদন ও আবেদন করিয়াছি, কিন্তু সুফল ফলে নাই। পরন্তু আমরা এমনই অসহায় হইয়া পড়িয়াছি যে, বৃটিশ উপনিবেশসমূহে আমাদের প্রাথমিক অধিকার রক্ষার উপায়ও করিতে পারি নাই। যখন আমরা দুঃখে মৃতকল্প সেই সময় আমাদিগকে যথেচ্ছা অপমানও করা হইতেছে। পঞ্জাবী ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝা যায়। সরকার হাঙ্গামায় হতাহতদিগের ক্ষতিপূরণে যেরূপ তারতম্য করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, আমাদিগকে মানুষ বলিয়াই মনে করা হয় না। আবার পঞ্জাবের অনাচারী শাসক ওডয়ারকে—সমগ্র ভারতের মত পদদলিত করিয়া—এসার কমিটীর সদস্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বর্ব্বর—ঘাতুক ডায়ারের স্মৃতিরক্ষার প্রস্তাবও হইয়াছে—কলিকাতার বিদেশী বণিক সভা ডায়ারের কাযের সমর্থন করিয়াছেন। আর পূর্ব্ববৎ বৎসর বৎসর কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেই হইবে না। যদি আত্মরক্ষা করিতে হয়, তবে কোন উপায়ে ইংলণ্ডকে অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদানে বাধ্য করিতে হইবে।

এখন কথা আমাদের, স্বার্থরক্ষার ও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কলিকাতার কংগ্রেসে গৃহীত সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রস্তাবই উপযুক্ত প্রস্তাব কি না? এই সহযোগিতা-বর্জ্জননীতির স্বরূপ বুঝান হয় নাই, বুঝান সহজ নহে। আশা করি, প্রয়োজনে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ধর্ম্মঘট প্রভৃতি ইহার অঙ্গীভূত। সপার্ষদ বড়লাট বলিয়াছেন—এই সহযোগিতা-বর্জ্জননীতি আইনবিরুদ্ধ; কারণ, বর্ত্তমান শাসন প্রণালী পণ্ড করা উহার উদ্দেশ্য। এমন অদ্ভুত কথা সচরাচর শুনা যায় না। বর্ত্তমান বড়লাট বৃটিশশাসিত ভারতের ইতিহাসে অতি লজ্জাজনক কার্য্যের জন্য দায়ী। তিনি যদি এই অদ্ভুত মত প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে বুঝাইয়া দিতেন—কিসে ইহা আইন বিরুদ্ধ, তবে ভাল হইত। যদি তিনি স্বীকার করেন, বিলাতের শাসন-পদ্ধতি এ দেশে প্রযোজ্য, তবে তিনি বলুন, সহযোগিতাবর্জ্জন কিসে কিরূপে আইনবিরুদ্ধ। পরন্তু বৃটিশ শাসনপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা বর্জ্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত—বিজেতায় ও বিজিতে সহযোগিতা-বর্জ্জন, য়ুরোপে ও এসিয়ায় সহযোগিতা-বর্জ্জন, শ্বেতাঙ্গে ও কৃষ্ণাঙ্গে সহযোগিতা-বর্জ্জন। এ দেশে কতকগুলি আইনেও এই নীতি গৃহীত হইয়াছে এবং সে সব আইনও বৃটিশ শাসন-পদ্ধতি অনুসারে বে-আইনী। যে দ্বৈত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—এ দেশের লোকের সহিত আমলাতন্ত্রের সহযোগিতা-বর্জ্জন তাহার মূল মন্ত্র। কাযেই সপার্ষদ বড়লাটের পক্ষে মহাত্মা গন্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন বে-আইনী বলা হাসির কথা বটে! বিশেষ গন্ধী-প্রবর্ত্তিত সহযোগিতা-বর্জ্জন ত্যাগের, স্বার্থদানের ও বলপ্রয়োগ-বিমুখতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা পবিত্র। কাযেই কাহারও প্রীতি অপ্রীতির কথা বিবেচনা না করিয়া কেবল আত্মরক্ষার হিসাবে আমাদিগকে এই নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

এখন দেখা যাউক, কলিকাতায় গৃহীত সহযোগিতা-বর্জ্জনের প্রস্তাব আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কতটা সহায় হইতে পারে।

মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব।

মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবে কয়টি উপায় বর্ণিত হইয়াছে—আরও কয়টি যুক্ত হইবে।

(১) সরকারদত্ত উপাধি বর্জ্জনের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তাহার দ্বারা আমাদের ঈপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা নাই।

(২) অবৈতনিক পদত্যাগ। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে দেশে বিচার ও শাসন বিভাগের পার্থক্যসাধন হয় নাই, সে দেশে অবৈতনিক বিচারকদিগের নিকট অধিকতর ন্যায়বিচারের আশা করা যাইতে পারে।

(৩) নূতন ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কয় বৎসরের জন্য সে কথায় আর ফল নাই। এই সব ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা বিশেষ কায হইবে না। যদি বিলাত হইতে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোক আনাইয়া কায করান হয়, তবুও বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাঁহারা বিশেষ কায করিয়া উঠিতে পারিবেন না। আর্থিক হিসাবে এবং অধিকার লাভের সোপান হিসাবে এই ব্যবস্থার অসাফল্য নিশ্চিত। কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনের পূর্ব্বে যে জাতীয়দলের লোকরা ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সে কেবল শাসন-সংস্কারের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ সন্ধান করিয়া।

(৪) তাহার পর সরকারী ও সরকারের সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয় ত্যাগ। গত কয় মাসে এ বিষয়ে আমাদের যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে, তদনুসারে আমাদিগকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আমরা যে এই উপায় অবলম্বন করিব, তাহার উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—ইংলণ্ডকে বাধ্য করিয়া স্বায়ত্ত-শাসন ও খিলাফতের প্রতীকার লাভ। ছেলেরা স্কুল ছাড়িলে কিরূপে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? তাহাতে সরকারেরই লাভ হইবে—

বার্ষিক ৮ কোটি টাকা বাঁচিয়া যাইবে। তাহাতে আমাদের লাভ? সেই পরিমাণ অর্থব্যয় করিতে হইলে আমাদের ২ শত কোটি টাকা মূলধনের প্রয়োজন। তাহা ছাড়া জমী, বাড়ী, বিজ্ঞানশালা প্রভৃতি বাবদে ব্যয় আছে। আমরা কি এত টাকা সংগ্রহ করিবার কল্পনাও করিতে পারি? ইহাতে ছাত্ররা উত্তেজিত হইবে, হয়ত তাহারা অভিভাবকদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। অবশ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ছাত্ররা সরকারী ও সরকারী সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয় ত্যাগ করিলে এমন হইবে না।

আর এক কথা—স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা অধিক প্রয়োজন, না দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করা অধিক প্রয়োজন? জানি, এ দেশে সর্ব্ববিধ শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন—কিন্তু আমরা কাহার অভাব প্রথমে পূরণ করিব—জনসাধারণের অর্থাৎ নিরক্ষর লোকদিগের, না মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত লোকের? এ দেশের শতকরা ৯৫ জনের অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকার ছাত্রপ্রতি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বৎসরে ১১৲ টাকা খরচ করেন, তাহা যথেষ্ট নহে। এ দেশের বালকবালিকাদিগের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইলে বৎসরে ১শত ৫ কোটি টাকার প্রয়োজন। তাহার উপর গৃহাদির জন্য ব্যয় আছে। এ দেশের লোকের আয় এত অল্প যে, তাহারা টাকা দিতে পারিবে না। এ অবস্থায় স্কুল কলেজ যেমন আছে রাখিয়া জাতীয়ভাবে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন করাই প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। দেশের লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত সুফল ফলিবে না।

(৫) ব্যবহারাজীবদিগকে ব্যবসা ছাড়িতে বলা হইয়াছে। তাহাতে কি সরকারকে পঙ্গু করা যাইবে? যে সব লোক এতদিন উকীল হইবার জন্যই শিক্ষিত হইয়াছে, তাহারা আজ কোথায় দাঁড়ায়? কেহ

কেহ বলেন, উকীলরা ব্যবসা ছাড়িলে দেশে সালিশী আদালতের প্রতিষ্ঠা হইবে। ছোট খাট ব্যাপারে তাহা হইতে পারে। কিন্তু যে সব বড় বড় মামলায় জটিল আইনের তর্ক থাকে, সে সব কি সালিশী আদালতের বিচারে সুচারুরূপে নিষ্পত্তি হইতে পারে?

ছেলেরা বিদ্যালয় ও উকীলরা আদালত ছাড়িলে কি ভারতবর্ষ আবার বর্ব্বরতার পথে আসিয়া দাঁড়াইবে না?

জাতি-গঠন।

আমরা যদি কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব গ্রহণ না করি, তবে কি করিব? উত্তরে বলিতে হয়—আমরা জাতিগঠন করিব। সে কাযে আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। আমাদের ঔদাস্তে ও শাসক-দিগের অনাচারে সময় নষ্ট হইয়াছে, তাহার পূরণ জন্য সেই ভাবে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমরা অচিরে এ দেশে দায়িত্বশীল শাসন চাহি; সে জন্য জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। কংগ্রেসের সৃষ্টি হইতে দেশে জাতীয় একতা স্থাপনের কার্য্য বিশেষ অগ্রসর হইয়াছে। তাহার পর যে কায জাতীয় শিক্ষায় বা প্রচার কার্য্যেও সহজে সম্পন্ন হইত না, আমাদের দুর্দ্দশাভোগে তাহা হইয়াছে। তাহার পর আবার মহাত্মা গন্ধী ও তাঁহার সহকর্ম্মীদিগের চেষ্টায় জাতীয় একতা দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহারা দেশের জন্য এই যে কায করিয়াছেন, ইহার জন্য দেশবাসী বংশ-পরম্পরায় তাঁহাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে। কিন্তু জাতীয় উন্নতির জন্য আরও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সে কার্য্যের জন্য কংগ্রেস অবিলম্বে একটি সমিতি গঠিত করিয়া অর্থ সংগ্রহের ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করুন। বিদেশে ভারতবাসীদিগের দুর্দ্দশা মোচন করিতে হইবে। তাহাদিগকে দেশে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। দেশে তাহাদের প্রয়োজনের অবধি নাই। শ্রমজীবীদিগের সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে—অনুন্নত জাতিসমূহের উন্নতির উপায় করিতে হইবে।

বিদেশী-বর্জ্জন।

জাতির পুনর্গঠনের আর একটা দিক আছে। আমরা এ দেশে বৃটিশ চা-কর নীল-কর প্রভৃতিকে, বিলাতী বণিক ও ব্যবসায়ীদিগকে শ্রমজীবীর অভাবে বিব্রত করিয়া তাহাদিগের মনোভাব পরিবর্ত্তনে বাধ্য করিতে পারি। ভারতবর্ষ হইতে বিদেশী পণ্যের উপকরণ যোগান হয় এবং ভারতে বিদেশী পণ্য বিক্রয় হয়। যাহাতে বিদেশী পণ্যের জন্য এ দেশ হইতে উপকরণ না যায় এবং এ দেশের লোক বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করে যদি তাহার উপায় করিতে পারি, তাহা হইলেই ঈপ্সিত ফললাভ হইবে। অন্যের দিক হইতে ইংরাজকে আক্রমণ করিতে হইবে। এই-রূপে আমরা ক্রমে ক্রমে কেবল বিলাতী নহে—পরন্তু বিদেশী পণ্য বর্জ্জন করিয়া সর্ব্বতোভাবে স্বাবলম্বী হইতে পারিব।

বিলাতী সাহায্য।

আমাদের কাছে, বিলাতের সকল রাজনীতিক দলই সমান বলিয়া এত দিন আমরা বিলাতের কোন বিশেষ রাজনীতিক দলের সহিত যোগদান করি নাই। কিন্তু এখন সে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। সব দিক ভাবিয়া দেখিলে আমরা কেবল বিলাতের শ্রম-জীবীদলের সহিতই যোগ দিতে পারি। কাযেই দায়িত্বশীল শাসন-লাভের জন্য চাহি—

(১) জাতির পুনর্গঠন ; (২) দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা ; (৩) বিলাতে শ্রম-জীবীদলের সহিত যোগদান।

মোট কথা।

মোট কথা এই যে, এ দেশে বৃটিশশাসন ভারতবাসীর সহিত শ্বেত-কায়দিগের সহযোগিতা-বর্জ্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অবস্থা ক্রমে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। শেষে এসার কমিটীর রিপোর্টে যাহা হইয়াছে, তাহার পর আর সহ্য করা সম্ভব নহে। আমাদিগকে এক হই

দাবী করিতে হইবে এবং তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। দেশের লোক—এ দেশে দায়িত্বশীল শাসনের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে একমত। কলিকাতায় কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে দুঃখ, নিরাশা ও দলাদলির উদ্ভব হইয়াছে। অথচ সে সকল পরিহার করাই আমাদের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের ভাগ্য দুই জনের উপর নির্ভর করিতেছে—ভারত-সচিব মণ্টেগু ও মহাত্মা গন্ধী। যাহারা পঞ্জাবী ব্যাপারে আমাদিগের দারুণ অপমান করিয়াছে, তাহাদের দণ্ড চাহিয়া কায নাই।

কলিকাতার অধিবেশনে যে সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাবে মতভেদ হইয়াছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে বলিয়াছি। বর্ত্তমানে সহযোগিতা-বর্জ্জনই যে ভারতবাসীর অবলম্বনীয় সে বিষয়ে মতভেদ না থাকিলেও উপায় লইয়া মতভেদ ছিল। নাগপুরে বিভিন্ন মতাবলম্বীরা একযোগে কায করিবার উপায় করেন। উভয় দলের সম্মতিক্রমে সহযোগিতা-বর্জ্জন বিষয়ে নিম্নলিখিতরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ—

যেহেতু এই মহাসভার মতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে এবং যেহেতু ভারতবাসী এখন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এবং বহুবিধ অন্যায় অবিচারের প্রতীকারকল্পে আমাদের অবলম্বিত উপায়সমূহ এতাবৎকাল ব্যর্থ হইয়াছে এবং বিশেষ পঞ্জাব ও খিলাফতের কথা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে সেই জন্য এই কংগ্রেস অহিংসাত্মক অ-সহযোগনীতিকে অঙ্গীকার ও গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিতেছেন যে, এই অহিংসামূলক সহযোগবর্জ্জন-ব্যবস্থা সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সহিত স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সর্ব্বসংস্রব পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রথম প্রস্তাব হইতে শেষ প্রস্তাব

রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং কোন্‌টি কখন অবলম্বন করিতে হইবে তাহা কংগ্রেস বা নিখিল-ভারত কংগ্রেস সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবামাত্র সকলকে একযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব এই কার্য্যে সমগ্র দেশবাসীকে প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নোক্ত উপায়সমূহ অবলম্বন করিতে হইবে :—

(ক) গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক স্থাপিত, পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে ষোড়শবর্ষের অন্যূন ছাত্রগণকে ছাড়াইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত বালকের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অভিভাবক ও পিতামাতাদিগকে (ছাত্রগণকে নহে) আহ্বান করিতে হইবে।

(খ) এতদ্দেশবাসিগণ যে শাসনতন্ত্রের অবসান দেখিতে ইচ্ছা করেন সেই শাসনতন্ত্র-পরিচালিত, প্রতিষ্ঠিত বা সাহায্যকৃত শিক্ষায়তনগুলি হইতে ষোড়শবর্ষীয় বা ততোধিক বয়সের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা উক্তরূপ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ধর্ম্মবুদ্ধি-সঙ্গত নহে বলিয়া মনে করেন তাঁহারা যাহাতে ফলাফল চিন্তা না করিয়া সে সব বিদ্যালয় ত্যাগ করেন তজ্জন্য তাহাদিগকে আহ্বান করিতে হইবে এবং ঐ ছাত্রেরা যাহাতে অ-সহযোগ সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন অথবা জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে।

(গ) বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি জাতীয়বিদ্যালয়ে পরিণতির জন্য, মিউনিসিপালিটী, লোকালবোর্ড এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পর্কিত সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ট্রাষ্টি (ন্যায়রক্ষক) কর্ত্তৃপক্ষ, শিক্ষকগণকে আহ্বান করিতে হইবে।

(ঘ) আইন-ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের ব্যবসায় স্থগিত রাখিয়া সমব্যবসায়িগণকেও ঐরূপ করিতে প্রবৃত্ত করাইতে এবং মামলাকারিগণকে আদালত বর্জ্জন করিয়া সালিশী-সভায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাইতে এবং একাগ্রচিত্তে দেশসেবায় প্রবৃত্ত করাইতে অধিকতররূপে চেষ্টিত হইবেন।

(ঙ) ভারতবর্ষের আর্থিক স্বচ্ছলতা বিধান এবং স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যাহাতে ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় ব্যাণিজ্যব্যপদেশে বৈদেশিক সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে পরিহার করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে হইবে। চরকায় সূতা কাটা এবং বস্ত্রবয়ন কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ বৈদেশিক পণ্য দ্রব্য বর্জ্জন সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবেন।

(চ) অ-সহযোগ আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য যে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন প্রত্যেক নরনারীকেই তাহা অনুষ্ঠান করিবার জন্য নির্ব্বিচারে আহ্বান করিতে হইবে। এই জাতীয় আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য প্রত্যেককেই শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

(ছ) অ-সহযোগনীতি প্রচার করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে অথবা কয়েকটি গ্রাম লইয়া সমিতি স্থাপন করিতে হইবে; এবং প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান সহরগুলিতেও ঐরূপ এক একটি সমিতি থাকিবে; এবং প্রত্যেক সমিতিই প্রাদেশিক সমিতির অধীনে থাকিবে।

(জ) 'জাতীয়-সেবক-সঙ্ঘ' নামে দেশসেবার জন্য একটি জাতীয় সেবকদল গঠন করিতে হইবে।

(ঝ) জাতীয় সেবাকার্য্য পরিচালনের এবং অ-সহযোগ নীতি প্রচারের সহায়তার জন্য নিখিলভারত তিলক-স্বরাজ ভাণ্ডার নামে একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ভারতবাসী অ-সহযোগনীতি পালনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন; ইহা কংগ্রেস আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ ভোটদাতৃগণ যে ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যনির্ব্বাচনব্যাপার পরিহার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা

এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার মুখপাত্র নহে, অতএব কংগ্রেস আশা করেন যে, যে সমস্ত সভ্য সাধারণের অসম্মতি সত্বেও উক্ত সভায় প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা সত্বর পদত্যাগ করিবেন। যদি তাঁহারা গণতন্ত্রের নিয়ম অবহেলা করিয়া ভোটদাতৃগণের অনিচ্ছা-সত্বেও ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ ত্যাগ না করেন তাহা হইলে নির্ব্বাচনকারিগণ তাঁহাদিগকে রাজনীতিক কোন কার্য্যে সহায়তা করিবেন না।

পুলিস ও সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহিত জনসাধারণের সম্প্রীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা এই সম্মিলনী লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আশা করেন যে, প্রথমোক্ত সম্প্রদায় উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আজ্ঞা পালনের জন্য নিজের দেশ ও বিশ্বাসকে পরিহার করিবেন না এবং শিষ্টাচার ও ধীরতার পরিচয় দিয়া তাঁহারা যে দেশবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান নহেন, এই দুর্নাম স্খালন করিবেন।

এই সম্মিলনী গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন দেশের আহ্বানে স্ব স্ব কর্ম্মে ইস্তাফা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য দেশবাসীর সহিত উদার ও সাধু ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েন। ব্যক্তিগতভাবে দেশের কার্য্যে যোগদান না করিলেও তাঁহারা নির্ভীক এবং প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বপ্রকার জনসাধারণের সভায় যোগদান করুন এবং এই জাতীয় আন্দোলনের সফলতার জন্য অর্থ সাহায্য করুন।

এই সম্মিলনী বিশেষভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, এই অ-সহযোগ আন্দোলনের মূল ভিত্তি—অহিংসা। বাক্যে ও কর্ম্মে জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টকে কোন প্রকার আঘাত করিবেন না, এবং গবর্ণমেণ্টেরও যে এই নীতি পালন করা উচিত ইহা এই কংগ্রেস প্রত্যেক সভাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এই কংগ্রেস বলিতেছেন যে, প্রতিহিংসা মূলক শক্তিপ্রয়োগ গণতন্ত্রের মূল তত্ত্বের

বিরোধী এবং (প্রয়োজন হইলে) অ-সহযোগনীতি সর্ব্বাংশে প্রয়োগ করিবার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

পরিশেষে যাহাতে পঞ্জাব ও খিলাফত সমস্যা সুমীমাংসিত হয় এবং এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্ব-প্রকার সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই সম্মিলনী অনুরোধ করিতেছেন। অপর দিকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও পরস্পরকে সহায়তা করিবার ভাব বৃদ্ধি করিবার উপরেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য বিধান এবং হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতিসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য এই কংগ্রেস সকলকে অনুরোধ করিতেছেন। বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ হইতে ছুৎমার্গের কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইবে। পতিত জাতিসমূহকে উদ্ধার করিবার জন্য ধর্ম্মনায়কদিগকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।

কংগ্রেসের এই অধিবেশনে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বা ক্রীড পরিবর্ত্তিত হয়। নূতন উদ্দেশ্য-বিবৃতি বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়—

"ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্বরাজ লাভই ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য।"

এই অধিবেশনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

সাট্টা বিষয়ক প্রস্তাব

(ক) যে হেতু ভারত সরকার ভারতে বাট্টার হার অত্যন্ত অধিক বাড়াইয়া দিয়াছেন, রিভার্স কাউন্সিল বিল বাহির করিয়াছেন, সে বিষয়ে ভারতের লোকমত যথেচ্ছ ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কারেন্সি কমিটীর মাইনরিটী রিপোর্ট উপেক্ষিত হইয়াছে, সেই জন্য ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের বিশেষ ও সাংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে।

যে হেতু বৃটির শিল্পীদের স্বার্থরক্ষার্থ এই ধ্বংসকর নীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং তাহার ফলে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিশৃঙ্খল ও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল হইয়া পড়িয়াছে ও পক্ষান্তরে ভারতের নিকট বৃটিশ রাজকোষের যে ঋণ ছিল, তাহার অনেক অংশই তাঁহাদের শোধ করিতে হইতেছে না, আবার বৃটিশ ধনী ও শিল্পীদের যে সব মালপত্র তাঁহাদের পুরাতন বাজার—জার্ম্মাণী ও অন্যান্য দেশে পাঠাইতে পারা যাইতেছে না, সে সব প্রভূত পরিমাণে ভারতে প্রেরণ করিবার সুবিধা সুযোগ তাঁহাদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া হইতেছে, সেই হেতু কংগ্রেস বৃটিশ রাজকোষের কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইতেছেন যে, তাঁহারা যেন ঐ ক্ষতি পূরণ করিয়া দেন এবং বলিতেছেন যে, বৃটিশ পণ্যের আমদানীকারী সওদাগর ও ব্যবসায়ীরা যদি বর্ত্তমান বাট্টার দরে তাঁহাদের কৃত চুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হয়েন, তাহা হইলে তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তই হইবে।

এই অবস্থার যথোপযুক্ত প্রতীকারের জন্য আবশ্যক উপায় অবলম্বনের নিমিত্ত কংগ্রেস একটি কমিটী নিযুক্ত করিতেছেন, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী সেই কমিটীর কার্য্য নির্দ্ধারণ পরে করিবেন।

ডিউকের আগমন বয়কট।

(৪) ভারতে শীঘ্রই মহামান্য ডিউক অফ্ কনট মহোদয় আগমন করিতেছেন, তাহার আগমন উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদপ্রমোদ রং তামাসা প্রভৃতি হইবে; কংগ্রেস অসহযোগ নীতিহেতু সকল ভারতবাসীকে এই আমোদপ্রমোদে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেছেন।

শ্রম সংগঠন।

(৫) শ্রমিকগণের উন্নতি বিধান, অধিকার রক্ষা ও ধনিগণের অর্থশোষণ নিবারণ প্রভৃতির জন্য ভারতীয় শ্রমজীবিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করা

হউক, কংগ্রেস ইহাই বলিতেছেন। বিদেশীয় এজেণ্টগণ ভারতের শ্রম ও ভারতের উপকরণ শোষণ করিতেছেন ; এবিষয়ে আবশ্যক কার্য্য করিবার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী একটি কমিটি নিযুক্ত করিবেন।

জমী সংগ্রহ।

(৬) গবর্ণমেণ্ট ধনী ব্যবসায়ীর বিশেষতঃ বিদেশীয় ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে জমী সংগ্রহ করিয়া ও জমী সংগ্রহ বিষয়ক আইন অযথা প্রয়োগ করিয়া দরিদ্র প্রজা ও জমীদারগণের বাসস্থান পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে বসিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনুসৃত এই নীতিবিষয়ে কংগ্রেস সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহার ফলে অসহযোগ নীতি অবলম্বন করা অন্যায় নহে।

কংগ্রেস ভারতীয় ধনিগণের নিকট আবেদন করিতেছেন যে, তাঁহারা যেন এরূপ ভাবে দরিদ্র কৃষকগণকে দুরবস্থায় না ফেলেন।

রাজনীতিক বন্দী।

(৭) যে সকল রাজনীতিক আসামী বিনা কারণে ও বিনা বিচারে গ্রেপ্তার হইয়া দণ্ডভোগ করিয়াছেন বা এখন পর্য্যন্ত করিতেছেন, যাঁহাদের স্বাধীন গতি ও সঙ্গ গভর্ণমেণ্ট এখনও ক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন, কংগ্রেস সেই সকল রাজবন্দীর প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছেন। কংগ্রেস আশা করেন যে, দেশের প্রতি তাঁহাদের ভক্তির ফলে শীঘ্রই যখন স্বরাজ লাভ হইবে, তখন এরূপ অন্যায় বিচার ও দণ্ডবিধান এ দেশে আর সম্ভব হইবে না।

দণ্ডনীতি।

(৮) ভারত গবর্ণমেণ্টের ঘোষণাপত্র সত্ত্বেও পঞ্জাব, দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে দণ্ডনীতি প্রবর্ত্তন দেখিয়া কংগ্রেস দুঃখিত ; যে সকল লোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কংগ্রেস আহিংস অসহযোগ